Banglapdf.net Exclusive

সিক্রেটস অব অলিম্পিক ভিলেজ

ম্যাসেজ গার্ল

সুসান অ্যাশলে
জে.উড

দুটি সাড়া জাগানো মনোদৈহিক উপন্যাস

শুধুমাত্র পরিনত বয়সের পাঠকের জন্য...

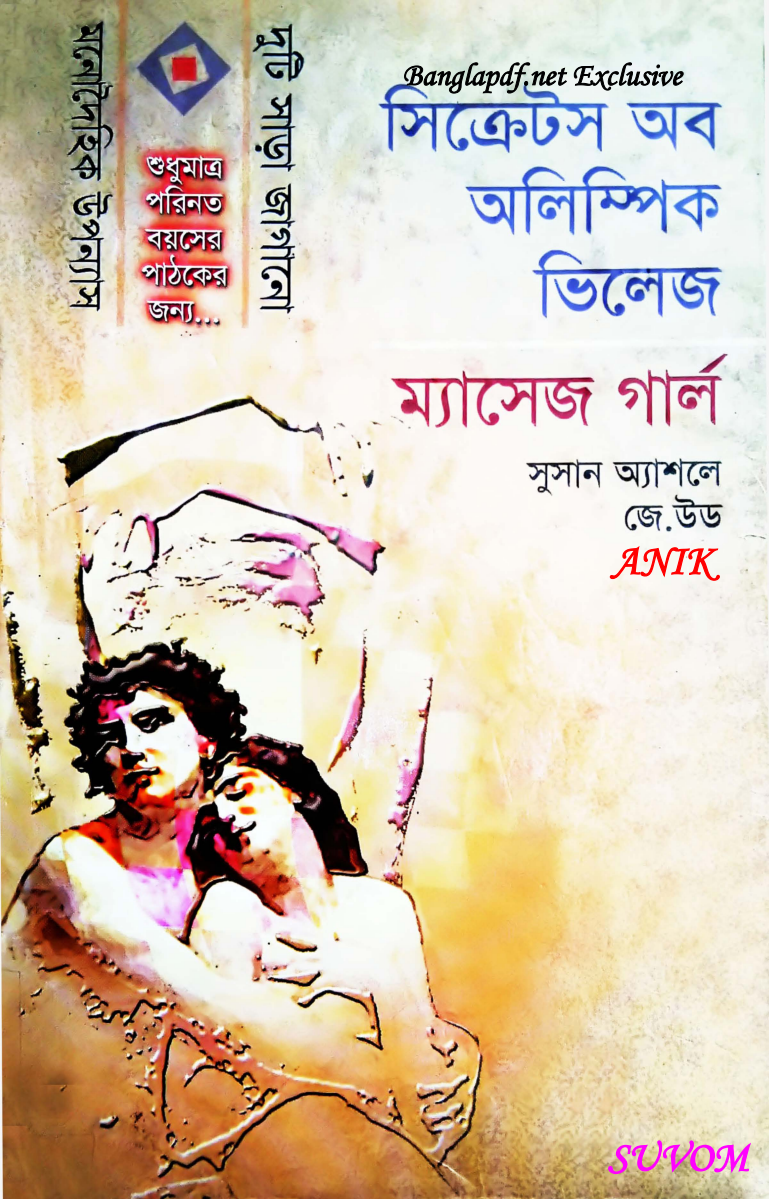

ANIK
SUVOM

দুটি সাড়া জাগানো

মনোদৈহিক উপন্যাস

শুধুমাত্র পরিণত বয়সের পাঠকের জন্য

সিক্রেটস অব অলিম্পিক ভিলেজ সুসান অ্যাশলে

ম্যাসেজ গার্ল জে. উড

অনুবাদ

প্রফেসর মকবুল হোসেন

দি স্কাই পাবলিশার্স

৩৮/২ক বাংলাবাজার (মান্নান মার্কেট/তৃতীয় তলা)

ঢাকা-১১০০

অনুবাদ

সিক্রেটস অব অলিম্পিক ভিলেজ

— সুসান অ্যাশলে

ম্যাসেজ গার্ল — জে. উড

অনুবাদঃ প্রফেসর মকবুল হোসেন

Scanned & Edited:

Suvom

Website:

www.Banglapdf.net

www.Shopneel.net

A
Banglapdf.net
&
shopneel.net
Presents

ইংরেজি © সুসান অ্যাশলে ● জে. উড
বাংলা © প্রফেসর মকবুল হোসেন

প্রকাশকাল ● বইমেলা ২০০৪

প্রকাশক ● মিজানুর রহমান ● দি স্কাই পাবলিশার্স ৩৮/২-ক বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
অক্ষরবিন্যাস ● সজল কমপিউটার ৩৮/৫-ক(১) বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
মুদ্রণ ● হীরা প্রিন্টার্স ২৭ শ্রীশদাস লেন বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ ● শিশির

মূল্য ● ১৫০ টাকা মাত্র

ISBN 984-826-014-5

Banglapdf.net

সূচিপাতা

সিক্রেটস্ অব অলিম্পিক ভিলেজ — সুসান অ্যাশলে.....৫
ম্যাসেজ গার্ল — জে. উড.....১১৩

Shopnel.net

সিক্রেটস্ অব অলিম্পিক ভিলেজ

সুসান অ্যাশলে

ডেবি উইলির চমকিত মনের পর্দায় তখন একটি ছবি, একটিই দৃশ্য : ছেলেটির সুইমিং কস্ট্যুমের নিচে কি বিশাল এক অস্তিত্ব। ভেজা কাপড়ের টুকরো থেকে কিছু একটা যেন ফেটে বেরিয়ে আসবে!

তবে পরিষ্কারভাবে বেশিক্ষণ ধরে লক্ষ্য করা সম্ভব ছিল না, কারণ ডেবি দাঁড়িয়েছিল মাঝখানে। তখন অলিম্পিক প্রস্তুতির ফাইনাল পর্যায়। তাই চারপাশে উত্তেজনা আর উন্মাদনা।

সুইমিং পুলটা তিনকোণা। সাঁতারুদের শরীরগুলো পর পর ঝাঁপ দিয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এই প্র্যাকটিসের গুরুত্ব অসাধারণ, এর ওপরে ফাইনাল নির্বাচনের বিষয়টা নির্ভর করে, এবং জয়-পরাজয়ও। এখন পর্যন্ত প্রায় এক ডজন প্রতিযোগী উঠে এসেছে। কোচেরাও এদিক-ওদিক ব্যস্ত। একদিকে চিৎকার করে উৎসাহ দান চলছে, সাথে সাথে বুকের কাছে 'স্টপ-ওয়াচ' আঁকড়ে টাইম দেখতে হচ্ছে, অনেকটা যেমন মুমূর্ষু লোক বুকের ওপর বাইবেল ধরে থাকে।

কিন্তু ডেবির মন এখন উদ্ভ্রান্ত। সে চারপাশের সবকিছু ভুলে গেছে। কোনও উত্তেজনাই তাকে আর ছুঁতে পারছে না, কারণ এখন তার নিজস্ব উত্তেজনা একটাই, সেই ফুলে ওঠা সুইমিং কস্ট্যুমের অবিশ্বাস্য আকৃতি। সাদামাটা চেহারার তরুণটির তলপেটের নিচে পুরুষাঙ্গর প্রকৃত রূপটি কি! ওপর থেকে যেটুকু বোঝা যাচ্ছে—অতি ভয়ংকর!

অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে শুরু করল ডেবি। সে নিজেও জানে না কোথায় যাচ্ছে। পুলের ধার ঘেঁষে সে ধীরে ধীরে সাঁতারুদের ভিড় থেকে নিজেকে মুক্ত করে একটা ফাঁকা জায়গায় এসে চেয়ারে বসল। পাশেই টেবিলে 'স্পোর্টস্ ইলাস্ট্রেটেড'-এর কপি। এই ম্যাগাজিনটার পাতা উল্টে দেখার প্রয়োজনীয়তা কোনওদিন বোধ করেনি সে।

সকলেই জানে, ডেবি উইলি খুব শিগগির আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা পেতে চলেছে। অর্থাৎ মিউনিক অলিম্পিকে তার জয়লাভ আর কয়েক মাস দূরে। তাই—

রোয়েনা গোল্ডস্টেইন মেয়েটা জল ছেড়ে উঠে পুলের পাশে বসে দম ছাড়ছিল।

—হ্যালো কোচ, আর পারছি না, ভীষণ ক্লান্ত লাগছে।

রোয়েনার কথায় ডেবির দিবাস্বপ্ন কেটে যায়। রোয়েনার দিকে তাকাল সে, যা চিরকাল দেখে এসেছে সেই দৃশ্য। ১৯৭২-এর সুন্দর বসন্তকাল থেকেই ডেবিকে বুঝতে হয়েছে—এই প্র্যাকটিস কি কঠিন পরিশ্রমের ব্যাপার। এর জন্য মেয়েগুলোকে অনেক মূল্য দিতে হয়।

রোয়েনার এখন যা বয়েস, এই বয়েসে তার সারা দেহ এখন ফুলের মতো ফুটে ওঠার কথা। কিন্তু রোয়েনার ক্ষেত্রে তা হয়নি। তার শরীর এখন অনেকটা সমুদ্রের জেলেদের মতো কঠিন ও পেটানো।

কঠিন সাঁতার অভ্যাসের ফলে রোয়েনার কাঁধ, বুকের খাঁচা এত চওড়া হয়ে গেছে, যে তাকে প্রায় সমতল বুকের মেয়ে মনে হয়। অথচ তার দুই স্তনের প্রকৃত আকৃতি মোটামুটি ভালই, সাধারণ মাপের ঊর্ধ্বে। কিন্তু পাঁজরের ওপরে পেশি তার বুকের টিস্যুর মধ্যে ছড়িয়ে গেছে। ফলে তার বুকে এখন মনে হয় দুটি ছড়ানো 'প্যানকেক', যেখানে আসলে সুগোল সুন্দর উচ্চতা থাকার কথা।

ডেবি এবার রোয়েনার পায়ের দিকে তাকাল। এখানে সেই মাসল্-এর বাহুল্য। হাজার মাইলব্যাপী জলে পদ-প্রেক্ষালন তার দুই উরু আর পায়ের ডিমকে লোহার মতো করে দিয়েছে।

ডেবি এদের কোচ। উত্তর দিল—প্র্যাকটিসের সময় হাড়ে ব্যথা হবেই, কিছু করার নেই। হাত ধরে রোয়েনাকে দাঁড়াতে সাহায্য করল ডেবি।

—শোন, মন্ট্রিলে যখন ওরা তোমার গলায় সোনার মেডেল ঝুলিয়ে দেবে, তখন এই সব ক্লান্তির কথা একবার মনে করো। যাও, এখন শাওয়ারের তলায় ভাল করে স্নান সেরে নাও। রাতে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বে কিন্তু!

রোয়েনা লকার রুমের দিকে এগোল। আচ্ছা, এই রকম চেহারার মেয়ের কি কোনও দিন পুরুষমানুষ জুটবে! ডেবি ভাবল।

হঠাৎ বিশাল জলবাষ্পের 'ছলাৎ' তার চিন্তাধারাকে অন্য পথ থেকে আবার স্বস্থানে নিয়ে এলো। ফিরে দাঁড়িয়ে ডেবি দেখল ডাইভিং বোর্ডে কেউ নেই। কিন্তু এক দ্বিধাগ্রস্ত তরুণ অসাধারণ 'ব্যাক-ফ্লিপ' দিয়েছে। ডেবি সেটা দেখতে পায়নি, অবশ্য দেখার প্রয়োজনও নেই। জলে ঝাঁপের শব্দটাই তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে—অসাধারণ ডাইভ দিয়েছে ছেলেটা!

এবার ছেলেটা পুলের পাশ ধরে হেঁটে আসছে। ডেবি চট্ করে চারপাশটা দেখে নিল। দলের অন্যান্যরা এখন শাওয়ার নিতে যাচ্ছে। তাই ঠিক এই জায়গাটায় এখন ওরা দু'জন—শুধুমাত্র দু'জন। ডেবি বুঝল— হ্যাঁ, এটা একটা সুবর্ণ সুযোগ।

—আরে, শোন, এদিকে এসো—

ডেবি চিৎকার করে তাকে ডাকল। এমনকি নিজেই খুশি মনে এগিয়ে গেল খানিকটা। তার পুরন্ত দুই ঠোঁটে এখন অদ্ভুত হাসি।

ছেলেটি সাড়া দিল—হ্যালো!

সুন্দর ভঙ্গিতে হেঁটে আসছে সে। ডেবি লক্ষ্য করল, ছেলেটির পাঁজরের কাছে আর দুই বাহুতে পেশি সুগঠিত, যেন নাচছে। বোঝা যাচ্ছে, বেশ শক্তিসম্পন্ন পুরুষ, যাকে প্রথমে সাদামাটা মনে হয়েছিল। ডেবির মনটা এবার কেমন বেড়ালের মতো সজাগ হয়ে উঠল।

—আমি ডেবি উইলি, আমি ছিলাম—

—আমি জানি। কর্তারা মনে করছেন অবস্থা ভাল নয়। তাই একজন ডাইভারকে সাহায্য করার জন্য এক অভিজ্ঞ সুইমিং কোচকে নিয়োগ করছেন। তাই না?

ছেলেটি নিস্পৃহভাবে ডেবিকে দেখল, এতটাই আগ্রহহীন যে ডেবির ইচ্ছে হলো সেই মুহূর্তেই সরে যায়। আর কোনও কথার দরকার নেই।

এর আগের দৃশ্যটা সত্যিই ভোলা যায় না।

সুইমিং কস্ট্যুমের নিচে ওই 'অদ্ভুত বিশালতা' দেখে ডেবি নিঃসন্দেহ হবার জন্য ছেলেটির কাছে আগেই একবার এগিয়ে গিয়েছিল। পাতলা নীল আবরণের নিচে ছেলেটির পুরুষাঙ্গ পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ জুড়ে রয়েছে। তবু সুইমিং সুটের মধ্যে তার পুরো আকৃতিটা বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। সাঁতারের ছোট্ট জাঙ্গিয়া—একটা নামমাত্র আবরণ—এমনভাবে ফুলে-ফেঁপে আছে, যে সন্দেহ হতে পারে, কাপড়ের তলায় কেউ মেটাল সিলিভার গুঁজে দিয়েছে।

ডেবি তখন ভাবছিল—হায় ভগবান, পুরুষদেহের এমন মাংসল প্রত্যঙ্গ কি সম্ভব! সুন্দর অ্যাথলিটটির দিকে তাকিয়ে এখন সে তার অন্তরতম প্রদেশে শিহরণ অনুভব করল। 'ক্লিটরিচ' দপদপ করছে।

আঠারো বছরের মধ্যে গত পাঁচ বছর ধরে ডেবি সুইমিং পুলে হাজারো মানুষ দেখেছে। পুরুষ হলে প্রথমেই সে তাদের দুই উরুর মধ্যদেশ লক্ষ্য করত। কিন্তু কোনও দিন সে এমন কিছু দেখেনি যা এই ছেলেটির অদ্ভুত সম্পদের ধারেকাছে আসতে পারে।

তখন ডেবি কল্পনা করার চেষ্টা করেছিল—এই পুরুষাঙ্গ কতখানি দীর্ঘ হতে পারে!

ডেবির অভিজ্ঞতা বলে—অনেক সময় এক জোড়া বৃহদাকৃতি অণ্ডকোষ ফুলে উঠে সাধারণ আকৃতির পুরুষাঙ্গকে ভুল করে বিশাল বলে ধাঁধার সৃষ্টি করতে পারে। তখন স্নানের পোশাকের তলায় সাধারণ-সাইজের যৌনাঙ্গকে ভ্রমবশত মনে হবে—বোধহয় অতি দীর্ঘ। ডেবি এও জানে সাঁতার কাটলে যৌনাঙ্গের আকৃতি বৃদ্ধি পায়, আর ডাইভাররা তো সর্বক্ষণ জলে থাকে—জলচর প্রাণীর মতো।

ডেবির তখন থেকেই চিন্তা—এর প্রকৃত রহস্য কি করে উদ্ঘাটন করা যায়। সত্যিই কি ওপর থেকে যা দেখাচ্ছে, আসল বস্তুটিও তাই!

ডেবি তখন চিৎকার শুনেছিল—টাইম্!

দূর!

হতাশায় গলারুদ্ধ ডেবির। দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে। হ্যাঁ, এতক্ষণ বাকি সকল সাঁতারুর কথা সে ভুলে গিয়েছিল। সময় হয়ে এসেছে—খেয়াল ছিল না। তার দুই পরিপূর্ণ বুকের মাঝখানে 'স্টপ-ওয়াচ' ঝুলছিল। সময় দেখে ডেবি চিৎকার করল—এখন আটটা চৌত্রিশ!

স্তিমিত গতিতে তার নিচের গ্রুপের দিকে হাঁটা দিল ডেবি।

একটি দীর্ঘকায় কিন্তু সমতল বুকের মেয়ে জিজ্ঞেস করল—কেমন হয়েছে!

—মন্দ নয়, এতক্ষণ ধরে প্র্যাকটিস করছো!

ডেবি উৎসাহ দিল।

এই হচ্ছে ষোল বছরের ছাত্রী রোয়েনা গোল্ডস্টেইন। মন্ট্রিল অলিম্পিকে আমেরিকার সবচেয়ে বড় ভরসা সাঁতারের স্বর্ণপদকের বিষয়ে। আর ১৯৭২ মিউনিক অলিম্পিকে ডেবি উইলি ছিল আমেরিকার বিশাল প্রত্যাশা। তখন ডেবির বয়েস মাত্র চৌদ্দ!

হ্যাঁ, মাত্র চার বছর আগেকার কথা।

মনে পড়ে যায়, তখন খবরের কাগজের পাতায় কি কি হেডলাইন বেরিয়েছিল। বাবা-মা কত যত্ন করে সেগুলো কেটে রাখত—ফ্যামিলি অ্যালবামে লাগানো থাকত:

'আমেরিকা ডেবিকে ভালবাসে।
তার সাঁতারের প্রতিটি স্ট্রোক! ডেবি
পারবে তো! ফিফটি মিলিয়ন ফ্যানের
আশা ব্যর্থ হতে পারে না। এই
গোল্ডেন গ্লাইডার—স্বর্ণময়ী জলপক্ষী
আমাদের সবচেয়ে বড় আশা—দেশে
স্বর্ণপদক নিয়ে এসো—আরও, আরও, আরও!'

'স্বর্ণময়ী জলপরী!' হ্যাঁ, সাংবাদিকরা এই উপাধিতে ভূষিত করেছিল ডেবিকে। কিশোরী স্বর্ণাভকেশী জলকন্যা, সেই কেশরাশি পিঠের মাঝখানে এসে পড়ত। সুন্দর!

সত্যিই ডেবি ছিল যাকে বলা যায় 'ক্লাসিক নর্ডিক বিউটি'। সুন্দর চিবুক, জ্বলজ্বলে চোখের নীল তারা, উন্নত নাসিকা, রক্তাভ ঠোঁট, স্বর্ণবর্ণ দুই সুগঠিত পা, সুগোল-সুউন্নত দুই স্তন বুকের প্রমাণ সাইজ, কৈশোরের ফ্রেশনেস সর্বাঙ্গে। ডেবির মনে পড়ে, ১৯৭২-এর আনন্দের বসন্তে, তার সবকিছুর প্রাচুর্য ছিল—যৌবন, সৌন্দর্য, সকলের স্নেহ-ভালবাসা, জনপ্রিয়তা, সুনাম। সমস্ত ম্যাগাজিন, জার্নালে তার ছবি, প্রশংসা—মিউনিক অলিম্পিক আর বেশি দূরে নয়। কিন্তু...

যাই হোক, এখন এই ছেলেটির ব্যবহার ভাল লাগেনি, তাই ডেবি হাঁটা দিয়েছিল।

কিন্তু তার একমুহূর্ত আগে যথারীতি সুইমিং কস্ট্যুমের নিচে সেই মারাত্মক আকৃতির অঙ্গদেশ ডেবির চোখ এড়ায়নি। জলে চপচপ করছে কস্ট্যুম। কাপড়ের এই আবরণ অঙ্গে আটকে আছে—যেন সেকেন্ড স্কিন। ডেবি ভাবল—এখন পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগে যে চক্রাকৃতি মুখ থাকে, জলে ভেজা পাতলা আবরণের অন্তরালে সেই লিঙ্গমুখের দাগ স্পষ্ট হয়ে উঠবে। বোঝা যাবে, আকৃতি শুরু কোথা থেকে। নরম অবস্থাতেই দৈর্ঘ্য অন্তত ছয়-সাত ইঞ্চি হবেই—ডেবি কল্পনা করে।

ডেবির কৌতূহল তীব্র! একটা বড় শ্বাস নিয়ে সে নিজের স্নায়ুকে শান্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা করল। ঘুরে দাঁড়িয়ে ছেলেটির চোখের দিকে তাকাল। ডেবি চায় না, ছেলেটি বুঝুক ডেবির আসল নজর কোন দিকে।

—শোন, আমায় কেউ কোথাও পাঠায়নি। আমি তোমায় লক্ষ্য করছিলাম। ডাইভিং বোর্ডের ধারে দাঁড়িয়ে তুমি অনেকক্ষণ দ্বিধাগ্রস্ত ছিলে। যেন নিজের ওপর ঠিক বিশ্বাস রাখতে পারছ না। তারপরেই আমি ডাইভিং-এর শব্দ শুনতে পেলাম। শব্দটা ভাল শোনায়নি। মনে হলো, তোমার কিছু সাহায্যের দরকার। যদি তা না হয়, ফরগেট ইট।

ছেলেটি ঘুরে দাঁড়াল। পশ্চাদদেশের সুঠাম আকৃতি এবার সুস্পষ্ট। ছেলেটি অবশ্যই বেশ বিভ্রান্ত, উতলা।

—আমার কোনও সাহায্যের দরকার নেই। আমি দল থেকে বিদায় নেব।

—কেন?

ছেলেটি এবার রাগত—আমার পারফরম্যান্স লোকে মনে করছে বরাতজোরে হয়েছে। মানে, এই স্পেশাল ডাইভটা। আমার বয়েস সতেরো। আমি র‍্যাংক পাইনি। তবে আজ সারাদিন আমি যা করেছি, আমি মনে করি ফ্যান্টাস্টিক! লাখে এমন একটাই হয়।

ডেবি চুপ।

ছেলেটি বলতে থাকল—তুমি তো জানো, নির্বাচন পদ্ধতি কি অদ্ভুত! বেস্ট ডাইভারের দেখবে—শোনা যাবে—ট্রায়ালের দিনে অ্যাপেন্ডিসাইটিস হয়েছে, তাই তাকে সরিয়ে হাসপাতালে পাঠানো হবে। আর সবচেয়ে খারাপ ডাইভার—বরাতজোরে সে সেদিন কোনও মতে থার্ড হলো। এবং সেই মন্ট্রিলে যাবে। তাই না?

ডেবি চুপ করে শুনছে।

—মনে হয়, আমি দেশের সবচেয়ে খারাপ ডাইভার, সাঁতারের কিছুই জানি না।

এই তরুণের রাগান্বিত উচ্ছ্বাস ডেবিকে মনে করিয়ে দিল—হ্যাঁ, আমেরিকার বিচার পদ্ধতি বহু সুদক্ষ অ্যাথলেটের সম্ভাবনা নষ্ট করে দিয়েছে। এর ফলে দুর্বল টিম তৈরি হয়েছে। কিন্তু যারা অলিম্পিকের নির্বাচন পদ্ধতির এই ভুল নিয়েই আঁকড়ে থাকে, তারা কিছুতেই স্বীকার করবে না। তারা ব্যাখ্যাও দেবে না কেন তারা এমন অন্যায় সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। সত্যি, এই ছেলেটির ক্ষোভের কারণ যথার্থ!

—তোমার নাম কি?

—ডন, ডন কিংসলে! কিন্তু নাম দিয়ে কি হবে! নামটা মনে রাখার কোনও প্রয়োজন নেই। এই নাম কাগজের হেডলাইন হবে না। কোনও দিন না।

ডেবির গলায় এবার উৎসাহের সুর।

—বেশ, ডন কিংসলে! অনেক হয়েছে। এখন চলো তো, আমরা আরেকবার ডাইভিং বোর্ডে যাই। এখনই ধরে নিও না তোমার নামে কাগজের হেডলাইন হবে না। এ-ও তো হতে পারে, তোমার সুইমিং কোচ তোমাকে সে পথে এগিয়ে দিল! আশ্চর্য কি!

ডেবির মিষ্টি হাসিতে ডন কিংসলে যেন কিছুটা আশ্বস্ত হলো। দু'জনে হেঁটে গিয়ে বোর্ডের মাঝখানে দাঁড়াল। সিঁড়ির কাছে এসে ডেবিকে সে আগে উঠতে বলল। তাকাবে না মনে করেও ডন কিন্তু বাধ্য হলো ডেবির সুগঠিত পায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করতে।

ওরা দু'জনে এবার প্ল্যাটফর্মে। ডেবি নির্দেশ দিল, ডন এগিয়ে গিয়ে বোর্ডের প্রান্তে এসে থামল। জলের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়াল ডন। এবারের 'ফ্লিপ্'টা আরও ভাল হতে হবে।

ডেবি বলল—দাঁড়াও।...শোন, তোমার দুটো সমস্যা। প্রথমটা এইখানে।

ডেবি এগিয়ে এসে সুন্দর আঙুল দিয়ে ছেলেটার কপালের দু'পাশ ম্যাসেজ করতে থাকল, ধীরে ধীরে, আঙুলের ম্যাজিক দিয়ে।

—হ্যাঁ, এইখানেই অনেকটা প্রবলেম জমাট বেঁধে আছে। তোমার মাথার মধ্যে সেটা ঢুকছে। শিগগির সব আশংকা ঝেড়ে ফেল। নিজেকে ছোট মনে করবে না। তোমার বিরাট গুণ আছে!

আবার মধুর হাসি, ঠাট্টা, মজার সুর।

আরেকটু কাছে এলো ডেবি, যাতে ভালভাবে ম্যাসেজ করা যায়। কিন্তু তার ফলে যা হলো তাতে চূড়ান্ত বিস্ময়ে তার দম বন্ধ হয়ে এলো।

ডেবির তলপেট সহসা স্পর্শ করল ছেলেটির কস্ট্যুমের পাতলা আবরণে ঢাকা পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ। আশ্চর্য, ডেবি ওর কাছ থেকে অন্তত আধ ফুট দূরে, অথচ তার লিঙ্গমূল ডেবিকে সুস্পষ্টভাবে আঘাত করল। আলতো স্পর্শের শিহরন জাগানো আঘাত।

নিজেকে কোনও মতে সামলে নিল ডেবি।

—এখন চোখ বুজে ভাবো, তুমি খুব সুন্দর একটি 'ব্যাকফ্লিপ্' দিতে যাচ্ছ।

একটু পিছিয়ে গেল ডেবি। স্পর্শ থেকে দূরে।

—হ্যাঁ চোখ বোজ, রিল্যাক্স। কল্পনা করো সিনেমায় স্লো মোশনের মতো, নিজেকে শূন্যে তুলে জলে ঝাঁপ দিচ্ছ, জলে একটুও ঢেউ জাগবে না কিন্তু। ভাবার পরেই ডাইভ দাও, সেইভাবেই। তুমি নিজেই বুঝবে, কখন তুমি ঠিকমতো প্রস্তুত।

ডেবি ম্যাসেজ থামাল। কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে ডনকে লক্ষ্য করা দরকার—তার কৌশল কতখানি কাজ দিয়েছে।

এবার চকিতে ডেবি ডনের তলপেটের নিচে দৃষ্টিনিক্ষেপ করল। ডন এখন চোখ বুজে আছে। তাই ডেবির এখন ধরা পড়ার ভয় নেই, সে বেশ মনোযোগ দিয়ে তার দর্শনীয় বস্তু দেখতে থাকল।

বাঃ, দোদুল্যমান ইন্দ্রিয় এখন সেই আকৃতি, প্রথম দর্শনে যেমন ছিল। তবে আরেকটু ভাল করে লক্ষ্য করায় বোঝা গেল—না, প্রথম দর্শনের আকৃতির চেয়ে আরও কিছু দীর্ঘ। এবং শুধু দীর্ঘ নয়, স্থূলতা বা থিকনেসও কম নয়। ভেজা কাপড় এর গায়ে লেপটে থাকায় চিত্রটা পরিষ্কার হচ্ছে। না, এ কোনও ক্ষুদ্র লিঙ্গ নয় যা অণ্ডকোষের সাথে জুড়ে গিয়ে আবরণের আড়ালে বৃহৎ বলে মনে হয়। এ অদ্ভুত ভীষণাকৃতি, ডেবি যা আগে কখনও দেখেনি।

ডনের উরুর মাসল্ এবার শক্ত হয়ে উঠেছে। সে ডাইভের জন্য প্রস্তুত। শূন্যে লাফ দিয়ে সে বাতাসের মধ্যেই এক পাক খেল, এবং পরক্ষণেই তীরের মতো সোজা ভঙ্গিতে জলে গিয়ে পড়ল।

হ্যাঁ, সুন্দর ডাইভ! যদিও মন্ট্রিলে যাবার মতো উন্নতমানের নয়, তবে আগের চেয়ে অনেক ভাল। ডন জল থেকে মুখ তুলে ডেবির দিকে তাকিয়ে সরলভাবে হাসল।

—তুমি দারুণ কোচ!

ডন ডেবির প্রতি কৃতজ্ঞ। ডাইভটা যে ভাল হয়েছে, সে নিজেও বুঝতে পেরেছে, এখন প্রশ্ন—কতটা ভাল!

উত্তরে ডেবির মুখে প্রসন্ন হাসি, এইবার সেও পিঠ আর্চ করে ডাইভ দিল। রাজহংসীর মতো সুন্দর—সোয়ান ডাইভ। আজ সারাদিন সে জলে নামেনি। তাই জলের উষ্ণ স্পর্শ তার শরীরে এখন আরামপ্রদ। ডন পুলের পাশে উঠে বসেছে, ডেবি সাঁতরে ওর কাছে এলো।

ডন এখন বেশ রিল্যাক্সড। মুখে প্রিয়বন্ধুর হাসি। বলল, তুমি বলেছিলে আমার দুটো সমস্যা আছে। একটা তো বুঝলাম, আরেকটা কি?

ডেবির চোখ আবার সেই তলপেটের মাংসল উচ্চাকৃতির দিকে। চুম্বকের মতো টানছে তার চোখকে, নিজেকে সংযত রাখা মুস্কিল। ডন এবার এগিয়ে এসেছে, কথায় আন্তরিক সুর। ডেবিও কৃতার্থ।

শান্ত হাসির উত্তর ডেবির—চলো, একবার আমার অফিসরুমে চলো। সেখানে বসে তোমার দ্বিতীয় সমস্যা নিয়ে কথা হবে, তার সমাধানের উপায়ও বের করতে হবে।

সিঁড়ি বেয়ে জল থেকে উঠে এলো ডেবি। এবার ডনের বিস্মিত হবার পালা। সত্যি এক জলকন্যা! আশ্চর্য সুন্দর! সারা শরীরের ভাঁজে ভাঁজে, বাঁকে বাঁকে জলবিন্দু মুক্তার মতো ছিটিয়ে আছে। মনে হচ্ছে গ্রীক রূপকথার সেই জলপরী ডনের চোখের সামনে।

পাশাপাশি হেঁটে ওরা এক্সিট গেট-এর দিকে এগোলো। লম্বা করিডর দিয়ে চলতে চলতে একটি ঘরের দরজার সামনে এসে থামল। দরজায় নেমপ্লেট : ডেবোরা উইলি, অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচ, ইউ. এস. অলিম্পিক সুইমিং টিম।

দুই বুকের মাঝখানে আঙুল দিয়ে ডেবি চাবি বের করল। দরজার লক খুলে দু'জনের প্রবেশ, এবং একটু সংগোপনে দরজা আবার লক করল ডেবি। ডন টের পায়নি।

২

ঘরে ঢুকেই সরল মনে ডেবির দিকে ফিরে ডনের প্রশ্ন—ও. কে কোচ, এবার বলো তো, হোয়াট ইজ মাই সেকেন্ড প্রবলেম?

ডেবির চোখ আবার সেই বিশাল দণ্ডের দিকে। কস্ট্যুমের আড়ালে এবারে এত স্পষ্ট। ডেবি ভাবছে—ছেলেটা কি টের পাচ্ছে না, এত কাছে দাঁড়ালে তার বিশাল পুরুষাঙ্গ কিঞ্চিত উত্থিত অবস্থায় যে কোনও লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই।

—দ্বিতীয় সমস্যাটা ওইখানে।

বলেই এবার সুস্পষ্টভাবে ডনের পুরুষাঙ্গের দিকে তাকাল ডেবি।

—কোনখানে?

ডন একটু বিভ্রান্ত। ডেবি সেটা বুঝল। সে স্থির করল—সবচেয়ে ভাল বিষয়টার সোজাসুজি মোকাবিলা। দৃশ্যটা পরিষ্কার হোক এবং প্রকৃত অর্থে ডেবি এখন ডনকে 'সিডিউস' করাই উচিৎ মনে করল।

তবু একটু ভূমিকা প্রয়োজন।

কিন্তু ওই বৃহৎ-দীর্ঘ পুরুষাঙ্গের আকর্ষণ তাকে সুস্থভাবে চিন্তা করতে দিচ্ছে না। হ্যাঁ, এখন ডেবিকে ডেয়ারিং কিছু করতেই হবে, তাতে ডন যদি শক পায়, তবুও।

হাঁটু গেড়ে ডনের আসনে বসল ডেবি। তার সুন্দর মুখের থেকে ডনের বৃহৎ অঙ্গ মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে।

সহসা হাত বাড়িয়ে ডনের সেই পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করল ডেবি—এইখানে! তোমার দ্বিতীয় সমস্যা এইখানে। ঠিক এই জায়গায়।

ডেবির আঙুল যেন পরম শ্রদ্ধাভরে প্রথমে কাপড়ের ওপর দিয়েই ডনের লিঙ্গ পরীক্ষা করল, কণ্ঠস্বর ফিসফিস। ডেবির আঙুল এখন এই অঙ্গের সর্বত্র ঘুরে ফিরে এর গঠন, প্রকৃতি, দৈর্ঘ্য-প্রস্থ সবকিছুর পরীক্ষা শুরু করল চিকিৎসকের মতো, তবে পেশাদারী চিকিৎসক নয়, এক আন্তরিক প্রেমমুগ্ধ চিকিৎসক। অথবা যেন এক অন্ধ মানুষ, যে শুধু স্পর্শ করে বস্তুর পরিচয় জানতে চায়।

হ্যাঁ, পুরো স্ফীতিটাই জননেন্দ্রিয়, কোনও সন্দেহ নেই। সামনে অণ্ডকোষ নেই। সম্পূর্ণটাই মাংসল বৃহৎ দীর্ঘকায় স্ফীতি। অকৃত্রিম!

ডন আরও বিভ্রান্ত—আরে, কি করছো তুমি? আমি তো—মানে—

—ডন, আমি বুঝি, তোমার এই বয়েসে এইখানে তোমার অসহ্য উত্তেজনা জমাট বেঁধে রয়েছে। এটা তোমার জীবনে একটা প্রধান সমস্যা হয়ে উঠতে পারে। এবং তার থেকে তোমার অন্য সমস্যাগুলোও জটিল হয়ে উঠবে।

ডন বিমূঢ়।

ডেবি প্রশ্ন করে—ডন, এই টেনশন থেকে মুক্ত হবার কোনও উপায় তোমার জানা আছে?

ডেবি মুখ তুলে তাকায়। তার মুখে এখন নরম আন্তরিকতাভরা উৎকণ্ঠা। তার মুখে এই প্রথম সে ডনের বিশেষ অঙ্গ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে তার মুখের দিকে ভাল করে তাকাল। মানে, অফিসরুমে প্রবেশের পর এই প্রথম।

ডনও লক্ষ্য করল ডেবির দুই বুকের মাঝখানে 'ট্যানড্' চিহ্ন। ডেবি হাঁটু গেড়ে বসা, মাথা পেছনে, সংক্ষিপ্ত পোশাকের মধ্যে তার স্তনযুগল এবার স্পষ্ট দৃশ্যমান। ডন এখন পর্যন্ত কোনও মেয়ের প্রায় নগ্ন বুক এত কাছ থেকে দেখেনি। অধিকন্তু, তার পুরুষাঙ্গে এক নারীর হাতের স্পর্শ ও আদর তাকে এবার উন্মাদ করে তুলল।

ধৈর্য হারাল ডন। নিচু হয়ে ডেবির ট্যাংক সুটের 'জিপার'-এ হাত দিল সে। কম্পিত আনাড়ি হাতের টানে সে ডেবির কাঁধের স্ট্র্যাপ দুটো বাহুর উপর নামিয়ে দিন। সোনালি অঙ্গ, ঝলমল করে উঠল ডেবি।

অধৈর্য ডন এবার ডেবির পোশাকের ঊর্ধ্বাংশ প্রায় ছিঁড়ে ফেলল। দুই পুরুষ্টু বুক লাফিয়ে এগিয়ে এলো, পোশাকের বাঁধন মুক্ত হয়ে পুরুষের হাতের বাঁধনে ধরা পড়ার জন্য।

ডেবির বক্ষসৌন্দর্যে ডন এখন রুদ্ধশ্বাস!

ডেবির দুই স্তন দুই বিশাল 'পয়েন্টেড গ্লোব'—বাদামি 'ট্যান্' ছেয়ে আছে। বোঁটা দুটির মধ্যে সামান্য চেরা দাগ, গর্বিতভাবে ফুটে উঠেছে।

ডেবি বলল, ডন, তোমার এত অধৈর্য টানাটানির কোনও দরকার নেই। আমি তোমাকে, তোমার সামনে নিজেকে মেলে ধরছি।

ডন কি বলবে বুঝে উঠতে পারছে না।

ডেবি বলল, আসলে তুমি যা চাইবে আমি তাই করবো, যা বলবে—

আবার সেই পুরুষাঙ্গের প্রতি দৃষ্টি ফেরাল ডেবি। এবার দুই হাতের মুঠোয় ধৃত ডনের বৃহৎ-অঙ্গ। ডেবির আদর এবার কৌশলি, সামনে-পিছনে অঙ্গ সঞ্চালনে রত তার দুই করতল।

এইবার স্পর্শের যাদুতে নতুন সাড়া জাগছে। বৃহৎ-অঙ্গ আরও বৃহৎ হচ্ছে।

ডেবি ফিসফিস করল—ডন, তুমি কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর এখনও দাওনি।

—প্রশ্ন? কি প্রশ্ন?

ডেবির দুই হাত এখন ডনের পুরুষাঙ্গ নিয়ে আগ্রহভরে পরীক্ষায় রত। ডনের সারা শরীরে শিহরন ছড়িয়ে পড়ছে।

—তোমার সেই টেনশনের ব্যাপারটা। ডন, সেই টেনশন থেকে মুক্তি পাবার কোনও পথ কি তোমার জানা আছে?

ডন চমকিত, তার গলা এবার শুকিয়ে এসেছে। এমন যৌন অভিজ্ঞতা তার আগে ছিল না।

ডন বলল, টেনশন বলতে তুমি কি বোঝাতে চাইছ ?

ডেবি এবার ডনের পুরুষাঙ্গ মুঠোর মধ্যে ধরে দলিত-মথিত করতে চাইছে।

—এই তো, এইখানে তুমি কি অনুভব করছ? আমার হাতের মধ্যে তোমার এই বিশাল অস্ত্র, এখানে কেমন লাগছে এখন?

—আঃ, হ্যাঁ, আমি নিজের হাতেই মাঝে মাঝে এমন করে থাকি।

—তার মানে?

—আমি এইভাবে একে ধরি, আদর করি।

ডেবি হাসল—তার মানে তুমি এর থেকে ভেতরের রস নিংড়ে বের করে দাও, নিজের হাতে ? আই মিন, জার্কিং!

ডেবির কথার ভাষায় ডন আরও বিস্মিত হচ্ছে। কোনও মেয়ের মুখে এমন কথা সে আগে শোনেনি। কিছুক্ষণ কোনও ভাষা এলো না ডনের মুখে।

ডেবি আরও উৎসাহভরে পুরুষাঙ্গ নিয়ে খেলা করতে করতে ডনের মনে সাহস সঞ্চারের চেষ্টা করল।

—বলো, সব খুলে বলো। তুমি 'থারটি নাইন' অভ্যেস করো, তাই না?

—থারটি নাইন!

—হ্যাঁ, থারটি নাইন। আরবের লোকে নিজের শরীরের রস নিংড়ে ফেলাকে এই কথায় প্রকাশ করে। তার মানে তারা বোঝাতে চায়, স্বাভাবিক সাধারণ যৌনসঙ্গমের চেয়ে এটা থারটি নাইন টাইমস্ বেশি পরিশ্রমের, ক্লান্তির। তা যদি সত্যি হয়, তবে এই 'জার্কিং' বিষয়টা অ্যাথলেটদের পক্ষে ভাল নয়, বুঝেছ ডন ?

—অ্যাঁ, আমি, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

ডেবি অনুভব করল, তার নিজের যোনির অভ্যন্তরে 'ক্লিট'—সবচেয়ে স্পর্শকাতর বিন্দুটা শক্ত হয়ে উঠেছে। ডনের মনকে শান্ত করতে গিয়ে সে নিজেও কম উত্তেজিত হয়ে পড়েনি, কিন্তু ডনের স্নানের পোশাক থেকে সে হাত সরাতে পারছে না।

—ডন, বলো, তোমার এই মাংসখণ্ড নিয়ে তুমি কখন, কতবার এমন করে নিজেকে বার করো?

—তা, ধরো...আই জার্ক অফ টোয়াইস আ ডে। দিনে দু'বার।

ডনের গলায় এবার লজ্জা, অস্বস্তি।

—কখন, কেমনভাবে?

—সাধারণত সকালে একবার, বিকেলে একবার।

—তখন তোমার মনে কি ঘটে? কি চিন্তা করো?

—চিন্তা?

—হ্যাঁ, তুমি কি তখন কল্পনা করো না যে তুমি নয়, একটি সুন্দরী মেয়ে তোমার এই পুরুষাঙ্গ নিয়ে এমন খেলা করছে?

ডন স্বীকার করে—হ্যাঁ, আমি সেইরকমই কল্পনা করি।

ডেবি আবার বাঁ হাত নিচে নামিয়ে ডনের দুই অণ্ডকোষ মুঠোয় নিয়ে ম্যাসেজ শুরু করে, আর ডান হাতে আগের কাজই অব্যাহত থাকে। তার স্পঞ্জের মতো লিঙ্গ এবার আগাগোড়া পরীক্ষিত হতে থাকে।

—বেশ, মনে করো, একটি সুন্দরী মেয়ে তোমার এই কঠিন দণ্ড নিয়ে খেলা করছে। ডন, এখন কল্পনা নয়, তোমার কল্পনা এখন বাস্তব। তোমার চোখে আমি কি সুন্দরী নই?

—হ্যাঁ, অবশ্যই—তুমি, মানে, আমি যত মেয়ে দেখেছি তার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর।

ডনের উত্তর অকৃত্রিম। এই সরল অকপট স্বীকৃতি ডেবিকে আরও খুশি করল।

এইবার ডেবি তার নগ্ন দুই বুক ডনের উরুসন্ধিস্থলে চেপে ধরল। নিজের ঊর্ধ্বাঙ্গ সে দু'পাশে দোলাতে লাগল। ডনের লিঙ্গমুখের সঙ্গে ডেবির দুই স্তনের ক্রমাগত ঘর্ষণ! স্নানের পোশাকের নিচে থেকে এবার ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ডেবির চোখ বন্ধ, ঠোঁটে তৃপ্তিময় হাসি!

ফিসফিস করে বলল ডেবি—ডন, এ পর্যন্ত ক'জন মেয়ে তোমার এই গোপন যন্ত্র দেখতে পেয়েছে?

কোনও উত্তর নেই। ডেবি বুঝল এতক্ষণ তার যে ধারণা ছিল, সেটাই ঠিক। ডন ভার্জিন—কুমার, এখনও নারীসঙ্গমে অনভিজ্ঞ। ডনের নিরুত্তরে ডেবি চাপ সৃষ্টি করবে না, ডনকে নতুন করে অস্বস্তি দেওয়া ঠিক নয়।

তবু ডেবি বলল, আমি জানি, যে মেয়েরা এটা দেখেছে, তারা একে ভালবেসেছে।...তাই আমিও দেখতে চাই। দেখাবে কি, প্লীজ?

—অন্য কোনও মেয়ে...ডন কথার মাঝপথে থেমে গেল।

—অন্য কোনও মেয়ে তোমার কস্ট্যুমের নিচে এই মাংসল বিশালতাকে ভাল না বেসে পারবে না। আমিও না।

—কোনও মেয়ে এখনও পর্যন্ত আমাকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখেনি।

ডনের গলা দিয়ে যেন আহত আর্তনাদ বের হলো।

—ওঃ, তাহলে আমি কত লাকি! আমিই প্রথম মেয়ে যে...

ডেবির আগ্রহী আঙুল এবার স্নানের পোশাকের দু'পাশ দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল। ডন কিন্তু অনিশ্চিত।

—সত্যিই তুমি আমার এই গোপন অঙ্গ দেখতে চাও?

—ও, ইয়েস।

—আমার একটা ভয় আছে।

—কিসের ভয় ?

—আমার পুরুষাঙ্গ দেখলে মেয়েরা ভয় পাবে। তারা জানে না আমার এই গোপন অঙ্গ কত বিরাট এবং কুৎসিত। পুরুষবন্ধুরা এই নিয়ে আমায় কত ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। আমি লজ্জায় সকলের সামনে নগ্ন শরীরে স্নান করতে পারি না—মানে পুরুষদের সামনেও। তারা আমাকে অদ্ভুত প্রাণী বলে অপমান করে।

ডেবি ডনকে আশ্বস্ত করে—তুমি জানো না ডন, পুরুষের লিঙ্গ যত দীর্ঘ হয়, মেয়েরা তত বেশি পছন্দ করে। তোমার বন্ধুরা আসলে মনে মনে তোমায় হিংসে করে।

এইবার ডেবিও বেশি উত্তপ্ত—দেখি, তোমার বিরাট যন্ত্র আমাকে এবার দেখাও. আমার প্রতিক্রিয়াতেই বুঝতে পারবে তোমায় আমি ঠিক বলেছি কি না! লক্ষ্য করো—

ডন চিৎকার করে—ডেবি আমি কুৎসিত!

ডেবি হাসে—না, তুমি সুন্দর। অবশ্যই। আমায় দেখতে দাও।

৩

দু'পকেটে হাত দিয়ে, একটু সামনে ঝুঁকে একজন মাঠের মধ্যে চিন্তিতভাবে পায়চারি করছে। চারদিকে সুঠাম, গতিসম্পন্ন, দেহধারীদের মধ্যে এই বৃদ্ধ ভদ্রলোক যেন বেশ বেমানান।

ইনি ডাঃ স্যাম স্কেলি। কে যেন বলেছিল—আপনি বয়সের আগেই বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন! তখন ডাঃ স্কেলির বয়েস মাত্র পঁচিশ। নিজেকে অভিশাপ দিয়েছিলেন স্কেলি। এখন যদিও তাঁর বয়েস মাত্র তিরিশ, তা চেহারা দেখে মনে হবে না। তাঁকে আরও বেশি বয়স্ক মনে হয়।

তবুও স্যাম স্কেলি সর্বদা এগিয়ে গেছেন। গ্রেড স্কুলে তাঁর সম্মান ছিল মূল্যবান ডাক্তার হিসেবে। সেই সম্মান মেডিক্যাল স্কুলেও অক্ষুণ্ন ছিল।

কিন্তু মানুষ যখন বৃদ্ধ হতে শুরু করে, তখন তার দর্শনীয় দিকগুলো চাপা পড়ে যায়—ভেতরে গুণ থাকা সত্ত্বেও। যদি দশ বছর বয়সে কেউ টিনএজারের মতো কাজ করতে পারে—সে 'মূল্যবান', সবার ঈর্ষার পাত্র। যদি আঠারো বছর বয়সে তোমার কাজ ও আচরণে পঁচিশ বছর মনে হয়, তখন তুমিও প্রাপ্তবয়স্ক বলে সম্মান পাবে। কিন্তু যদি পঁচিশ বছরে তোমার আচরণ ও চেহারা পয়তাল্লিশের মতো লাগে, সবাই বলবে—তুমি বুড়িয়ে যাচ্ছ, ইউ আর ওল্ড বিফোর ইওর টাইম।

—হাই, ডাঃ স্কেলি!

কে যেন উৎসাহভরে আহ্বান জানাল যৌবনদীপ্ত কণ্ঠে—যে গুণ এখন ডাঃ স্কেলির নেই।

—আরে ডেবি!

ডাঃ স্কেলি উত্তর দিলেন। তাঁর গলার স্বরে স্বাগতমের বদলে শুষ্ক শিষ্টাচার ধ্বনিত হলো মাত্র। প্রায় চার বছর পরে ডেবিকে দেখতে পেলেন ডাঃ স্কেলি। এর মধ্যে শুধু কাগজে তার ছবি দেখেছেন। পেটে সামান্য বেদনা অনুভব করলেন স্কেলি, পাকস্থলীতে আলসারের যন্ত্রণা, এই অসুখে তাঁর বয়েস যেন আরও বেড়ে গেছে।

—হাউ আর ইউ!—ডেবি জিজ্ঞেস করল। সূর্যের কিরণ আকাশে হাসছে, নিচে মাটিতে ডেবির হাসি মুখ। সে এক মূর্তিমান প্রিয়তা, আ ভিশন অব্ লাভলিনেস্! পূর্ণ যৌবনা! তবে শেষ যখন তাদের দেখা হয়েছিল, তখন ডেবি এক কিশোরী।

মনে পড়ে—

কিন্তু মনোরম ছিল সেই কিশোরী শরীর। চিকিৎসক হিসেবে তাকে তিনি নগ্ন অবস্থায় দেখেছিলেন। হোয়াট আ বডি! এ পর্যন্ত পরীক্ষা ও চিকিৎসার জন্য তিনি যত বুক মর্দন করেছেন, যত স্ত্রীঅঙ্গের অভ্যন্তর মন্থন করেছেন তাঁর রাবার গ্লাভস পরা হাত ও আঙুল দিয়ে,—তিনি ডেবি উইলির মতো কোনও দেহ দেখতে পাননি। ডাক্তার হওয়া

সত্ত্বেও তাঁর মনে অন্য ধরনের অনুভূতির সঞ্চার হতো। তা একমাত্র এই ডেবি উইলির দ্বারাই সম্ভব হয়েছে।

মনে পড়ে—

সেদিনও—অতীতে—ডাঃ স্যাম স্কেলি অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছিলেন কিশোরী ডেবিকে। সেটা ছিল এক গ্রীষ্মের সকাল। ডেবি উইলি সোজাসুজি এসেছিল তার অফিসে। ঠিক মিউনিক গেমসের পরেই।

প্রথমে ডেবি ছিল একটু আদুরে ভঙ্গির মেয়ে। বলা যায় একটু 'ককেটিশ্', তবু লাজুক টাইপ! চামড়ায় ঢাকা পরীক্ষার টেবিলের ওপর নখ দিয়ে আঁচড় কাটতো।

ঘরে ঢুকেই ডেবি বলেছিল—আমার এখনই দরকার। আমাকে ভাল করে পরীক্ষা করে মত দিন। আপনি কি আমার শরীর আগে দেখেছেন? আমার মা সবসময় আমাকে লেডি ডাক্তারদের কাছে পাঠায়! কিন্তু আমি আপনাকে চাই, সবসময় চাই।

কথা শেষ করে স্নানের পোশাক ঢিলে করেছিল ডেবি। সেই বুক জোড়া এখনও মনে আছে। সুন্দর টাটকা কচি অথচ সঠিক মাপের দুই স্তন। মনে হয় দুই বুকে শিশিরকণা ছড়িয়ে আছে। কোমরের নিচ স্বর্ণবর্ণ, আর সোনালি লোমের রেখা নাভির নিচ দিয়ে নেমে গেছে।

ডাঃ স্কেলি এগিয়ে গিয়ে তার বেদিং সুট আরও নিচে নামিয়ে দিয়েছিলেন, কাঁধের স্ট্র্যাপ সরিয়ে বুকের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে পরীক্ষা করলেন। তখনই সে দুষ্টু কিশোরী থেকে একেবারে অশান্ত শিশু হয়ে উঠল। প্রায় চিৎকার করে বলল, আঃ, আমার লাগছে, জামা ছিঁড়ে যাবে, আমি সদ্য সাঁতার সেরে এসেছি। পোশাক ছিঁড়ে গেলে বেরোব কি করে? আপনি দেখেননি—ওখানে অন্য মেয়েরাও রয়েছে। এক একটা শরীর ট্রাকের মতো, শক্ত মাসল্ ওদের, লোহার মতো শরীর। ওদের বাবা-মা ওইভাবে ওদের শরীর তৈরি করিয়েছে। জলে দু'বছর সাঁতার কেটেই সুন্দর মেয়েগুলো সব বানরী হয়ে গেছে। আমি তা চাই না, কিছুতেই না, আমি এমন শরীর তৈরি করব না।

কথা বলার সময় ডেবি উইলির বুক নড়ছিল। এবার বোঝা গেল, গোটা শরীরের মাপ ধরলে ডেবির বুক জোড়া একটু বড়—কিন্তু সুগোল সুন্দর। কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেলেছিল ডেবি।

কিন্তু ডাঃ স্কেলির কাছে কি চায় ডেবি?

উত্তরে ডেবি জানাল—আমি গেমস্-এর কম্পিটিশন থেকে বিদায় নেব। সব শেষ!

কিন্তু ডেবিও জানে ব্যাপারটা অত সহজ নয়। তার বাবা-মাও এমন খেয়ালি আচরণ সহ্য করবে না। অনেক জবাবদিহি করতে হবে তাকে।

জবাবদিহি? কিসের?

গেমস্-এ তার হতাশাব্যঞ্জক পারফরম্যান্স! প্র্যাকটিসের তিন মাস আগে এক লেডি ডাক্তার শক্ত ইলাস্টিক দিয়ে ডেবির বুক বাঁধতে চেয়েছিল। দুই বুক খুব শক্ত করে যাতে আটকে থাকে, কারণ এই দুই স্তনই তার দ্রুতগতি সন্তরণের পথে বাধা। কোচেরা বলেছে, এত বড় বুক নিয়ে স্পীড পাওয়া মুস্কিল। ছোট মাপের বুক দরকার—ফ্ল্যাট চেস্টেড হলে খুব ভাল, সুতরাং দুই স্তনকে চেপে ছোট করতে হবে।

কিন্তু বুক দুটো এই বয়সেই যেমন সুন্দরভাবে গড়ে উঠছিল, সুন্দর শেপে, তাই নিয়ে ডেবির আনন্দ-গর্বের সীমা ছিল না। কিন্তু যেটা তার গর্ব, কোচেদের কাছে সেটাই নিন্দনীয়। পারলে তারা যেন ওর বুক দুটো কেটে ফেলতে চায়!

না, ডেবি তা হতে দেবে না।

কিন্তু তাহলে প্রতিযোগিতার ফলাফল কি হবে!

ডেবি তবু অনড়। সেটাই সমস্যা। প্রথম দিন থেকেই তার কান্না শুরু হয়েছে। অত শক্ত ইলাস্টিকের বাঁধনে নিজেকে বাঁধতে সে রাজি নয়। কোচেরা বলছে, যদি সে ব্যাপারটা মেনে নেয়, তাহলে নানা বিশ্বরেকর্ড করবে সে—অনায়াসে, রাইট অ্যান্ড লেফট! সে একজন দক্ষ অ্যাথলেট, জন্মগত প্রতিভা। শর্ট-ডিসট্যান্স সাঁতারে সে মাত্র আঠারো মাসের অভ্যাসে নিজেকে শীর্ষে নিয়ে গেছে। কিন্তু কই, তার শরীরকে তো বিকৃত করা, তার স্বাভাবিক বেড়ে ওঠাকে রুদ্ধ করার তো কোনও প্রয়োজন হয়নি। না, সে তার শরীরকে কুৎসিত পেশি দিয়ে ভরে তুলবে না।

ডেবি শপথ করেছে নিজেকে সুন্দর রাখবে। এই পর্যায় শেষ হলে, অর্থাৎ লেডি ডাক্তারদের হাত থেকে মুক্তি পেলে সে নিজেই ফিজিওলজির বই পড়বে। ইতোমধ্যে পড়েও ফেলেছে কিছু বই। সে জেনেছে, শরীরের নরম স্নেহপদার্থ ধ্বংস করে মাসল্ তৈরি হয়। দীর্ঘ চর্চার পর।

সে কঠিন পোশাক ছেড়ে আরামে সাঁতার দিতে শুরু করল। কোচেরা যখন দূরে, সে সুইমিং পুলের ধারে বসে থাকতো, ট্রেনিং ছাড়াই তার উৎকর্ষ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

কিন্তু তারা আবার চাপ সৃষ্টি করছে, তাদের পদ্ধতি ডেবিকে মানতে হবে। তাই ডেবি সরে যেতে চায়। কিন্তু তারা তো ছাড়বে না। নিষ্ঠুরভাবে পেছনে লেগে থাকবে। সাংবাদিকেরা তাকে ইতোমধ্যেই মার্ক স্পিট্জ্-এর পরবর্তী সংস্করণ বলে বর্ণনা শুরু করে দিয়েছে। মার্ক স্পিট্জ্ অলিম্পিকে ব্যর্থ হয়ে দেশে ফিরে নতুন উদ্যমে নিজেকে বিশ্বের অন্যতম অ্যাথলেটে পরিণত করেছিল।

ডেবি জানে, ছেড়ে দিলে দারুণ চাপ আসবেই। তার সারা ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাবে, সেটা সে চায় না।

ডাঃ স্কেলি জিজ্ঞেস করলেন—বেশ, তাহলে তুমি আসলে কি চাও? বিশেষ করে আমার কাছে?

ডেবি উত্তর —আমাকে অসুস্থ করে দিন। এমন একটা কিছু আমার শরীর থেকে বের করুন যাতে আমি রিটায়ার করতে পারি। মারাত্মক কিছু করতে হবে না, শুধু এমন কিছু যা অলিম্পিক নিয়মের পক্ষে বাধাস্বরূপ। কর্তৃপক্ষ নিজেরাই আমাকে এই ভয়ংকর সাঁতার প্রতিযোগিতার জগৎ থেকে তাড়িয়ে দেবে।

ডাঃ স্কেলি হাসলেন, মেয়েটা একেবারে সাদাসিধে, সরল।

—কিন্তু সেটা যে অসম্ভব!

—প্লীজ, যা বলছি করুন। আমি আপনাকে প্রতিদান দেব। এমন কৃতজ্ঞ মূল্যবান প্রতিদান—যা আপনি জীবনে কখনও পাননি।

দুই স্তনে কম্পন তুলে ডেবি লাফ দিয়ে পরীক্ষা টেবিলে উঠে শুয়ে পড়ল। দুই পা প্রসারিত করল দু'পাশে।

—আমার কুমারীত্ব আপনাকে উৎসর্গ করব আমি। আমার 'ভার্জিনিটি' আপনার কাছেই বিসর্জন দেব।

ডাঃ স্কেলির পক্ষে সেই দৃশ্য এড়িয়ে যাওয়া কষ্টকর। তার মন বালিকার মতো, কিন্তু তার দুই স্তন ঐশ্বর্যময়ী, অসাধারণ, মুখমণ্ডল সুন্দর। ডেবি ডাঃ স্কেলিকে চরম উত্তেজিত করেছিল।

—স্যাম!

অস্ফুট কণ্ঠস্বর উদ্বিগ্ন। এই স্বর তাঁকে ১৯৭৬ থেকে বর্তমানে ফিরিয়ে আনল।

—আরে! ও, ডেবি! আই অ্যাম সরি। আমি প্রথমে খেয়াল করিনি। চার বছর পর! আমি ভালই আছি, তুমি কেমন?

—খেয়াল না রাখা বয়েস বাড়ার লক্ষণ, স্যাম। ডেবি ঠাট্টা করল।

ডাঃ স্কেলির চোখে বিদ্যুৎ খেলে গেল। হাসলেন তিনি—আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে, একটা পরীক্ষা আছে। আমি নিশ্চিত, আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আমাদের দু'জনের দেখা হবে।

—ইয়েস! তোমার সাথে অনেকদিন পর কথা বলতে পেরে ভাল লাগল স্যাম।

ডাঃ স্কেলি সামান্য নিচু হলেন, যেন হাত তুলে টুপি ছুঁতে চাইলেন। জানেন না, এটাও বয়োবৃদ্ধির লক্ষণ কিনা! ঋতু পরিবর্তন, বা যুগের পরিবর্তনের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেন না।

ডেবি উইলিকে কিছুটা বিমূঢ় অবস্থায় ফেলে রেখে ডাঃ স্যাম স্কেলি ইন্টারন্যাশনাল হাউসের দিকে এগিয়ে গেলেন। তার কথাবার্তা পরিষ্কার নয়, যেমন তাদের দু'জনের সম্পর্কটাও অপরিষ্কার থেকে গেছে। ডাঃ স্কেলির কাছে এমন একটা গোপনীয় বিষয় থেকে গেছে যা ডেবির বর্তমান ক্যারিয়ার, গোটা পেশাদারি জীবন চূর্ণ করে দিতে পারে। এক মুহূর্তে ডেবির মডেলিং ক্যারিয়ার, টিভি শো-এ অংশগ্রহণ, সিনেমায় অভিনয়ের সুযোগ সবকিছু ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সেই রহস্য প্রকাশ পেলে ডাঃ স্কেলির পক্ষেও মারাত্মক বিপদ ঘনিয়ে আসবে। আর চিকিৎসক পেশায় টিকতে পারবেন না তিনি। তাই দু'জনে এই ব্যাপারে সমান-সমান অবস্থায়। ডাঃ স্কেলি এখন নতুন করে সামাজিক সম্পর্ক চান না, ডেবির সাথে সাক্ষাৎকার বা মেলামেশা যথেষ্ট জটিলতার সৃষ্টি করতে পারে।

যাই হোক, এখন নানা বাজে চিন্তা আসছে।

ডাঃ স্কেলি অবশ্য জানেন, পুরো অলিম্পিক ব্যাপারটাই এখন ভণ্ডামি আর বিশ্বাসঘাতকতার রাজ্য। এত বড় ভণ্ডামি এবং অভিনয় যে এখানে অনায়াসেই রিচার্ড নিক্সন ও ক্লিফর্ড আরভিং একত্রে একটি 'ভাউডেভিল টিম'-এ চান্স পেতে পারে। প্রথমত, তিনি দেখতেই পাচ্ছেন, একটি মেয়ে—যে আসলে ব্যর্থ এবং ভীতিগ্রস্ত—সে এখন 'ন্যাশনাল আইডল' হয়ে আছে—একটা বিশাল মিথ্যের জন্য—চার বছর আগেকার একটা মিথ্যে। কিছুদিন বাদেই তাকে এমন কাজ করতে হয়েছে, যাতে সেই প্রজন্মের সত্যিই প্রতিভাবান এক অ্যাথলেটের ভবিষ্যৎ বিপন্ন হয়েছে, যে কখনও ডেবির মতো প্রচার ও প্রতিপত্তি লাভ করেনি। সে আড়ালে চলে গেছে, ডেবি আলোর নিচে রয়েছে। অ্যাথলেটিকসের জগতে এই রকম গরমিল ও অন্যায় একটা সহজ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ডাঃ স্কেলি এখন যাচ্ছেন একটি পরীক্ষা নিতে। রেনি ডাবলিয়ার, ছাব্বিশ বছরে ফ্রেঞ্চ ট্র্যাক চ্যাম্পিয়ন—তার গাইনোকলজিকাল পরীক্ষা। নারীত্বের সঠিক সার্টিফিকেট দিতে হবে। রেনির ক্যারিয়ার উজ্জ্বল, চমকপ্রদ। চারশো মিটারে বিশ্বরেকর্ড, মিউনিকে স্বর্ণপদক, তাই মন্ট্রিলের স্বর্ণপদকের অন্যতম ফেবারিট প্রতিযোগী। কিন্তু প্রতি অলিম্পিকের আগে সেই পুরনো প্রশ্নটা নতুন করে জাগে।

রেনি ডাবলিয়ার কি প্রকৃতপক্ষে নারী? না, অন্য কিছু?

স্যাম স্কেলির বিশ্বাস করার যুক্তি আছে—রেনি অবশ্যই নারী। এর আগেও শারীরিক অজস্র পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হয়েছে। কোনও সমস্যা হয়নি। কিন্তু প্র তি দেশের—যেখানে অলিম্পিক হয়—অধিকার আছে তাদের নিজস্ব চিকিৎসক দিয়ে পরীক্ষা নেওয়া—প্রতিটি প্রতিযোগীকে নতুন করে টেস্ট দিতে হবে, উত্তীর্ণ হলে তবেই কোয়ালিফাইড হবে সে। আমেরিকান অলিম্পিক কমিটিও দাবি করেছে রেনিকে নতুন করে পরীক্ষা দিতে হবে।

স্যাম স্কেলি জানেন, এ সব বদমাইসি। জঘন্য পলিটিক্স। তারা চাইছে রেনিকে অপদস্থ ও বিব্রত করতে যাতে তার পারফরম্যান্স খারাপ হয়। ১৯৬০ সাল থেকে ক্রীড়া জগতে আমেরিকার মান নিচে নেমে আসছে! মিউনিক অলিম্পিকে রাশিয়ার আধিপত্য আমেরিকার মাথাব্যথার বড় কারণ, তাই আন্তর্জাতিক রাজনীতি খেলার জগতকেও ছুঁয়ে ফেলেছে। কোল্ড ওয়ার এখানেও—দৌড়ের ট্র্যাকে, কুস্তির মাঠে, অ্যামেচার অ্যাথলেটিকসের প্রতিযোগিতায়—সর্বত্রই এই বিষ ছড়াচ্ছে। হাস্যকর গুজব ছড়াচ্ছে—কোনও এক 'কম্যুনিস্ট ষড়যন্ত্র' সক্রিয় হয়েছে মার্কিন দলকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য।

আমেরিকার হারানো সম্মান ফিরে পাবার জন্য তাই এই বছর একটি নিশ্চিত বিজয়ী দল তৈরি করা হচ্ছে। বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে মহিলা দলের ওপর। কারণ এই মহিলা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বরাবর মার খাচ্ছে আমেরিকা, ফলে টোটাল পারফরম্যান্সের মান নিম্নগামী। সেই সতর্কতা বা শঠ-প্রস্তুতির অংশ রেনিকে নতুন করে পরীক্ষা দিতে বাধ্য করা। কারণ রেনি আমেরিকার সকল আশার পক্ষে বিশাল বাধা। এই মহিলা ফ্রেঞ্চ অ্যাথলেটকে 'ডিসকোয়ালিফাই' করতে পারলে মার্কিন দলের জয়ের স্বপ্ন সার্থক হতে পারে।

'ইন্টারন্যাশনাল হাউস'-এর কমপ্লেক্সের সিঁড়ির কাছে এসে পৌঁছলেন ডাঃ স্কেলি। খুব ধীর পদে এগোলেন। হ্যাঁ, বার্ধক্য সংক্রান্ত সব মন্তব্য সত্যি বলেই মনে হচ্ছে! একান্তে তিনি এখন চেন-স্মোকার, কিন্তু অ্যাথলেটদের সামনে ধূমপান করলে অস্বস্তিতে পড়তে হবে। যতখানি নিকোটিন প্রতিদিন তাঁর গলায় প্রবেশ করে তা মোটেই মঙ্গলজনক নয়।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলেন তিনি। হাঁপাচ্ছেন, কিন্তু কেউ যেন টের না পায়। আবার মন্তব্য হবে—বুড়ো হচ্ছেন, এইটুকু উঠেই এই অবস্থা! কিছুক্ষণ থামলেন, তারপর মেডিক্যাল সেন্টারের দিকে এগোলেন।

রিসেপশন রুমে আসতে আসতে দম ফিরে পেলেন। চারপাশে ঘুরে দেখলেন কর্তৃপক্ষের চার ব্যক্তি গম্ভীরভাবে উপবিষ্ট। তাঁরা ডাঃ স্কেলির দিকে তাকালেন। নির্বাক দৃষ্টি!

তাঁদের এড়িয়ে গেলেন স্কেলি। এইসব কাপুরুষ ষড়যন্ত্রীদের তিনি সহ্য করতে পারেন না।

একজন নার্স রিসেপশনে উপস্থিত।

ডাঃ স্কেলি জিজ্ঞেস করলেন—কোথায়?

—রুম নং ১০৭। ডান দিকে নিচে হলের কাছে।

সুইংডোর ঠেলে দীর্ঘ করিডোর দিয়ে হাঁটতে থাকলেন ডাঃ স্কেলি। শেষ প্রান্তে ঘুরতেই ১০৭ নং রুমের মুখোমুখি। আবার থামলেন, চরম বিরক্তিতে মাথা নাড়লেন, উপায় কি!

তারপর দরজার নব্ ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন তিনি। কে যেন নড়ে উঠল—দেখলেন তিনি। এক বয়স্কা ফ্রেঞ্চ নার্স, তার মুখ ভাবলেশহীন।

—সরি।

ঘরের মধ্যে এটাই স্কেলির প্রথম ও শেষ কথা।

জ্যাকেট খুলে ডাক্তারের অ্যাপ্রন গায়ে জড়ালেন। দৃষ্টি সরিয়ে দেখলেন নার্স রবার গ্লাভস্ ও পেট্রলিয়ম জেলি সাজিয়ে রেখেছে। দস্তানা হাতে পরলেন তিনি, নিজেকে কেমন চোর-চোর মনে হলো।

এবার পরীক্ষার টেবিলের সামনে। রেনি ডাবলেয়ার চুপচাপ শুয়ে আছে। হাতে একটা ফরাসী ম্যাগাজিন ধরা, তাতে মন দেবার চেষ্টা, ব্যর্থ চেষ্টা।

রেনির মুখের দিকে তাকালেন। রেনির দুই বড় বড় কালো হরিণ চোখ, সুগঠিত ওষ্ঠপুট। নাকের আকৃতি সুন্দর, কালো চুল তার কাঁধের ওপর ছড়িয়ে আছে। একটু মেকআপ নিয়েছে রেনি: রুবি লিপস্টিক, আলতো ব্লাশার, সুন্দর আইশ্যাডো। স্যাম স্কেলি মাথা নাড়লেন—মেয়েরা মুখের প্রসাধনে এত যত্ন নেয় কেন, যখন কেউ—ডাক্তার বা প্রেমিক—তার যোনিদেশের সাক্ষাৎপ্রার্থী।

টেবিলে শায়িত রেনিকে অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছে। তাঁর যা কর্তব্য, সেই কাজ করতে ডাঃ স্কেলির এখন ঘৃণা হচ্ছে।

আস্তে চাদর সরিয়ে রেনির নিম্নাঙ্গ দেখলেন তিনি এবং যা দেখলেন, তাতে তাঁর চোখ কপালে উঠল।

এত লোমশ যোনিমুখ তিনি জীবনে দেখেননি। দীর্ঘ কোঁকড়ানো ঘন লোমরাশি, যোনিমুখ থেকে নাভি পর্যন্ত উঠে গেছে। এমন কি কুঞ্চিত হয়ে দুই উরুর দেয়ালে পর্যন্ত ছেয়ে গেছে। হাঁটুর নিচে 'শেভ' করা যদিও। স্কেলি ভাবলেন এটা বোধহয় নর্থ আমেরিকান রীতি রক্ষার জন্য। তিনি জানেন—বহু ইউরোপীয়ান পুরুষ লোমশ নারী পছন্দ করে। ফ্রান্স এবং ইটালিতে পুরুষের কাছে নারীর পায়ে ও বগলের লোম অতি প্রিয়। যেমন এখানে লোমহীন শরীরের আদর বেশি। স্কেলির মনে হলো, রেনির দেহে এই লোমের আধিক্য, পেশিবহুল সারা শরীরে লোমের অস্তিত্বই রোধহয় তার নারীত্ব নিয়ে বিতর্কের সুযোগ দিয়েছে।

প্রথমে উরুর ওপর হস্ত সঞ্চালন শুরু করলেন স্কেলি—যাতে চিকিৎসকের হাতের স্পর্শের সাথে রেনির প্রাথমিক পরিচয় হয়। রেনির কোনও নেতিবাচক প্রক্রিয়া নেই। তাই এবার পরীক্ষা শুরু করলেন ডাঃ স্কেলি।

যোনিমুখের বহির্ওষ্ঠ উন্মীলিত করলেন, ওপর দিকে 'ক্লিটরিচ', মোটামুটি স্বাভাবিক আকৃতি। এখানে 'হারম্যাফ্রোডিটিজম্'-এর কোনও চিহ্ন নেই। এবার দ্রুতগতিতে মধ্যাঙ্গুলি প্রবেশ করালেন যোনিমুখ দিয়ে ভিতরের অংশে। একমুহূর্ত থামলেন, রেনিকে সুযোগ দিলেন পূর্ণ প্রবেশের আগে প্রস্তুত হতে। যোনি গহ্বরে মধ্যাঙ্গুলি দিয়ে তিনি নিজেও অনুপ্রবেশের আগে তৈরি হলেন।

এইবার এক বিশাল বিস্ময়! একি! কি বিশাল গহ্বর, কোনও তলদেশ ছুঁতে পারছে না তিনি। কোনও মাংসল বাধা নেই!

আঙুল ঘুরিয়ে চারপাশে অনুসন্ধান চালালেন তিনি। কিন্তু একই অভিজ্ঞতা। যোনি সুগভীর, অন্তহীন! শূন্য! মধ্যাঙ্গুলির সাথে এবার আরেকটি আঙুল একসাথে প্রবিষ্ট হলো। এইবার যোনির পার্শ্বদেশ সামান্য ছোঁয়া গেল। কিন্তু তবু তিনি এক বিশাল গুহায়। এ যাবৎ যত নারীর গোপনাঙ্গ পরীক্ষা করেছেন তিনি, কখনও এমন অভিজ্ঞতা হয়নি।

না, কোনও সন্দেহ নেই। এটা অস্বাভাবিক।

রেনি ডাবলিয়ারে স্ত্রীঅঙ্গ অতি সুগভীর, যার তুলনা নেই, অন্তত ডাঃ স্কেলির জীবনে। যদিও যোনিদেশের এই অতলতা ছাড়া আর কোনও কিছু অস্বাভাবিক নয়। যোনিপার্শ্ব ভেজা স্পঞ্জের মতোই, যেমন হয়ে থাকে, ভেতরের যোনিওষ্ঠ স্বাভাবিক।

না, বৃহৎ সুগভীর 'যোনিদেশ বলে রেনিকে অ-নারী বলা উচিৎ নয়।

আচ্ছা, নারীত্বের লক্ষণ কি? নারীত্ব তো নারী লক্ষণের, নারী অঙ্গের বিশালত্বে নষ্ট হতে পারে না। এই যে আমেরিকানরা বৃহৎ স্তন নিয়ে এত মাতামাতি করে, অতি বৃহৎ স্তনের নারীর নারীত্ব নিয়ে তো প্রশ্ন ওঠে না! আর যদি স্তনের আকৃতি বা বিশালত্ব দিয়ে বিচার করা হয়, তাহলে তো রেনি ডাবলিয়ার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতমা নারীদের একজন বলে গণ্য হবে। তবু এই হতভাগা কমিটি রেনির 'নারীত্বের' পরীক্ষা চায়!

স্যাম স্কেলি এবার হাত সরিয়ে নিলেন। ভাল করে লক্ষ্য করলেন রেনির নিম্নাঙ্গ। অবাক হয়ে দেখলেন ঘন গুচ্ছ গুচ্ছ রেশমি লোমের সম্ভার। গ্লাভস খুলে নার্সের দিকে ইঙ্গিত করলেন—পরীক্ষা শেষ। এইবার আমেরিকান অলিম্পিক কমিটির চিন্তাটা উদয় হলো।

এই কমিটি মানে একদল বৃদ্ধ পতাকানাড়া ক্ষুদ্রমনা মূর্খের দল। কিছু ফাকিং রিটায়ার্ড ইনসিওরেন্সের লোক আর তেল কোম্পানির অফিসার মিলে তৈরি এই দল। তারা এমন আনন্দ-উদ্দীপনার এক উৎসবকে বিকৃত রাজনীতি দিয়ে বিশাল কৌশলের খেলায় পরিণত করতে চায়। জঘন্য, নোংরা—অল বুলশিট্।

আচ্ছা, ওরা যদি জ্যান কার্টরাইটের ব্যাপারটা জানে, তাহলে কি বলবে? কার্টরাইট—এক সুন্দরী টিনএজ জিমন্যাস্ট—যাকে নিয়ে ওদের ভীষণ মাতামাতি! কিন্তু এই পেছনপাকার (অ্যাস্হোলস্) দল কি তার ব্যাপারটা জানে?

জ্যান কার্টরাইট একটি চলতা-ফিরতা বোম্বশেল্ আমেরিকার প্রাঙ্গণের মধ্যেই। ডাঃ স্কেলি আজ দু'বছর ধরে চেষ্টা করেছেন এবং করছেন—জ্যানের গোপন গলতিটা সকলের কাছে আড়াল রাখতে, এমন কি জ্যানের কাছ থেকেও। যদি একটি শব্দও প্রকাশ পেয়ে যায়, সেই মুহূর্তে প্রতিযোগী হিসেবে তার ক্যারিয়ার খতম। এমন কি তার জীবনের

স্বাভাবিকতাও নষ্ট হতে পারে। জ্যান সেই জানাজানির মোকাবিলা করতে পারবে না, নিজের ব্যক্তিজীবনের সংকট থেকেও নিজেকে মুক্ত করতে পারবে না। সবাই বা সে নিজে যদি একবার জানতে পারে সে স্বাভাবিক নয়, অন্য ধরনের। শী ইজ 'ডিফারেন্ট'—মেডিক্যাল ব্যাখ্যায়!

কিন্তু কমিটি সেদিকে তাকাবে না। কারণ তারা আশা করে জ্যান তিন-চারটে স্বর্ণপদক আনবেই। তাই ডাঃ স্কেলি জ্যান সম্পর্কে যে রিপোর্ট দেবেন, তারা সেটা চেপে যাবে।

স্কেলি ভাবলেন, জ্যানের ব্যাপারটাও কর্তৃপক্ষকে বলা দরকার।

ইতোমধ্যে রেনি উঠে পড়েছে। ডাঃ স্কেলির দিকে পেছন ফেরা। তার পশ্চাদদেশ সুগঠিত, বহু বছরের দৌড় অভ্যাসের ফল। কিন্তু তবুও সুন্দর এবং নারীত্বের ছন্দে ভরা। রেনি প্যান্টি, স্কার্ট পরছে, কিন্তু চোখ ফেরাতে পারছেন না স্কেলি।

স্কেলি ভাবলেন—একটা কাজ করা যায়। তোমরা যদি রেনি ডাবলিয়ারের পেছনে লাগা বন্ধ করো, তাহলে আমি জ্যান কার্টরাইটের বিষয়ে মুখ খুলব না।

রেনি মাথা নিচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। স্কেলি একটু হাসির আশা করেছিলেন, সামান্য ক্ষমা প্রার্থনার হাসি হেসে বোঝাতে চাইতেন—তিনি তাঁর কর্তব্য করেছেন মাত্র!

কিন্তু রেনি ফিরে তাকাল না।

আসলে রেনি চায় না—এই আমেরিকান ডাক্তার, ফ্রেঞ্চ নার্স বা অন্য কেউ তার চোখের জল দেখতে পাক।

দরজা খুলে বেরিয়ে গেল রেনি। করিডোরের পাশে একটা বেরবার দরজা আছে। সেটা দিয়ে রেনির প্রস্থান। লবিতে বসে থাকা আমেরিকান কর্তৃপক্ষের লোকগুলোর মুখদর্শন করতে ঘৃণাবোধ হলো তার। আর সেই শকুনগুলো—যাদের রিপোর্টার বলা হয়। রেনি তার দুঃখ নিয়ে একলা থাকতে চায় এখন।

রেনি পাশের এক্সিট দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। ভারী মেটাল দরজা তার পেছনে বন্ধ হয়ে গেল। রেনি দ্রুত হেঁটে চলল—অনেকটা ছুটে চলার মতো।

মন্ট্রিলে অ্যাথলেটদের থাকার ব্যবস্থা এক চূড়ান্ত অব্যবস্থা। সংখ্যার তুলনায় স্থান কম। টাকার জোগাড় কম হওয়াতে বাজেটে ছাঁটাই হয়েছে, এবং অ্যাথলেটদের হাউসিং-এর ওপর প্রথম কোপ পড়েছে।

কিন্তু রেনির ব্যাপারটা একটু আলাদা। ফ্রান্সের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র হিসেবে, তাকে কিছুটা মর্যাদাদানের চেষ্টা করা হয়েছে। সে নিজস্ব একটা ঘর পেয়েছে, তাই 'প্রাইভেসি' আছে। দেশের হয়ে স্বর্ণপদক জয়ের সম্ভাবনাময়ীকে আরামে থাকার ব্যবস্থা করা নেতাদের কর্তব্য। ফ্রান্সের ক্রীড়াজগতের কর্তাব্যক্তিরা রেনিকে আশ্বাস দিয়েছেন—শহরের প্রান্তে তাকে একটা বাড়িতে আলাদা স্যুট দেওয়া হবে। চেষ্টা চলছে। রেনিও আশায় আছে। এখানে আসার প্রথম দিন থেকে হৈহল্লা চলছে। প্র্যাকটিসের জগৎ থেকে অর্থাৎ অলিম্পিক ক্যাম্প থেকে এক হপ্তা বিশ্রাম পেলে খুব ভাল।

কিন্তু আর লাভ কি?

রেনি নিজের ছোট্ট একফালি ঘরটায় ঢুকে বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। চোখের জলে বালিশ ভিজে যায়। নিজেকে সামলে নিয়ে সে উঠে একটা আর্মচেয়ারে বসে। শীঘ্রই সে

এই খেলার দূষিত জগৎ থেকে বিদায় নেবে। তারপর? তারপর বাকি জীবনটা নিয়ে কি করবে সে?

অন্য মেয়েরা হয়তো বিয়ের কথা ভাবতে পারে। সংসার ও সন্তানদের কথা। অন্তত একটা পরিচ্ছন্ন প্রেম—লাভ-অ্যাফেয়ার। কিন্তু রেনির ভাগ্যে কোনওটাই সম্ভব হবে না। সে অভিশপ্তা!

চেয়ার ছেড়ে উঠে সে আস্তে আস্তে বড় আয়নাটার সামনে এসে দাঁড়ায়। ঘরের প্রান্তে এই পূর্ণদৈর্ঘ্য আয়না।

পৃথিবীর নারীজগতের মধ্যে সে বৃহত্তম ও গভীরতম গোপন অঙ্গের আশীর্বাদধন্যা। কিন্তু সেটা আশীর্বাদ নয়, অভিশাপ। এই জন্য সারা জীবন সে ধিক্কার ও উপহাসের পাত্রী হয়েছে। তার প্রথম প্রেমিক থেকে শেষ প্রেমিক একই রকম আচরণ করেছে। তার মাঝে যত পুরুষ এসেছে তারাও। সবাই রেনিকে আবিষ্কার করা মাত্র সভয়ে পালিয়ে গেছে।

তাই কোনও প্রেমিকও জুটবে না। এটা রেনি দু'বছর আগে থেকেই কিছুটা বুঝতে পেরেছিল। আজ সেটা পুরোপুরি বোঝা গেল। আর মন ভেঙে যাবার কিছু নেই, লজ্জা নেই, পুরুষ মানুষের জগৎ নিয়ে প্রতি রাতে চিন্তা আর কান্নার কিছু নেই—এই জগতের নিষ্ঠুরতা তার সমস্ত আশা আর ভালবাসা নির্মূল করে দিয়েছে।

চুলোয় যাক ওসব! টু হেল উইথ দেম অল।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দুই পা প্রসারিত করল রেনি। কোমরে হাত রেখে, দুই দিকে দুই পা। হ্যাঁ, আমি অবশ্যই সুন্দরী, কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। ভাগ্যের পরিহাস, আমি সুন্দরী না হলে এত দুঃখ হতো না হয়তো। মুখে, বুকে আমি বহু নারীর চেয়ে বহুগুণ বেশি সুন্দরী।

কিন্তু নিম্নাঙ্গে, ওই অন্তহীন গোপনাঙ্গে? সেখানে আমি সুন্দর নই, নট বিট্‌ইন মাই লেগস—যেখানকার সৌন্দর্য মেয়েদের প্রয়োজন। আমিও সেই অঙ্গের প্রশংসার জন্য আকুল। কিন্তু তা হবার নয়।

আমিই একমাত্র লোক যে আমার ওই অঙ্গকেও—স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক যাই হোক—ভালবাসি। পৃথিবীর আর কেউ নয়।

লাল রঙের স্কার্টের জিপারে হাত রাখল রেনি। আয়নায় নিজের চেহারার দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে সে স্কার্ট খুলল, পায়ের তলায় মেঝের ওপর খসে পড়ল স্কার্ট।

হ্যাঁ, আমার দুই পা সুগঠিত, শেপ্‌লি। মাসকুলার, কিন্তু শেপ্‌লি। যখন আমি পায়ে হাত বুলাই, পুলক জাগে, আমার হাত আমার এই প্রিয় অঙ্গ—যাকে আমি আদর করে 'পুসি' বলি, সেখানে চলে আসে।

রেনির হাত এবার নিজের দুই উরুর ওপর দিয়ে নিচে নামতে থাকল। এই ঘন লোম, অজস্র লোমের ঘন অরণ্য—আমার প্রিয়, আমার সম্পদ।

রেনির হাত এবার প্যান্টির কাছে।

উরুসন্ধির কাছে পৌঁছে নিজের হাতের ঘর্ষণে উত্তপ্ত হলো রেনি। কিন্তু প্যান্টির মধ্যে হাত ঢোকাবার আগেই রেনির চোখে পড়ল একটি জিনিস। আয়নার মধ্যে দিয়ে তার প্রতিফলন নজর কাড়ল।

এটা একটা মোমবাতি—সুদীর্ঘ, স্থূলাকৃতি। ডাইনিং টেবিলের মাঝখানে উন্নতশিরে শোভা পাচ্ছে।

রেনি এবার ডাইনিং টেবিলের কাছে এলো। লক্ষ্য করল, মোমবাতির গায়ে একটা স্টিকার ঝোলানো আছে। তাতে লেখা: 'Courtsey of Noth America's Nation of the Future' এই সুদীর্ঘ, পুরু মোমবাতিটা যেন জীবন্ত। রেনির চোখে এক দিব্যদৃষ্টির উদয় হলো।

মোমবাতিটা এক হাতে ধরল রেনি। উপর থেকে নিচ পর্যন্ত এর গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করতে থাকল—যেন এ এক সুবৃহৎ পুরুষাঙ্গ! বাতিদানের বেস্ থেকে মোমদণ্ডটি খুলে নিল রেনি।

আবার আয়নার সামনে। মোমবাতিকে আদর করছে রেনি, সেই আদরের ছায়া পড়ছে আয়নায়। আ নিউ লাভ অবজেক্ট, ভালবাসার নতুন জিনিস। সে মনে মনে মোমবাতিকে জিজ্ঞেস করল—তুমি আমায় পছন্দ করো? আমি তোমায় লাইক করি, কারণ তুমি আমার শরীর নিয়ে ব্যঙ্গ করবে না, কারণ তুমি আমাকে তৃপ্তি দেবে।

রেনি নিচু হয়ে প্যান্টি খুলে ফেলল। এইবার সোজা হয়ে আয়নায় নিজের পূর্ণাঙ্গ-প্রতিফলনের দিকে তাকাল।

অর্ধনগ্ন এই রূপের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় জায়গা দেখা যাচ্ছে ওই কালো ঘন লোমের অরণ্য। এই সুপ্রচুর ফসল তার প্রিয়। বালিকা বয়সেই এই রোমাবলী তাকে যখন ছেয়ে ফেলেছিল, সে একে সযত্নে ব্রাশ করত, কুঞ্চিত করত। আগ্রহভরে অপেক্ষা করত কবে সেই দিন আসবে যেদিন সে তার স্বামীকে এই অজস্র সম্পদ দেখিয়ে গর্বিত হবে, প্রশংসা পাবে।

মোমদণ্ডটি দিয়ে রেনি এবার যোনিমুখে ঘর্ষণ শুরু করল।

না, রেনির বালিকা বয়সের স্বপ্ন সফল হয়নি। টিনএজেই এক প্রেমিক জুটেছিল অবশ্য, প্রথম প্রেমিক। কিন্তু মেক্সিকো সিটিতে বিতর্কের সূচনা হতেই রেনি তাকে হারাল। সে প্রেমিক চলে গেল, যে মুহূর্তে তার মনে হলো রেনি 'অস্বাভাবিক'।

মোমবাতিটা এবার তার 'পুসি'-তে সোজাসুজি প্রবেশ করেছে। রেনি আরও ঠেলে এর প্রায় সবটুকু ঢুকিয়ে অনুভব করল—হ্যাঁ, এই তো তার গর্ভস্থলে এর মুখ ছুঁয়ে ফেলেছে।

মোমদণ্ডটি সে পাক দিয়ে ঘোরাতে শুরু করল, যেন মন্থন করে কোনও রন্ধন প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত রেনির দুই হাত। যোনিগহ্বর সম্পূর্ণভাবে অধিকার করেছে এই নিষ্প্রাণ মোমদণ্ড। কিন্তু কে বলে নিষ্প্রাণ?

রেনি মোমদণ্ডের নিম্ন অংশটা মুঠো করে ধরল এমন ভাবে ঘোরাতে লাগল যাতে তার যোনির পার্শ্বদেয়ালের সর্বত্র তীব্রভাবে ঘষা খায়। অন্তিম যোনিওষ্ঠেও ছোঁয়া লাগে।

তার ক্লিটরিচ এখন নরম অবস্থা থেকে দৃঢ় হচ্ছে। তলপেট জুড়ে উত্তেজনার ঢেউ ছড়িয়ে পড়ছে।

আয়নার সামনে রেনির নগ্ন নিম্নাঙ্গ! তার যোনিদেশে মোমদণ্ড সম্পূর্ণ প্রবিষ্ট। এই দৃশ্যে উন্মত্ত হলো রেনি। তার মুখ রক্তবর্ণ, উরুর পেশিতে টান ধরেছে, রেনি তার স্ত্রী-অঙ্গে মোমদণ্ড সঞ্চালন করতে থাকল। বাঁ হাতে নিজের পশ্চাদদেশ টেনে ধরল রেনি,

নিজেই ঝাঁপিয়ে এলো মোমদণ্ডের ওপর। ক্ষুধার্ত মাংস—তার হাংগ্রি ফ্লেশ—মোমদণ্ডকে চেপে ধরে অসাধারণ আনন্দে অস্থির হয়ে উঠল।

রেনির মুখ হাঁ হয়ে গেছে। সারা মুখমণ্ডল চরমানন্দের পূর্বমুহূর্তে রক্তবর্ণ, সারাদেহ কাঁপছে।

সে লক্ষ্য করল তার আগমন।

শী ওয়াচড্ হারসেল্ফ কাম্।

রেনির চরমানন্দের ধারা—ভাসিয়ে দিল তার দুই উরু।

ক্লান্ত রেনি আর্ম চেয়ারে। মোমদণ্ড এখনও তার যোনিগর্ভে। তার যোনিদেশ এই লালরঙের মোমদণ্ডকে এখনও দোলা দিচ্ছে। সে একটু উঠে বসে মোমদণ্ডকে মুক্ত করল।

তপ্ত মোমদণ্ড! উষ্ণ ভালবাসার রসে পরিপূর্ণ।

কোনওমতে তাকে টেবিলের ওপর শুইয়ে রাখল রেনি। তারপর তৃপ্তির নিদ্রায় আর্ম চেয়ারে ডুবে গেল।

৪

ফ্র্যাঙ্ক মাইলস্ লং-ডিসট্যান্স রানের জন্য নিজেকে ঠিক মতো প্রস্তুত করতে পারছে না। তার এটা চল্লিশতম ল্যাপ—দশম মাইল—দৌড়ের ট্র্যাকে। দৌড়তে দৌড়তে তার বুক ওঠা-নামা করছে, মুখ দিয়ে লালা ঝরছে। নিজেকে পাগলা কুত্তা মনে করে তীব্র ঘৃণা জমে উঠছে।

তবু দৌড়ে চলল—ফ্র্যাঙ্ক যেন নিজেকে বলল—আরও দু'মাইল, তুমি ঠিক হয়ে যাবে। উই উইল বি ও. কে! আর দু'মাইল শেষ হলেই দেখবে সব যন্ত্রণা যাদুমন্ত্রে শেষ হয়ে যাচ্ছে। ফাইনাল আট মাইল তুমি সহজেই দৌড়তে পারবে।

নিজের মনে নিজের সাথে কথা বলতে বলতে ফ্র্যাঙ্ক লক্ষ্য করছিল, তার মন যেন তার এই ছুটন্ত দেহের বাইরে অন্য কোথাও ভেসে যাচ্ছে। এ এক অদ্ভুত ভয়ার্ত অনুভূতি। কিন্তু সে জানে দীর্ঘ দৌড়ের রানারদের এরকম হয়ে থাকে।

যে মুহূর্তে তুমি স্টার্টিং লাইন ছেড়ে দৌড় শুরু করেছ, তুমি এক অসমতল পথে এসে গেছ যে তোমাকে ছাড়বে না। তুমি নিজের গতিকে যতই সমান ও সুছন্দ করো না কেন, পথ তোমাকে, তোমার পায়ের তলা কাঁপাবেই। দিগন্তের দিকে তাকাও, একটা অস্পষ্ট গোল কিছু দেখবে। তোমার পায়ের নিচে মাটি নিষ্ঠুর, বুঝবে তোমার কাঁধের উত্থান-পতন, তোমার হাঁটুর জোড় যেন প্রতি পদক্ষেপে ভেঙে পড়ছে।

কিন্তু কয়েক মাইল পর, সবকিছু সমতল বলে মনে হবে। তখন তোমার দেহ এত ওঠা-নামা করবে না, দিগন্ত বিস্তৃত হয়ে যাবে। দু'পাশে মানুষ হাঁটছে, কথা বলছে, হাসাহাসি করছে—তোমার পাশে পাশে চলছে তারা।

সেটাই হচ্ছে তোমার প্রথম সফল পয়েন্ট।

তারপর কিন্তু দ্বিতীয় সমস্যা। তখন তোমার ফুসফুস ফেটে যাচ্ছে মনে হবে। তোমার গলায় জোর থাকলে তোমাকে চিৎকার করতে হবে।

ফ্র্যাঙ্ক মাইলস্ এই মুহূর্তে এই পর্যায়ে। তার লাংগস্ জ্বলে যাচ্ছে, সত্যি সত্যি জ্বলছে, শরীরের নিচ এবং পেছন থেকে পাকস্থলীর মধ্যে 'এসোফেগাস' দিয়ে তার কণ্ঠনালী পর্যন্ত সমস্তটাই যেন জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে।

আশ্চর্য, ফ্র্যাঙ্ক ভাবল—প্রথম দিকে এমন কিছু হয়নি। যেটুকু যন্ত্রণা ছিল, সেটা স্কেলিটনের মধ্যে। বুকে, পাঁজরে, পায়ে মোচড় ও ক্র্যাম্প্ কিছুটা তো থাকেই। কিন্তু তখন ফুসফুসে কোনও কষ্ট হয় না।

রানিং শুরু করার দু'বছর পর ধূমপান ছেড়েছিল ফ্র্যাঙ্ক। তখন তার বয়েস চব্বিশ, সিগারেট খেলেই অনুভব করতো ফুসফুসে উত্তেজনা আসছে, জগিং-এর পরিশ্রমটুকু পর্যন্ত সহ্য করা যাচ্ছে না।

সাধারণ লোকের মতো ফ্র্যাঙ্কেরও ধারণা ছিল ফুসফুস বোধহয় বুকের মধ্যে। বুকের যন্ত্রণা নিয়ে ডাক্তারের সাথে আলোচনার পর সে জানতে পারে—না, ফুসফুস ঠিক বুকে নয়, দুই পাঁজরের দিকে, অনেকটা পিছিয়ে—প্রায় পিঠের দিকে। দু'বছর ধরে জগিং-এর ফলে ফুসফুসের আয়তন যতটা সম্ভব বৃদ্ধি পেয়েছে। লাংগ্ টিসুগুলো বেড়ে গেছে, তার ফলে অন্যান্য প্রত্যঙ্গকে ঠেলা দিচ্ছে।

কিন্তু জ্বালাটা সব সময়েই ছিল। দীর্ঘ দৌড়ের মাঝপথে শুরু হতো, এবং প্রায় তিন-চতুর্থাংশ পথ শেষ না হওয়া পর্যন্ত থাকতো। পারসেন্টেজের দিক থেকে দেখলে, সেটা তেমন সিরিয়াস কিছু নয়, কিন্তু যখন টিসুগুলো চিড়চিড় করতো, তখন অসহ্য লাগতো। ওভার টাইম কাজ করার অবসন্নতা আসতো, যেন একটা ইঞ্জিন—বহু দূর রান করার পর যার জল ফুরিয়ে গেছে। তোমার কিন্তু শুধু লড়াই চালিয়ে যাওয়া আর ভাগ্যের প্রসন্নতার জন্য প্রার্থনা ছাড়া আর কিছুই করার নেই। তবে সেই ম্যাজিক মুহূর্ত যখন আসবে, তখন আপনা থেকেই তোমার ফুসফুসের সকল যন্ত্রণা লোপ পাবে, দেখবে শ্বাসযন্ত্রের মধ্যে এতক্ষণে উন্মাদ অক্সিজেনের দাপাদাপি আর রক্তের চাপ শীতল হয়ে এসেছে।

ফ্র্যাঙ্ক মাইলস্ সেই মুহূর্তটার অপেক্ষায়। ইতোমধ্যে উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে তার চল্লিশ বার রাউন্ড শেষ হয়েছে।

ঠিক এই সময়েই তার মন ভেসে গেছে—এবং সেই উড়ন্ত মনে ছায়া পড়েছে একজনের। তাকে দেখতেও পেয়েছে ফ্র্যাঙ্ক।

এখন গোধূলি। পূর্ব-কানাডায় এই গোধূলিবেলাটা সত্যিই অপূর্ব। অস্তমিত সূর্যরশ্মি দিগন্তের সাথে যেন লড়াই চালায় টিকে থাকার জন্য। কিন্তু আগত অন্ধকারের সামনে তারা ক্রমশ পিছু হটতে থাকে। ধূসর গ্রীষ্মের আকাশে তারা মিটমিট করে।

এই দৃশ্যপটে তার উদয়। সে হেঁটে চলেছে—যেন এক স্বপ্নসুন্দরী। তার লাল চুল—ব্লন্ড হেয়ার—গোধূলির রঙের সাথে মিশে চকচক করছে। আবছা আলোয় তার স্লিম পা দুটি ভাল করে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তার সাদা শর্টস্ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে অল্প আঁধারে। যেন আলো ছড়াচ্ছে। সে যেন এক অদৃশ্য নারী—অ্যান ইনভিজিবল্ উওম্যান। ট্র্যাকের পূর্বপ্রান্তে যেন শূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছে তার সাদা শর্টস্ আর লাল রেশমি চুল।

ফ্র্যাঙ্ক এবার চিনতে পারল—ডেবি উইলি। আর কেউ এমন হতে পারে না। একমাত্র ডেবিকে মনে হতে পারে ওপর থেকে একটি প্রচ্ছায়া নেমে এসেছে।

ফ্র্যাঙ্কের শরীরের মধ্যে একটা ভয়ের ঢেউ খেলে গেল। সে প্রথম ডেবি উইলিকে দেখে মিউনিকে—১৯৭২-এ। তখনই ডেবির সৌন্দর্য তাকে নাড়া দিয়েছিল, কিন্তু সে জানতো ডেবিকে আশা করা বৃথা। ডেবি সেই থেকে চার বছর ধরে ফ্র্যাঙ্কের কল্পজগৎ অধিকার করে বসে আছে। সেই কল্পলোকের দেবী সহসা আজ চার বছর পরে মূর্তিমতী হয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে—ফ্র্যাঙ্কের সারা দেহে শিহরন জাগল।

ফ্র্যাঙ্ক মানসচোখে এবার নিজের দিকে তাকাল। রোগা পাকানো চেহারা, যাকে বলে স্কিনী ফ্রেম, সর্বাঙ্গ স্বেদসিক্ত, মুখ লালায় ভরা। না, এই অবস্থায় সে ডেবির সামনে থামতে পারবে না। কিছুতেই না।

সে উঠে আবার দৌড় দিল। এবার দৌড়ে সে ছন্দ হারাচ্ছে, তাল নষ্ট হচ্ছে। তার সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হতে চলেছে, কিন্তু যে করেই হোক, দক্ষিণ-পূর্ব কোণা দিয়ে ট্র্যাকের উপর দৌড়ে সে ডেবিকে ছাড়িয়ে চলে যাবে, যেতেই হবে, যাতে তাকে ডেবি দেখতে না পায়।

ফ্র্যাঙ্কের গতি বাড়ল। সে সচেতন, ফেনাভরা মুখে তাকে কী হাস্যকর দেখাবে! অস্বস্তি ও বিড়ম্বনায় সে মরে যাবে। ডেবি কি তাকে চিনতে পারবে? অথবা ডেবি ধরে নেবে অর্ধোন্মাদ একটি বনমানুষ তার পাশ দিয়ে চাঁদ ধরতে ছুটেছে?

ফ্র্যাঙ্ক জোর কদমে ছুটছে। গাড়ি হলে টপ গিয়ারে বলা যেত। ডেবি ট্র্যাকের ধার দিয়ে আসছে, বোধহয় এখন সে ফ্র্যাঙ্ককে দেখতে পেয়েছে। তাই জোরে ছুটতে হবে, আরও জোরে, ডেবির চোখের আড়ালে চলে যেতে হবে।

সহসা হতভম্ব ফ্র্যাঙ্ক দাঁড়িয়ে পড়ে। ট্র্যাকে তার সামনে ডেবি উইলি। সে একেবারে সামনে এসে গেছে। তার সুঠাম শরীর ছন্দে দুলছে হাঁটার সাথে সাথে। সে হাত তুলে ইশারা করল—ডান হাতের বন্ধুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত, আঙুলগুলো যেন একগুচ্ছ তাস। তার মুখের মিষ্টি হাসি এবার সুস্পষ্ট। আ স্মাইল অব গ্রিটিং!

কিন্তু ফ্র্যাঙ্কের পাল্টা সাড়া দেবার ক্ষমতা নেই। সে ছুটে চলল। দীর্ঘ দৌড়ের রানার এখন পাগল। তাকে ভান করতে হবে যেন সে ডেবিকে দেখতে পায়নি।

সর্বশক্তিতে লাফ দিয়ে ছুটে চলল ফ্র্যাঙ্ক, অবিশ্বাস্য গতিতে। ছুটতে গিয়ে চোখে জল উপচে আসছে। এই গতি তাকে বজায় রাখতে হবে যতক্ষণ না ট্র্যাকের অপরপ্রান্তে সে পৌঁছচ্ছে। না হলে মাঠের ভেতরে আবার ডেবির মুখোমুখি হতে হবে!

ফ্র্যাঙ্ক ছুটে চলল জোরে, আরও জোরে। পঞ্চাশ সেকেন্ডের মধ্যে প্রায় সিকি মাইল দৌড়চ্ছে সে—এটাই তার ম্যাক্সিমাম! এই গতি বজায় রাখা প্রচণ্ড কঠিন।

এবার সে বাঁকের কাছে এসে পড়েছে। তার মন তার দেহের সাথে সমানভাবে ছুটছে। কি হতভাগ্যে ডেবি দর্শন দিল। আজ আট বছর ধরে সে দৌড়চ্ছে। তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত, তার দেহের প্রতিটি অণু-পরমাণু অলিম্পিক স্বর্ণপদকের চিন্তায় বিভোর। এই উদ্দেশ্যের কাছে টাকা, অন্য ক্যারিয়ার, নারীসম্পদ—সবকিছু তুচ্ছ করেছে সে। আজ ছ'মাস হলো কোনও নারী সম্পর্কে সে চিন্তা করার সময় পায়নি। বাস্তবে পাওয়া তো দূরের কথা।

তাহলে ভাগ্য তাকে এই চরম মুহূর্তে বাধা দিচ্ছে কেন? ডেবির এই সময় আগমন কেন—যে আগমন এক বিস্ময়বিশেষ! এতে ক্ষতি ছাড়া লাভ নেই। তার কাছে ডেবির সৌন্দর্য এক প্রলোভন, এক দুর্বার আকর্ষণ!

তাছাড়া সে নিজে কখনও উপযুক্ত পুরুষ হয়ে উঠবে না। ভাবতেই তার কপালে শিরা দপদপ করতে থাকল। সেই ছোটবেলায়, আজ থেকে প্রায় কুড়ি বছর আগে, তার সৎমা একদিন খেলাচ্ছলে তার প্যান্ট খুলে নিয়েছিল। তারপরেই তার সেই কিশোর বয়সের লিঙ্গটি দেখে হেসে উঠেছিল। বলা যায়, সেদিন থেকেই ফ্র্যাঙ্কের নারী সম্বন্ধে

সকল আশা চূর্ণ হয়ে যায়। যদিও এখন তেমন কোনও অসুবিধে নেই, কিন্তু এখনও সে নারী-পুরুষ সকলের সামনে উলঙ্গ হতে ঘৃণা বোধ করে। তাই সে প্র্যাকটিসের জন্য বা বাইরের জগতে পা ফেলার জন্য অসময় বেছে নেয়, এমন সময় যখন মানুষের মুখোমুখি বিশেষ হতে হবে না। অন্যদের স্নানের লকার রুম বা শাওয়ারে তার দেখা হবে না—এমন কোনও সময়!

না, ডেবির মতো মেয়ে ফ্র্যাঙ্ককে চাইবে না। বোধহয় কোনও মেয়েই নয়।

তাই তার জীবনে একটা পথ। ছুটে চলা, দৌড়, দৌড়, দৌড়। এবং জয়। তার বেঁচে থাকার একমাত্র কারণ প্রমাণ করা যে লং ট্র্যাকের মধ্যে সে হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ।

ফ্র্যাঙ্ক এবার দৌড়ে সোজাসুজি পথের দক্ষিণ কোণে পৌঁছে গেল। এবার গতি কমিয়ে এনে সে এক জায়গায় থামল। এ জায়গাটা অন্ধকারে ঢাকা, ডেবি তাকে এখানে দেখতে পাবে না।

সে ঘুরে দেখল ডেবি দূরে চলে যাচ্ছে। ফ্র্যাঙ্কের বুক দ্রুত ওঠা-নামা করছে। ডেবির ছায়া দূরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। ফ্র্যাঙ্কের হৃৎকম্পন থামেনি, যদিও ডেবি অনেক দূরে চলে গেছে। ডেবির চলে যাওয়া দেখতে গিয়ে সে হোঁচট খেল, এমন কি প্রায় উল্টে পড়ছিল। এত জোরে দৌড়ে এসে সে ক্লান্ত। ভাল করে হাঁটতেও কষ্ট হচ্ছে।

—ফ্র্যাঙ্ক!

হঠাৎ কে ডাকে? মনে হয়, একটি নারীকণ্ঠ!

—ফ্র্যাঙ্ক মাইলস্!

এটা দ্বিতীয় এক নারীকণ্ঠ! চমকিত ফ্র্যাঙ্ক ঘুরে তাকায়।

অতি কষ্টে দেখতে পায়, ট্র্যাকের পাশে ঘাসের ওপর দু'জন বসে আছে। কারা?

দ্বিতীয় কণ্ঠ আবার বলে—তুমিই তো বিখ্যাত ফ্র্যাঙ্ক মাইলস্! হ্যাঁ, ঠিক ধরেছি। তোমাকে হংকং-এ দৌড়তে দেখেছিলাম, তুমিই রেসে জিতেছিলে।

দৌড় থামিয়ে ফ্র্যাঙ্ক ঝুঁকে পড়ে। বহু কষ্টে নিঃশ্বাস স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে। তবু হাঁপাচ্ছে। অস্পষ্ট দুই ছায়ামূর্তিকে বোঝার চেষ্টা করছে। হ্যাঁ, হংকং। মনে পড়ছে, পরিষ্কার মনে আছে। সে প্রাচ্যের এক রানারকে হারিয়ে অল্পের জন্য জিতে গিয়েছিল। তার নাম নকোমুচি। কিন্তু সে তো দু'বছর আগের কথা। স্বর্ণপদক জয়ের ব্যাপারে নকোমুচি ছিল সবচেয়ে ফেবারিট।

হংকং-এর আরেকটি ব্যাপারও মনে পড়ার কথা। কিন্তু এই মুহূর্তে ফ্র্যাঙ্কের সেটা মনে আসেনি।

— তোমার একটা অটোগ্রাফ দেবে, প্লীজ!

এই অনুরোধটা শোনামাত্র ফ্র্যাঙ্কের সেই ঘটনাটা মনে পড়ে যায়। তখন দীর্ঘ দৌড়ে পূর্বের নাম বেশি পশ্চিম দুনিয়ার চেয়ে। বহু ম্যারাথন দৌড়বীর তখন স্পটলাইট, খবরের কাগজের হেডলাইন। আমেরিকায় তখন কেউ নেই যে প্রথম তিনজনের মধ্যে ঠাঁই নিতে পারে। কিন্তু প্রাচ্যে অনেকেই ছিল, তাদের জীবনী লেখা হয়েছে। আমেরিকায় হ্যাংক আরোন যে সম্মান পেয়েছেন, তা প্রাচ্যের দীর্ঘ দৌড়ের তারকাদের সম্বর্ধনার তুলনায় কিছুই নয়।

—অবশ্যই! ফ্র্যাঙ্ক হাঁপাতে হাঁপাতে উত্তর দিল—বিখ্যাত ফ্র্যাঙ্ক মাইলসের অটোগ্রাফ দিয়ে আমি খুশিই হব।

এইবার একটু মজা পেল সে। অদূরে বসে থাকা দুই ছায়ামূর্তির কাছে এগিয়ে গেল। একটু লাফিয়ে সে প্রথম মেয়েটিকে দেখল—এবং যা দেখল, তাতে খুশি হবার কথা।

মেয়েটির চোখ বেশ বড়, কালো। তার নাক খুব সোজা নয়, কিন্তু ঠোঁট দুটি আকর্ষণীয়। পূর্ণ এবং লোভাতুর। যেন আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। মোটের ওপর, মেয়েটি বেশ সুন্দর।

ফ্র্যাঙ্ক কখনও ওরিয়েন্টাল মেয়ের সাথে যৌনসঙ্গম করেনি। সে ভাবল—কেমন হবে ব্যাপারটা! তারপরেই মন থেকে এই চিন্তা মুছে ফেলল।

তরুণীটি হাঁটু মুড়ে উঠে বসল, ফ্র্যাঙ্ক কাছে এসেছে। একটি প্যাড ও পেন এগিয়ে দিল সে।

—আমার নাম তামুরা—

ধীর কণ্ঠ মেয়েটির। ফ্র্যাঙ্কের অহংবোধ তৃপ্ত হলো, কারণ মেয়েটার কথায় শ্রদ্ধার ভাব রয়েছে।

প্যাড আর পেন হাতে নিয়ে ফ্র্যাঙ্ক বলল, জানো তো, স্বাক্ষর দিলে আমি চার্জ নিই। কিন্তু তোমরা দু'জনে এত ভাল, যে আমি বিনামূল্যে সই দিচ্ছি।

অন্ধকারেই কাগজের ওপর নিজের নাম লিখতে গেল সে, কিন্তু ওরা বাধা দিল।

—না, না, এভাবে নয়!—তামুরা বলে।

—তবে কি ভাবে?

—আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি—বলে অন্য মেয়েটিও হাঁটু মুড়ে তামুরার পাশে এগিয়ে বসল।

তামুরা হাসল—তুমি ওরিয়েন্টাল অটোগ্রাফ জানো না?

এ কেমন প্রশ্ন! এর মধ্যে হাসিরই বা কি আছে?

ফ্র্যাঙ্ক দেখল—দুটো সুন্দর মুখ তার তলপেটের নিচের অংশ থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে। বেশ অস্বস্তি হলো।

—না, আমি ওরিয়েন্টাল অটোগ্রাফ জানি না।

—আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি—সেই দ্বিতীয় মেয়েটি বলল।

মুহূর্তের মধ্যে মেয়েটি হাত বাড়িয়ে ফ্র্যাঙ্কের শর্টস্ টেনে হাঁটুর কাছে নামিয়ে দিল। এত দ্রুত যে ফ্র্যাঙ্কের কিছু করার ছিল না। চিন্তা করার সময় পর্যন্ত পায়নি।

পরিপূর্ণ মুখের তামুরা বলল, এইবার তোমার অটোগ্রাফের যন্ত্রটা আমার চাই।

তামুরার গলায় যে কুহধ্বনি। তার আঙুল এবার জকস্ট্র্যাপের ইলাস্টিকের মধ্যে ঢুকে গেল। ফ্র্যাঙ্ক এখনও বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। সে স্থাণুবৎ।

এবার বাঁধনটা হাঁটুর কাছে নেমে এলো। ফ্র্যাঙ্কের ঘামে ভেজা পুরুষাঙ্গ অন্ধকারে শিথিল হয়ে ঝুলে আছে।

—এবার তোমার যন্ত্রকে আমরা শক্ত করে তুলব—তামুরা বলে ফিসফিস স্বরে, কিন্তু উত্তেজিত।

ঠোঁট ফাঁক করে তামুরা। ঝুলন্ত লিঙ্গকে আঙুল দিয়ে স্পর্শ করে। তারপর সোজাসুজি তুলে ধরে, হরাইজেন্টাল ভঙ্গিতে। মাথা নামিয়ে এগিয়ে আসে। তপ্ত গরম মুখগহ্বরে তার লিঙ্গ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করে তামুরা। পুলকে কাঁপতে থাকে ফ্র্যাঙ্ক। টের পায় তার লিঙ্গমুখে আলতো কামড় দিচ্ছে তামুরা, আর তার ফলে মুখগহ্বরেই স্ফীত হচ্ছে তার পুরুষাঙ্গ।

তামুরার কণ্ঠে আবার কুহস্বর—হাউ নাউস! দ্য কক্ ইজ গেটিং হার্ড নাউ! অ্যাকিয়ো!

ফ্র্যাঙ্ক এবার অবস্থাটা বুঝেছে। সে এক ধাক্কায় তামুরার মুখে নিজেকে ভাল করে প্রতিষ্ঠিত করল। এমন অভিজ্ঞতা অবশ্য তার নতুন, তাই তার উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণের বাইরে। তার মাথা থেকে অন্য সব চিন্তা এখন পরাহত। শুধুমাত্র এই অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা—বাস্তবে দুটি ওরিয়েন্টাল মেয়ে তার লিঙ্গ চোষণ ও লেহনে যত্নবতী।

অ্যাকিয়ো বলল—তামি, আমি একটু দেখব। লেট মি সি হিজ কক্!

তামুরা মাথা নাড়ল। তারপর সে ধীর গতিতে লিঙ্গকে মুখ থেকে বের করল। পুং ইন্দ্রিয়ের গা বেয়ে তার ঠোঁট লিঙ্গমুখে এসে থামল। কিছুক্ষণের জন্য আবার লিঙ্গমুখটুকু মুখগহ্বরে নিল, যেভাবে শিশুরা ললিপপ্ খায়। তারপর লিঙ্গমুখে জিভ ঠেকিয়ে সে ফ্র্যাঙ্কের যন্ত্রকে মুক্তি দিল।

হেসে বলল, অ্যাকিয়ো—এই নাও, এবার শক্ত দও। লিঙ্গ-গোড়ায় দুই আঙুলের চাপ দিয়ে ঠেলে সে বন্ধুর কাছে উপহার এগিয়ে দিল।

অ্যাকিয়ো বলল, এত অন্ধকারে ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। আমি লাইটার জ্বালছি।

পকেটে হাত ঢুকিয়ে অ্যাকিয়ো একটা সস্তা বুটন্ লাইটার বের করল। ফ্র্যাঙ্কের উরুসন্ধিক্ষণের এক ফুট নিচে লাইটারটা ধরল সে।

ফ্র্যাঙ্ক যখন বুঝল—কি করতে যাচ্ছে অ্যাকিয়ো, তখন একটু গুটিয়ে ফেলেছিল নিজেকে। সে চায় না তার পুরুষাঙ্গ ওরা দেখুক, দেখলে ওদের হয়তো ভার লাগবে না। হয়তো ভাববে এটা যথেষ্ট দীর্ঘ নয়। তামুরা লক্ষ্য করল ফ্র্যাঙ্ক একটু কঠিন হয়ে যাচ্ছে। স্বাচ্ছন্দ্য নেই।

সে ফ্র্যাঙ্কের উরুতে হাত বুলিয়ে বলল, ইট ইজ অল রাইট।

লাইটার জ্বলে ওঠা মাত্র ফ্র্যাঙ্ক দাঁত চেপে চোখ বুজল। শুনতে পেল অ্যাকিয়োর খুশিভরা কথা—উ-উ-উ, দণ্ডটি বেশ বড় তো! ওরিয়েন্টাল যন্ত্রের মতো ছোট্ট নয়। বেশ বড় এবং রাগী।

ফ্র্যাঙ্ক বুঝছে না এই মন্তব্য সে কিভাবে গ্রহণ করবে। কেউ কখনও বলেনি তার লিঙ্গ দীর্ঘ! তার সৎমা বরঞ্চ উল্টোটাই বলত—এবং সেই থেকে জীবনব্যাপী একটা মানসিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। সে অবাক হয়ে ভাবল—ওরা ব্যঙ্গ করছে না তো!

অ্যাকিয়ো এগিয়ে এসে ফ্র্যাঙ্কের ঝুলন্ত অণ্ডকোষ দুটি চেপে ধরল। ফিসফিস করে বলল, নাইস সফট্ বলস্, যন্ত্রের সাথে ম্যাচ্ করেছে, কিন্তু শক্ত নয়। তাই তো হয়।

তামুরা হাসল—এবার আমরা অটোগ্রাফ নেব।

নিচু হয়ে সে মাটিতে পড়ে থাকা প্যাড আর পেন তুলে নিল। একটা ছোট টেবিলের মতো কিছু এগিয়ে দিল ফ্র্যাঙ্কের ইন্দ্রিয়ের সামনে। লিঙ্গ এখন সুদৃঢ়।

তামুরা বন্ধুকে বলল, যন্ত্রটা চেপে নামাও।

অ্যাকিয়ো তার ছোট আঙুল দিয়ে লিঙ্গের উপর চাপ সৃষ্টি করল। টেনে নামিয়ে সাদা কাগজের ওপর লিঙ্গমুখ রেখে একটু থামল। ফ্র্যাঙ্ক যদিও কাঁপছে, কিন্তু ইতোমধ্যেই তার পুরুষাঙ্গ তপ্ত মুখ আর উষ্ণ হাতের সেবায় অভ্যস্ত হয়েছে অনেকটা।

তামুরা এবার পেনটাকে লিঙ্গের গোড়ায় ধরে রাখল, তারপর পেনের মুখ দিয়ে সাদা কাগজের ওপর স্থাপিত লিঙ্গের চারপাশ দিয়ে দাগ কাটতে শুরু করল। পূর্ণ লিঙ্গ এখন সাদা কাগজের ওপর শায়িত।

—তুমি কি আমার ইন্দ্রিয়ের ছবি আঁকছ? আর ইউ ট্রেসিং মাই প্রিক?

তামুরু হাসল—একেই বলে—অটোগ্রাফ ওরিয়েন্টাল স্টাইল।

ফ্র্যাঙ্ক তামুরার কালো চোখের দিকে তাকাল। সেও এখন ফ্র্যাঙ্কের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে যেন পুজো করছে। ফ্র্যাঙ্ক কল্পনা করতে পারেনি, এত অল্পবয়সী সুন্দরী মেয়ে তাকে এত শ্রদ্ধার চোখে দেখে।

তামুরা এবার কাজে মন দিল। সে পেন দিয়ে লিঙ্গের মুখ থেকে দাগ কেটে চলল সারা প্রত্যঙ্গ ঘিরে। পেনটা ডানপাশে আসতেই তামুরা দেখল পেনের গায়ে প্রাক বীর্য রস আঠার মতো লেগেছে। পেন ও লিঙ্গের মাঝখানে মাকড়সার জালের মতো কিছু একটা তৈরি হয়েছে।

তামুরা আবার হাসে—ফ্র্যাঙ্ক আমাদের ইতোমধ্যেই বীর্যকণা দান করতে শুরু করেছে। আই শুড ক্লিন আপ ফর হিম!

আবার নিচু হয়ে সে লিঙ্গমুখে জিভ বুলাতে থাকল। বিদ্যুৎগতিতে জিভ কাজ করছে, লিঙ্গমুখের ফাঁক থেকে সারা গাত্র জুড়ে বীর্যকণা জিভ দিয়ে পরিষ্কার করে ফেলল তামুরা।

অ্যাকিয়ো বলল, আমারও স্পার্ম চাই।

সেও জিভ দিয়ে প্রাক-বীর্যরসের অবশিষ্ট অংশ শুষে নিল। তারপর ছয় ইঞ্চি দীর্ঘ ফ্র্যাঙ্কের দণ্ড সে মুখের মধ্যে আগু-পিছু করা শুরু করল, তার দৃষ্টি ফ্র্যাঙ্কের চোখের দিকে।

ফ্র্যাঙ্কের কিছু করার নেই। লিঙ্গের গোড়া পর্যন্ত তামুরা জিভের দ্রুত সিক্ত অ্যাকশন তাকে অবিশ্বাস্য আনন্দের পথে নিয়ে আসছে। এই দৃশ্যটুকু দেখাই যথেষ্ট উত্তেজক, দৈহিক পুলকের তো কথাই নেই। দৈহিক ও মানসিক উত্তেজনা আর আনন্দ মিলে-মিশে যাচ্ছে।

তার উপর আরেক বৈচিত্র্য। সিগারেট লাইটারের আলোর শিখা স্থির হয়ে আছে। এই শিখা দুটি সুন্দর মুখের উপর আলো ছড়াচ্ছে। দুটি মুখ তার নিম্নদেশ ও পুরুষাঙ্গের শিরা-উপশিরা পর্যন্ত এগিয়ে আছে। মনে হচ্ছে—ফ্র্যাঙ্ক যেন কোনও সুপ্রাচীন প্রাচ্যদেশের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ নিচ্ছে। দুই সুন্দরী ভক্ত তার শক্ত দণ্ডকে পুজো করছে—লিঙ্গ পূজা! লাইটার যেন প্রদীপ, ওরা আরতি করছে।

ফ্র্যাঙ্ক এবার তামুরার কাঁধে হাত রাখল। অ্যাকিয়োর কাছ থেকে পেনটা নিল তামুরা। সেই আগের মতো দণ্ডায়মান পুরুষাঙ্গের পাশে কলম ধরে কাগজের ওপর ট্রেসিং হলো। তামুরার মুখে তৃপ্ত হাসি।

—এইবার আরেকটু—

তামুরা প্যাডের রেখার দিকে তাকিয়ে বলল।

অ্যাকিয়ো বলল, আমি একবার অটোগ্রাফটা দেখি।

লাইটারের শিখার সামনে প্যাডটা মেলে ধরে দেখাল—ফ্র্যাঙ্কের পুরুষাঙ্গের মাপ একটি রেখা ঘিরে অঙ্কিত।

তামুরা হাসল—আমি এবার অটোগ্রাফটা শেষ করছি।

ওপরে তাকিয়ে সে ফ্র্যাঙ্কের লিঙ্গের দৃঢ়তা লক্ষ্য করল, তারপর পেন দিয়ে প্যাডের রেখাকে নতুন করে সাজাতে শুরু করল, শ্যাডো অ্যান্ড লাইন—আরেকটু স্পষ্ট করা দরকার। ফ্র্যাঙ্ক বিমূঢ়, তামুরার কাজের শেষে দেখা গেল—সুন্দর একটি পুরুষাঙ্গের চিত্র প্যাডের ওপরে সুস্পষ্ট, হুবহু ফ্র্যাঙ্কের ইন্দ্রিয়ের ছবি।

তামুরা গর্বিত—হ্যাঁ, এইবার সমাপ্তি। থ্যাংক ইউ, অনেকক্ষণ ধৈর্য ধরেছ, আমরা অটোগ্রাফ পেলাম, এবার প্রতিদানে আমরা কি দিতে পারি? হোয়াট ফেবার ?

প্রতিদান? ফ্র্যাঙ্ক ওদের চোখের হাসির মানে বুঝতে চাইল। বিদ্রূপ না তো? ফেবার? মেয়েদের কাছে এতদিন জীবনে যেটুকু পেয়েছে সে, তার চেয়ে অনেক বেশি ফেবার তো করেছে এরা! যদি দৌড়বীরেরা আমেরিকায় এমন পূজা পায়—

—ফাক্ অর সাক্?—তামুরা বলল, উই ক্যান ডু এনিথিং ইউ ওয়ান্ট।

সেই ভক্তির বন্দনা, সেই পূজার ভঙ্গি। একটি ছোটখাটো দেবতার কাছে কি নৈবেদ্য রাখবে, সেই জিজ্ঞাসা। সেই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের রীতি, সেই লাইটারে আরতি। সব মিলিয়ে পুণ্য আরাধনা।

তামুরার মুখনিঃসৃত কথাও যেন মন্ত্রোচ্চারণের ছন্দে ধ্বনিত—সাক্, ফাক্—ফাক্, সাক্। সেরিমোনিয়াল ওয়ার্ডস্। স্তুতি ও ভালবাসার নৈবেদ্য।

ফ্র্যাঙ্ক এবার সাহসী। তামুরার ডাকনাম ধরে সে বলল, তোমার সোয়েটার খুলে ফেল তামি!

তামুরা একটানে খুলে ফেলল সোয়েটার। মনে হবে, সে যেন সারা জীবন এইভাবে জামা খোলার অভ্যাস করেছে—এত সহজ সাবলীল! না, ফ্র্যাঙ্ককে সে অপেক্ষায় রাখবে না। নানাভাবে তাকে খুশি করতে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

আবছা আলো-আঁধারিতে ফ্র্যাঙ্ক যা দেখল, তাতে তার মুখের ভেতরটা আরও শুকিয়ে গেল। তামুরার স্লিম শরীর থেকে দুই সুগঠিত স্তন তীক্ষ্ণভাবে জেগে উঠেছে। ঠিক প্রাচ্যদেশীয় মুক্তা, স্তনবৃন্ত দুটো ছোট কৃষ্ণবর্ণ। তার লম্বা চুল ডান কাঁধের ওপর দিয়ে দুই বুকের মাঝখানে এসে পড়েছে।

উত্তেজনায় কাঁপছে ফ্র্যাঙ্ক। তামুরা এখন একটা ছায়া, এক স্বপ্ন। পবিত্র মূর্তি। তাকে স্পর্শ করা ঠিক হবে কি?

ফ্র্যাঙ্ক এবার বলল, অ্যাকিয়ো, তুমি প্যান্ট খুলে ফেলো।

অ্যাকিয়ো বাধ্য মেয়ের মতো আদেশ পালন করল। প্রথমে শর্টস্, তারপর প্যান্টি। ফ্র্যাঙ্ক দেখল তার তিনকোণা কালো লোমে ঢাকা এক স্ত্রী-অঙ্গ। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমল তার কপালে।

অর্ধনগ্ন মেয়েটিকে এবার হাত ধরে টেনে তুলল ফ্র্যাঙ্ক—চলো ওদিকে যাই।

দুই অর্ধনগ্ন নারীর হাত ধরে ফ্র্যাঙ্ক এসে দাঁড়াল একটা ঢালু জমির কাছে যেটা ট্র্যাক থেকে প্রায় তিরিশ গজ উঁচুতে উঠে গেছে। সে অনুভব করল, চলার সময় অ্যাকিয়োর মুক্ত হাতটি তার পশ্চাদদেশের মাঝখানে ওঠা-নামা করছে। এর ফলে যে কাঁপুনি আসছে, তাতে সে যে কোনও সময়ে পড়ে যেতে পারে।

ঢালের কাছে এসে ফ্র্যাঙ্ক বলল, আমরা এখানে থামব।

তার পরিকল্পনাটা স্বপ্নে দেখা। সেটা কি বাস্তব জীবনে ঘটতে পারে? সে অ্যাকিয়োর পশ্চাদদেশে স্পঞ্জের মতো মাংসল অংশ ঠেলে ধরে বলল, ওপরে উঠে যাও। ওয়াক আপ দ্য হিল!

অন্ধকারেই অ্যাকিয়োর নগ্ন পশ্চাদদেশ দুলছে। স্লোপের গা বেয়ে সে তিন স্টেপ উঠল। এইবার তার সিল্কের মতো গাল টিপে তাকে থামাল ফ্র্যাঙ্ক।

—এবার সামনে ঝুঁকে পড়ো।—ফ্র্যাঙ্ক নিচু গলায় আদেশ দিল।

—ইউ ওয়ান্ট টু ফাক্ মি ইন অ্যাস্?

বলেই উত্তেজিত মেয়েটা মাটিতে কনুই রেখে ঝুঁকে পড়ল।

—নো, আই ওয়ান্ট ইওর কান্ট! তামি, তুমিও এসো এখানে।

তামুরার কাঁধে হাত দিয়ে কাছে টানল ফ্র্যাঙ্ক, তারপর অ্যাকিয়োর পাশে তাকেও পজিশন নিতে হলো। ফ্র্যাঙ্ক এবার দু'জনকে ভাল করে দেখল—তামুরার ঊর্ধাঙ্গ নগ্ন, সুন্দর দুই বুক আহ্বান জানাচ্ছে। ফ্র্যাঙ্ক নিচু হয়ে উন্মত্তের মতো তামুরার ডান স্তনবৃন্ত চোষণ শুরু করল। অনুভব করল, এই আক্রমণে তামুরার বুকের মাংস নরম হয়ে গলে যাচ্ছে যেন, বোঁটাটা ফুলে উঠছে, তার ভিজে জিভের মধ্যে আঘাত হানছে।

এইবার বড় হাঁ করে তামুরা একটি স্তন সম্পূর্ণভাবে মুখের মধ্যে নিয়ে নিল ফ্র্যাঙ্ক। মিষ্টি পিচ্ছিল ত্বক! আবার ক্ষুধার্ত জিভ স্তনের বোঁটাকে আক্রমণ করল, দুর্দম লেহন শুরু হলো।

তামুরার নিজের হাত এবার তীক্ষ্ণ স্তনের কাছে। সেটাকে নিজের হাতেই সে তুলে ধরে ফ্র্যাঙ্কের মুখের মধ্যে পুরে দিল। চিৎকার করে বলল, আমার গোটা বুকটা শুষে নাও ফ্র্যাঙ্ক! প্রাণপণে শুষে নাও।

এহেন প্রতিক্রিয়ায় ফ্র্যাঙ্ক বন্য হয়ে উঠল। পুরো একটি স্তন তার মুখের ভেতর, তার চোয়াল ফেটে যাচ্ছে হাঁ করে সেটা গ্রহণ করতে—তপ্ত নরম মাংস সারা মুখে পরিপূর্ণ!

অবিশ্বাস্য! ফ্র্যাঙ্কের মনে হলো—দুই মেয়ে যেন এক ধরনের দুই মস্তকবিশিষ্ট হাইড্রা যে তার সামনে দাঁড়িয়ে দুই বুক মেলে ধরে, আবার একই সময় নিচু হয়ে নিম্নাঙ্গ উন্মুক্ত করতে পারে।

অ্যাকিয়োর আহ্বান, শরীরের দ্বিধাহীন ডাক এবার উগ্র দোলায় অস্থির। ফ্র্যাঙ্ক সাড়া দিল, কোনও অসুবিধে নেই—সিক্ত, পিচ্ছিল সঙ্গম সুড়ঙ্গ।

—তামি, আমি পরিপূর্ণ—অ্যাকিয়ো বন্ধুকে সোৎসাহে জানাল।

—ইউ আর লাকি!—তামুরার উত্তর—কিন্তু আমি কি বাদ যাব?

তামুরা এখন শুধু একটা আনন্দই পেয়েছে, ফ্র্যাঙ্কের দুই আকুল ঠোঁট তার স্তনবৃন্ত শুষে নিয়েছে, তার বুক সেই পুলক স্পর্শে শিরশির করে উঠছে। পুরুষের ঠোঁটও যে এক নারীকে এত আনন্দ দিতে পারে শুধু কুমারী বক্ষ চোষণ করে, তা আগে কখনও বোঝেনি

তামুরা। ফ্র্যাঙ্কও চেয়েছে যে নিজের পূর্ণ উত্তেজনা অ্যাকিয়ো গ্রাস করুক, তামুরা এখন বাইরে থাকুক উর্ধ্বাঙ্গে আদর নিয়ে।

অ্যাকিয়োর তলপেট নৃত্যরত। তার গতি অনেকটা হবি হর্সের সমতুল্য—যার গতি অন্তহীন।

—তোমার ভাল লাগছে?—অ্যাকিয়োর জিজ্ঞাসা।

—নিশ্চই!

তামুরার স্তনবৃন্ত শোষণ অবস্থায় ফ্র্যাঙ্কের উত্তর একটু অস্পষ্ট। পরক্ষণেই অ্যাকিয়োর গাঢ় আলিঙ্গন। কানে গরম নিঃশ্বাস, তার নিজের দেহও যেন আনন্দে চিড়ে যাচ্ছে, নিয়ন্ত্রণের বাইরে সবকিছু।

কানের কাছে তামুরার গলা—আমার জন্য কিছু রেখ। নিজেকে এখনই সম্পূর্ণ শেষ করে ফেলো না।

—কি বললে?

অ্যাকিয়ো বন্ধুবৎসল—হ্যাঁ, তামির জন্য কিছু রাখবে। আমি তোমাকে আমার ভেতরে পেয়েছি, আমি ধন্য। আমার জীবনের এক সার্থক মুহূর্ত!

ফ্র্যাঙ্ক অস্থির—কিন্তু আমার পক্ষে আর সংযম সম্ভব নয়, আমি অপেক্ষা করতে অক্ষম।

সত্যিই, অ্যাকিয়োর আক্রমণ এখন তীব্র, ফ্র্যাঙ্ক এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে গেছে। তপ্ত স্ত্রী-অঙ্গ তার সবকিছুই উৎসারিত করতে চাইছে। হ্যাঁ, ফ্র্যাঙ্ক সাড়া দিতে বাধ্য। তার উদ্দাম আঘাত এবার জ্যাক্ হ্যামারের সাথে তুলনা পেতে পারে।

তামুরার ফিসফিস স্বর—ফ্র্যাঙ্ক কি প্রস্তুত?

—হ্যাঁ, আর মুহূর্ত মাত্র!—ফ্র্যাঙ্কের উত্তর।

—আমি তোমার অণ্ডকোষ ধরে রাখছি, তুমি কাঁপছো, বাইরে এসো এখুনি, অ্যাকিয়োকে অন্যভাবে আদর করো—পেছন থেকে। পারবে?

তামুরার হাত সেইভাবে কাজ করল,—আই হ্যাভ কাপড্ ইওর বলস্। তার আঙুলের যাদুস্পর্শে ঔরসের সঞ্চয়স্থল এবার ফেটে পড়ছে। তামুরা কি ম্যাজিক জানে! তার আঙুল যেন চিকিৎসকের মতো পরীক্ষা করছে। ফ্র্যাঙ্কের সমস্ত শক্তির দুটি বৃহৎ বীজ তার হাতে—চরমানন্দের বহিঃপ্রকাশ আর কতদূর!

—আঃ,—

সহসা ফ্র্যাঙ্কের আর্তনাদ। আনন্দ-বেদনা মিশ্রিত এই আর্ত চিৎকার প্রমাণ করল সেই ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছেছে। অ্যাকিয়ো সেটা অনুভব করেছে অবশ্যই। হলুদবর্ণ পশ্চাদ ত্বকে শ্বেতশুভ্র রসপ্লাবন, তার উপচে ওঠা বিদ্রোহ অ্যাকিয়োর ডান গাল পর্যন্ত ছুঁয়ে গেল। দ্বিতীয় দফার উৎসায়ন অ্যাকিয়োর দেহ দেওয়ালের পশ্চাতে বিদীর্ণ রেখা লক্ষ্য করে সবেগে ধাবিত।

—মাই গড!—ফ্র্যাঙ্কের স্বগতোক্তি।

অ্যাকিয়ো এগিয়ে যাচ্ছে। ফ্র্যাঙ্কের বুক উত্তল, ফুসফুস জ্বলছে, আরও দশ মাইল দৌড়ের যে প্রতিক্রিয়া, তাই সারা দেহে অনুভব করছে সে।

তামুরা বলল, কিন্তু এখন তোমার থামা চলবে না ফ্র্যাঙ্ক! তুমি দৌড়বীর, তোমার রান এখনও শেষ হয়নি। আমার কাছে এসো, আমি তোমায় চাই!

ফ্র্যাঙ্কের মনে হচ্ছে সে শূন্যের মধ্যেই দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাচ্ছে। সে আর নিজের কর্মের কর্তা নয়। সে টের পেল, তামুরার হাত তাকে অ্যাকিয়োর সংস্পর্শ থেকে মুক্ত করে নিল। ঘাসের ওপর চিৎ হয়ে পড়ে রইল ফ্র্যাঙ্ক, সে এখন শুধু শরীর, মনহীন দেহ।

এখনও ফ্র্যাঙ্কের নিম্নাঙ্গের ছোট পোশাক হাঁটুর নিচে আটকে ছিল। তামুরা এবার সম্পূর্ণভাবে বসনমুক্ত করল তাকে। উলঙ্গ ফ্র্যাঙ্ক, ঘাসের ওপর, ঊর্ধ্বে তেমনই নগ্ন আকাশ—কিন্তু তার দেহে তারকার চুমকি ছড়িয়ে আছে। ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে সে, বলা যায় আনন্দের কেন্দ্রবিন্দু, অনন্ত সুখের জগতে।

তামুরাও তার নিজের শর্টস খুলে ফেলেছে, দুই স্তন থরথর কাঁপছে। নিজেকে বিবসনা করে তামুরা দেখাল তার দুই পা কত সুন্দর, অন্ধকারেও দেখা যায় তামুরার হাসি, উজ্জ্বল দাঁত ঝকঝক করছে, তারাখচিত আকাশের নিচে তামুরার এই শরীর যেন এক নগ্নিকা দেবীমূর্তির মতো। সুদৃঢ়, ফ্ল্যাট তলপেট, সুচারু ঢেউ, নিম্নাঙ্গের সুড়ঙ্গমুখে সে সুদৃশ্য ত্রিকোণ রোমের আবরণ। মনে হয় ওর পরনে এক জি-স্ট্রিং—নিম্নাঙ্গে লোমশ অংশ এত সুন্দর।

তামুরা দণ্ডায়মান, প্রসারিত দুই পা। মনে হচ্ছে এক শক্তিরূপা আমাজন সম্প্রদায়ের মহিলা—বীরাঙ্গনা। ফ্র্যাঙ্কের শরীরের ওপর পা রেখে তাকে পরাস্ত করছে যুদ্ধপ্রিয় এক আমাজন রমণী—যারা পুরুষের চেয়ে বেশি শক্তি ধরে। তামুরার দুই স্তন সগৌরবে উত্থিত, সামনের শূন্যতাকে নয়, আকাশকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। সো পয়েন্টেড! পদতলে শায়িত ফ্র্যাঙ্কের কাছে দুই উরু সন্ধিস্থানের রহস্য অনাবৃত, তার ভালভ থেকে কামরস রেশমি লোমকে সিক্ত করেছে।

একটি সোজাসুজি নিখুঁত অ্যাথলেটের গতিতে তামুরার গোপনাঙ্গ যেন দ্রুত নেমে এলো ফ্র্যাঙ্কের ওপর। জিমন্যাস্টের দক্ষ ব্যায়ামের অনুশীলন অনুযায়ী, ফ্র্যাঙ্কের দেহের উপর উপস্থাপিত তামুরা, সহাস্যবদন।

সহসা তার আঙুলের আদর! আবার ফ্র্যাঙ্কের শক্তির উত্থান, গগনমুখী দৃঢ়তা, সে নিজের এহেন অঙ্গের ক্রিয়ায় নিজেই আশ্চর্যান্বিত!

—এবার আমি তোমায় ভোগ করছি, আমি তোমায় রেপ করছি, অবশ্য ঠিক রেপ নয়, তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে নয়। বাট আই নীড ফাকিং ইউ গুড, আই অ্যাম মেজর পার্টনার। আই মুভ, ইউ রেসপন্ড। সো—

তামুরা তার কথা রাখে, অক্ষরে অক্ষরে। শীর্ষদেশ থেকে তলদেশ ঢাকা পড়ে যায়, তামুরার কামরসের অবিশ্রাম বর্ষণে। তার শক্তিশেলের সর্বাঙ্গ স্নানধৌত করছে এক ভৈরব হর্ষে।

এক পবিত্রা রমণী তার দেহের ওপরে। এরকম কখনও কল্পনায় ছিল না, এবার ফ্র্যাঙ্ক এক ভক্ত পূজারী। দেবী তার তরবারিকে কোষে গ্রহণ করেছে। এবং তরবারিও অসাধারণ।

ফ্র্যাঙ্কের বুকে দু'হাতে চাপ দিল তামুরা। সেই হাতের চাপেই তার দেহনর্তন, ঘূর্ণন, তালে তালে পাকে পাকে নিগূঢ় বন্ধন। এবার ফ্র্যাঙ্কের দুই করতল নিজের দু'হাতের

মুঠোয়, অপূর্ব ভঙ্গিমা—হাতে হাতে, পায়ে পায়ে, প্রতি অঙ্গে অঙ্গে, এও এক অ্যাথলেটিকাল গেম্।

খেলা চলছে, তপ্ত গুহাগহ্বর থেকে নরম পাথরের দেয়াল এবার গলে গলে পড়ছে। তামুরার ডাকে মাথা তোলে ফ্র্যাঙ্ক। সঙ্গম অংশে তাকিয়ে সে আতঙ্কিত! কোথায় তার পুরুষাঙ্গ? সম্পূর্ণ অন্তর্হিত! মুহূর্তের জন্য তার নিজেকে অঙ্গহারা বরে মনে হয়, কিন্তু না, পরক্ষণেই দুই অঙ্গের যুক্ত অংশে সে তার শূলদণ্ডের তলদেশ সামান্য দেখতে পায়। বুঝতে অসুবিধা হয় না, সে বিলক্ষণ সুদেহী।

তামুরা শরীর হলুদ বরণ, তার মধ্যে কালো লোমশ ক্রিকোণ তাই এক ধরনের কালার-কনট্রাস্ট। হঠাৎ এক আলোর ঝিলিক!

ফ্র্যাঙ্ক চমকে ওঠে! পরক্ষণেই বোঝে—অ্যাকিয়ো আবার সিগারেট লাইটার জ্বেলেছে। এই আলো আবার প্রদীপ শিখা। সেই পবিত্র পূজার আরতি। তামুরার গোপনাঙ্গ এবার পরিষ্কার প্রদীপ দৃশ্যমান, ক্লিট্-বাটন্ পর্যন্ত সুস্পষ্ট। যেন কৌতুকভরে উঁকি দিচ্ছে।

—ফ্র্যাঙ্ক, তুমি এবার স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ তো! আমরা কিন্তু পাচ্ছি।

হ্যাঁ, ফ্র্যাঙ্কও মুগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে দেখছে—এক পরম আশ্চর্য বস্তু যা সহজে কেউ দেখতে পায় না।

নারী-অঙ্গ একটি সম্পূর্ণ গোটা জীবন্ত দেহ, দেহাংশ নয়। শান্ত গতিতে সমুদ্রতীরে তার বিচরণ, অবশ্যই শিকার সন্ধানে। বর্তমানে তার শিকার এক পুরুষাঙ্গ, এবার ধীরে ধীরে তার সমস্ত রক্ত শুষে তাকে টিপে মারবে সে।

এবার অ্যাকিয়োর হাত নেমে এলো। হার ফিংগারস্ কার্ল রাউন্ড হিজ বলস্। পুরুষ শক্তি-খোলসের মধ্যে দুর্দান্ত ম্যাসেজ—সমস্ত ঔরস আবার উপচে বেরিয়ে আসবে!

ফ্র্যাঙ্ক, এবার আমায় দেখো, আমি আসছি। আই কাম নাও, আমার চরম-আনন্দ এবার উচ্ছ্বাসে ভাসাবে আমাকে, তোমাকে। প্রাণভরে দেখে নাও।

তামুরার ক্রিয়ার দুর্বার গতি! ফ্র্যাঙ্কের অঙ্গ এখন শুধু এক সেবক মাত্র।

তামুরার চিৎকার—আমি আসছি, আই কাম নাও!

সারা অলিম্পিক ভিলেজের স্তব্ধতা চূর্ণ করে তামুরার চিৎকার।

ভয় নেই। ফ্র্যাঙ্ক জানে, এত দূর থেকে কেউ শুনতে পাবে না। তাই সে এবার নিজেকে বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত।

তামুরার মাথা পিছনের দিকে ঝুঁকে গেছে, তার সুন্দর কেশরাশি কাঁধের পেছনে পিঠ ছুঁয়ে দুলছে, দু'চোখ বন্ধ, গলার স্বরে অদ্ভুত শব্দ!

—আমি আসছি!

ফ্র্যাঙ্ক যেন তামুরার কথার প্রতিধ্বনি করে, অ্যাকিয়োর হাতের অবিশ্রাম খেলা তার দুই অণ্ডকোষ থেকে নিংড়ে কামরসের বিস্ফোরণ ঘটায় এবার।

—আর পারছি না আমি, তুমি এসো, আমার সাথে, একসাথে, আমাকে তোমার সবকিছু দাও।

তামুরার চিৎকার আর ফ্র্যাঙ্কের আর্তনাদে বাতাসে এক মৈথুন-উন্মত্ত যুগলবন্দী রচনা করে। তামুরা ভাসছে, ভেসে চলেছে, তাই ফ্র্যাঙ্কও দৌড় শুরু করে, অন্য এক বিচিত্র

দৌড়! বন্যা ও দৌড়! কে আগে যাবে? না কি একসাথে, পাশাপাশি, সমান বেগে ধাবিত হবে?

এইবার ওরা স্থির হয়ে আসছে।

ফ্র্যাঙ্ক আবার আকাশের দিকে তাকায়। তামুরার কাছ থেকে অঙ্গমুক্ত ফ্র্যাঙ্ক এবার তারাভরা আকাশকে প্রণাম জানায়। অনুভব করে তার পুংইন্দ্রিয়ে এবং সারা দেহে চারটি নরম হাত এখনও আদর বৃষ্টি করছে। তামুরা ও অ্যাকিয়ো।

এইবার ব্রহ্মাণ্ডের আগে সন্ধি! শান্তি, শান্তি! কৃতজ্ঞতার অনুভূতি, কৃতার্থতার আনন্দ। কে জানত, এমন প্রাপ্তির কথা, এমন ঐশ্বর্যময় অভিজ্ঞতা ক'জনের আছে? জীবনে সব হারিয়েছিল ফ্র্যাঙ্ক। এক কৃশ তরুণ অ্যাকাউন্টেন্ট চাকরি ছেড়েছিল। ত্যাগ করল অর্থ, কামনা ও নারী। শুধু একটা স্বপ্নের সার্থকতার আশায়—অলিম্পিকের স্বর্ণপদক! কে বিশ্বাস করবে? ইশ, কেউ যদি একজন সাক্ষী থাকত—কত সৌভাগ্যবান সে? কেউ একজন, যার সাথে সে ভবিষ্যতে এই ব্যাপারে স্মৃতিচারণা করে পুলকিত হবে।

চোখ বন্ধ করে ফ্র্যাঙ্ক। সে দেখতে পায় না দুটো সাদা শর্টস—কায়াহীন ছায়ামূর্তি—ইতোমধ্যে তার কাছ থেকে প্রায় ত্রিশ গজ দূরে চলে গেছে। তার মুখ ট্র্যাকের এইদিকে, ওরা অন্যদিক দিয়ে চলে গেছে। সে আর দেখতে পাচ্ছে না চকচকে চুলে নক্ষত্রের আলো। কিন্তু যদি সে দেখতে পেত, তাহলে বুঝতো তার আরেকটা ইচ্ছে পূর্ণ হয়েছে!

হ্যাঁ—একজন সাক্ষী আছে এই দৃশ্যাবলীর।

অ্যান্ অবজারভার! কে?

ডেবি উইলি!

ডেবি ভেবেছিল—একবার যাই, নইলে ওই পাগল রানার অক্সিজেন ফুরিয়ে দম বন্ধ করে মেরে ফেলবে নিজেকে। ও আমাকে হাত তুলে সৌজন্য পর্যন্ত দেখাল না! অথচ আমি ওর সামনে ট্র্যাক ক্রস্ করলাম। তবু দেখতে পেল না? একটা বদ্ধ পাগল!

...তাই ভাবলাম, ওকে একটু সাহায্য করা দরকার।

ডেবির এখন হাসি পেল। এতক্ষণ ধরে সে যা দেখেছে—তাতে বোঝা গেল, ফ্র্যাঙ্ক মাইলসের কোনও সাহায্যের প্রয়োজন নেই।

ডেবিও কেমন যেন তৃপ্ত!

ভালই হয়েছে। জানা গেল, খেলার মধ্যে 'অন্য খেলা' ডেবি একা খেলছে না। এমন খেলোয়াড় আরও আছে।

৫

আরও একজন আছে।

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যার যৌনজীবনে এক নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে গেল।

পুরুষদের লকার রুমে একটা বেঞ্চের ওপর এলিয়ে বসেছিল ডন কিংসলে। যথারীতি তার সকাল-বিকেল অনুশীলন চলছে। আর ডেবির উৎসাহে সন্ধ্যেবেলার প্র্যাকটিসটাও তার দৈনন্দিন রুটিনে যুক্ত হয়েছে।

এখন সে নিদারুণ ক্লান্ত। পাশের ঘর থেকে একটা ফিসফিস আওয়াজ আসছে। পরিশ্রান্ত ডন প্রথমে ভেবেছিল মনের ভুল।

কিন্তু এখন স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে—মেয়েদের গলা। কিন্তু, ছেলেদের লকার রুমে মেয়েরা কি করছে? এটা তো সহজ বুদ্ধিতে বোঝা মুস্কিল!

মনে মনে হাসল ডন। উঠে দাঁড়িয়ে তোয়ালে দিয়ে গা মুছল।

আবার শুনতে পেল মেয়েলি কণ্ঠস্বর। কেউ যেন অপর জনকে চুপিচুপি বলছে—তোমার কি মনে হয় এখানে আর কেউ আছে?

অপরজন উত্তর দিল—কি করে জানব? সেটা আগে ভাল করে দেখে নেওয়া ভাল।

ডন এবার চমকিত। নিঃসন্দেহে নারীকণ্ঠ।

দ্বিতীয় স্বর প্রশ্ন করল—এখানে কেউ আছে? আরে, কেউ আছে কি! কোনও অ্যাথলেট, সুপার-স্টার বা আর কেউ?

ডন এবার ঘুরে দাঁড়িয়ে সেই স্বর লক্ষ্য করে এগিয়ে গেল।

একটি নারীকণ্ঠ আবার শোনা গেল—হ্যাঁ, জেনি, এখানে একজন অ্যাথলেট রয়েছে।

ডনকে দেখতে পেয়েছে সে।

ডন বুঝল—দুটি মেয়েকে খুঁজে বের করতে হবে। কিন্তু তাদের দেখামাত্র সে আরও চমকে উঠল। এই পুরুষদের লকার রুমে হঠাৎ স্কার্টের অস্তিত্ব চমকই বটে! শুধু চমক নয়, রীতিমতো শকের ব্যাপার!

—আরে, এই যে স্যার!

জেনি সহজভাবেই তাকে ডাকল। দীর্ঘকায়, ব্লন্ড, বয়েস একুশ-বাইশ হবে। সুন্দর মুখ, একটু খোলা সব সময়। শরীরের বহু জায়গা ট্যানড্। রোদ-খাওয়া দাগ।

—ওহো,—ডনও চমক সামলে সহজ হলো।—আঃ, আমি ভেবেছি, তোমরা পথ ভুলে এখানে হারিয়ে গেছ। এটা তো পুরুষদের লকার রুম! মেয়েদেরটা তো—

জেনির সঙ্গী মেয়েটি বাধা দিল—আমরা খুব ভাল মতোই জানি আমরা কোথায় এসেছি।

এই মেয়েটা লাল চুল, জেনির চেয়ে একটু বড় হবে বয়েসে। বোঝা যাচ্ছে, সে একটা লিডারগোছের, ডনের কাছে চেনা-চেনা লাগছে।

জেনিও সায় দিল—একজ্যাক্টলি! আমরা জেনে-শুনেই এখানে এসেছি।

লাল চুল বলল, আমি ভ্যাল সিম্পসন, আর এ হচ্ছে জেনি হিলিব্র্যান্ড। আমরা ইউনিভার্সাল প্রেসের রিপোর্টার।

ডন জিজ্ঞেস করল—তোমাকেই কি কয়েকদিন আগে টেলিভিশনে দেখেছি? সেখানে মেয়ে রিপোর্টারদের একটা মিটিং জাতীয় কিছু হচ্ছিল তখন, বা অন্য কিছু।

—অন্য কিছু!—ভ্যাল হেলাভরে বলল, তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। আমাদের 'সমান অধিকার' বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল। উই ফাইট ফর ইকুয়াল রাইটস্।

ডন একটু বিভ্রান্ত। সে যা কিছু বোঝে সেটা অলিম্পিক সংক্রান্ত। 'সমান অধিকার' ব্যাপারটা তার ভাল জানা নেই। দু'জনকেই কিছুটা দুর্বোধ্য লাগল।

—ইউ সি, অলিম্পিক কিন্তু শুধু একটা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা মাত্র নয়।

জেনি যেন বোঝাতে থাকল। ভ্যালের চেয়ে ডনের ওপর তার সহানুভূতি বেশি।

জেনি বলল, অলিম্পিক আন্তর্জাতিক সংবাদ জগতের বড় অঙ্গ। কয়েক সপ্তাহ পরেই মন্ট্রিলে রাজনীতিবিদ ও গভর্নমেন্টের বড় বড় মাথা হাজির হবে—ইউ. এন-এর চেয়ে বেশি। পুরো ব্যাপারটা বিরাট খবর—বোধ হয় এ বছরের সবচেয়ে বড় খবর।

—কিন্তু তার সাথে ছেলেদের লকার রুমে আসার কি সম্পর্ক ? ডনের সরল জিজ্ঞাসা।

ভ্যাল বলল, যথেষ্ট সম্পর্ক আছে। এখানে যা কিছু ঘটে সেটা একদল স্টুপিড অ্যাথলেটের পারফরম্যান্সের উপর নির্ভর করে। এখানকার গল্প নিয়ে গল্প তৈরি হয়। সংবাদ জগতেও সমস্যা আছে। যেমন কিছু 'ডাম্ব' পুরুষ রিপোর্টারই শুধু আসে কিছু 'ডাম্ব' পুরুষ অ্যাথলেটদের সামনে। সেখানে নানা ধরনের লকার রুম টকস্ হয়। তারা জিজ্ঞেস করে, তোমরা কখন কেন হেরে যাও, কত ক্লান্ত হও, এখানে তোমরা খোলাখুলিভাবে অনেক কথা বলো, কিন্তু প্রেস কনফারেন্সে—যেখানে আমরা তোমাদের পাই—সেখানে তোমরা বিলক্ষণ সাবধান হয়ে যাও!

জেনির গলা বেশ সুরেলা। সে বলল, খবর আছে, কি জন্য সত্যি সত্যি তোমাদের পারফরম্যান্স খারাপ হয়। কোথায় তোমাদের আঘাত, কোন কথা শুনে তোমাদের কষ্ট হয়। এখানে জানা যায়, অন্য সব অ্যাথলেটরা কি করছে। কিন্তু আমরা, মেয়ে রিপোর্টাররা সে সব কিছু জানতে পারি না।

ভ্যাল সায় দিল—ঠিক কথা। আমাদের তৈরি খবরগুলো পড়ে মনে হবে পুরুষ রিপোর্টারের লেখা। তফাৎ কোথায়! আমাদের কর্তারা চটে যায়, পেছনে লাগে, আড়ালে 'ডাম্ব কান্ট' বলে গালাগাল দেয়।

ওদের মুখের ভাষা শুনে অবাক হয় ডন। জেনিকে ভাল করে দেখে। জেনির মুখ হঠাৎ লাল হয়ে উঠেছে, অস্বস্তি পেয়েছে। সে বোধ হয় নতুন এই পেশায়, ভ্যাল সিনিয়র। তার সাথে ঘুরে পৃথিবী সম্পর্কে অভিজ্ঞ হচ্ছে জেনি।

অস্বস্তিকর স্তব্ধতা, সেটা কাটাবার জন্য ডন বলে—হ্যাঁ, মনে হচ্ছে তোমার কথায় যুক্তি আছে—

ভ্যাল রাগত—আমরা যুক্তিসঙ্গত কথাই বলে থাকি। কিন্তু অলিম্পিক চালায় যে বুড়ো শুয়োরগুলো, তারা কান দেয় না, তারা তাদের ক্রটিগুলো, আসল সত্য ঢেকে অলিম্পিকে গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য রক্ষা করতে চায়।

—তাহলে টিভিতে তোমাদের বিক্ষোভ সফল হয়নি? ডন আবার বিরক্তিকর প্রশ্ন তোলে।

ভ্যাল এবার রক্ষণাত্মক—এই মুহূর্তে তাই। কিন্তু আমরা ঠিক সময়ের জন্য তৈরি হচ্ছি, যতক্ষণ না আমাদের দাবি মানা হয়, আমরা লড়ব।

জেনি শান্তভাবে বলে—তাই আমরা ভেবেছি—যদি আমরা নিজেদের চেষ্টায় কিছুটা এগোতে পারি। ধরো, আজ রাতে এখানে লুকিয়ে ঢুকে বেশ কিছু আসল খবর যদি পেয়ে যাই! একবার পেলে, অন্যবার ব্যাপারটা সহজ হয়ে যাবে। আমরা তাই আজ রাতে এখানে ঢুকে পড়েছি। এবং নিশ্চয় তাতে আকাশ ভেঙে পড়েনি!

ভ্যাল হাসল—ধরো সবকিছু ফাটাফাটি করলাম, তুমিও মন খুলে সব বললে। তাতে কি ক্ষতি হবে? আমি জানি, ওই পাছামোটাগুলোও একই কথা ভাবে। আর আমাদের

খবর ওদের কাছে তাড়াতাড়ি পৌঁছবেই—যেভাবেই হোক—এমন কি ওর, যদি কফিনে ঢোকে, তবুও!

ডন আবার জেনির দিকে তাকায়। জেনির চোখ মেঝের দিকে। ডন একটু ভাবে, তার অস্বস্তি কেটে গেছে। একটি মেয়ে সবে শুরু করেছে, কিনারায় এসেছে। আরেকজন পাকাপোক্ত, তাকে খোলাখুলি ইন্টারভিউ দিতে কোনও বাধা নেই। ডন নিজে এখন আত্মবিশ্বাসী।

—ঠিক আছে। দেখাই যাচ্ছে, তোমরা আমাদের লকার রুমে ঢুকতে পেরেছ। এখন, আর কি চাই?

ভ্যাল চটপট উত্তর দিল—এখন আমরা কাজ শুরু করব। আর কে আছে এখানে?

ডন হাসে—তোমরা কি ঠাট্টা করছ? ভেবেছ, এইটুকু জায়গায় কুড়িজন পুরুষ ভিড় করে আছে? অবশ্য, তোমরা এসেছ শোনামাত্র ওরা দৌড়ে আসবে। কিন্তু লাভ কি! এই মুহূর্তে এখানে আমি ছাড়া কেউ নেই।

ডনের গলায় বেশ আত্মগর্ব।

—শুধু তুমি!—ভ্যাল হঠাৎ একটু ভীত—কিন্তু তুমি তো—মানে তোমার ভূমিকা তো তেমন কিছু নয়—আই মিন, নট দ্যাট ইমপরট্যান্ট, তাই না?

ডনের মুখ রক্তবর্ণ। ইচ্ছে হলো ভ্যালের পশ্চাদদেশে একটা সবেগে পদাঘাত করে।

জেনি সামাল দেবার চেষ্টা করে—তোমার নাম কি?

—ডন, ডন কিংসলে।

—ডন, মনে হচ্ছে তুমি একজন সুইমার বা ডাইভার!

—ডাইভার। মিডল্ বোর্ড।

—মেডেল পাবার ব্যাপারে কতটা আশা তোমার?

প্রথমে কাঁধ ঝাঁকিয়ে শ্রাগ্ করল ডন—কোনও আশাই নেই! তারপরেই মনে পড়ল ডেবির সাথে তার বিশেষ অধিবেশন—এবং এর সুফল! মনে পড়া মাত্র কিছুটা রহস্য নিয়ে বলল, তবে আগের চেয়ে আমি এখন বেশি আশাবাদী!

—কি বলতে চাইছ?

ভ্যাল বাধা দিল—শোন জেনি, আমরা দু'জনে কি ব্যাপারে একমত হয়েছি—মনে আছে? আমরা ঠিক করেছিলাম—ইন্টারভিউ হবে ঠিক লকার রুমের উপযুক্ত পরিবেশে, তাই না? আমাদের পুরুষদের থেকে আলাদাভাবে ধরা সহ্য হবে না—সেটা কিন্তু মূল বিষয়!

জেনি একটু দ্বিধাভরে উত্তর দিল—হ্যাঁ, ঠিক কথা।

ডন অবশ্য ওদের এসব কথার মানে ঠিক করতে পারছে না। কিন্তু এটুকু অবশ্য বোঝা যাচ্ছে, ভ্যাল বেশি উৎসাহী, জেনি ততটা নয়।

ভ্যাল জিজ্ঞেস করে—আমরা যখন এলাম, তুমি ঠিক কি করছিলে?

—আমি! আমি চুপচাপ বেঞ্চের ওপর বসেছিলাম।

—বেশ! তারপর কি করতে যাচ্ছিলে?

—আমি ঘাম মুছে, শাওয়ারের নিচে ভাল করে স্নান করতাম।

—বেশ, তাই করো।

ভ্যালের গলায় যেন দাবি ধ্বনিত হলো।

যদি একটা অনুরোধ ধরা হয়, তবুও এর মানেটা পরিষ্কার। সে বুঝল না কি প্রতিক্রিয়া শোভন হবে তার পক্ষে। সে লক্ষ্য করল—ভ্যাল কনুই দিয়ে জেনির পাঁজরে একটু খোঁচা দিল। কিসের ইঙ্গিত?

জেনি বলল, ঠিক আছে ডন, তুমি তাই করো। তোমার লকারে যাও, আর যা করতে চাইছিলে, তাই করো।

জেনি হেলিব্র্যান্ডের কথাগুলো বেশ দুঃসাহসী। কিন্তু তার মনে হচ্ছে—এখানে এইভাবে না এলেই ভাল হতো। নারীর সমান অধিকার বিষয়টা চিন্তা-ভাবনার পক্ষে ঠিক আছে, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে পুরুষদের লকার রুমে তার প্রমাণ দেওয়া বা নেওয়া বেশ কঠিন ব্যাপার।

জেনির মনে পড়ল তার প্রেমিকের কথা—যার নাম হল্। তিন সপ্তাহ পরে তাদের বিয়ে। ইতোমধ্যে হলের সাথে শুয়েছে জেনি, সেই শোওয়া যথেষ্ঠ উপভোগ করেছে। কিন্তু হল্-ই একমাত্র পুরুষ যার সাথে তার এতখানি ঘনিষ্ঠতা হয়েছে—বা যাকে সে উলঙ্গ দেখেছে। আর কাউকে নয়।

তাই এখন একজন উলঙ্গ অ্যাথলেটের ইন্টারভিউ নেওয়ার ব্যাপারে তার পক্ষে, তার নীতিবোধের দিক থেকে সায় দেওয়া মুস্কিল। কিন্তু ভ্যালকে সে তার এই ভয়ের কথা আগে বলেনি। যাই হোক, এই রিপোর্টিং—এই অলিম্পিক বিষয়ের দায়িত্ব তার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

—ও. কে—ডন বলল। সে রওনা হলো লকার রুমে তার নিজের জায়গায়।

তাকে অনুসরণ করল ভ্যাল ও জেনি।

ভ্যাল বকবক শুরু করল—এইমাত্র তুমি বললে তোমার মেডেল পাবার সুযোগ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। এই উন্নতি কি ভাবে হলো?

—হ্যাঁ, এর জন্য মূলত অপূর্ব কোচিং—যা আমি সম্প্রতি পেয়েছি।

ওরা লকারের সামনে এসে গেছে।

—কোচিং? কার কোচিং?

—ডেবি উইলি।

ডেবির নাম উল্লেখমাত্রই ডনের চোখে নানা দৃশ্য খেলা করতে শুরু করল। ডন যেন দেখতে পাচ্ছে, টেবিলে শোওয়া ডেবির হাত-পা মেলা অপূর্ব ভঙ্গিমা। তার কানে ডেবির কণ্ঠস্বর পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে—'পুরুষাঙ্গ যত দীর্ঘ হবে, মেয়েরাও তত বেশি ভালবাসবে।' মনে পড়ে—ডেবির মুখ, ডনের ঔরস-প্লাবিত ঠোঁটের অপূর্ব হাসির রেখা—'হ্যাঁ, এইভাবেই তোমার ইন্দ্রিয় মেয়েদের মনে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে!'

যে ডন কিংসলে এই ঘটনার মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা আগে ঠিক করে ফেলেছিল সে বিদায় নেবে, যে পুরুষাঙ্গকে তার কাছে বিভীষিকা বলে জানানো হয়েছিল, যা নিয়ে সব উপহাস করত,—আর ডেবি উপাখ্যানের পর ডন বুঝে গেছে—জেনি ও ভ্যালের প্রতিক্রিয়া একই রকম হবে! তারা তার বৃহৎ লিঙ্গকে ভালবাসবে, ভীষণ আদৃত হবে তার অঙ্গ।

ডন কাঁধের তোয়ালে লকারে ছুঁড়ে ফেলল।

জেনি প্রশ্ন করে—আচ্ছা, ডেবি উইলি তো সুইমিং কোচ, তাই না?

—হ্যাঁ—ডন তার স্নানের পোশাকের ধারে আঙুল রাখে।

—তুমি তার সাথে যুক্ত হলে কি ভাবে—ভ্যাল জিজ্ঞেস করে। তার আশা, এর উত্তরে একটা মোটামুটি ইন্টারেস্টিং নিউজ স্টোরি পাওয়া যাবে।

ডন নিচু হয়ে তার পোশাক হাঁটু পর্যন্ত নামিয়ে দিয়েছে।

—আমি প্র্যাকটিস করছিলাম, সে আমায় লক্ষ্য করছিল। ব্যস্!

ডনের পোশাক এবার পায়ের পাতায়।

ডন এবার উঠে দাঁড়ায়।

তার বিশাল অঙ্গ, নরম অবস্থাতেই পূর্ণ আট ইঞ্চি, যেন কুণ্ডলীকৃত সাপের সহসা ফণা তোলার মতো লাফিয়ে উঠল।

জেনি হিলিব্র্যান্ড নিজের অজান্তেই লকারের গায়ে ছিটকে গেল। ছোট ঘরের দেয়ালে এই ধাক্কার শব্দ জেগে উঠল। প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে গেল বড় ঘরে।

—তোমায় লক্ষ্য করছিল বলতে কি বোঝায়?

ভ্যাল প্রশ্ন করে চলে। তার দৃষ্টি ডনের চোখের দিকে। সে আগে থাকতেই প্রস্তুত ছিল। পুরুষের লকার রুমে ইন্টারভিউ নিতে গিয়ে প্রমাণ করতে হবে নারী ও পুরুষ সমান, ইকুয়াল। সে জানে, পুরুষ রিপোর্টাররা অ্যাথলেটদের লিঙ্গের দিকে দৃষ্টিপাত করার প্রয়োজন অনুভব করে না। কিন্তু সে নারী হয়ে যদি অন্যরকম প্রতিক্রিয়া দেখায়, তাহলে সে আর পুরুষদের সমকক্ষ হবে কি করে?

এদিকে জেনি ভাবছে, সে চোখে ভুল দেখছে কিনা! কিছুক্ষণ চোখ বুজে থেকে সে আবার স্পষ্ট করে তাকাল। কিন্তু ভুল কিছু নয়। বিশাল দণ্ড উন্মুক্ত, স্বস্থান থেকে তরুণটির উরুর অনেকটা নিচ পর্যন্ত দোদুল্যমান। জেনির এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না, এই আকৃতি সম্ভব! আবার দেয়ালে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করল সে। মাথা ঝিমঝিম করছে।

নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করল—হে জেনি, তুমি এখন নিজে অতিরিক্ত উত্তেজনার বশবর্তী। অনেকক্ষণ ধরেই লকার রুম নিয়ে তোমার উৎকণ্ঠা জমা হচ্ছিল। তাই তোমার নার্ভাস লাগছে এখন। তাছাড়া, তোমার মনে অপরাধবোধ জাগছে, কারণ তুমি হলকে, তোমার সেই প্রেমিককে জানাওনি যে তুমি পুরুষদের লকারে যাচ্ছ। তুমি জানতে, সে বাধা দেবে। সব মিলিয়ে তোমার অবচেতন মনে ভ্রমের সৃষ্টি হচ্ছে, তুমি ভুল দেখছ। কিছুক্ষণ চোখ বুজে থাকো, তারপর চোখ মেলে দেখবে সবকিছু স্বাভাবিক!

জেনি চোখ খোলে।

আরে, সেই বিশাল যন্ত্র একইরকম দৃশ্যমান!

এবার জেনির চোখ বিশদভাবে পর্যবেক্ষণ করতে বাধ্য। শুধু অবিশ্বাস্য আকৃতি নয়, বিশাল এর স্থূলতা, আনবিলিভেবল থিকনেস! অ্যাজ থিক অ্যাজ হার রিস্ট। তার কব্জির সমান স্থূল। সারা ইন্দ্রিয় জায়গায় জায়গায় ফুলে রয়েছে, যেন হট ডগ খাবারটাকে বহুক্ষণ ধরে সিদ্ধ করা হয়েছে।

জেনির মিশ্র প্রতিক্রিয়া—শ্রদ্ধা, ভয় ও কৌতূহল—সব মিলেমিশে গেছে। বিশাল দণ্ড থেকে মনোযোগ সরিয়ে নেবার জন্য সে ডনের কথায় কান পাতল: প্রকৃত সাফল্যের উৎস হলো শান্ত থাকা, আত্মবিশ্বাস বজায় রাখা। রিল্যাক্সেসন অ্যান্ড কনফিডেন্স! মিস উইলি আমাকে এই শিক্ষাই দিয়েছে। তুমি পৃথিবীর সব গুণের অধিকারী হলেও যদি এই দুটো না থাকে—

জেনির মন জুড়ে বসেছে সেই বিশাল দণ্ড! আর কিছু নয়। ডন এগিয়ে আসছে, ডনের কথা এখন আর জেনির কানে ঢুকছে না, ডন জেনির সামনে। দুই পায়ের মাঝে ঝুলন্ত পেন্ডুলাম দু'পাশে দুলছে। কি করতে যাচ্ছে ডন? সে কি তার বিশাল ইন্দ্রিয় নিয়ে—

কিন্তু না। জেনি নিরাপদ। তার পাশ দিয়ে ডন শাওয়ারের দিকে এগোল। ইন্দ্রিয়ের একটা পাশ দেখা যাচ্ছে—আ প্রোফাইল ভিউ! জেনি মন্ত্রমুগ্ধ। সামনে থেকে যেমন দেখাচ্ছিল, এখন তার চেয়ে স্থূলতর, এবং আরও বেশি মাংসল মনে হচ্ছে।

জেনির পক্ষে নিজের আবেগ রোধ করা ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ছে। ডনের পেছনে ভ্যাল, ভ্যালের পেছনে জেনি। কিন্তু এই অনুসরণ অনেকটা যান্ত্রিক। এই শেষ দু'বছর ধরে জেনি সর্বদাই ভ্যালের পেছন পেছন ঘুরেছে। কিন্তু আজ স্বতঃস্ফূর্ত অনুসরণ সম্ভব হচ্ছে না। স্বাভাবিক সাংবাদিক পেশার প্রশ্ন, উত্তর নোট করা এবং রিপোর্ট তৈরির চিন্তা এখন মাথায় নেই। ভ্যাল প্রশ্ন করছে, ডন উত্তর দিচ্ছে, কিন্তু জেনি কিছুই শুনতে পাচ্ছে না।

জেনির মনে সেই একই চিন্তা! ওই বিশাল—

ডনের পেছন পেছন শাওয়ার রুম! ডনের পেশিবহুল পিঠ ও পশ্চাদদেশ আকর্ষণীয়। শাওয়ারে ঢুকে ডন ট্যাপ ঘোরাল। জল আসছে, ডন এক টুকরো সাবান হাতে নিল।

হঠাৎ জেনি পাঁজরে আবার কনুই-এর গুঁতো টের পেল।

ভ্যালের ফিসফিস, কিন্তু কঠোর গলা—কি হয়েছে তোর? তুই নোট নিচ্ছিস না কেন?

জেনি ঢোঁক গিলল। কোনওমতে বলল, তুমি কি ওটা দেখনি?

—দেখিনি? কোনটা, কি?

—ওর...ওই...ওই জিনিসটা!

—কি জিনিস? তুই বলতে চাইছিস ওর ওই ঠোকর মারার অঙ্গটি! দ্যাখ, আমরা প্রফেশনাল, এখানে কাজ করতে এসেছি, আমরা মোটেই—

—একবার ভাল করে তাকিয়ে দেখ!—জেনির মুখ লজ্জায় লাল, তবু বলতে হলো।

—কি দেখব?

—যখন স্নান করতে করতে ও সামনে ঘুরবে, তখন একবার ভাল করে দেখো!

ডন সাবানের ফেনায় ভরে তুলেছে সর্বাঙ্গ। এইবার উষ্ণ জল ঝরছে তার ক্লান্ত দেহের ওপর। সে বেশ জোরে জোরে কথা বলছে—কিভাবে ডেবি তাকে রিল্যাক্সেসন অ্যান্ড পারফরম্যান্সের যোগসূত্রের রহস্য বুঝিয়ে দিল। সেই সাথে কিছু ডাইভিং টেকনিকের টিপস্!

কিন্তু ডনও বুঝে গেছে জেনির মন কোন দিকে। ডনের বিশাল অঙ্গ জেনির মন পুরোপুরি ছেয়ে ফেলেছে।

ডেবি ঠিকই বলেছিল—'দ্য বিগার দ্য কক্, দ্য বেটার আ গার্ল লাইকস্ ইট।' ডনের এখন যেটা দেখার—সেটা হলো ওই ভ্যাল কুত্তিটার এটা দেখে কি প্রতিক্রিয়া হয়! সে জানে, এই দুটো মেয়েকেই এই লকার রুমে যথেষ্ট ভালভাবেই উপভোগ করা যাবে। এখন আর চব্বিশ ঘণ্টার আগের নার্ভাস তরুণ সে নয় যে মেয়ে দেখলেই ভয় পেত।

—তাই মিস উইলি যা যা বলল, আমি তাই তাই করলাম—বলতে বলতে ওদের সামনে ফিরল ডন। সে এবার কাছে এগিয়ে আসছে—আরও, আরও, আরও—যাতে ওরা পাশ থেকে তার বিশাল অঙ্গ পুরোপুরি দেখতে পায়।

—হ্যাঁ, সত্যি, মিস উইলির কোচিং-এ আমি আশ্চর্য সুফল পেয়েছি। আমি নিজে বুঝেছি—

—মাই গড!

এবার ভ্যাল নিজের মুখে হাত চাপা দিয়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে।

ডন যেন কিছু বুঝছে না—কি হলো! বলতে বলতে সে ওদরে দিকে পরিষ্কার সামনাসামনি নিজেকে সগর্বে প্রদর্শন করল। ভ্যাল স্পিপসন এখন বোবা, বাক্যহারা। হ্যাঁ, ডন বুঝেছে কি ভাবে এই কুত্তিটাকে চুপ করানো যায়। হাউ টু শাট আপ দ্যাট বিচ্।

জেনি কি করছে! ওই সোনালি রঙের কোঁকড়া চুল মেয়েটা?

জেনির চোখ বিস্ফারিত, বিশাল দণ্ডে নিবদ্ধ।

জেনি ভ্যালকে বলল, দেখ, আমি কি বলতে চাইছি। এমন জিনিস আগে কখনও দেখেছ?

—না...না...অবশ্যই নয়।

—আমিও না। জানতাম না, এমন কিছু থাকতে পারে।

তন্ময় জেনি বলে চলে—আমি নিজে অনভিজ্ঞ, কিছুই দেখিনি, বুঝিনি। মানে শুধু আমার প্রেমিকের পুরুষাঙ্গ দেখেছি, তাছাড়া—

কথা শেষ করতে পারে না।

—কিন্তু আমি তো অনভিজ্ঞ নই।—ভ্যাল বলে—আমি বহু যন্ত্র দেখেছি। তবে এমনটি কখনও দেখিনি, সত্যি।

জেনি যেন আশ্বস্ত হতে চায়—তার মানে, বেশির ভাগ পুরুষ এত 'বড়' নয়, তাই না?

—বোকা মেয়ে শোন, আমি বহু পুরুষাঙ্গ দেখেছি, তারা কেউই এর ধারে কাছে আসে না!

—তাহলে এটা প্রকৃতির একটা অতিরিক্ত খামখেয়ালি?

—হ্যাঁ, যেমন 'জস্' সিনেমার হাঙরটা!

—তাহলে হল্, মানে আমার প্রেমিকেরটার ব্যাপারে কোনও ত্রুটি নেই তো?

—মোটেই না। অবশ্য যদি ওর লিঙ্গ তোর পক্ষে যথেষ্ট হয়, তবেই। এটা ব্যক্তিগত ভালমন্দের ব্যাপার। বুঝেছিস!

—মানে, আমি ঠিক জানি না। হল্ উত্তেজিত অবস্থাতেও এর নরম অবস্থার আকৃতির কাছে আসে না। আমি কখনও হলের সাথে চরম তৃপ্তি, আই মিন অরগ্যাজম্, পাইনি। তাই আমি একা একা, নিজে নিজে, তুমি আমার কথার মানে ধরতে পারছ নিশ্চই—

জেনির মুখ লাল—জানি, এটা ঠিক নয়, কিন্তু কি করব! আমি ভাবি, রচম তৃপ্তি ব্যাপারটা কি—

ডন ঠাট্টা করল—চেষ্টা করো, বুঝতে পারবে।

নিজের অঙ্গটি মুঠোয় কঠোরভাবে তুলে ধরে জেনির দিকে এগিয়ে যায় ডন। এতক্ষণ মেয়ে দুটো যেন নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। যেন ডন সেখানে অনুপস্থিত। তাই ডন মঞ্চে প্রবেশ করল, এরপর হয়তো অ্যানাটমির ক্লাস শুরু হবে।

এখনও পুংদণ্ড ডনের স্বহস্তে ধরা, অগ্রভাগ আঙুল ছাপিয়ে সামনে সামান্য ঝুঁকে পড়েছে। সে জেনিকে বলল, এগিয়ে এসো, সামনের দিকটা টাচ্ করো, দেখবে যাদুমন্ত্রের কাজ হচ্ছে!

—এটা কি আরও বড় হবে?—জেনির অবাক জিজ্ঞাসা।

—সেটা নিজেই পরীক্ষা করো।

একটা পতঙ্গ যেমনভাবে আগুনের শিখার দিকে এগিয়ে যায়, জেনির ডান হাত সেইভাবে প্রসারিত। সে জানে, কাজটা ঠিক হচ্ছে না, সে বুঝছে, সারা জীবন যত উচিৎ কথা শিখেছে, সেগুলো ভঙ্গ হচ্ছে আর ভাবী স্বামীর প্রতি গর্হিত অন্যায় তো আছেই।

কিন্তু এই আকৃতি তাকে অসহায় করে ফেলেছে। সে এটাকে অনুভব করতে চায়, অন্তত এক মুহূর্তের জন্য হলেও এর অপূর্ব বৈশিষ্ট্যের অভিজ্ঞতা লাভ করতে সে ইচ্ছুক।

এগিয়ে এলো জেনি। তার আঙুলের মাথা ডনের পুরুষাঙ্গের মুখ স্পর্শ করল। ক্রমশ এক আঙুল থেকে দুই এবং দশ আঙুল সেই দণ্ডটি ঘিরে স্পর্শ ছড়াতে লাগল—যেন এক অন্ধ হাত দিয়ে কিছু ছুঁয়ে বোঝার চেষ্টা করছে—কি এই সামগ্রী!

ডনের নিজের হাত এবার অঙ্গের গোড়ায় সরে এলো—জেনিকে সামগ্রিক স্পর্শের সুযোগ দিতে।

—ঠিক আছে, পুরোটা হাতের মুঠোয় ভাল করে ধরো।

জেনি বাধ্য মেয়ে। অঙ্গের গোড়া পর্যন্ত হাত পাতল। তার করতলের উপর এখন স্থাপিত ডনের পূর্ণ পুরুষাঙ্গ। অনেকটা কসাই-এর হাতে রাখা একটি বিশাল মাংসখণ্ডের মতো। যদিও জেনির হাত নরম, কসাই-এর সাথে তুলনা চলে না।

—ভারী, ভীষণ ভারী। তুমি যখন চলাফেরা করো, তখন এর ওজন তোমাকে সামনে ঝুঁকিয়ে দেয় না?

—না, এটা তো অভ্যেস হয়ে গেছে।—ডন এবার জেনির মুগ্ধ প্রশংসা উপভোগ করে।

—কিন্তু আমার এ ধরনের কাজের অভ্যেস নেই।—জেনি বলে।

—কিন্তু তোমার ভাল লাগছে। তাই না?

—হ্যাঁ, তা তো বটেই, কিন্তু...তোমার এই যন্ত্র বেশ শক্তিশালী, বেশ সুন্দর।

—যখন সম্পূর্ণ শক্ত হবে, তখন আরও সুন্দর হবে।

এবার যেন প্রভুর নির্দেশে কাজ করছে জেনি। তার বাঁ হাত এগিয়ে এলো। পুরুষাঙ্গের মুখে নরম পিচ্ছিল ত্বকে আদর, পোষা বেড়ালের গায়ে যেমন হাত বোলায় মানুষ, তেমন আদর। আগ্রহী, আয়াসভরা হাত-বুলন।

—এই দেখ, তোমার পেনিস্ এবার মোটা হতে শুরু করেছে!

বলতে বলতে অবাক চোখে ডনের মুখে তাকায় জেনি। এই প্রথম সে ডনের মুখের দিকে তাকাবার সময় পেল।

এতক্ষণে ভাল কথা বলল, আরে, অদ্ভুত যন্ত্রটা এবার লম্বায় বেড়ে চলেছে—

দুটি মেয়ে এবার একমনে দেখছে একটি পুংদণ্ডের ক্রমশ বৃহৎ আকৃতি ধারণ। বৃহৎ থেকে বৃহত্তর।...এবার এইবার জেনির হাত থেকে সেই অঙ্গ ছিটকে গেল।

জেনির প্রশংসা—আরে, এবার নিজে নিজেই সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভ্যাল যেন আদেশ করল—হ্যাঁ, তুই হাত সরা। আমি একবার ভাল করে দেখি।

জেনি হাত সরাল, ডনের যন্ত্র যেন এক দৃঢ় শাণিত খাড়া ইস্পাতের অস্ত্র। সব দিক থেকে সাগ্রহে একে দেখছে ওরা, অবাক মনে—যেন অষ্টম আশ্চর্য।

জেনি ভাবল—এমন জিনিস কি ভাবে কোনও মেয়ের শরীরে প্রবেশ করবে! ফিসফিস করে ভ্যালকেও এ প্রশ্ন না করে পারল না।

—ঠিক জানি না—ভ্যালের উত্তর—কিন্তু এই সুযোগ ছাড়লে আমি সারা জীবন পস্তাব।

ব্লাউজের বোতাম খুলতে শুরু করে ভ্যাল। জেনি এতক্ষণ ধরে এই দৈত্যাকৃতি যন্ত্র নিয়ে যে খেলা খেলছিল, সেই দৃশ্য ভ্যালকে দারুণ উত্তেজিত করেছে। তার দুই উরুর মধ্যে 'লাভ জুইস'-এর ক্ষরণ শুরু হয়েছে, ক্লিট যেন ফেটে পড়তে চাইছে।

ব্লাজউ খুলে জেনির হাতে দেয় ভ্যাল।

এইবার ডনের বিস্ময়ের পালা।

ভ্যালের জামার নিচে কোনও ব্রা ছিল না। বুকের ওপর থেকে ঠেলে উঠে আসা দুই গ্লোব সুগোল ও বিশাল। বেশ মোটা লাল স্তনবৃন্ত—তার চারপাশে অনেকখানি জুড়ে স্তনবৃন্তের গোড়ার রঙিন চামড়া—ফুটো ফুটো অজস্র।

বোঝা যাচ্ছে ভ্যাল কতটা উত্তেজিত।

ডনের সামনে এসে টান হয়ে দাঁড়াল ভ্যাল।

—তাকাও আমার বুকের দিকে—কেমন লাগছে?

ডন দু'হাত বাড়িয়ে সাগ্রহে এই নিবেদন গ্রহণ করে। এটা ভ্যালের কথার কার্যকরী উত্তর। দুই বুক একটু তুলে ধরে, যেন সযত্নে দুটো বাতাবি লেবু পর্যবেক্ষণ করছে।

ভ্যাল হাসল—ভেব না তুমি একাই বিশেষ গুণের অধিকারী! যাই হোক...আমাদের কাজ শুরু হোক। একটা ট্রেনিং টেবিল দরকার। ওই তো—

ভ্যাল এগিয়ে গেল। ডন ও জেনি অনুসরণ করছে। জেনির দৃষ্টি আবার নিবদ্ধ ডনের দোদুল্যমান ইন্দ্রিয়ের দিকে।

ওরা ফিজিক্যাল থেরাপি রুমে এলো।

ভ্যাল একটা চামড়ার গদিওয়ালা ম্যাসেজ টেবিল পেয়ে গেল। লাফ মেরে উঠে বসে ডনের দিকে তাকিয়ে হাসল সে। কোমরের বাঁধন খুলছে ভ্যাল। স্ট্রিপটিজ্-এর স্ট্রিপারের মতো হাসি, পাকা হাতে স্ন্যাকস্ খুলল সে, উরু পর্যন্ত নামিয়ে দিল। একটু থামল, হাসল,—সেই দুষ্টু কামনাভরা ভঙ্গি, তারপর ছুঁড়ে ফেলে দিল স্ন্যাকস্। জামার নিচে যেমন ব্রা ছিল না, তেমনি স্ন্যাকস্-এর নিচে কোনও প্যান্টি নেই। তাই ডনের চোখের সামনে ভ্যালের উরুসন্ধিক্ষণের একগুচ্ছ লাল বুনো ঝোপ স্পষ্ট হয়ে উঠল। ডনের দৃষ্টি লক্ষ্য করল ভ্যাল। হ্যাঁ, এবার ঠিক মতো এগোতে হবে।

দুই পা দু'দিকে ছড়িয়ে দিল সে—ক্রিমসন রঙের লালচে স্ত্রী-অঙ্গ। পশ্চাদদেশ ঠিক মতো টেবিলের ওপর রেখে পজিশন নিল ভ্যাল। অবশ্য ডন কিংসলেকে নিয়মমাফিক

নিমন্ত্রণ করার কিছু নেই। তার পুরুষাঙ্গ উত্থিত, কম্পিত এবং স্বাভাবিক ভাবেই সে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগোবে। ডনের পুরুষাঙ্গ এবার ভ্যালের তলপেটের ওপর স্থাপিত। ডান হাতে সেটাকে মুঠো করে ধরে ভ্যাল। তারপর লিঙ্গ মুখকে গাইড করে এনে যোনিদ্বারে নিয়ে আসে। এইবার সে অপেক্ষা করে—প্রবল বেগে ডন প্রবেশ করুক তার দেহে—আঘাতের পর আঘাতে তাকে সুখের যন্ত্রণায় অস্থির করে তুলুক।

ডন লক্ষ্য করল, ভ্যাল ডেবির চেয়েও বেশি পিচ্ছিল। রসসিক্ত। প্রথমে তিন ইঞ্চি, চার এবং আরও কিছুটা অগ্রগতি। পিছিয়ে এসে আবার দ্রুত অগ্রগমন, প্রায় অর্ধাংশ প্রবিষ্ট।

ভ্যালের মধুর আর্তস্বর—আঃ, গড্, দ্যাট ইজ আ থিক্ প্রিক।

ডনের আঘাত শুরু।

—ওঃ নো, বিগ বয়—ভ্যাল বলে—তুমি একা নও। আমরা দু'জন একসাথে খেলব।

ডন তবু এগোতে চায়। ভ্যালের হাতের সহসা বাধাদানে অবাক ডন। কি চাইছে ভ্যাল! তার নিম্নাঙ্গে অবিরত ঘূর্ণিপাক গহ্বরের বন্যা তো বুঝিয়ে দিচ্ছে সে পূর্ণগ্রহণের জন্য আকুল! তবে?

ডন আক্রমণ থামায় না। এবারের প্রচেষ্টায় প্রায় আট ইঞ্চি প্রবেশ। অর্থাৎ আর তিন-চার ইঞ্চি এগোলেই পূর্ণগ্রাস। কিন্তু ভ্যালের হাত তার পুরুষাঙ্গের গোড়ায়—সে বুঝতে পারছে আর কতখানি বাকি।

—সুন্দর! খুব ভাল! দু'জনে একতালে চলব বলেছি। চলো, আমরা আবার নতুন করে শুরু করি, দোলনার মতো।

ডনের পুরুষাঙ্গকে যেন জোর করে বের করে দেয় ভ্যাল। তারপর আবার আমন্ত্রণ। দোলনায় দোলার মতো ভঙ্গিতে ডনের পুনরাগমন। নৃত্যছন্দে। ভ্যালের গহ্বর তাকে গ্রাস করে, তার সমস্ত লালসা অঙ্গটিকে চিড়ে ফেলেছে। ডনের দুই পা, তলপেট, অণ্ডকোষ—এমন কি সারা মন এবার পুলকে ছেয়ে গেছে।

গোঙানি ডনের কণ্ঠে। হাত দিয়ে টেবিলের সাপোর্ট নিয়ে প্রাণপণে নিজেকে ঠেলে দেয় ডন। চোখের কোণ দিয়ে কিছু একটা দেখতে পায় ডন। চমকে ওঠে।

পাশে দাঁড়িয়ে আছে জেনি হিলিব্র্যান্ড। নিম্নাঙ্গ সম্পূর্ণ নগ্ন। আশ্চর্যের বিষয়, জেনির তলদেশে বিন্দুমাত্র লোম নেই। পরিচ্ছন্ন, নির্লোম তার যোনিদেশ উন্মুক্ত। জেনির মুখে অপার্থিব ভঙ্গিমা। সে যেন ধ্যানস্থ, তার দৃষ্টি শুধুমাত্র ডনের পুরুষাঙ্গের দিকে, এইমাত্র যেন খাপখোলা তরবারি। ভ্যালের গহ্বর থেকে মুক্ত।

কি চাইছে জেনি? ঠিক বোঝা যায় না। তার মুখে লালসা, কামনা নয়, এক স্থির বিস্মিত ভক্তি মেশান দৃষ্টি। সে অপেক্ষারত, নিজের অধোদেশ নগ্ন করে, কখন ডনের বিশেষ অঙ্গ তাকে দয়া করবে।

জেনির এই মূর্তি ডনের মনে নতুন ঢেউ তোলে। কিন্তু সামনে ভ্যাল, তার প্রতি কর্তব্য এখনও অসম্পূর্ণ। তীব্রবেগে ভ্যালকে আঘাত করে ডন—অ্যাজ ফার অ্যাজ হিজ ডিক্ ক্যান এনটার হার হট বক্স।

জেনি কাছে এলো। তার গায়ে ছোট জামা, কিন্তু নিম্নাঙ্গ নগ্ন। সে এসে ভ্যালের মাথার পেছনে টেবিলের কাছে দাঁড়াল। খুব মন দিয়ে ভ্যালের দুই বিশাল স্তন দেখছে জেনি।

ডন নিজের জোরে, নিজের দক্ষতায় পূর্ণ দখল চাইছে। কিন্তু সম্ভব নয়, ভ্যালের হাতের গাইড ছাড়া সম্ভব নয়। চরমানন্দের পূর্ব মুহূর্ত এসে গেছে! ভ্যালের হাত এখন তার লিঙ্গের গোড়ায় চেপে-ধরা। ভ্যালের চোখের দৃষ্টি বলছে সেও অরগ্যাজম-এর মুখে। ডন এবার বিস্ফোরণ ঘটাল! ইট ইজ আ গ্রেট কান্ট। এক ও দুই ঝলকে বীর্য প্লাবন। জেনি খুব কাছ থেকে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটা লক্ষ্য করল।

ভ্যালের প্রতিক্রিয়া কিন্তু পূর্ণ তৃপ্তির নয়। ডন একটু তাড়াতাড়ি ফেটে পড়েছে। আরেকটু সময় থাকা দরকার ছিল। ভ্যাল আরও সময় চেয়েছিল।

—এত তাড়াতাড়ি! এখনই! উই কেম টু-উ সুন! এই হারামজাদা পুরুষগুলো—সব সমান!—ভ্যাল চিৎকার করে।

জেনি প্রতিবাদ জানায়—না, মোটেই সবাই সমান নয়। কিছুতেই না।

ডন চমকিত।

জেনি বলে—আমি এখনই তোমাকে চাই। পারবে?

—নিশ্চয়।...শুধু একটু আদর করো এটাকে।

সিক্ত পুরুষাঙ্গে দুই হাতের ঘর্ষণে আবার বিদ্যুৎ তরঙ্গ সৃষ্টি করে জেনি। ডনের স্পার্ম আর ভ্যালের লাভ জুসে ভিজে চপচপ করছে এই অঙ্গ। একে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলের মাপে তুলে ধরে জেনি। বাঁ হাতে লিঙ্গের গোড়া আর ডান হাতে লিঙ্গমুখে ধীরে ধীরে ঘর্ষণ দান করে জেনি। দ্রুত স্ফীত হতে থাকে ডন।

জেনির পাঁজরে হাত রাখে ডন। সেই হাত নেমে এসে জেনির দুই পশ্চাদদেশ পীড়ন করতে থাকে। ঠিক পীড়ন নয়, বলিষ্ঠ হাতের আরামদায়ক ম্যাসেজ।

জেনির যোনিদেশ যেন শিশুর মতো। নরম, মসৃণ, লোমহীন, পরিচ্ছন্ন, নির্দোষ! শিশুর মতোই অসহায়। সন্দেহ হয়, কোনও আক্রমণ সহ্য করতে পারবে কিনা।

আরেক হাতে ডনের আঙুল জেনির যোনির মুখের ওষ্ঠদেশ খুলে ধরে। ছোট্ট ক্লিটরিচ উঁকি দিচ্ছে। বুড়ো আঙুল দিয়ে ঘষা দেয় ডন। তারপ দুটি আঙুল ছোট গহ্বরে প্রবেশ করে।

—না, আমি আঙুল চাই না, ইওর বিগ পেনিস ইজ হোয়াট আই ওয়ান্ট।

ডন এবার অবশ্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত!

ভ্যাল জিজ্ঞেস করে—আরে তুই পারবি তো! এত বড় এই যন্ত্রকে...তুই তো বড় কিছু কখনও পাসনি। তোর অভ্যেস অনেক ছোট জিনিস নিয়ে...সাবধান!

ভ্যাল সত্যিই উৎকণ্ঠিত। তাছাড়া জেনি মনের দিক দিয়েও পরিণত নয়। ও বরাবরই একটু নীতিবাগিশ মেয়ে।

জেনি হাত সরিয়ে নিজের মাথায় সুন্দর চুল ঠিক করে।

—হ্যাঁ, আমি জানি...অসুবিধে হতে পারে। তবু একবার চেষ্টা করে দেখি! এই এত বড়—

—ঠিক আছে, আমি তোকে যতটা পারি সাহায্য করব।

ভ্যাল টেবিল থেকে নামে। এবার জেনির পালা। ডন কিন্তু ভ্যালের বিশাল দুই বুক থেকে চোখ সরাতে পারছে না। এখনও দেখামাত্রই উত্তেজনা আসছে। যাই হোক এবার জেনির দিকে মন দিতে হবে। মন মানে দেহ, দেহ মানে দেহের অংশ। অংশ মানে লিঙ্গ। এর মধ্যে অন্য চিন্তা নেই।

একটাই চিন্তা—লিঙ্গের কতখানি! যথেষ্ট অভিজ্ঞতা নেই জেনির। তাই—

—কোনও ভয় নেই। এই বৃহৎ অঙ্গ তোমায় ঠিক সেবাই করবে।

জেনির হাল্কা নরম শরীর তুলে ধরে টেবিলে শুইয়ে দেয় ডন। জেনি যতটুকু জানে, তাই করে, দুই পা মেলে পজিশন নেয়। অল্পক্ষণের জন্য মাথা তুলে দেখে—সেই বৃহৎ যন্ত্র এগিয়ে আসছে।

জেনির অঙ্গ স্পর্শের আগেই ডন চমকে উঠে দেখে ভ্যাল তার পুংদণ্ডটি আঙুল দিয়ে ধরেছে।

—আমি গাইড করছি।

ডনের এই অভিজ্ঞতা নতুন। সামনে শায়িত এক নরম শরীরে মসৃণ বালিকাসুলভ স্ত্রী-অঙ্গ। আর সেখানে সঙ্গমপথে একটি অভিজ্ঞ আত্মপ্রত্যয়ী যুবতীর হাতের কৌশলী সাহায্য। এমন কি কখনও ঘটে? শুয়ে আছে একটি সদ্য ফোটা ফুল, আর সেখানে হুল ফোটাতে নিয়ে যাচ্ছে একটি ভ্রমর। স্নিগ্ধ শরীরের জেনি আর বিশালস্তনী ভ্যাল। দুই বিপরীত চেহারার সহ-অবস্থান। কেন্দ্রে ডনের কেন্দ্রবিন্দু—যাকে বিন্দু না বলে কেন্দ্রস্তম্ভ বললে অত্যুক্তি হয় না।

না, এখন আর বেশি কারুকলার দরকার নেই। স্ট্রেট কাম ইনটু বিজনেস। ডন জেনির মধ্যে প্রবেশ করে—প্র্যাকটিক্যালি বিনাভূমিকায়! সুন্দরীকে জয়, যাকে ওপর দিকে মনে হবে এক ফ্যাশন মডেলের পোশাক পরিহিতা। কারণ জেনির ঊর্ধ্বাংশে জামা পরা। কিন্তু কোমরের নিচ থেকে—তার প্রসারিত দুই পা, উন্মুক্ত স্ত্রী-অঙ্গ—যেন যে কোনও কামনা-উগ্র নারীর মতো। সে তৃপ্তি ভিক্ষা করছে। তাই ডনকে তার কর্তব্য করতে হবে। তৃপ্তিদান—পূর্ণ এগারো ইঞ্চির দীর্ঘ অনুপ্রবেশের তৃপ্তিদান।

এক আঘাতে পাঁচ ইঞ্চি—যেন সুদক্ষ কারিগরের হাতে ড্রিলিং মেশিনের প্রথম আঘাত।

জেনির নিঃশ্বাস ঘনঘন ও দ্রুত—মাই গড্, আমি এমন কখনও অনুভব করিনি।

ভ্যাল ডনের অগ্রগতি রোধ করল—কেন রে, তোর কি কষ্ট হচ্ছে, বাড়াবাড়ি লাগছে?

—না, না, তা নয়!—জেনি বলে—বরং আমাকে আরও দাও, আমার ভাল লাগছে। খুব ভাল।

বিস্মিত ভ্যাল ডনের পুরুষাঙ্গ থেকে হাত সরিয়ে নিল, স্বাধীনভাবে কাজ করুক ডন। জেনি অনভিজ্ঞা, কিন্তু মুরোদ আছে মানতে হবে। বেপরোয়া ডন একটি আঘাতে এবার আট ইঞ্চি অগ্রসর হলো।

এইবার জেনির আর্তনাদ—আঃ, থামো, ইউ হ্যাভ হিট মাই উমব। থামো, প্লীজ।

জেনির আর্তনাদে ভ্যালের নতুন উত্তেজনা, নিজের আঙুল নিজ গহ্বরে প্রবেশ করায় সে। ক্লিট্ শক্ত হয়ে গেছে।

আত্মমৈথুনে রত ভ্যাল। নিজের হাতে।

—কি করছ তুমি?—ডনের জিজ্ঞাসা।

—আই অ্যাম ফাকিং মাইসেল্ফ—আমি আবার চরমানন্দ চাই!

ইতোমধ্যে জেনির আর্ত মিনতি—ডন, ডন, প্লীজ!

কি হলো? ডন বিভ্রান্ত।

—চারদিকে ঘুরে বেড়াও।

—তার মানে?

—আমার গভীরে বৃত্তকারে ঘোরো, মন্থনের মতো। আমার প্রেমিক হল্ তাই করে। কিন্তু তোমার আকৃতির অর্ধেকও নয় সে। তুমি আমার গহ্বরের চারদিকে ঘুরে বেড়াও, প্লীজ!

এইবার আবার ভ্যালের সাহায্যের প্রয়োজন। সে শক্ত করে মুঠোয় নেয় ডনের পুরুষাঙ্গের অংশ যেটুকু জেনির যোনিদেশের বাইরে রয়েছে, দুই-তিন ইঞ্চি অন্তত। ভ্যালের হাত ডনের দণ্ডকে এক মন্থন-যন্ত্রের মতো ব্যবহার করছে জেনির অন্তরঙ্গ প্রদেশে—পাকে পাকে, ধীর গতিতে, বৃত্তাকারে। জেনি যোনিপার্শ্বর মধুর ঘর্ষণে তার চেতনা লোপ করছে।

জেনি যোগ্যভাবেই সাড়া দিচ্ছে। মনে হবে, ভ্যাল যেন রবারের তৈরি কৃত্রিম বিশাল একটি লিঙ্গ—যা 'ডিলডো' নামে বাজারে কিনতে পাওয়া যায় কামুক নারীদের ব্যবহারের জন্য—তাই দিয়ে জেনির সেবা করছে। জেনির ভাল লাগছে।

কিন্তু, এ তো কৃত্রিম নয়। অকৃত্রিম, জীবন্ত। অবিশ্বাস্য, বিরল কিন্তু বাস্তব এক পুরুষাঙ্গ। তাই জেনি আরও অস্থির।

—ও গড, কিছু একটা হতে চলেছে, জানি না। কি বলব—আমি এক্ষুনি ফেটে পড়ব।

এই প্রথম চরমানন্দ অনুভব করল জেনি। একে কি অরগ্যাজম্ বলে—যে কথাটা সে বহুবার শুনেছে, কিন্তু তার অর্থ বোঝেনি, অভিজ্ঞতা তো দূরের কথা। সে একটু উঠে বাঁ হাতে ভ্যালের ও ডান হাতে ডনের কাঁধ চেপে ধরল। মুখ হাঁ, অদ্ভুত শব্দ বেরোচ্ছে গলার ভেতর থেকে।

ভ্যালের আত্মরতি চলছে, সেও চরম পুলকের কাছে। ডন নিজেই এবার ঘুরছে, দ্রুতগতিতে। একটি পুরুষ ও দুটি নারী—একই সাথে চরম সুখের মুহূর্তে পৌঁছে যাচ্ছে।

ডনের বিস্ফোরণ, সাথে সাথে তার কাঁধে জেনির হাতের চাপ, যেন মরণাপন্ন মানুষের বাঁচার চেষ্টা। অ্যান আয়রন গ্রিপ্। পাশাপাশি ভ্যালের চিৎকার—নীড মি, নাও আই কাম। তার বিশাল বুক এবার ঝুলে পড়েছে উত্তেজনায়—থরথর কাঁপছে, দুলছে।

তিনটি দেহ এবার মিলেমিশে একটি। অদ্ভুত তাদের গঠন। কামশাস্ত্রে এই চিত্রের, এই ভঙ্গিমার বর্ণনা নেই। তিনজনেই দমবন্ধ, প্রায় মৃত। চরম পুলকের উৎসারণের পর তারা বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত একটি মিশ্র অস্তিত্ব—তিনটি দেহ, একটি অনুভূতি!

কয়েক মিনিট এইভাবে কাটে।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে প্রথম কথা বলে ভ্যাল।

—এই একটা নিউজ-স্টোরি—যা কখনো ছাপা হবে না!

ডন হাসে। এইমাত্র দুটি নারীকে সে পরপর উপভোগ করেছে, নিজেও তাদের উপভোগ্য হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন জীবনে প্রথম অরগ্যাজম্ অনুভব করল, এই হিসেবে সে তার প্রথম পুরুষ। জেনির প্রেমিক জেনিকে এই প্রেম দিতে পারেনি।

নিজের এই অঙ্গ—যা একদা তার নিজের কাছেই এক অবাস্তব বিভীষিকা বলে মনে হতো—সে এখন পূজনীয়। ডন সৌভাগ্যবান। সে মোটেই দুর্ভাগা নয়।

কিন্তু প্রশ্ন রয়ে গেছে—এখন পর্যন্ত তার নারীদেহ প্রাপ্তির যে অভিজ্ঞতা—তাদের কেউই কিন্তু তাকে অনায়াসে, সম্পূর্ণভাবে ও সহজভঙ্গিতে গ্রহণ করেনি। সেই অর্থে ডন এখনও আশ্রয়হীন। এতক্ষণ সব কষ্টার্জিত চেষ্টা তৃপ্তির বটে, কিন্তু ডনের সাথে মেইড ফর ইচ্ আদার কেউ নয়। তার প্রতি অঙ্গ লাগি যার প্রতি অঙ্গ কাঁদবে, তার খোঁজ এখনও পাওয়া যায়নি। আংশিক বা পূর্ণগ্রাস বহু কষ্টের ফলে। ঠিক ডনের মতো অস্বাভাবিকতা নিয়ে স্বাভাবিক—সেই নারী কই! কোথায়? কে জানে!

ভ্যাল বলে, সত্যি তুমি এক বিশাল দণ্ডের অধিকারী, কিন্তু তোমার জন্য আমার দুঃখ হয়।

—কেন? দুঃখ কেন? তুমি কি ঠাট্টা করছ?

—না, ঠাট্টা নয়। কিন্তু এমন দীর্ঘ লিঙ্গ তোমাকে সমস্যায় ফেলবে। এক ধরনের ফ্রাস্ট্রেমন আনতে পারে।

ফ্রাস্ট্রেশন! কি বলতে চাইছ তুমি?

—শোন, অন্য পুরুষেরা তাদের অঙ্গ নারীদেহে সহজে, আরামে ও আনন্দের সাথে সম্পূর্ণভাবে প্রবেশ করায়। কিন্তু তোমার পক্ষে ব্যাপারটা সহজ হবে না। সম্ভব হবে কিনা, তাও সন্দেহের ব্যাপার। ধরো আমি, যে একটি পাঁচ-ছ'ইঞ্চি পুরুষাঙ্গ সহজে নিয়ে আরামে অনেকক্ষণ ধরে উপভোগ করব। এত যন্ত্রণা, কষ্ট, পীড়াপীড়ি নেই। কিন্তু এত বিশাল একটি জিনিস সম্পূর্ণ প্রবেশ করে আমাকে বিব্রত রাখবে, আমি স্বাভাবিক হতে পারব না। এটা একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতা এইমাত্র। আমি বুঝব না, এর সম্পূর্ণ প্রবেশে কি আনন্দ হতে পারে! তুমিও বুঝবে না, কোনও মেয়ে তোমাকে সেটা বোঝাতে পারবে না! বিচিত্র! বাট ট্র্যাজিক!

ভ্যাল আবার বলে—তুমিও বুঝবে না পূর্ণ প্রবেশ কাকে বলে, তার প্রতিক্রিয়া কি! সো আই ফিল সরি ফর ইউ!

হ্যাঁ, সত্যিই তো! ডনের মাথা আবার ঘুরতে থাকে। গা বমি বমি করে। মনে ভাবে—হ্যাঁ, ডেবিও কিভাবে তার অঙ্গের শেষ অংশটুকু হাতে ধরে আটকে রেখেছিল—সম্পূর্ণ প্রবেশ করতে দেয়নি! নট অল দ্য ওয়ে ইন! ভ্যালও তাই করেছে। একই আচরণ! জেনি তো চিৎকার করে তাকে থামতে বলেছে—যখন তার পুরুষাঙ্গের চার ইঞ্চি যোনিমুখের বাইরে!

তবে! তবে সে কি সত্যিই দুর্ভাগা! এই পৃথিবীর কোনও নারী তার জন্য সৃষ্টি হয়নি—ট্যু ম্যাচ হিম সেক্সুয়ালি? সত্যি, ভ্যাল মোটেই ঠাট্টা করছে না।

ডন এখন আবার আতঙ্কিত! তার অঙ্গ তার শত্রু। কে বলেছে—এটা তার সম্পদ। ডেবির কথাও মিথ্যে: দ্য লংগার দ্য কক্, দ্য গার্লস লাইক দ্যাট মোর। ভুল, ভুল, মিথ্যে সান্ত্বনা দিয়ে তাকে স্টেডি করার চেষ্টা মাত্র। এক অলিম্পিক কোচের পেশাগত কৌশলে উচ্চারিত কথাটা বাস্তব সত্য নয়, বাস্তব মিথ্যা!

ডন কখনও পূর্ণ পুরুষ হবে না।

ডন কখনও তার যোগ্য এক পূর্ণ নারী পাবে না। ওরা পোশাক পরল। চলে গেল।

বজ্রাহত বৃক্ষের মতো উলঙ্গ ডন দাঁড়িয়ে। একা, নিঃসঙ্গ। এই লকার রুমে শুধু নয়, এই বিশাল পৃথিবীতে। পৃথিবী বিশাল, কিন্তু ডনের বিশালত্বকে ঠাঁই দিতে রাজি নয় পৃথিবী। এবং বিধাতা, যে তাকে সৃষ্টি করেছে—সে নিষ্ঠুর!

মনে পড়ে যায় ডেবি উইলির কথা।

যে ডেবি তাকে এক অপূর্ব সুন্দর অভিজ্ঞতায় দীক্ষিত করেছিল।

এই তো পুরো দুটো দিনও কাটেনি। ডেবি তাকে স্বপ্ন দেখিয়েছিল। যে স্বপ্ন দেখে ডনের মনে হয়েছিল এই তো নবজন্ম। শুধু মৃত্যুর পরেই নবজন্ম হয় বলে অ-খ্রিস্টিয় যে সম্প্রদায়রা মনে করে, তারা বোধ হয় ভাবে না—একই জন্মে নবজন্ম হতে পারে। স্বয়ং ডনই তার প্রমাণ!

মনে পড়ে...

ডেবি ডনের সুইমিং কস্ট্যুম টেনে নামাচ্ছে। কৌতূহল নৃত্য করছে তার দুই চোখের মণিতে। প্রথমে সে কস্ট্যুমটা কিছুটা টেনে নামাল যাতে তার পেশিবহুল তলপেট আর যৌনাঙ্গের কুঞ্চিত লোমরাশি প্রকাশ পায়।

কিন্তু ডনের লিঙ্গ এখন উত্তেজিত, উত্থিত, বৃহদাকার ধারণ করেছে। তাই কস্ট্যুম টেনে নামাতে বাধা পেল ডেবি। যেন পথ আটকে আছে।

—আমি সাহায্য করব? মনে হয়, একটু চেপে নামাতে হবে, আমার নিজের শরীরের অংশ এখন আমার কনট্রোলের বাইরে—আমি—নইলে—

—না, যা করার আমিই করছি—ডেবির মনে একরকম জিদ—আজ রাতে তোমার পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করবে একমাত্র আমার হাত।

এইবার কস্ট্যুমের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে ডেবির হাত ডনের পুরুষাঙ্গ ধরে ফেলল। আবরণের অন্তরালে মাংসল অস্তিত্বকে। এক হাতে সেটা ঠেলে ধরে অন্য হাতে কস্ট্যুম টেনে নামাতে শুরু করল। একটু উল্টোপাল্টা টানাটানির পর ডেবি ডনের স্নানের পোশাকটা উরুর ঊর্ধ্বস্থলে নামিয়ে আনল।

এইবার একটু পিছিয়ে গেল ডেবি। এতক্ষণের চেষ্টায় যা প্রকাশ পেয়েছে, তাকে ভাল করে দেখত হবে।

—মাই গড! ইট ইজ বিউটিফুল!

ডেবির স্বরে হাঁপ। তার প্রশংসাবাণী অকৃত্রিম, স্বতঃস্ফূর্ত!

ডেবি উইলি দেখছে সবচেয়ে বৃহৎ এক পুরুষাঙ্গ, এ পর্যন্ত যা সে কখনও দেখেনি! অর্থাৎ এই আকৃতি! এর দৈর্ঘ্য এখন অন্তত নয় ইঞ্চি, এবং এখনও সম্পূর্ণ স্ফীতিলাভ করেনি। তাতেই—

ডেবি পুরুষাঙ্গর অতিদীর্ঘতা নিয়ে কিছু গল্প অবশ্যই শুনেছিল, কিন্তু বিশ্বাস করেনি।

ডেবি ভাবত—যদি এমন দৈত্যাকৃতি লিঙ্গ কোনও পুরুষের থেকেও থাকে, তার সেই পূর্ণ দর্শনের সৌভাগ্য কখনও হবে না। ডেবির ভাগ্য কখনও তেমন সুপ্রসন্ন নয়, ওই ধরনের লিঙ্গ বোধহয় দশ লক্ষে একটা দেখা যায়।

অস্থির ডেবির মন। হাঁটু গেড়ে বসা অবস্থাতেই সে কয়েক ইঞ্চি এগিয়ে গেল। ওই অসাধারণ যন্ত্রের কাছে তার ঠোঁট ধীরে ধীরে অগ্রসর হলো।

এইবার দুই ঠোঁট ফাঁক করে ডেবি সেই লিঙ্গমুখ স্পর্শ করল। কিছুক্ষণ থেমে থাকল, তারপরেই অজস্র চুমুতে ভরে তুলল এই পুরুষাঙ্গ, যেন অভিষেক হচ্ছে। লিঙ্গমুখে যে চেরা ফাঁক আছে তাতে ঠোঁট ছোঁয়াল ডেবি। বীর্যপাতের পূর্বে যে রসধারা জেগে ওঠে, তার সামান্য আস্বাদ গ্রহণ করল। একেই বলে প্রি-সিমেনাল ফ্লুইড।

কয়েক মুহূর্তের জন্য তার আবেগ ছাপিয়ে একটা চিন্তার উদয় হলো। বীর্যের প্রথম দর্শন তাকে স্মরণ করিয়ে দিল—সে একটি সতের বছরের তরুণের সম্মুখীন। এই বয়সে পুরুষ যৌনশক্তিতে ভরপুর থাকে, কিন্তু অভিজ্ঞ নয়। তরুণ সহজেই উত্তেজিত হবে, উত্তেজনা অতিরিক্ত হবে অতিমাত্রায়, দ্রুত বীর্যপাত হয়ে যাবে। অবশ্য ক্ষতি নেই। ক্ষতিপূরণও দ্রুত হবে, একবার স্খলনের কয়েক মিনিট পরে সে আবার প্রস্তুত হবে। তার মানে এই বয়সে অল্প সময়ের মধ্যে দু'-তিনবার চরমানন্দ লাভ করে থাকে তরুণদল। পরপর।

ডেবি বুঝল, সে যদি দীর্ঘ সময় নিয়ে লিঙ্গপান করে, তার চোষণ-শোষণে ডনের বীর্যপাত দ্রুত ঘটবে। অবশ্য এখন সেটাই ভাল। প্রথম রাউন্ড হিসেবে।

ডেবি চাইল—ডন এবার আসুক।

ডেবি চাইল—তার মুখের মধ্যে ডনের আগমন।

ডেবি চাইল—এই বিশাল অঙ্গ পাক খেয়ে সামনে-পিছে নৃত্যের তালে তার ভেতরের ভার লাঘব করুক।

ডেবি চাইল—তার সারা মুখ-অভ্যন্তর ও গলা তপ্ত বীর্যে স্নান করুক।

তাই যতটা সম্ভব বড় হাঁ করল ডেবি, যাতে এই বিশাল যন্ত্র ধীরে ধীরে প্রবেশ পথ পায়। কিন্তু এই পুরুষাঙ্গের স্থূলতা তার চোয়ালে ব্যথার সৃষ্টি করল। প্রথমে লিঙ্গমুখটুকু, যেখানে ত্বকের ওপর চক্রদাগ, সেটা প্রবেশ করল। এই লিঙ্গমুখের দারুণ উত্তাপ ডেবির ঠোঁটের উষ্ণতা বাড়িয়ে দিল। তারপর আরও দুই ইঞ্চি প্রবিষ্ট হলো—মুকুটসমেত মস্তক।

দুই হাতে সম্পূর্ণ লিঙ্গটি দৃঢ়ভাবে ধরল ডেবি। মুখ আর জিভ দিয়ে চোষণের সাথে পাম্প প্রক্রিয়া শুরু করল। ডন ডেবির নমর আঙুলের দিকে তাকাল, সুন্দর নখ, সাথে সাথে তার সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। ডেবির তিনটি প্রত্যঙ্গ এখন ডনের পুরুষাঙ্গের সেবায় নিয়োজিত—ডান হাত, বাম হাত ও মুখ-অভ্যন্তর। তবে যদি এমন অঙ্গকে জয় সম্ভব হয়!

ডন দেখল—ডেবির আঙুলগুলো তার লিঙ্গকে ঘিরে পাক খাচ্ছে। এবার ক্ষিপ্রগতিতে এপাশ-ওপাশ—ওর লাল নখ দেখা যাচ্ছে না, যেন এক ধরনের টাইম ল্যাপস্ ফটোগ্রাফ। প্রকৃতপক্ষে ডনের অঙ্গকে সে যেন মুচড়ে নিচ্ছে, বোতলে ঢাকনা খোলার সময় আঙুল যেমন প্যাঁচ ঘোরায়, ডনের অঙ্গ নিয়ে তেমনই মেতে উঠেছে ডেবি।

ডন অনুভব করল তার অণ্ডকোষের ভেতরে এবার টান ধরছে, সেইখান থেকে পুলক-ব্যথা তার লিঙ্গমূল দিয়ে অঙ্গের মধ্যে ঢুকছে, বীর্যস্থলী থেকে শক্তিরস ধারা এবার উত্তাল হয়ে উঠে আসছে। ডেবি তাকে এমন প্রভূত আনন্দে ভরে দেবে, তার ধারণা ছিল না।

ইতোমধ্যে ডেবি কোনওমতে ডনের অঙ্গ তার মুখ-অভ্যন্তরে আরও এক ইঞ্চি প্রবেশ করিয়েছে। পুরুষাঙ্গের বাকি অংশটুকু ডেবির হাতের মুঠোয় এখনও আবদ্ধ। হাত পাক খেয়ে চলেছে। ডেবির হাতের দিকে তাকালে মনে হবে কোনও খেলার শিক্ষক ব্যাটন নিয়ে পরীক্ষা করছে।

খেলতে খেলতেই ডেবির দৃষ্টি অপলক রয়েছে সেই প্রকাণ্ড সিলিন্ডারের দিকে—যেভাবে লক্ষ্যভেদকারী বন্দুকের ব্যারেলের দিকে তাকিয়ে থাকে। যতই সে দেখছে, ধরছে, আর শুষে নিচ্ছে, তার বিস্ময় ততই বেড়ে চলেছে।

মনে হচ্ছে, এই লিঙ্গের উত্থিত অবস্থায় পূর্ণ আকৃতি হবে অন্তত এগারো ইঞ্চি। আর এর বেড় ছ' থেকে সাত ইঞ্চি!

হ্যাঁ, ডেবি একে ভালবাসছে। এর প্রতিটি ইঞ্চি তার প্রিয়। সে এর ভালবাসায় উন্মাদ।

এইবার শুরু হলো জিবের খেলা। লিঙ্গমুখ থেকে এর সারা দেহ, সর্বাঙ্গ! রচম লেহন। এর রসালো প্রতিটি আঘাত উপভোগ্য। ডেবির মুখের সমস্ত লালা লিঙ্গ মুখের উত্তাপকে সিক্ত করে ঠাণ্ডা করতে চাইছে, পারছে না।

ডনের পক্ষে আত্মরক্ষা আর সম্ভব নয়। ডেবির সর্বগ্রাসী চোষণ তাকে পাগল করে তুলছে।

ডন এবার ডেবির সোনালি চুলে ভরা মাথাটা চেপে ধরল। সম্পূর্ণ লিঙ্গের বাকি অংশের যতখানি সম্ভব তার মুখ-অভ্যন্তরে প্রবেশ করাতে চাইল। ডেবির ঠোঁট ছুঁয়ে মুখের মধ্যে আরও এক ইঞ্চি স্থান পেল। ডেবির ঠোঁট এবার এগোতে চাইল বাকি অংশটুকু অধিকার করতে। এবার নিজের মাথাকে আগু-পিছু করে পাম্প প্রক্রিয়া চালাল ডেবি। আগু-পিছু, পিছু-আগু! তার তপ্ত ঠোঁট, আর আঙুলের ঘুরপাকে ডনের লিঙ্গ এবার থরথর করে কেঁপে উঠছে। যেন যন্ত্রণায় ছটফট করছে।

শেষ পর্যন্ত, এই মুহূর্তে, ডন বিস্ফোরিত হলো!—

ডেবির গরম মুখ-অভ্যন্তর আর হাতের খেলা, ডনের অণ্ডকোষের মধ্য থেকে বীর্যরাশি উৎক্ষিপ্ত লম্বা টানেলের মধ্যে দিয়ে প্রবহমান হয়ে তার অতিদীর্ঘ ইন্দ্রিয়ের মধ্যভাগে আগেই এসে গিয়েছিল।

ডন কেঁপে উঠল, তার কণ্ঠে মৃদু আর্তনাদ। সে যেন একটু এগিয়ে এলো, তার লিঙ্গের ভেতরে ধারালো গতিবেগকে সহজ করার জন্য। ডেবির মুখের মধ্যে তার লিঙ্গ দপদপ করে ফেটে পড়তে চাইছে।

এইবার এক ঝলক, বলা যায় এক জাগ্ ভর্তি বীর্য উপচে পড়ল। ডেবি প্রকাণ্ড ভাবে হাঁ-মুখে সেই রসধারা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণের জন্য তৈরি ছিল। বীর্যকণা উড়ে আসার মুহূর্তেই সে মাছরাঙা পাখির মতো ঝাঁপ দিল, জিভ বের করা অবস্থায় বীর্যের একটা বিশেষ অংশের আস্বাদন থেকে সে বঞ্চিত হলো না। ডনের ইন্দ্রিয়আগত শ্বেতবর্ণ দুগ্ধধারা।

দ্বিতীয় ঝলক ফসকে এসে ডেবির সুন্দর মুখমণ্ডল প্লাবিত করে ফেলল। তার চিবুক আর ওপরের ঠোঁটের মধ্যে একটা কোনাকুনি সাদা স্রোতরেখা! যতক্ষণ বীর্য ঝরছে, ততক্ষণই দুই হাতে ডেবি ডনের ইন্দ্রিয়ের ওপর পাম্পিং প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছে। এই আশ্চর্য সুন্দর রাজদণ্ড থেকে প্রতিটি রসবিন্দু সে জোর করে বের করে আনবেই।

শেষ পর্যায়ে ডনের লিঙ্গমুখের ফাঁক থেকে বীর্যকণা এবার গড়িয়ে পড়ছে। ডেবি সুস্থিরভাবে সম্পূর্ণভাবে লিঙ্গমুখ গ্রাস করল। সুন্দরভাবে নিল বাকিটুকু! ডনকে সে দোহন করে শুকিয়ে ফেলতে চাইছে। ডেবির সর্বগ্রাসী মুখ তৃষ্ণায় আকুল। শী মাস্ট মিল্ক হিম **ড্রাই, ড্রাই** অ্যাজ আ বোন! চুষে-শুষে একবারে হাড়সর্বস্ব করতে চাইছে ডনকে।

ডেবির নিজের নিম্নাঙ্গের গোপনতা থেকে রসও এতক্ষণ ধরে গড়িয়ে পড়ছিল। তার **বেগ এখন বন্য। ভালবাসার রস, এই লাভ জুস্** তার যোনিমুখ দিয়ে দু'পাশে ঝরে যাচ্ছে, **তারও ট্র্যাক স্যুট**—সাঁতারের পোশাকের নিম্নভাগ বেশ ভিজে উঠেছে।

ডেবি এবার নিশ্চিন্ত হলো—ডনের বীর্যের শেষ বিন্দুটুকু পর্যন্ত সে বের করে আনতে পেরেছে। এবার পিচ্ছিল সেই ইন্দ্রিয় এখন নরম। মুখ থেকে তাকে মুক্তি দিল ডেবি। কয়েক মুহূর্তে লিঙ্গের বর্তমান অবস্থাটাও সে পরীক্ষা করল। ইন্দ্রিয়ের সারা গা ডেবির মুখের লালা আর বীর্যের সাদা রসে উজ্জ্বল, চকচক করছে।

বীর্যে-সিক্ত ডেবির দুই ঠোঁটে এখন হাসি। সুন্দর দাঁত দেখা যাচ্ছে দুই ঠোঁটের ফাঁকে যা এতক্ষণ আবদ্ধ ছিল। সে আবার দুই হাতে মুঠো করে ধরল এই প্রিয় লিঙ্গকে। জিভ দিয়ে লিঙ্গের সর্বদেহ সে লেহন করে পরিষ্কার করতে চাইছে। প্রতিটা বীর্যকণা পরিষ্কার করতে করতে সে লিঙ্গের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছে। যখন সে বুঝল—আই হ্যাভ ইটেন অল হিজ কাম—ওর সবটুকু বীর্য আমার উদরস্থ—সে তখন একটু পিছিয়ে এলো। তাকিয়ে দেখল অফিস ঘরে সিলিং থেকে ঝুলন্ত আলো এসে পড়েছে ওই বিশাল অঙ্গে। সেই আলোতে এখন ঝকঝক করছে রাজদণ্ড।

—হ্যাঁ, ঠিক এইভাবেই তোমার এই যন্ত্র মেয়েদের পাগল করে দেয়। বুঝেছ?

ডেবি হাসছে। এবার নিজের মুখের, গালের বীর্যভেজা জায়গা মুছে নিচ্ছে। উঠে দাঁড়াল সে, তার সুগঠিত সুদৃঢ় বুক সামান্য দুলে উঠল। সে ডনের চোখের দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে দু'হাতে গলা জড়িয়ে ধরল। এইবার ডনের গালে ছোট করে একটা চুমু দিল ডেবি। আদরের চুমু।

—ডেবি!

ডন কোনওমতে উচ্চারণ করল, ডেবির কোমর জড়িয়ে। হাত কাঁপছে।

—ইয়েস!

—আমি কি তোমার শরীরের বাকিটুকু দেখতে পারি?

আরে, ডেবি ভুলেই গিয়েছিল তার পরনে ট্র্যাঙ্ক স্যুট এখনও রয়ে গেছে, কোমরের কাছ থেকে। ডনের হাত ছাড়িয়ে সে পিছিয়ে এলো, মুখে দুষ্টু হাসি। তার দুই স্তন এবার উন্নত শিরে নিজেকে সামনে মেলে ধরেছে। গর্বিত ভঙ্গি! স্তনের মুখে ছোট গোলাপী রঙের বোঁটা দুটি শক্ত হয়ে উঠেছে। ডনের চোখে উত্তেজনা এবার জ্বলজ্বলে।

ডেবি একটানে তার বেদিং-স্যুট পায়ের নিচে নামিয়ে দিল। সুন্দর ছন্দে। মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল বাথ-স্যুটের নিচের ভাগটা। ঝুঁকে পড়েছিল ডেবি, এবার সোজা হয়ে দাঁড়াল, ডনের সামনে এগিয়ে এলো।

ডেবির নগ্নদেহ আশ্চর্য সুন্দর। ডনের চোখ এবার তার শরীরকে পরিভ্রমণ করছে। সরু কোমর, পিচ্ছিল উরু, সুগঠিত পায়ের ডিম। তারপরেই দৃষ্টি গেল দুই উরুর সন্ধিক্ষণে। উরুর ঊর্ধ্বাঙ্গে একমুঠো সোনালি ঘাস—ত্রিকোণাকৃতি। সেই লোমরাশির মধ্যে দিয়েও ডন দেখতে পেল গোলাপী রঙের একটি চেরা দাগ—যেন অপেক্ষায় রয়েছে।

ডেবি নিজেকে আরও সুন্দর করে মেলে ধরল, যেন ক্যামেরার সামনে মডেল। এক হাত কোমরে, আরেক হাত মাথার ওপর। ধীরে ধীরে একটা পাক খেল ডেবি। ডেবি বরাবরই নিজের দেহ নিয়ে গর্বিত, খুবই গর্বিত, সে চাইছে তার দেহসম্পদ পরিপূর্ণভাবে দেখুক ডন।

উলঙ্গ দেহেই সারা ঘরে পায়চারি করছে ডেবি—যেন বসন্ত প্রত্যুষে সুন্দর একটি অরণ্য প্রাণী ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঠিক মানুষ নয়, প্রকৃতির একটি অংশ। সারা দেহ সুগঠিত, নিখুঁত, আর সতেজ শক্তিতে ভরপুর।

ডেবিকে দেখতে দেখতে ডনের নরম ইন্দ্রিয় আবার কলেবর বৃদ্ধির পথে।

ডেবি ঠাট্টা করল—ওই দেখ, তোমার যন্ত্র আবার কি যেন বলতে চাইছে। মনে হয়, ও চাইছে আমার ভেতরে আসতে!

—ইয়েস, ও তাই চাইছে।

ইতোমধ্যেই মোকাবিলার প্রয়াসে ডেবি ঘরের একটা অংশ নির্বাচন করে ফেলেছে। এই অফিস ঘরে কোনও সোফাসেট নেই, কিন্তু চওড়া ডেস্কটা কাজে লাগতে পারে। সে এক লাফে চওড়া টেবিলে উঠে দাঁড়াল, ডনকেও ইঙ্গিত দিল—এ জায়গাটা কেমন!

দুই পা দু'দিকে প্রসারিত করল ডেবি। পরিষ্কার আমন্ত্রণ! ডন এগিয়ে এলো। শুয়ে শুয়েও ডেবি দেখতে পাচ্ছে, ডনের ইন্দ্রিয় এখন যেন একটা বড়মাপের গজাল, বা হামানদিস্তা। মাথার নিচে দু'হাত দিয়ে কোমর দুলিয়ে ছটফট করতে লাগল ডেবি। পশ্চাদ অংশ এমন পজিশন নিল যেন ডনের কোনও অসুবিধে না হয়। ডেবি তাকে গ্রহণের জন্য তৈরি।

ডেবির গোলাপী রঙের যোনিমুখ স্পষ্ট দৃশ্যমান। ডনের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে। ডন এবার কৌমার্য হারাচ্ছে। পুরুষের ভার্জিনিটি। লগ্ন সমাগত।

ডেবি একটু এগিয়ে ডান হাত দিয়ে ডনের কম্পমান লিঙ্গ ধরে ফেলল।

ডেবির গলায় এখন অস্থির আবেগ—এসো, আমি তোমাকে গাইড করছি।

যোনিমুখের দ্বার নিজের আঙুলের সাহায্যে উন্মুক্ত করল ডেবি। ডান করতলে দৃঢ়ভাবে ধরল ডনের শক্ত দণ্ড। হাত দিয়ে টেনে ডনের পুরুষাঙ্গ সেখানে প্রবেশ করাল ডেবি। লিঙ্গমুখের চর্মহীন উন্মুক্ত তীক্ষ্ণতা তার যোনিপার্শ্বের মাংসল প্রদেশে আগ্রহের ঘর্ষণে সাড়া দিল। ডেবি প্রাণপণে প্রসারিত করল নিজেকে।

—মাই গড, একটা যন্ত্র বটে!

ডেবি চোখ বুজে বিড়বিড় করল।

এবার ডন চাপ দিল সামনে। ডেবির মনে হলো তার শক্ত ছোট ক্লিট যেন চিরে গেল। মাত্র দুই ইঞ্চি মাংসল অস্তিত্ব প্রবেশলাভ করেছে। কিন্তু এখন সেটুকুই যথেষ্ট। ক্লিটরিচ তার অনুভূতির কেন্দ্র, সেই কেন্দ্রবিন্দুতে ছন্দমাফিক চাপ পড়লেই সে চরমানন্দ লাভ করবে।

কিন্তু ডেবি বুঝল—ডন চাইবে তার পুংদণ্ড যতখানি সম্ভব—পারলে সম্পূর্ণ—ডেবির যোনিগহ্বরে সঞ্চালন করতে। তাই হাতের সাহায্যেই এই শক্ত হোস্ পাইপকে ধীরে ধীরে পথ করে দিতে হবে—তিন, চার, পাঁচ ইঞ্চি অন্তত। বা সম্ভব হলে—

ডনের কল্পনায় ছিল না সেক্স এত সুখের ব্যাপার। ডেবির শরীরের ভেতরে সুদৃঢ় মাংসল চাপ ডনের সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎ তরঙ্গ বইয়ে দিচ্ছিল। মাথা পিছনে ফেলে সে আনন্দে চোখ বুজল।

কিন্তু ডেবির মনে হচ্ছে তার যোনিগহ্বর এবার ফেটে চৌচির হয়ে যাবে—কারণ ডনের বিশাল স্থূল অঙ্গ এখন পূর্ণ দখল চাইছে। কিন্তু প্রতিটি ইঞ্চি প্রবেশ করছে মৃদু গতিতে, অস্থিরতায় দ্রুতগামী নয়। তাই যোনির অভ্যন্তরও প্রসারিত হবার সময় পাচ্ছে তাকে স্থান দিতে। কিন্তু প্রতিটি চাপের প্রথম অনুভূতি যন্ত্রণাদায়ক, কিন্তু ক্রমশ এই যন্ত্রণা সহ্য হয়ে আসছে। তাই শেষ দিকে পরিপূর্ণ পুলক।

ধীরে ধীরে ডেবির যোনিদেশ সম্পূর্ণভাবে ভরাট হয়ে গেল। তার ভালভার মধ্যে এখন হাজারো অনুভূতির তরঙ্গ, ক্লিটের উপর ছড়িয়ে পড়ছে, যে তা তা থৈ থৈ নৃত্য শুরু হয়েছে তা তার উরুদেশ দিয়ে দুই পায়ের মধ্যে এসে ধাক্কা দিচ্ছে। তার যোনিগহ্বর পরিপূর্ণ মাংসল অস্তিত্বের সুপ্রবেশে। কিন্তু মাথা তুলে ডেবি দেখল, ডনের পুরুষাঙ্গের এখনও পাঁচ-ছয় ইঞ্চি বাইরে রয়ে গেছে।

তাছাড়া আরও এক নতুন দৃশ্য। ডনের লিঙ্গ অর্ধপথে বেঁকে গেছে। সম্পূর্ণ দৃঢ় না হলে পুরুষাঙ্গ সঙ্গমে অসমর্থ হয়। কিন্তু ডনের অবিশ্বাস্য আকৃতিতে সম্ভব হচ্ছে, পূর্ণ দৃঢ়তা প্রাপ্তি ছাড়াও লিঙ্গের অংশ বিশেষ—প্রথম অর্ধ—যোনিমুখে প্রবেশ করেছে। এহেন পুরুষাঙ্গের শিলাখণ্ডের মতো শক্ত হয়ে ওঠা সহজ কথা নয়। যেমন লম্বা রবার হোস্‌কে শূন্যে সোজা রাখা অসম্ভব।

ডেবি হাতে ধরে লড়াকু পুরুষাঙ্গকে সোজা করতে চেষ্টা করল। ডনের গলায় এখন গোঙানির শব্দ—যন্ত্রণা-আনন্দ-অস্বস্তি-উত্তেজনা মিশে এক অদ্ভুত শব্দ।

ক্রমশ আরও এক ইঞ্চি। এইবার ডেবি অনুভব করল লিঙ্গমুণ্ড তার সার্ভিক্স-এ আঘাত করেছে। সে চিৎকার করে উঠল—তুমি আমার গর্ভদেশে এসে গেছ!

ডেবির নরম অন্তরতম প্রদেশে ডনের সুদৃঢ় অঙ্গের মিলন। তলপেট এখন চরকির মতো ঘূর্ণায়মান। এই দ্রুতগতি ঘূর্ণনে ডনের লিঙ্গকে উত্তেজনায় ভরে তুলছে। সে আরও প্রবেশপথ চাইছে, এইবার তাকে স্থান দিতে দমবন্ধ হয়ে যাচ্ছে ডেবির।

না, আর গ্রহণ সম্ভব নয়।

হাত দিয়ে সে পুংদণ্ডটিকে পিছিয়ে দিল, তারপর আবার ধীরগতিতে টেনে আনল। ডনের অস্থির দাপাদাপিকে নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন, কারণ পুংদণ্ডের একমুঠো অংশকে বাইরে রাখতেই হবে, ডেবির গোপন গভীরে আর জায়গা নেই।

ডন এবার নিজেই ধীর গতি, ডেবি তার লিঙ্গকে যে ভাবে গাইড করছে সেটাই উপভোগ্য। তার রেশমি নরম সিক্ত অভ্যন্তরে যেটুকু জায়গা পাওয়া গেছে, তাতেই যথেষ্ট আরাম। সেই মাপ জুড়েই তার আগু-পিছু, পিছু-আগু মুভমেন্ট। প্রতিটি অনুভূতি উত্তরোত্তর পুলক বৃদ্ধি করছে।

এই ধীর ছন্দ এবার ডেবিকে চরমানন্দের পথে নিয়ে এলো। দুই পা শূন্যে প্রচণ্ডভাবে প্রসারিত করল ডেবি—দুই পাশে। তার তলপেট যেন দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল, যথেষ্ট খালি জায়গা দিতে গিয়ে।

—ফাক্ মি, ডেবির চিৎকার—ফাক্ মি, আই অ্যাম কামিং!

ডেবির শক্ত ছোট ক্লিট এখন উত্তেজনায় দপদপ করছে। উত্তেজনার ছুরিকাঘাত, স্ট্যাবিং। ডন এবার বিশাল ধাক্কা দিল, আর ডেবি শূন্যে পা তুলে স্নায়ু-বিধ্বংসী চরমানন্দের কম্পনে সারা ঘর মাতিয়ে তুলল।

তার এই সাড়া ডনকেও অবিশ্বাস্যভাবে উত্তেজিত করেছে, সে আরও এগোতেই গর্ভদেশে লিঙ্গমুণ্ডের স্পর্শ, তার সমস্ত বীর্য সবেগে ধুইয়ে দিল ডেবির অন্তিম প্রদেশ।

টেবিলের ওপর অসহায় ক্লান্ত ডেবি এখন হাঁপাচ্ছে। তার সোনার অঙ্গ ঘামে ভিজে চকচক করছে। তার যোনিমুখ দিয়ে ডনের বীর্যের কিছু অংশ গড়িয়ে পড়ছে।

ডনও পরিশ্রান্ত। তার ব্যথাভরা পুংদণ্ড সে সরিয়ে নিল। ঘরের কোণে একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ল সে। লক্ষ্য করল ডেস্কের ওপর শায়িত ডেবি দম নেবার চেষ্টা করছে। তার দুই উগ্র স্তন এখনও আক্রমণাত্মক, শরীরের ক্লান্তি সত্ত্বেও তারা মাথা নত করে হার স্বীকার করতে রাজি নয়।

অবশেষে ডেবি কোনওমতে উঠে বসল। বুক ওঠা-নামা করছে। পুরো দু'মিনিট কোনও কথা বলতে পারল না।

পরে ঠাট্টার সুরে বলল, এখন বোধহয় তুমি বুঝতে পারছ, অলিম্পিক কোচ তোমার পারফরমেন্সের সমস্যা বলতে যা বুঝিয়েছে, তা কত সত্যি!

—এখনও পুরো বুঝিনি, তুমি খুলে বলো।

—আসলে তোমার টেনশনের ব্যাপারটা আমি সিরিয়াসলি নিয়েছিলাম। তুমি কিছুতেই তোমার বেস্ট পারফরম্যান্স দেখাতে পারবে না যখন তোমার শরীরের সিস্টেমেই গণ্ডগোল থেকে যাবে। সেটা এক ধরনের যৌন হতাশা—সেক্সুয়াল ফ্রাস্ট্রেশন। এটা প্রথমে তোমার মাথাকে ব্যতিব্যস্ত করে, তারপর সারা দেহের ওপর তার খারাপ প্রতিক্রিয়া পড়ে।

—কিন্তু আমি এই টেনশনের ব্যাপারে কি করতে পারি, কি করার আছে আমার?

ডেবির দৃষ্টি আবার ডনের দু'পায়ের মধ্যেকার দোদুল্যমান বিরাটত্বের দিকে। আবার উত্তেজনা আসছে তার। আরেকবার ডনকে দিয়ে, আরেক রাউন্ড—

—তোমাকে কিছু করতে হবে না, যা করার আমিই করব।—বলতে বলতে ডেবি তার দুই হাঁটু দিয়ে ডনের দুই পা দু'পাশে সরিয়ে দিল। ডনের স্পঞ্জের মতো ইন্দ্রিয়টা দু'হাতে তুলে ধরে সে নিজের ঠোঁটের কাছে নিয়ে এলো। লিঙ্গমুখে নিজের মুখ রেখে দ্রুত চোষণ শুরু করল আবার। মুখের সমস্ত লালা ঢেলে লিঙ্গকে যেন নতুন করে স্নান করাতে শুরু করল ডেবি। ক্রমশ স্ফীতকায় হতে থাকল ডনের পুং ইন্দ্রিয়।

ডনের কিছু করার নেই সত্যি! সে চেয়ারে এলিয়ে পড়ে চোখ বুজে গোঙাতে লাগল।

ডেবির মুঠোর মধ্যে লিঙ্গ। চাপটা একটু শিথিল করল সে। পুরো করতল নয়, শুধুমাত্র আঙুল দিয়ে ধরে থাকা। কিন্তু আঙুলের সাহায্যেই লিঙ্গগাত্রে আপ-ডাউন প্রক্রিয়া শুরু করে ডেবি—দ্রুততালে। ডেবির মাথা লিঙ্গমুখে। তাই আঙুলের দ্রুতগতির সাথে ডেবির মাথাকেও সঙ্গতি রাখতে হচ্ছে।

ডনের অণ্ডকোষের মধ্যে আবার শক্তি সঞ্চারিত হচ্ছে। ডেবির দীর্ঘকেশ বাঁ দিকে ছড়িয়ে গেছে, হাওয়ায় দুলছে, যেন উইলো গাছের শাখায় ক্রন্দন। এই চুলের স্পর্শ উড়ে এসে পুলকের সৃষ্টি করছে ডনের পুং-ইন্দ্রিয় ও অণ্ডকোষের থলিতে।

ডেবি সত্যিই সুন্দর। এই সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক না হয়ে পারা যায় না। সেই মুখ এখন চোষণ কর্মে রত। বোঝা যায় না, আপাতদৃষ্টিতে এত শান্ত সুন্দরী এক মেয়ে ডনকে বিস্ফোরিত করার জন্য মনে মনে এত আগ্রহী। শুধুমাত্র এটা চিন্তা করলেই চরমানন্দের কাছে এসে যায় ডনের পুরুষাঙ্গ।

—আঃ, আঃ, উঃ—ও হো হো হো—

চিৎকার করতে ডন এবার ডেবির মুখের টাগরায় প্রচণ্ড ঠেলা দিল এবং সাথে সাথে নিজের বীর্যভার হাল্কা হয়ে গেল। আবার ঔরস-বন্যা। এবার ডেবি সতর্ক। সে টাইট-লিপ্‌ড্‌। অর্থাৎ দুই ঠোঁট দৃঢ়ভাবে বদ্ধ, যাতে ডনের বীর্যের একটি ফোঁটাও বাইরে না পড়ে। ডনের দেহরসের সবটুকু আকণ্ঠ পান করতে চায় ডেবি।

ডনের পুংদণ্ড এবার হিংস্র। তার দেহরসের শেষ বিন্দু ডেবির আগ্রহী ঠোঁটের মধ্যে ঝরে পড়ল।

উত্তপ্ত গরম বীর্য! ডেবির গলা দিয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে। আঙুল দিয়ে এখনও পাম্পিং প্রক্রিয়া চালাচ্ছে ডেবি। প্রতিটি বিন্দু দুধ তাকে দুইয়ে বের করতে হবে। ডনের আর্তনাদ, তার সমস্ত লালসা আর্তস্বরের মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছে, গলা প্রায় অবরুদ্ধ।

শেষ পর্যন্ত ডেবি ডনের পুরুষাঙ্গকে মুক্তি দিল আবার। এখন তার ঠোঁটে কোনও বীর্যকণার চিহ্ন নেই। পূর্ণগ্রাস সম্পন্ন।

ডেবির মুখে এখন দুষ্টু-মিষ্টি হাসি, গর্বিত, যা মনে করিয়ে দেয় সেই প্রবাদিত বিড়ালের হাসি যখন শিকার হাতের মুঠোয়।

—ডন বয়, এবার তোমার সুইম স্যুট পরে নাও। চলো এবার সুইমিং পুলে যাই। দেখবে এইবার তোমার ডাইভিং কত সুন্দর হবে।

ডনের উরুতে অনুপ্রেরণার চাপড় মারে ডেবি।

দু'জনে পোশাক পরে, সাঁতারের পোশাক। দু'জনের শরীরের পেশিতে বেশ ব্যথা, এতক্ষণের মোকাবিলায় যার সৃষ্টি হয়েছে। দরজা খুলে ডেবি আগে উঁকি মেরে দেখে ধারে কাছে কেউ আছে কিনা! কেউ নেই। সে ডনকে ইশারায় অনুসরণ করতে বলে।

ওরা পুলের কাছে আসে, ডেবি দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়। ডন সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠে। ওঠার ছন্দে তার মাসল্‌ নাচতে থাকে। তার সুইমিং কস্ট্যুমের সামনে আবার স্ফীত উচ্চতা। ডন কিংসলের সবই আছে—যা একটি তরুণ কামনা করে।

একটা ব্যাপার ঠিক পরিষ্কার নয়। ডেবি কি সম্পূর্ণভাবে তার পুরুষাঙ্গ গ্রহণ করতে পেরেছিল? প্রত্যেক পুরুষ, ডন শুনেছে, নিদারুণ আনন্দ পায় যখন তার পুরুষাঙ্গ যোনিগর্ভে পূর্ণ প্রবেশ পায়। সকলে বলতো, ডনের পক্ষে তা সম্ভব নয়। কোনও নারীর পক্ষেই তার ইন্দ্রিয়কে সম্পূর্ণভাবে স্থান দেওয়া সম্ভব নয়, এই অতিকায় আকৃতির জন্য।

ডাইভিং বোর্ডে উঠে ডন হাসিমুখে ডেবির দিকে তাকায়। তারপর ঘুরে ডাইভের জন্য প্রস্তুত হয়।

পরক্ষণেই শূন্যে লাফ দেয় ডন, সুন্দরভাবে পাক খায়, এবং এইবার সঠিক ব্যাক-ফ্লিপ!

ডেবি হাসে, তার দেহমন তৃপ্ত।

সত্যিই কাজ হয়েছে। আগামী কয়েক সপ্তাহ ধরে একটি এগারো ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের পুরুষাঙ্গ চোষণের সুযোগ রয়েছে তার—যখন ইচ্ছে। এবং তার সাথে সাথে অলিম্পিক টিমের প্রতিও যথাযথ কর্তব্য সম্পন্ন হবে।

মনে হয়, ১৯৭২-এর প্রতিশোধ এইবার নেওয়া যাবে।

...স্বপ্ন ভেঙে যায়। এই মুহূর্তে দুই নারী রিপোর্টারের প্রস্থানের পর একা ডন কিংসলে এতক্ষণ অতীতের স্বপ্ন দেখছিল।

৭

ডাঃ স্যাম স্কেলি অফিসে ঢুকলেন। মুখ থমথমে, রক্তবর্ণ, চোখ জ্বলছে। কাল রাতে শরীরটা অস্থির লাগছিল। আজ সকালে ওষুধ খেয়েছেন, কিন্তু এখন পর্যন্ত সুস্থ বোধ করছেন না। ফলে আবার দুটো ক্যাপসুল খেলেন, কিন্তু যন্ত্রণা কমল না।

এবার নিজেই একটু আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। ডাক্তার হয়ে এটা তাঁর জানা— এই অতিরিক্ত ধূমপান ও মদ্যপান—পরের দিনের হ্যাং-ওভার কাটাতে আবার পান—তাঁকে একটা খারাপ পথে নিয়ে যাবে। বুকে ব্যথা আছে, এখন মাথায় যন্ত্রণা। ডাঃ স্কেলির মতে, মাথার যন্ত্রণায় এখুনি তেমন মারাত্মক কিছু ঘটবে না।

ডেস্কে বসে মুখ তুলতেই দেখলেন নার্স, মিস পিচার্ড তার নিজের টেবিলে মুখ নিচু করে বসে আছে। কাজ করছে, কি সব নোটের খাতা আর ফাইল দেখছে।

স্কেলি জিজ্ঞেস করলেন— ল্যাব রিপোর্ট এসেছে?

—নো, স্যার।

ক্রীড়া-পূর্ব শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে বিশদ রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে ইন্টারন্যাশন্যাল অলিম্পিক কমিটি (IOC)। কালকের মধ্যেই দিতে হবে। রিপোর্ট পেশের আগে আগা-গোড়া নিজের চোখে একবার দেখে নিতে চান।

নার্স বলে— জ্যান কার্টরাইট ভিতরে। সে অপেক্ষা করছে। প্রায় এক ঘন্টা হয়ে গেল।

কোনও কথা না বলে ডাঃ স্কেলি এগজামিনেশন রুমে গিয়ে ঢুকলেন। মিস পিচার্ডের সাথে তাঁর সম্পর্ক ভাল না। দু'জনেই দু'জনকে বেশ অপছন্দ করে। রাজনৈতিক মুরুব্বির জোরে পিচার্ড চাকরি পেয়েছে, কাজকর্ম মোটেই ভাল জানে না। তবে ডাঃ স্কেলিও জানেন, অনেক ভাল ডাক্তারকে টপকে তিনিও ব্যাক ডোর দিয়েই নিজের জায়গা পেয়েছেন। সো, দে আর বার্ডস্ অব দ্য সেম ফেদার।

ঘরে ঢুকে দেখলেন, জ্যান কার্টরাইট একটা ম্যাগাজিন পড়ছে।

—গুড মর্নিং ডক্টর!

—গুড মর্নিং জ্যান।

জ্যানের পরনে সাদা অ্যাপ্রন—যা পরীক্ষার আগে অ্যাথলেটদের পরতে হয়।

স্কেলি বলেন—তুমি তো রুটিন খুব ভাল জানো।

—তাড়াতাড়ি প্র্যাকটিসে যেতে হবে, তাই তৈরি হয়ে গেছি।

—এরপর নিজেই নিজের ডাক্তারি শুরু করবে হয়তো! যাই হোক, টেবিলে ওঠো।

জ্যান বরাবর উৎসাহী টাইপ। সব সময় ছটফটে, যেন তর সয় না। যৌবনের উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে। অথচ বেশ স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্ব।

কিন্তু অলিম্পিক কমিটি এসব ব্যক্তিত্ব-ট্যক্তিত্বের থোড়াই পরোয়া করে। তারা প্র্যাকটিকালি একদল ধান্দাবাজ মেষপালক, আর জ্যান যেন একটা মেষশিশু। তার মূল্য রয়েছে—কারণ কমিটি তিনটি স্বর্ণপদকের জন্য জ্যানকে তৈরি করছে। ব্যস্, এই জন্যই তাকে পোষা হচ্ছে।

প্রতিযোগিতার আর এক সপ্তাহ বাকি। ইউনাইটেড স্টেটস্ অলিম্পিক কমিটি সোনার মেডেল পেতে পারে—জ্যান সফল হতে পারে হয়তো। ডাঃ স্কেলি চেষ্টা করবেন যথেষ্ট সহানুভূতি নিয়ে যাতে জ্যানের কোনও প্রতিবন্ধকতা না আসে।

টেবিলের ওপর জ্যানের দুই পা দু'পাশে সরিয়ে বেঁধে ফেলা হলো। সুন্দর পায়ের গোছ; মেয়েদের পক্ষে জিমন্যাস্টিকস্ ভাল, সাঁতার ইত্যাদি কাটলে কমনীয়তা, মেয়েলি মাধুর্য কেটে গিয়ে শক্ত মাংসপেশি জন্ম নেয়। কিন্তু জিমন্যাস্টিকসে নারী শরীরে নারীত্বের সৌন্দর্য নষ্ট হয় না।

গ্লাভস্ পরে, ভেজিলিন লাগিয়ে স্কেলি টেবিলের কাছে এলেন।

—রেডি?

—অলওয়েজ!—জ্যান হাসে।

কাপড় সরিয়ে দেখলেন, নিম্নাঙ্গের গহ্বরের ওপরে বাদামী রঙের কেশগুচ্ছ। স্বাভাবিক দেখাচ্ছে, অতিরিক্ত লোমশ নয়।

—বেশ! এবার দেখা যাক কি দাঁড়ায়।

বলে ডাঃ স্কেলি নিজের বিবেককে ভুলতে চেষ্টা করলেন। পেশাদারী পরীক্ষা। জ্যান হাসছে, বিশেষ চিন্তা নেই দেখা যাচ্ছে। ব্যাপারটা আসলে এই যে, মেয়েটাকে কেউ সত্যি কথাটা বলেনি। তাকে বড় জোর বলা হয়েছে এক 'Miss-aligned womb'-এর গল্প—যে ক্লিটটুকু নাকি সামান্য চিকিৎসা ও রুটিন চেক-আপের মাধ্যমে ঠিক করা যেতে পারে। প্রথমে একটু জটিলতা সৃষ্টি হলেও, এখন নাকি সবকিছু সহজ হয়ে এসেছে। এই অ্যালাইনমেন্ট ঠিক হয়ে গেলে তার সন্তান ধারণ করতে কোনও অসুবিধে থাকবে না।

ডাঃ স্কেলি কিন্তু আশ্চর্য—জ্যান এই গল্প বিশ্বাস করে বসে আছে। উচিৎ ছিল ঠিক মতো আত্মবিচার, কিছু পড়াশুনা এই বিষয়ে। তাহলে সে বুঝতো ব্যাপারটা অত সরল নয়। শী ইজ ডিফারেন্ট।

কিন্তু সে সব অভিজ্ঞতার ধারকাছ দিয়ে যায়নি জ্যান।

যোনিমুখ সামান্য ফাঁক করলেন স্কেলি। জ্যানের অন্তিম প্রদেশে কখনও যাননি তিনি। তাঁর হাত সামান্য এপাশ-ওপাশ করেছে, যাতে সে মানসিকভাবে সুস্থ থাকে। কিন্তু জ্যান কি এটা বোঝেনি, যে ডাঃ স্কেলির ডাক্তারি হাত তার গর্ভের ধারে কাছে যায়নি।

কিন্তু আজকে যোনিমুখ সামান্য ফাঁক করে তিনি অনেক কষ্টে নিজের মাথা ঝাঁকুনি গোপন করলেন। না, কোনও উন্নতি নেই। সেই ক্লিট—অদ্ভুত, অস্বাভাবিক, স্বস্থানে বিরাজিত। একই আকৃতি, একই স্থূলতা—এত হরমোন চিকিৎসার পরেও কোনও ফল হচ্ছে না।

এই হচ্ছে সমস্যা! জেনির ক্লিট অস্বাভাবিক—প্রায় পুংলিঙ্গের আকার, ছোট একটি লিঙ্গের মতো—নারী শরীরে! ডাঃ স্কেলি জীবনে এমনটি কখনও দেখেননি। ইয়েস, ইট ইজ লাইক আ লিটিল পেনিস্! না, সেইরকম মাথা-দেহ নয়, কিন্তু নারী জাতির শরীরের বিচারে এটা পুরুষ-অঙ্গের সঙ্গে তুলনীয়। অদ্ভুত! দুই ইঞ্চি দীর্ঘ, অন্তত আধ ইঞ্চি পুরু। ডাঃ স্কেলি মাপ নিয়ে দেখেছেন।

মেডিক্যাল বই ঘেঁটে মাত্র সামান্য কয়েকটি এমন কেস দেখা যায়। কিন্তু আকৃতির বিচারে জ্যান চিকিৎসা বিজ্ঞানের বই-এর উদাহরণগুলোকে ছাড়িয়ে গেছে। বহু নারীর মধ্যে পুরুষ-সাদৃশ্য দেখা যায়—যেমন লোমের প্রাচুর্য, সমতল বুক, তলদেশে অণ্ডকোষতুল্য কোনও অস্তিত্ব ইত্যাদি।

কিন্তু জ্যানের সে সব সমস্যা নেই। সে সুন্দরী, সুদেহী, তরুণী, টিনএজার। প্রকৃতপক্ষে, ডাঃ স্কেলি জ্যানকে নিজের গবেষণার পয়েন্টগুলো নোট করে তার অ্যাটর্নিকে দিয়েছেন। এও এক আবিষ্কার। তার নোট শুরু হয়েছে: 'অন্যান্য পুরুষজাতীয় সাদৃশ্য জ্যান কার্টরাইটের মধ্যে নেই...।'

জ্যানের স্ত্রী অঙ্গে ডাঃ স্কেলির আঙুল পরীক্ষারত।

হ্যাঁ, সত্যি, অন্য সকল অর্থে জ্যান অবশ্যই নারী।

কিন্তু এই ক্লিট! সাচ আ হিউজ ওয়ান।

ডাক্তারদের এতদিনের দেখা ও জানার মধ্যে এটি বৃহত্তম। কিন্তু এটা অবশ্য ক্লিটরিচ—নারী অঙ্গ। পেনিস বা পুরুষাঙ্গ নয়। কিন্তু তার সাথে তুলনীয়। তাই জ্যানের সেক্স নিয়ে প্রশ্ন ওঠে না। সে অবশ্যই নারী। তার মেনস্ট্রুয়াল পিরিয়ড স্বাভাবিক, তার সাথে পুরুষের যৌনসঙ্গমে কোনও অসুবিধে নেই, সে মাতৃত্বলাভে সক্ষম। এইসব বিষয়গুলো সেক্স-টেস্টে অনেককেই ফেল করিয়ে দেয়। কিন্তু জ্যান এগুলোতে অবশ্যই পাস করেছে।

কিন্তু অলিম্পিক কমিটি এসব পয়েন্ট ধরবে না। তাদের আইনে, শারীরিক দিক দিয়ে উত্তীর্ণ হতে হলে বিচার করতে হবে কেউ হারমাফ্রোডাইট অর্থাৎ উভলিঙ্গ বা নপুংসক বিভাগে পড়ে কিনা। এই বিভাগে পড়লে তাদের অন্তর্ভুক্তি 'স্ট্রিক্টলি প্রহিবিটেড।' ডাঃ স্কেলির মতে, জ্যানের ব্যাপারে বলা যায়—তার ইন্দ্রিয় চোখের দৃষ্টিতে হারমাফ্রোডাইট-এর সাথে তুলনীয়, কিন্তু মোটেই সে হারমাফ্রোডাইট বিভাগে পড়ে না। সে একটি বিশেষ ব্যতিক্রম—এই মাত্র। কিন্তু তাঁর মতামত নিয়ে কমিটি বা ট্রাইবুনাল কি ভাববে, কে জানে!

ডাঃ স্কেলির চিন্তায়, জ্যানকে অলিম্পিক কমিটি বাদ দেবে কি দেবে না, সেটা তুচ্ছ ব্যাপার। যেটা তাঁকে উদ্বিগ্ন করছে তা হলো—এই সত্য প্রকাশ পেলে জ্যান কি পরিমাণ লজ্জা ও অস্বস্তির সম্মুখীন হবে! এই আবিষ্কার তার পক্ষে এক অভিশাপ। এই বিচিত্রতা নিদারুণ লজ্জা। অবশ্যই একদিন না একদিন এই সত্য প্রকাশ পাবে। কিন্তু বর্তমানে এটা যদি জানাজানি হয়, সেটা চরম দুর্ভাগ্যের বিষয় হবে। কারণ দুর্গন্ধপ্রিয় রিপোর্টার আর অতি-উৎসাহী ক্যামেরাম্যানের দল জ্যানকে, জ্যানের ভাবমূর্তিতে তছনছ করতে দ্বিধা করবে না।

ডাঃ স্কেলি যেন দেখতে পাচ্ছেন জ্যানকে রির্পোটারের দল ঘিরে ফেলেছে যেই মুহূর্তে জ্যান হিয়ারিং রুম থেকে বেরিয়েছে।

—আচ্ছা, মিস কার্টরাইট, আপনার দুই পায়ের ফাঁকে ঠিক কি রয়েছে?—একজনের জিজ্ঞাসা।

—আচ্ছা, মিস কার্টরাইট—ওটা কি খুব শক্ত হয়ে ওঠে—আরেকজন আগ্রহী।

—মিস কার্টরাইট, জিনিসটা ঠিক কত বড়?

—আপনার কি কোনও বয় ফ্রেন্ড আছে, মিস কার্টরাইট? না, আপনি গার্ল ফ্রেন্ড পছন্দ করেন?

মানসচোখে এই দৃশ্য ডাঃ স্কেলির মনকে উত্তপ্ত করে তোলে। তিনি অন্তর থেকে ঘৃণা করেন এদের—অল দিজ্ ফাকিং রিপোর্টারস্, দে আর ভালচারস্। শকুনের মতো। তাদের কাছে প্রিয় খাদ্য অ্যাথলেটদের মাংস। এখানে প্রত্যেকটি সাংবাদিক হিংস্র শকুন।

আবার কল্পনার চোখে ভেসে ওঠে:

—আচ্ছা, ডক্টর, আপনি কি দেখলেন?

—তার মানে? ডাঃ স্কেলি হয়তো পাল্টা প্রশ্ন করবেন।

—মানে, সম্প্রতি খুব অদ্ভুত খবর শোনা যাচ্ছে। এই পরীক্ষায় তেমন কিছু পেলেন?

—কি বলতে চাইছেন আপনারা?—ডাঃ স্কেলি বিরক্ত।...

স্বপ্ন ভাঙে। কিন্তু এই মুহূর্তে, বাস্তবে ডাঃ স্কেলির গ্লাভস্ পরা আঙুল যেন উত্তর খুঁজে পাচ্ছে। জ্যানের অতি-বৃহৎ ক্লিট নড়ছে, কাঁপছে, যেন বেরিয়ে আসছে। ডাঃ স্কেলি ভাল করে দেখলেন—আরও বেড়ে গেছে—অর্থাৎ আকৃতি আরও দীর্ঘ হয়েছে। যোনিমুখ থেকে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী কোণ ধরে এই অদ্ভুত অঙ্গ নিজেকে যেন প্রকাশ করতে চাইছে লোকচক্ষুর সামনে।

জ্যান উঠে বসে, নিজের নিম্নাঙ্গের দিকে তাকায়।

—আপনার দেখা হয়ে গেছে, তাই না?—জ্যান বলতে থাকে—আচ্ছা, আমার দেহের এই জিনিসটা কেমন শক্ত হয়ে যায়। গেটিং স্টিফ্ নাও! বেশ বেড়ে ওঠে। কোনও সময় আপনা থেকেই, আবার কোনও সময় আমার হাতের ঘষা পেলে! আপনি এইমাত্র ওটাকে ঘষেছেন, এবার দেখুন কি কাণ্ড!

উদ্বিগ্ন ডাক্তারের মুখের ওপর জ্যান সরল মনে বলে যায়—দেখুন ডক্টর, কেমন বড় হয়ে ওঠে। আমি ঘষে দেখাচ্ছি।

জ্যান দু' আঙুলে এই অঙ্গকে যেন টেনে ধরে। ডাঃ স্কেলি ভেবে উঠতে পারছেন না কি করবেন। জ্যান যেন উঠতি কিশোর যে হাত দিয়ে বীর্যস্খলন করতে চাইছে। তার ক্লিট মুহূর্তের মধ্যে দৃঢ় ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান। বোঝা গেল, এর দৈর্ঘ্য ইতোমধ্যে আধ ইঞ্চি বেড়েছে, স্থূলতাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

স্কেলি বলেন—যথেষ্ট হয়েছে জ্যান, এবার থামো। আমার পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে।

জ্যানের গলায় সেই কিশোরীর বিস্মিত জিজ্ঞাসা—

—কিন্তু এটা কি জিনিস ডক্টর?

—এই অংশটি তোমার সেক্স-অনুভূতির মূল কেন্দ্র। তুমি যত বড় হবে, তত বুঝতে পারবে, অভিজ্ঞতা বাড়বে, তুমি অভ্যস্ত হয়ে যাবে। যখন তোমার বিয়ে হবে, তখন আরও ভাল করে বুঝবে।

এবার পেশাদারি কণ্ঠে সহজ সুর—খুব ভাল হয়, যদি আমার অফিসে একবার আসো। আমরা সেক্স সম্বন্ধে একটু আলোচনা করতে পার। কিছু না, মিস পিচার্ডকে বলে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে নেবে। কিন্তু এই সময় আমার ব্যস্ততা আছে, আমি—

—জানি, আপনি ব্যস্ত। জ্যান বাধা দিল—কিন্তু আপনি যা বললেন, আমিও তাই চাইছিলাম। একটু বেশি সময় নিয়ে আপনার সাথে সেক্স বিষয়ে আলোচনা করব। হোয়েন আর ইউ ফ্রি?

এবার অস্বস্তিতে পড়লেন ডাঃ স্কেলি। অবশ্য প্রস্তাবটা তিনিই দিয়েছেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই এই সত্য জ্যানের সামনে বলতে পারেন না, অবশ্যই না। বিশেষ করে অলিম্পিকের আগে তো নয়ই।

হঠাৎ দরজায় মৃদু আঘাত।

মিস পিচার্ড উঁকি দিলেন।

—ল্যাব রিপোর্টগুলো এইমাত্র এসেছে।

একটু নার্ভাস হয়ে উঠে দাঁড়ালেন স্কেলি।

—ওয়েল, জ্যান! আমাকে এখন যেতে হবে। এরপর যখন ফিজিক্যাল সেসন আসবে, তখন কথা হবে। হয়তো একটু অপেক্ষা করতে হবে তোমায়, অন্তত অলিম্পিকস্‌টা শেষ হোক। কারণ এই সময়টা আমার চরম ব্যস্ততা। কিন্তু যাই হোক, পরে আমি তোমার সাথে ডিটেলস কথা বলব, অবশ্যই, ও. কে!

ডাঃ স্কেলি হাসলেন। হিপোক্রিটের হাসি। ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তাঁর নিঃশ্বাস দ্রুত, নার্ভাস। অবস্থাটা অন্তত সাময়িকভাবে ধামাচাপা দিতে পেরেছেন। মিস পিচার্ড ডেস্কের ওপর এক বিরাট ফোল্ডার মেলে ধরেছে।

ডাঃ স্কেলি সেই রিপোর্টের ফোল্ডার নিয়ে নিজের অফিসের দিকে হাঁটা দিলেন। পেটের মধ্যে একটা যন্ত্রণা হচ্ছে। যতদূর মনে হচ্ছে, প্রত্যেক অ্যাথলেটই এখন সমস্যামুক্ত, কিন্তু শেষ মুহূর্তে ফলাফল কি দাঁড়াবে কে জানে।

অফিসে ঢুকে দরজা বন্ধ করে ফাইল খুললেন তিনি। আদ্যাক্ষর অনুসারে সাজানো প্রত্যেক অ্যাথলেটের কম্পিউটার প্রিন্ট-আউট। ব্লাড টেস্ট, ইউরিন অ্যানালিসিস, বিশদ এক্স-রে রিপোর্ট তাদের নামের পাশে পাশে নোট করা। মিলিগ্রামের ভিত্তিতে লিখিত—ইউরিক অ্যাসিড থেকে একেবারে ট্রিগলিসেরাইড কাউন্ট পর্যন্ত। বিরক্তি নিয়ে স্কেলি ভাবলেন, ইস, আমাদের শরীর এখন যন্ত্রের দাস।

'এ' তালিকার মধ্যে তিনি অস্বাভাবিক কিছু পেলেন না। নামতে নামতে 'এম' তালিকায় দেখলেন মাত্র একটি নাম—ফ্র্যাঙ্ক মাইলস্। এর ব্যাপারে একটু চিন্তার ব্যাপার আছে কি? সম্প্রতি ফ্র্যাঙ্ককে বেশ ক্লান্ত দেখায়, যেন কিছুটা বিধ্বস্ত। ডাঃ স্কেলি এটা মেনে নিতে পারেন না। ফ্র্যাঙ্ক এত মরিয়া হয়ে প্র্যাকটিস করে যে ডাঃ স্কেলির আশংকা, যে কোনও মুহূর্তে তাকে হাসপাতালে ভর্তি হতে না হয়। এত মরিয়া! নিষ্ঠা ও মানসিক গোঁয়ার্তুমির মধ্যে একটা বিভাজন রেখা আছে। তিনি দেখেছেন—বহু অ্যাথলেট এটা বোঝে না, ছাড়িয়ে যায়। বিশেষ করে তারা—যাদের স্বাভাবিক দক্ষতার চেয়ে কায়িক পরিশ্রমের ওপর বেশি নির্ভর করতে হয়। ফ্র্যাঙ্ক মাইলস্‌কে মনে হবে—ছেলেটা পতনের জন্য উন্মুখ—উত্থান নয়। স্বভাবতই ডাক্তার হিসেবে তিনি উদ্বিগ্ন।

ফ্র্যাঙ্কের নামের পাশে কাউন্টগুলো পড়তে থাকলেন স্কেলি। সবই ভাল, হঠাৎ—

হ্যাঁ, ক্যাপিটল লেটারে লেখা — EVIDENCE OF VIRAL HEPATITIS IN SAMPLE. RETEST IMMEDIATELY.

একি!

ডাঃ স্কেলির হার্টবিট যেন ডুবতে থাকল। পরে বুঝলেন, এই বিষয়টা তাঁকে অনেকক্ষণ ধরে ভাবাচ্ছে। অ্যাথলেটদের ভালমন্দ নিয়ে তিনি অযথা বড় বেশি ভাবেন। ফ্র্যাঙ্ক মাইলস্ নিয়ে যা করণীয়, তাই করা দরকার। ব্যস্।

হেপাটাইটিসের বলি হলে ফ্র্যাঙ্ক বাদ পড়বেই। বহু ডোজ অ্যাম্ফিট্যামিন্স্ দিয়ে স্কেলি তাকে যদি ফিট করার চেষ্টা করেন, রানিং এই রোগ বাড়িয়ে তুলবে। ক্রমশ মারাত্মক লিভার ড্যামেজের দিকে নিয়ে যাবে। ফলে স্থায়ী অক্ষমতা এবং পরে মৃত্যু।

তাই ফ্র্যাঙ্ক মাইলস্ যতই মরিয়া আর আগ্রহী হোক, তার প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার কোনও সুযোগ নেই।

এবার অন্যান্য রিপোর্ট!

হ্যাঁ, ফ্র্যাঙ্ককে এখুনিই বাদ দিতে হবে। কিন্তু এই অপ্রীতিকর কাজে তাঁকেই অগ্রদূত হতে হচ্ছে—এটা ভাল লাগছে না। দেখা যাক! স্কেলি সময় নিলেন, আগে অন্যান্য রিপোর্টগুলো পড়া হোক।

দু'ঘণ্টা পরে যখন মিস পিচার্ড দরজা খুলে উঁকি দিয়ে বুঝতে চাইল—কেন ডাঃ স্কেলি ফোন ধরছেন না, তখনও তিনি চেয়ারেই বসে আছেন। না, তাঁর মাথার শিরায় হ্যাং-ওভারের দপদপানি নেই। কিন্তু পুরো মস্তিষ্ক এখন এক দুরন্ত বেদনায় আক্রান্ত। দু'হাতে মাথা চেপে চুপ করে বসে আছেন তিনি।

—ডক্টর, আর ইউ অল রাইট?

—গেট আউট!

'এ' দিয়ে শুরু করেছিলেন। সবকিছু ঠিক ছিল, ক্রমশ 'এম' পেরিয়ে তিনি এসে পৌঁছেছিলেন শেষ দিকে—'ডব্লু'। সেখানে আবার শোকাবহ লেখা ঃ WINSTON BALLANTINE : EVIDENCE OF VIRAL HEPATITIS IN SAMPLE. RETEST IMMEDIATELY. হঠাৎ এবার কেন যেন তালিকার প্রথম দিকে চোখ গেল। দুটো নামের নিচে দেখা গেল (আগে নজরে পড়েনি) ৮০০ মিটার দৌড়ের কার্লো বেলোজের নাম। পাশে কম্পিউটারের সেই সর্বনাশা অক্ষরগুলো ঃ EVIDENCE OF...ইত্যাদি।

এইবার প্রথম থেকে আরেকবার মন দিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। দেখা গেল, বাইশ জন আমেরিকান অ্যাথলেটের নামের পাশে ওই লেখা।

আশ্চর্য, সবগুলো শীর্ষস্থানীয় অ্যাথলেট—যারা স্বর্ণপদক আনবেই। নানা ইভেন্টে।

ডাঃ স্কেলি কাঁপা হাতে ফোন তুললেন। প্রথমে ফ্র্যাঙ্ক মাইলস্‌কে ফোন করা দরকার। ফ্র্যাঙ্ককে তিনি অন্যদের তুলনায় ভাল করে চেনেন। ফ্র্যাঙ্ক মন খুলে কথা বলবে। আশা করা যায়, রহস্যটা কিছুটা ধরতে পারবেন।

—ফ্র্যাঙ্ক!

—ইয়েস।

—আমি ডাঃ স্কেলি বলছি। বলতে খুব খারাপ লাগছে, কিন্তু উপায় নেই।

একটু নীরবতা... তারপর দুর্ভাগ্যজনক খবরটির প্রকাশ।...পরিষ্কার বিশ্বাসযোগ্য... সাহসী উত্তর, সে এসব রিপোর্টের পরোয়া করে না...কেউ তাকে দশ হাজার মিটার দৌড়ে আটকাতে পারবে না, সে স্বর্ণপদক পাবেই...কিন্তু কার সাথে তুমি সময় কাটিয়েছ, ফ্র্যাঙ্ক?...আমাদের হিসেব করে দেখতে হবে কোথা থেকে এই রোগ তুমি পেলে?...এই রোগ তোমার ক্যারিয়ার ধ্বংস করবে।...কেউ না? কেউ না বলতে তুমি কি বোঝাতে চাইছ? নোবডি, আই ডোন্ট স্পেন্ট টাইম উইথ এনিবডি।...আমি শুধু ছুটতে জানি...ছুটে চলি...।

...কিন্তু কেউ না কেউ আছেই ফ্র্যাঙ্ক। একটি মেয়ে, তাই কি?...না, না, কোনও মেয়ে নয়।...তাহলে কোনও আগন্তুক? আ স্ট্রেঞ্জার? এমন কেউ তোমাকে দংশন করেছে?...না, না, নো স্ট্রেঞ্জার!....কোনও ওরিয়েন্টাল, ফ্র্যাঙ্ক? ওরিয়েন্টাল, পূর্বদেশীয় কেউ?

আবার দীর্ঘ স্তব্ধতা।

শব্দগুলো আবার ছুটে ছুটে বেরিয়ে আসছে। এক বিভ্রান্ত ফ্র্যাঙ্ক মাইলস্ বলে যাচ্ছে...স্ট্রেঞ্জ, ওরিয়েন্টাল...গার্লস...।

হ্যাঁ, ঠিক তাই। স্কেলি বুঝে ফেলেছেন।

এক সময় গুজব রটেছিল 'কম্যুনিস্ট ষড়যন্ত্র'।

হাস্যকর ব্যাপার! কিন্তু—এখন—

হ্যাঁ, কিছু একটা ষড়যন্ত্র অবশ্যই। এবং কল্পনা করতে অসুবিধে নেই, বেশ শক্তপোক্ত ষড়যন্ত্র।

তালিকায় আরেকটি নামের দিকে তাঁর নজর গেল। মেয়ে সাঁতারু—রোয়েনা গোল্ডস্টেইন!

ফোন তুললেন স্কেলি, বিনা ভূমিকায় জিজ্ঞেস করলেন—কানাডায় আসার পর তুমি কোনও ওরিয়েন্টাল লোকের সাথে শুয়েছ?

প্রশ্নের উত্তরে প্রথমে এলো তীব্র প্রতিবাদ, তারপর কৌতূহল—কেন এই প্রশ্ন, এবং অবশেষে দ্বিধাগ্রস্ত স্বীকারোক্তি।

ডাঃ স্কেলি বুঝলেন—আর কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করার দরকার নেই।

৮

সিম্ফোনিক আর্কেস্ট্রায় একটা সুর বাজছিল। এর নাম 'বিশ্ব প্রার্থনা'—ইউনিভার্সাল হিম্। কিন্তু এর অদ্ভুত উচ্চসুর সারা পরিবেশ দূষিত করে দিচ্ছিল। পূর্ব ও পশ্চিম দেশে যে পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডার মজুত রয়েছে, এই সুর তার চেয়ে বেশি ক্ষতি করতে পারে বললে খুব ভুল হবে না।

আসলে, তিন বছর আগে অলিম্পিক কমিটি দশটি দেশের দশজন বিখ্যাত সুরকারকে দিয়ে এই সুর তৈরি করিয়েছিল। উদ্দেশ্য : একটি আন্তর্জাতিক সঙ্গীত—ইন্টারন্যাশনাল অ্যানথেম্। যে সঙ্গীত 'ক্রমবর্ধমান শান্তি ও ঐক্যের সুরে বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রতিনিধিত্ব' করবে।

কিন্তু মনে হয় এই দশজন কম্পোজার গানটি তৈরি করতে গিয়ে পরস্পরকে খুন করেছে। খবরের কাগজে এদের অপদার্থতা নিয়ে সমালোচনা বেরিয়েছে, কয়েকজন পদত্যাগ করেছে। তিনটি দেশ আবার ভয় দেখিয়েছে—তাদের সুরকারদের তাড়ালে তারা অলিম্পিক বয়কট করবে।

রেনি ডাবলিয়ার তার ভারী বুকে হাত রেখে অ্যাটেনশন নিয়ে দাঁড়িয়ে গানের ভাষা চূড়ান্ত অশ্রদ্ধা নিয়ে শুনছিল। একেবারে আবর্জনা, এর চেয়ে La Masseillaise অনেক ভাল। সেটা হলে লোকের পক্ষে মেনে নেওয়া সহজ হতো।

ম্রিয়মাণভাবে সঙ্গীত শেষ হলো। সামনে বিভিন্ন দেশের বারোশো অ্যাথলেট গোল হয়ে বসে আছে। রেনির মতে, পুরো ব্যাপারটা স্টুপিড! এই সাতসকালে এহেন সঙ্গীত শুনতে কার মন চেয়েছে? কোনও আবেদন নেই গানে।

রেনি সামনে রাখা প্যাস্ট্রির প্লেটের দিকে মন দিল। এতে লাভ আছে বরং। কিন্তু এই পৃথিবীতে কি কফি পাওয়া যাবে? পাশে বসা আমেরিকান তরুণটিকে জিজ্ঞেস করল—গানটা ভাল লেগেছে তোমার?

—কি বললে?

—বলছি, গানটা কেমন লাগল। দ্যাট মিউজিক!

—আমি শুনিনি।

সে মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকাল। কি যেন গভীরভাবে ভাবছে সে। কিন্তু রেনির মনে হলো এটা ভান, লজ্জা ঢাকার চেষ্টা। সব অ্যাথলেট এখন ইন্টারন্যাশনাল ব্রেকফাস্টে নিমন্ত্রিত, এখানে এই আমেরিকান তরুণ অস্বস্তিবোধ করছে। অবশ্য রেনিরও অস্বস্তি লাগছে।

কাপ-ডিশের শব্দের মধ্যে দেখা গেল কফি দেওয়া হচ্ছে। থ্যাংক গড!

রেনি আবার জিজ্ঞেস করে—তোমার নাম কি?

—ডন।—নিস্পৃহ উত্তর। ছেলেটি রেনির দিকে না তাকিয়েই উত্তর দেয়।

—তুমি আমেরিকান, তাই তো?

—ইয়েস।

—তোমার বিশেষত্ব কি?

এইবার ছেলেটি পরিষ্কারভাবে রেনির দিকে তাকাল। দৃষ্টিতে অবহেলা, যেন একটা পোকামাকড়কে গা থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাইছে।

—আমাকে বিরক্ত করো না।

তারপর অবশ্য উদাস কণ্ঠে জানাল—আই অ্যাম আ ডাইভার।

মরুক গে! রেনিও বিরক্ত। ইন্টারন্যাশনাল ব্রেকফাস্টের উদ্দেশ্য হলো—সব দেশের প্রতিযোগীরা পরস্পরের সাথে পরিচিত হোক, মতামত বিনিময় করুক। সম্প্রীতি গড়ে উঠুক। অলিম্পিকে আন্তর্জাতিক মিলনের আদর্শ এতে অনেকটা সফল হবে। কিন্তু অনেক বিষয়ের মতো খেলার জগতেও এ ব্যাপারটা অর্থহীন। এই অপদার্থ ছেলেটা অহেতুক লাজুক হোক ক্ষতি নেই, কিন্তু এত দেমাক কিসের?

চুলোয় যাক!

কিন্তু রেনি অবশ্যই ডন কিংসলেকে ভুল বুঝল। সে সত্যিই ভাবনায় আক্রান্ত। সে দূরে ডেবি উইলির দিকে তাকাল। ডেবি একমনে এক ওরিয়েন্টাল লোকের সাথে বকবক করছে।

সেই রাতে ভ্যাল ও জেনির বিদায়ের পর ডন আপ্রাণ চেষ্টা করেছে ডেবির সাথে দেখা করতে। ফোন করেছিল, কিন্তু কেউ লাইন দিল না। সে ডেবির ঘরে গেল, কিন্তু তখন বাইরে থেকে বোঝা গেল আলো নিভে গেছে। ডেবি নিশ্চয় ঘুমন্ত। ডনের সাহস হয়নি অন্ধকারে ডেবির ঘরে চুপিচুপি ঢোকে। এর ফল ভয়ংকর হতে পারে। তাকে বহিষ্কার করা হবে। গতকাল সারাদিন সে চেষ্টা চালিয়েছে, এমন কি রাতেও—একবার সাক্ষাতের জন্য—কিন্তু সবই বিফলে গেছে।

কিন্তু এখন ওই তো সে, ওইখানে। ডনের বুকে-পেটে উত্তেজনা ও ভীতির কম্পন। ডেবিকে একবার একান্তে পাওয়া দরকার। শুধুমাত্র একটি প্রশ্নের জন্য: তুমি কি আমাকে একটা সুযোগ দেবে? আমি তোমার মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে প্রবেশ করাতে চাই। হ্যাঁ, সম্পূর্ণভাবে। আই মিন, অল দ্য ওয়ে!

কিন্তু ডেবি এখন হাসি-গল্পে ব্যস্ত। পৃথিবীর আর কোনও দিকে এখন নজর নেই তার। যদি সে জানত ডনের অন্তরে ও অণুকোষের মধ্যে এখন কেমন এক অদ্ভুত ভয়ের সৃষ্টি

হয়েছে, সে সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলেছে, যে ভয় ভ্যাল সিম্পসন তার দেহমনে সঞ্চারিত করে গেছে—ডন বিশ্বাস করতে শুরু করেছে ভ্যাল সিম্পসন সত্যি কথাই বলেছে।

ডন এখন আবার একটা ভুল করছে। এতো ব্যাখ্যা এবং অপব্যাখ্যা তার মনটাকে পাগল করে দিচ্ছে। ডেবি উইলি সম্পর্কেও তার নতুন ধারণা ঠিক নয়। দূরে দাঁড়িয়ে ডেবি হাসছে ঠিকই , কিন্তু সেটা ওপর-ওপর, ভেতরে সেও বেশ চিন্তিত আছে।

আরেকজন ডেবির দিকে অন্ধ ঘৃণা নিয়ে তাকাচ্ছে। ফ্র্যাঙ্ক মাইলস্! সে ডনের পাশের টেবিলে বসে আছে, তার দৃষ্টি এখন খুনির মতো।

ডেবি বলল, এক্সকিউজ মি, আমি একটু পরে আসছি।

সেই ওরিয়েন্টাল ব্যাটা মাথা ঝোঁকাল, তার মুখে অর্থপূর্ণ হাসি। ডেবি উঠে গিয়ে ফ্র্যাঙ্ক মাইলসের পেছনের চেয়ারে বসল—সামনে দৃষ্টি।

ফ্র্যাঙ্কের কানের কাছে মুখ বাড়িয়ে ধীর স্বরে জিজ্ঞেস করল ডেবি—আমরা কি এক মিনিটের জন্য বাইরে যেতে পারি!

ফ্র্যাঙ্ক চমকে উঠল। ওঃ, এইখানেই ডেবি! তার ডান পাশে এখন, দ্যাট গোল্ডেন গ্লাইডার, তার স্বপ্নের রাজকন্যা। সে এখন তার সাথে কথা বলছে।

—সিওর,—ফ্র্যাঙ্ক বলল, বটে, কিন্তু গলা নার্ভাস বোঝা যাচ্ছে।

খাবারের প্লেট রেখে ওরা ব্যাঙ্কোয়েট হলের পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

—আচ্ছা, তুমি আমার দিকে অমন ভয়ংকর চোখে তাকাচ্ছিলে কেন? ডেবি জিজ্ঞেস করে।

ফ্র্যাঙ্ক একটু অপ্রস্তুত। এমন সোজাসুজি প্রশ্নের জন্য সে তৈরি ছিল না।

—না, মানে, আমি...আমি তোমাকে বাঁচাতে চেষ্টা করছিলাম।

—আমাকে বাঁচাতে? তোমার চোখ দেখে মনে হচ্ছিল তুমি আমায় খুন করতে চাও!

ফ্র্যাঙ্ক লজ্জিত—না, না, তোমাকে নয়। আমি আসলে নোকোমুচিকে দেখছিলাম। আমার মনে হয়, তুমি বিপদে পড়বে, সে সবকিছু নিয়ে বেরিয়ে যাবে।

—ফ্র্যাঙ্ক, কি পাগলের মতো বলছ তুমি!

ডেবি সত্যিই উৎকণ্ঠিত। লোকটাকে পাগল বলে মনে হচ্ছে।

ফ্র্যাঙ্ক জিজ্ঞেস করে—তুমি আমার নাম কি করে জানলে?

ডেবি বলতে চাইল—আমি দেখেছিলাম, ইউ ওয়ার ফাকিং টু গার্লস অন ট্র্যাক। কৌতূহলবশত আমি তোমার সম্পর্কে জানতে চাই, আর খবর পেয়ে যাই, তুমি কে!

কিন্তু মনের কথা মনেই রইল। এভাবে বলা যায় না, সত্যি হলেও। তার ইচ্ছেও রয়েছে এটা প্রকাশ করার, কিন্তু ফ্র্যাঙ্কের বর্তমান মানসিক অবস্থার কথা ভেবে তাকে সাবধান হতে হচ্ছে।

—সকলেই তোমায় চেনে, জানে। তোমার নাম আমি অনেকদিন আগেই শুনেছি।

এই প্রশংসায় ফ্র্যাঙ্কের চিন্তা-ভাবনা আরও জট পাকিয়ে গেল। একটু উত্তেজিত হয়ে সে বলে ফেলল—কিন্তু তুমি জান না, আমি যে তোমাকে বাঁচাতে চেষ্টা করছি সেটা সত্যি। কিন্তু আমি সে কথা সকলকে বলতে পারি না।

—আমি যাই, তোমার কথার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছি না।

ডেবি চলে যাবার উপক্রম মাত্র ফ্র্যাঙ্ক তার হাত ধরে ফেলে, কঠোরভাবে। ডেবি ব্যথা পায়, ভয়ার্ত দৃষ্টিতে সে ফ্র্যাঙ্ককে দেখে।

—আই অ্যাম সরি! ফ্র্যাঙ্ক বলে—আমি তোমাকে আঘাত দিতে চাইনি। আমি কখনওই তোমাকে আঘাত দেওয়া কল্পনাও করতে পারি না।

ডেবি এবার দেখতে পেল ফ্র্যাঙ্কের চোখে অনুতাপ। ছলছল করছে চোখ। একি ভালবাসা, বিশুদ্ধ প্রেম? বত্রিশ বছরের একটা লোকের চোখে শিশুসুলভ দুর্বলতা!

ফ্র্যাঙ্ক বলল, এবার তোমাকে বললে বুঝবে ব্যাপারটার মাথামুণ্ডু আছে। কিন্তু তোমায় শপথ করতে হবে, এর একবর্ণও তুমি কাউকে জানাবে না।

ডেবি মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

ফ্র্যাঙ্কের গলা থেকে এক কাহিনীর প্রতিটি শব্দ যেন ছিটকে বেরিয়ে আসছে, হোঁচট খাচ্ছে। অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে। শুনতে শুনতে ডেবির চোখ বিস্ফারিত, মনে হয়—সত্যি উন্মাদ হয়ে গেছে ফ্র্যাঙ্ক। ওরিয়েন্টাল নারী-পুরুষ দিনকে দিন আমেরিকান টিমে ঢুকে পড়ছে। যৌনতার দিকে প্রবণতা বুঝে খুব সাবধানে অ্যাথলেটদের নির্বাচন করা হয়। ডাঃ স্কেলিও প্রায় অর্ধেক উন্মাদ হতে বসেছেন। এই আহতের তালিকা কোথায় শেষ হবে!

ফ্র্যাঙ্ক তার বক্তব্য শেষ করে। আগ্রহভরে ডেবির দিকে তাকায়। ডেবি চুপ করে থাকে, তারপর তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে উঠে যায়।

ফ্র্যাঙ্ক যেন ওর পেছন পেছন দৌড়তে থাকে, ডেবির দুই কাঁধ ধরে নিজের দিকে ফেরায়।

—কিন্তু, আমাকে তোমার বিশ্বাস করতে হবে। ওরা তোমার পেছনেও রয়েছে, সুযোগ খুঁজছে। কেন নোকোমুচি ঠিক তোমার পাশেই গিয়ে বসেছে? আমি জানি, সে নিজে রোগগ্রস্ত নয়, কিন্তু সে অবশ্যই একজন অসুস্থকে তোমার কাছে ঠেলে দেবে। আমি এও জানি তোমার মতো মেয়ে কারুর সাথে সেভাবে মিশবে না, তবু—

ফ্র্যাঙ্কের চোখে এবার করুণ মিনতি। ডেবিও অবাক হয়ে তাকায়। যদিও এই গল্প এখনও বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু তার দৃষ্টির ভাষাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই রকম পূর্ণ আবেগে কেউ মিথ্যে বলতে পারে না, ফ্র্যাঙ্কের কণ্ঠে যে আশংকার প্রকাশ তার মধ্যে সত্যের গুঞ্জরণ রয়ে গেছে।

—ডেবি, আমার দিকে তাকাও।

ফ্র্যাঙ্ক এবার যেন আদেশ করছে। গলায় সামান্য কঠোরতা।

ডেবি তাকায়। ফ্র্যাঙ্কের একটা আঙুল তার নিজের ডান চোখের দিকে নির্দেশিত।

এইবার চমকে ওঠে ডেবি। হ্যাঁ, ফ্র্যাঙ্কের চোখে শিশুসুলভ সরলতার মধ্যে ফুটে উঠেছে অন্য একটা লক্ষণ—হেপাটাইটিসের কুৎসিত হলুদ দংশন। এমন সে আগেও দেখেছে অন্যত্র। এটা অ্যাথলেটের পক্ষে চরম দুঃস্বপ্ন।

—ডেবি, ওরা আমাকে অলিম্পিক থেকে সরিয়ে দিতে চায়।

ফ্র্যাঙ্ক যেন নিজের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে।

—ফ্র্যাঙ্ক! আই অ্যাম ভেরি সরি—যদি তোমার হেপাটাইটিস হয়ে থাকে। আমি জানি, এটা তোমার পক্ষে কী ভীষণ ট্র্যাজেডি! কিন্তু তার মানে এই নয় যে এই রোগ তুমি পেয়েছ কোনও 'কম্যুনিস্ট ষড়যন্ত্রে'র শিকার হয়ে। যদি এমন কোনও ষড়যন্ত্র থাকতো, আমি জানতে পারতাম, সকলেই টের পেত।

—আরে সেটাই তো ওদের বৈশিষ্ট্য, কেউ টের পাবে না। আমেরিকা কিছু বলার চান্স পাবে না।

—কেন নয়?

—কে বিশ্বাস করবে? এইমাত্র তুমি নিজেই বললে তোমার পক্ষে এটা চরম অবিশ্বাস্য এক গল্প মাত্র। ইন্টারন্যাশনাল প্রেস এই নিয়ে আমাদের হাস্যাস্পদ করবে। তারা বলবে—আমি এই সব গুজব ছড়াচ্ছি নিজেদের দুর্ভাগ্যকে ঢাকা দেবার জন্য। কেউ আমাদের বুঝবে না, কেউ না।

ফ্র্যাঙ্ক আবার বলে—আর যদি কেউ বিশ্বাস করেও, তাতে অ্যাথলেটদের কি সুবিধে? তারা বেশির ভাগ বিবাহিত। যারা বিয়ে করেনি তারা নেহাৎই অল্পবয়েসী, নাবালক। কিন্তু এই অভিশাপ, এই রটনা সারা জীবন জুড়ে থাকবে তাদের। অলিম্পিক কমিটি এই সর্বনাশা ভবিষ্যতের ব্যাপারে ভাবছে না। ছেলেগুলো প্রত্যেকে শেষ হয়ে যাবে। একমাত্র আমিই জানি, সে কোথা থেকে রোগটা পেল। কিন্তু কমিটি ব্যাপারটা পুরো চেপে রেখেছে। তাই তোমায় প্রতিজ্ঞা করতে হবে, এখন কাউকে কিছু বলবে না।

ডেবি এখন বিশাল দ্বন্দ্বের মধ্যে। একদিকে তার কাঁধে ফ্র্যাঙ্কের দৃঢ় হাতের স্পর্শ বলছে—আমায় বিশ্বাস করো, আরেকদিকে কাহিনীটা গুজব বলে মনে হচ্ছে। তবে একটা কিছু নিশ্চয়...

রোয়েনা গোল্ডস্টেইন গত দু'দিন হলো প্র্যাকটিসে আসছে না। কেন? ডাঃ স্কেরি ডেবিকে জানিয়েছেন, রোয়েনার ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে। কিন্তু তিনি আবার ডেবিকে রোয়েনার সাথে দেখা করতে অনুমতি দিচ্ছেন না। কেন? তার মানে, ডাঃ স্কেলিও কিছু একটা গোপন রাখতে চাইছেন।

ডেবি জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা ফ্র্যাঙ্ক, আর কে কে এমন অসুস্থ?

—আমি, মানে,... আমি ঠিক জানি না সব নাম। তবে কয়েকজন, যাদের আমি...

ডেবি বুঝেছে, ফ্র্যাঙ্ক উন্মাদ মোটেই নয়, কিন্তু সে যে নির্দিষ্ট কোনও কেস বলতে পারছে না বা অসুস্থদের নামও জানাতে পারছে না, তাতে মনে হচ্ছে গল্পটা গ্রহণযোগ্য নয়।

—কোনও সুইমার? ডেবি সাধারণভাবে জিজ্ঞেস করে।

—সুইমার! আমি ঠিক...আচ্ছা এক মিনিট—হ্যাঁ, একজনকে মনে পড়েছে। একটি মেয়ে, টিনএজার, নামটা একটু খটমট। গোল্ডফিংগার বা ওই জাতীয় কিছু। আমাদের বেস্ট হোপ। কিন্তু ডাঃ স্কেলি বলেছেন—শী ইজ আউট!

ডেবি এবার সিঁড়ির ওপর বসে পড়ল। একটা মানসিক আঘাত তাকে পীড়া দিচ্ছে। ফ্র্যাঙ্ক মাইলসের কথা সত্যি। সম্পূর্ণ সত্য। সে ফ্র্যাঙ্কের দিকে সোজাসুজি তাকাল।

ফ্র্যাঙ্ক বলল, এবার তুমি বোধ হয় আমার কথা বিশ্বাস করেছ, তাই না?

ডেবি উত্তর দিতে সময় নিল।

—ইয়েস।

—তাহলে ওখানে আর ফিরে যেও না। ওরা তোমাকেও এই খারাপ ব্যাপারে জড়াতে পারে, আমি সেটা সহ্য করতে পারব না। ওদের এই ষড়যন্ত্র এইভাবে চলতে দেওয়া যায় না। আমি নোকোমুচিকে প্রচণ্ড মারতে চাই। এই রেসে আমি দীর্ঘ আট বছর ধরে সুযোগের অপেক্ষায় আছি। এটা আমার থেকে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

—ফ্র্যাঙ্ক! ডেবি শান্তভাবে বলল, ডোন্ট বি ক্রেজি। তুমি এখন দৌড়ে একটা লক্ষ্যেই পৌঁছবে, হসপিটালের বেডপ্যান।

ফ্র্যাঙ্ক চিৎকার করে উঠল—না, আমি তা সইব না। ওদের মার খাব না আমি। আমি এই রোগ তুচ্ছ করে ছুটব। শরীরের চেয়ে আমার মনের জোর বেশি। আমি পজিটিভ চিন্তায় বিশ্বাসী। স্কেলি তা জানেন না। আমি অসুস্থতা নিয়েই নোকোমুচিকে হারাব।

ডেবি বলল, ফ্র্যাঙ্ক, এবার তুমি অবাস্তব, হাস্যকর কথা বলছ। যদি হেপাটাইটিস একবার তোমার শরীরে ছেয়ে যায়, তোমার মৃত্যু হবে। তাই তোমাকে অতখানি রোগগ্রস্ত হবার আগে থামতে হবে, বিশ্রাম নিতে হবে।

ফ্র্যাঙ্কের শিশুসুলভ দুঃসাহস দেখে ডেবি বিরক্ত।

—আই ডোন্ট কেয়ার। ফ্র্যাঙ্ক জানায়।

ডেবি অবাক হয়ে তাকায়। কিন্তু ফ্র্যাঙ্ক যা বলছে, আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলছে, তার কথার মধ্যে কোনও ছলনা নেই। এর মধ্যে হাসি-ঠাট্টার প্রশ্নই ওঠে না। ডেবির দায়িত্ববোধ বেড়ে যায়। ফ্র্যাঙ্কের এসব কথা ডেবিকে বলার অর্থ—ও ডেবির মঙ্গল চায়। তাই ডেবিরও কৃতজ্ঞ প্রতিদান কর্তব্য। ডেবিও পারে না—এই ম্যানিয়াক নিজেকে মেরে ফেলুক।

ফ্র্যাঙ্ক, বসো। ওর হাত ধরে ডেবি। ধপ করে ডেবির পাশে সিঁড়ির ওপর বসে ফ্র্যাঙ্ক। তার চোখে ডেবির সৌন্দর্যের প্রভাবও লক্ষণীয়।

—ফ্র্যাঙ্ক, তুমি আমায় পছন্দ করো। ইউ লাইক মি, তাই না?

—ইয়েস।

—তাহলে তুমি আমার কথা শুনবে। শুনবে তো?

—ইয়েস।—গলায় একটু দ্বিধা।

—ফ্র্যাঙ্ক, আমি তোমাকে একটা গোপন কথা বলছি। এটা তোমার খবরের চেয়ে অনেক বেশি গোপন রাখা হয়েছে। শুধুমাত্র আরেকজন এটা জানে। তুমিও প্রতিজ্ঞা করো—কাউকে বলবে না।

—অফ্ কোর্স!

—ফ্র্যাঙ্ক, আমার মধ্যে কোনও গোলমাল নেই। কখনও ছিল না।

—গোলমাল বলতে তুমি কি বোঝাতে চাইছ? তোমার রক্তের অসুখ আছে, তাই তুমি কম্পিটিশনে যোগ দিতে পার না।

—না, তা নয়। ফ্র্যাঙ্ক, আমার কোনও রক্তের অসুখ নেই। এ সমস্তই বানানো, আমি আর ডাঃ স্কেলি মিলে এটা রটিয়েছি। কারণ, আমি কম্পিটিশনে যোগ দিতে চাই না।

—কি বলছ তুমি!

—দ্যাটস্ রাইট ফ্র্যাঙ্ক। আমি আগেই যা বুঝেছি, তোমার এখনই তা বোঝা দরকার, তোমার জীবন এর ওপর নির্ভর করছে।

ডেবির গলায় আবেগ। সে বলে যায়—দেখ ফ্র্যাঙ্ক, অ্যাথলেটেরা আসলে যন্ত্রমাত্র। কখনও মালিকের হাতে, শখের খেলোয়াড় বা কলেজের কর্তাব্যক্তি বা পলিটিশিয়ানদের হাতে। তারা কেউ অ্যাথলেটদের ব্যক্তিজীবনটার কথা ভাবে না। তারা তোমার সবকিছু শুকিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে তারপর ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

ডেবি নিজেই একটু উত্তেজিত হয়ে পড়ে—হ্যাঁ, এইভাবে আমাকেও ওরা ব্যবহার করতে চেয়েছিল। তারা আমার সমস্ত নারীত্ব, সৌন্দর্য, কোমলতা চূর্ণ করে আমাকে একটি পেশিসর্বস্ব স্তম্ভ বানাতে চেয়েছিল। একটা গোল্ডমেডেল মেশিন। কিন্তু আমাকে কায়দা করতে পারেনি। একদিন তারা বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল, আর সেই দিনই আমি সরে গেছি। সেই থেকে আমি আমার মতো আছি—ওদের হাতের পুতুল নই আমি।

ডেবির স্মৃতিচারণা চলছে:

—ফ্র্যাঙ্ক, আমি মিউনিকে গিয়েছিলাম। ঠিক কথা, ওই অলিম্পিকে। সেখানে ঠিক মতো ট্রেনিং নিলে আমি সবাইকে হারাতে পারতাম। কিন্তু তা করলাম না। দেখ, আমি আঠারো মাস ধরে সাঁতার কাটছি, কিন্তু আমার শরীরে বিশ্রী কঠোর মাসল্ তৈরি হয়নি। আমি তেমন হতেও দেব না। আমি নিজেকে কদাকার করব না, আমি এমন মেয়ে হব না যাকে পুরুষের কাছে লাভ অ্যান্ড সেক্স ভিক্ষে চাইতে হয়। আমি কিছুতেই রোয়েনা গোল্ডস্টেইন হতে চাই না। সে বেচারি বোধহয় কোনও এক ওরিয়েন্টালের সাথে দু'-এক মিনিট কিছু উল্টোপাল্টা করে থাকবে। বোধহয় সে লোকটাই একমাত্র পুরুষ যে রোয়েনার মতো নারীত্বহীন নারীর দিকে মন দিয়েছে।

—ডেবি! ফ্র্যাঙ্ক চিৎকার করে উঠল—তুমি যা বলছ, আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

—ওয়েল, বেটার বিলিভ ইট! আরও ভাল, তুমি এবার নিজের সম্পর্কে ভাবনা শুরু করো। তোমার কি মনে হয়, যদি তুমি ট্র্যাকের ওপর পড়ে মরে যাও, কারুর কিছু আসবে-যাবে? কমিটির কেউ তোমার কবরখানায় যাবে? না, আদৌ নয়। তাদের সময় নেই। তারা ঠিক নেক্সট রানার খুঁজে নেবে। তাকে বলবে তুমি কি বিরাট দৌড়বীর। তোমার দেহ পুরোপুরি ঠাণ্ডা হবার আগেই নতুন ক্যান্ডিডেটের অভিষেক হয়ে যাবে।

বিমূঢ় হয়ে ডেবির কথা শুনছে ফ্র্যাঙ্ক।

—ফ্র্যাঙ্ক, তুমি কি পাবে জানো? খবরের কাগজের ক্ষুদ্রতম একটি জায়গায় দুই-তিন লাইনে তোমার মৃত্যু-সংবাদ ঘোষিত হবে।...তার চেয়ে কি ভাল নয় তুমি বেঁচে থাকো, জীবনকে জানো! তুমি নিজেকে একটা যন্ত্রে পরিণত করো না। নিজের ভাগ্য নিজের হাতে নাও।

এইবার ফ্র্যাঙ্ক চিৎকার করে ওঠে—আমি বেঁচে আছি। আমি আমার ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করি। আর আমার ভাগ্যে রয়েছে—১৯৭৬-এর অলিম্পিকের সোনার মেডেল।

উত্তেজনায় ফ্র্যাঙ্কের নাকের পাটা ফুলে উঠেছে। ডেবির দিকে তার এখনকার দৃষ্টি বিদ্বেষভরা। ডেবি ভয় পেয়েছে। ভীরু, পালিয়ে গেছে। ডেবির প্রতি ফ্র্যাঙ্কের অনুভূতি পাল্টে যাচ্ছে।

ফ্র্যাঙ্ক ডেবির সামনে একদলা থুথু ফেলল।

—তুমি আমাকে বোকা বানাচ্ছিলে। শুধু আমাকে নয়, এইভাবে তুমি এই দেশের অনেককেই বোকা বানিয়েছ। শোন ডেবি, বাচ্চারা তোমার কাছে অটোগ্রাফ নিতে ছুটে আসে, তারা এখন তোমার অতীতের সেই গোল্ডেন গ্লাইডার মূর্তিটা মনে করে মুগ্ধ হতে চায়। কিন্তু সত্যি বল তো, তাদের চোখের দিকে তুমি তাকাও কি করে। তুমি তো তোমার নিজের আসল পরিচয় জানো, এহেন পুজো পাওয়ার কোনও যোগ্যতা তোমার নেই।

এবার ফ্র্যাঙ্ক ঊর্ধ্বশ্বাসে বলে যাচ্ছে—ডেবি, তুমি ঠগিনী। তুমি পলাতকা। তুমি ব্যর্থ এবং স্বার্থপর। তুমি শুধু নিজের জন্য ভাবো। সেই ভাল, তুমি নিজেই নিজেকে নিয়ে থাকো, কারণ অন্য কেউ তোমার মতো লোককে বিশেষ পাত্তা দেবে না। ইউ আর শিট্, ডেবি, পিওর শিট্!

ডেবি পাথরের মতো নিথর।

ফ্র্যাঙ্কের কথা তাকে পাথর করে দিয়েছে।

৯

জ্যান কার্টরাইট অনুভব করছে, আবার সেই রকম হচ্ছে। তার দুই পায়ের সন্ধিস্থলে আবার কে যেন সাড়া জাগাচ্ছে। যে এমন করছে সে বাইরের কেউ নয়, তারই নিজের অংশ। তার প্যান্টির ভেতর সে জেগে উঠছে।

কি করবে এখন জ্যান?

তার সামনে, একদম কাছে, তাকে আলিঙ্গনে জড়িয়ে রেখেছে ত্যানসেঙ। ওরিয়েন্টাল অ্যাথলেট! ত্যানের হাতে জ্যানের হাত, দু'জনে হাসছে, ত্যানসেঙ-এর মুখে ওরিয়েন্টাল হাসি।

এটা সুন্দর সকাল। জ্যানের চোখে আজকের সকালটার রূপ যেন নতুন। মেঘহীন নীল আকাশ, উজ্জ্বল সূর্যকিরণ, জ্যান এখন এমন একটা কিছু করতে চায়—যা নতুন, যা তাকে করতে নিষেধ আছে। দুটো ব্যাপার একসাথে চলে না। তবু এটা একটা মজা, নিছক মজা, পিওর ফান্।

প্রথম কথা হলো, সে আর ত্যানসেঙ ইন্টারন্যাশনাল ব্রেকফাস্ট থেকে পালিয়ে এসেছে। সবাইকে জানিয়েই এসেছে অবশ্য। তীব্র প্রতিবাদ উঠেছিল—নো, নো—এই ব্রেকফাস্টের মধ্য দিয়ে বিশ্বের সব দেশ পারস্পরিক সম্প্রীতি বিনিময় করে।

দ্বিতীয় কথা, ডাঃ স্কেলি জ্যানকে বলেছেন কখনও ত্যানসেঙ-এর সাথে দেখা করবে না। এটা আদেশ, কিন্তু হাসিমুখেই জানিয়েছিলেন ডাঃ স্কেলি। জ্যান মোটামুটি বাধ্য মেয়ে। বাবা-মায়ের কথাও শুনে চলে।

কিন্তু কেন এই নিষেধ?

জ্যানকে বোঝানো হয়েছিল—কারণটা পরে বলা হবে, এখন সে যেন এই নিষেধ মেনে চলে।

কিন্তু কাল রাতে ত্যানসেঙ জ্যানের ঘরের জানলায় ঢিল ছুঁড়েছিল। সেই পাথরের সাথে একটি ছোট চিঠি আটকানো ছিল। তারপর জ্যান সব ভুলে গেছে। কেন, ত্যানের সঙ্গে দেখা করতে বাধা কি? সেই বাধা সে মানবে কেন? বিশেষ করে কেউ যখন কোনও কারণ বলছে না। জ্যানের মন বলছে—চলো। সেই মনের তাগিদেই আজ ত্যানসেঙ-এর সাথে দেখা করেছে জ্যান।

এর তিনদিন আগে ওদের দেখা হয়েছিল। জ্যানকে দেখে ত্যানসেঙ এগিয়ে এসে ওর প্রশংসা করেছিল। প্যারালাল বারে জ্যানের প্র্যাকটিসের সময় কিছু ত্রুটি নজরে পড়েছিল ত্যানের। তাই সে জ্যানকে জানিয়েছিল—কি করে সেটা শোধরাতে হবে। ত্যান নিজে কৃতি জিমন্যাস্ট, দু' বছর আগে একটা দুর্ঘটনায় ওর কাঁধের হাড় ভেঙেছে।

তবু তার দেশ তাকে মন্ট্রিলে পাঠিয়েছে, অন্তত অলিম্পিকের পরিবেশের সাথে পরিচিত হোক। তারপর দেখা যাবে। ত্যানের বয়েস মাত্র আঠারো, তাই তার দেশে কর্তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস—১৯৮০-তে সে একটা বিরাট কিছু করবেই।

ত্যানের তেষ্টা পেয়েছিল—জ্যানকে একটা কোল্ড ড্রিংকস খেতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল।

—লেট আস হ্যাভ আ কোক্!

তারপর গল্প জমে ওঠে, ত্যান প্রায় নির্ভুল ইংরেজি বলে। কাফেটোরিয়াতে ওরা মন খুলে কথা বলতে থাকে। দেশে তাকে খুব সিরিয়াসলি পড়াশুনো করতে হয়, তাহলে গেমস্-এর ব্যাপারে কতটা মন দেবে! ত্যান খোলামনের হলেও একটু লাজুক। তাই জ্যানকেই সাহস জোগাতে হয়েছে। জ্যান লক্ষ্য করেছিল—ত্যান খুবই ভদ্র এবং ভাল মনের এক তরুণ।

তারপর থেকে এই ক'দিন তারা প্রত্যেকটি নিভৃত মিনিট একসাথে কাটিয়েছে। এখন তারা হাত ধরে হাঁটছে, হাসি-ঠাট্টা করছে। অলিম্পিক ভিলেজের সবুজ ঘাসের ওপর দিয়ে মনের আনন্দে হেঁটে চলেছে ওরা।

বেড়াতে-বেড়াতেই কেমন উত্তেজনা গ্রাস করে জ্যানকে। সে বুঝতে পারে শুধু তার হার্ট নাচছে না, তার ক্লিটরিচ শক্ত হয়ে উঠে এসে তার যোনিমুখের মাংসে ছোঁয়া দিচ্ছে। এই প্রথম দেহমন জুড়ে এমন অনুভূতি! অবাক হয়ে জ্যান ভাবে—একেই কি ভালবাসা বলে? মনের এই ভাললাগার সাথে দেহের ভিতরের ক্লিটের কি সম্পর্ক! ডাঃ স্কেলি কি এইজন্যই বলেছিল—তুমি যখন আরও বড় হবে, তখন বুঝবে।

ঠিক এই সময়েই ত্যানসেঙ বলল, আমি কেমন উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছি জ্যান!

—বিশ্বাস হচ্ছে না আমার—জ্যান হেসে বলে।

—কি বিশ্বাস হচ্ছে না?

—তুমি মেয়েদের ব্যাপারে উত্তেজিত হও। তুমি একটা বাচ্চা ছেলে, এসব ব্যাপারে বয়স্করাই বেশি এগিয়ে আসে।

—সেটা হয়তো আমেরিকায়। কিন্তু আমাদের দেশে নয়। আমার দেশ সুপ্রাচীন—খুব গৌরবের ইতিহাস। আমার উত্তর আমেরিকার মানুষদের দেখার সুযোগ হয়েছে। এখানে অনেকরকম লোক আছে। আমাদের এত বিভিন্নতা নেই।

—তুমি কি তাদের ছবি তুলেছ?

—ও, ইয়েস, আমি যা যা দেখেছি, তার বেশ কিছু প্রমাণ আছে।

দু'জনের মুঠোয় ধরা হাত এবার দুলতে লাগল। কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটছে ওরা, জ্যানের মনে একটা আবেগ ছড়িয়ে যাচ্ছে। পাখির গান, মধুর বাতাস, গাছের পাতা দুলছে। সত্যি প্রেমে পড়েছে জ্যান। এতো সহজে? কিন্তু সবকিছু ভাল লাগছে তার।

চলতে চলতে একটা জঙ্গল জাতীয় জায়গার ধারে এসে পড়ল ওরা।

ত্যান বলে—এখানে আমরা বসি।

—কেন?

ত্যানের বাহু এবার জ্যানের কোমর, তারপর পশ্চাদদেশ জড়িয়ে ধরে।

—কারণ, আমি—

ত্যান ঝুঁকে পড়ে একটা চুমু দেবার চেষ্টা করে। সে জ্যানের চেয়ে মাত্র এক ইঞ্চি লম্বা। জ্যান টের পায় ত্যানের ঠোঁট তার ঠোঁটে সামান্য ঘষা খেল। চোখ বোজে জ্যান। সে মাথা পিছিয়ে ত্যানকে সুযোগ দেয়। প্রথম চুমু শান্ত-নরম। ত্যানের ঠোঁট মিষ্টি, চুম্বনের সিক্ততা জ্যানের শরীরে শিহরন আনে।

এইবার জ্যান টের পায়—ত্যানের জিভ তার দুই ঠোঁট লেহন করছে। মুখ হাঁ করে জ্যান, ত্যানের জিভ এবার জ্যানের মুখ-গহ্বরে। গালের ভেতরের দেয়ালে জিভ বুলোচ্ছে ত্যান। শুধু তাই না—ক্রমশ এই লেহন ব্যাপ্ত হচ্ছে মুখের টাগরায়, তার নিজের জিভকে জড়িয়ে। জ্যানের নিঃশ্বাস ভারী হয়ে আসছে, বুকে দপদপ উত্তেজনা—এমন কখনো আগে হয়নি।

চুমুতে দমবন্ধ হয়ে যাচ্ছে তার। জ্যান সরে এলো।

ত্যান হাত রাখল ওর কাঁধে। ধীরে ধীরে ঘাসের ওপর শুইয়ে দিল জ্যানকে।

—শোন, আমাদের দেশে এই নিয়ম। নতুন ভালবাসা উপভোগ করা হয় সকালবেলা, দিনের আলোয়। সকাল মানে দিনের শুরু, আগমনের প্রতীক। সন্ধ্যা হচ্ছে শেষ। এর মাঝে দীর্ঘ দিন হচ্ছে জীবনের প্রতিভূ—দুই প্রেমিকের জীবন—যা তারা একসাথে মিলে-মিশে কাটাবে।

জ্যান বিমুগ্ধ।

দেশের প্রথার কথা তুলে ত্যানসেঙ কি বিয়ের প্রস্তাব দিতে চাইছে?

—আমাদের প্রেম আমরা সেলিব্রেট করব, জ্যান!

বলতে বলতে জ্যানের সাদা ব্লাউজের গলার কাছে বোতামটায় হাত রাখে ত্যান। এই ভঙ্গিটা এত সুন্দর, ভদ্র, আদরের মতো, যে জ্যান বাধা দেবার কোনও চিন্তাই করতে পারল না। ত্যানের আঙুল একে একে সবগুলো বোতাম খুলে ফেলল। ঢিলে ব্লাউজের মধ্যে থেকে এবার ব্রা-ঢাকা ফুলে ওঠা বুক দেখা যাচ্ছে। ব্রা-এর দুই কাপের নিচে তরুণীর বুকের নরম মাংস শক্তভাবে বাঁধা রয়েছে। ত্যান ঝুঁকে পড়ে আবার চুমু দিল। তার একটা হাত এবার ব্লাউজের ভিতরে। জিভে জিভে জড়িয়ে গেছে। নরম, স্পঞ্জের মতো দুই জিভ। আর এক হাতে জ্যানের ডান স্তনের ওপর সামান্য চাপ ও ঘষা শুরু করল ত্যান।

জ্যান এবার স্পষ্টভাবে বুঝল—তার ক্লিট বিদ্রোহ করে সোজাসুজি উঠে দাঁড়াচ্ছে। সে দু'হাতে দৃঢ়ভাবে জড়িয়ে ধরল ত্যানের শরীর। ত্যান এবার এই আলিঙ্গনের মধ্যে ব্লাউজটা পুরো খুলে নিল। হাল্কা বাতাসে উড়ে গেল ব্লাউজ। শুধু স্কার্ট আর ব্রা-পরা জ্যানের শরীর দিনের আলোয় ভরা আকাশের নিচে—সুন্দর!

এইবার নিজেই চুমু থামাল ত্যান।

দ্রুত নিঃশ্বাসের সাথে জ্যানের বুক ওঠা-নামা করছে। জ্যানের উত্তেজনায় ত্যানও বিস্মিত। জ্যানের চুমু খাওয়ার মধ্যেই বেঝা যায় সে একদম অনভিজ্ঞ—পুরুষ সম্পর্কে তার কোনও অভিজ্ঞতা নেই।

কিন্তু জ্যান কার্টরাইট আপনা-আপনিই এক 'হটবেড অব প্যাগন', চার বছর আগে মাসিক-স্রাবের প্রথমেই তার মনে এই ভালবাসার আবেগ সুপ্ত ছিল, আজ ষোল বছরে সেটা বেশ স্পষ্টভাবে জেগে উঠেছে। এই অনুভূতির দল যেন তার মনে ওৎ পেতে ছিল কারুর প্রতীক্ষায়। ত্যানসেঙ সেই প্রথম পুরুষ।

ত্যান ফিসফিস করে বলছে—আমাদের দেশে প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পরের দেহ ভোগ করে বিশেষ আনন্দ নিয়ে। তাদের ভালবাসা, তাদের শরীর তারা সাগ্রহে প্রকাশ করে।

জ্যান বুঝতে পারছে ত্যানের কথার অর্থ। তার মনে এবার আদিম বৃত্তি জেগে উঠছে। আদি নারীর থেকে আধুনিক নারীর প্যাসন একই থেকে গেছে। যুগে যুগে, কালে কালে।

এবার নিজের হাতে ব্রা খুলছে জ্যান। হ্যাঁ, সেও প্রকাশ করবে তার সৌন্দর্য, দুই সুগোল স্তন তাই প্রস্ফুটিত ফুলের মতো নিজেদের মেলে ধরল। দূরে ঘাসের ওপর ব্রা ছুঁড়ে ফেলে দিল জ্যান।

স্তনবৃন্ত দুটি শক্ত কুঁড়ির মতো হয়ে যেন ভালবাসা ভরা বুকের উত্তেজনার পরিমাপ বুঝিয়ে দিচ্ছে। গর্বিত হয়ে মাথা তুলছে স্তন ও স্তনের বোঁটা। পারফেক্ট সাইজ, জ্যানের দেহের গঠনের সাথে খাপ খাইয়ে। মানানসই তার বুক।

ত্যানের হাত যেন ভক্তিভরে গ্রহণ করে জ্যানের বুক। নিপলের ওপর আঙুল লাগতেই যেন ইলেকট্রিক শক অনুভব করে জ্যান। সারা দেহে বিদ্যুৎ তরঙ্গ।

—এবার তুমি, তোমার—

কোনওমতে বলে জ্যান, ত্যানের দুই হাত তার বুকে যে দলন-পেষণ করেও আরামের আদর ছড়াচ্ছে, মাঝে মাঝে ধীর সুড়সুড়ি দিয়ে শিহরন তুলছে—তাতে স্পষ্ট করে কথা বলা সম্ভব নয় জ্যানের পক্ষে। ত্যানের দুই হাতে তার স্তন-পরিক্রমা। সর্বত্র।

হাঁটু মুড়ে বসে ত্যান। দ্রুত হাতে শার্ট খোলে। মেদহীন অ্যাথলেটিক বুক, ভাঁজে ভাঁজে পাতলা পেশি। নিয়মিত এক্সারসাইজে তৈরি শরীর।

ত্যানের বুকে হাত রাখে জ্যান। পুরুষের বুকে নারীহস্তের বিচরণ।

—তোমার বুক খুব সুন্দর!—জ্যান বলে।

—কিন্তু তোমার বুকের সৌন্দর্যের সাথে তুলনা চলে না—মজার সুরে সত্যি কথা বলে ত্যানসেঙ।

জ্যান বলে—তোমার বাকি শরীরটা আমাকে দেখাও।

নারীর আগ্রহ পুরুষ শরীর দর্শনে।

ত্যানকে সামান্য নীরব দেখে জ্যান নিজেই ওর বেল্টের বাকল্‌সে হাত দেয়। প্রত্যাশায় অধীর অন্তর, সে জানে পুরুষেরা নারীর থেকে দেহের দিকে আলাদা কয়েকটি বিষয়ে—দে আর ডিফারেন্ট বিটুইন দেয়ার লেগস্। কিন্তু জ্যান জানে না—সেটা কি পার্থক্য, কতখানি অসাদৃশ্য। এখুনি কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সেটা জানা যাবে। জ্যানের উত্তেজনা এখন সীমাহীন।

টান্‌টানি করে ত্যানসেঙের বেল্টটা খুলতে পারছে না জ্যান। তাই ত্যান নিজেই কোমরে হাত দেয়। বেল্ট খুলে ছুঁড়ে ফেলে। এইবার বাকিটা জ্যান করুক। তাই ত্যানের হাত আবার অমোঘভাবে ফিরে আসে জ্যানের দুই বুকের ওপর। লাভলি ব্রেস্টস্!

জ্যান এবার স্ল্যাকসের জিপার টেনে নামায়। টাইট স্ল্যাকস্ আনাড়ি হাতের টানে উরুর কাছে নেমে আসে। স্ল্যাকসের নিচে ত্যানের পরনে ঢিলে সাদা আন্ডার-শর্টস্! সামনের দিকটা ফুলে আছে। জ্যান ভাবতে চেষ্টা করে—কি বস্তু সেটা!

হঠাৎ মুখ দিয়ে তার বেরিয়ে যায়—আরে তুমি তো আমার চেয়ে অনেক বড় মনে হচ্ছে!

ত্যান ঠিক অর্থটা ধরতে পারে না। এর মধ্যেই জ্যান তার ছোট আন্ডারপ্যান্ট নামিয়ে দিয়েছে—এবং দেখছে—কি আবিষ্কৃত হলো। হ্যাঁ, ত্যানের হলুদবর্ণ ট্যান্-লিঙ্গ দেহের গা থেকে বেরিয়ে এসেছে একটা ছোট ইস্পাতের গজালের মতো। আকৃতি পাঁচ ইঞ্চিরও কম—কিন্তু শক্ত দৃঢ় পেরেকের মতো।

—কি সুন্দর!—জ্যান উল্লসিত—আমারটার চেয়ে অনেক বড়!

প্রথম মন্তব্যটাকে আদৌ ধরেনি ত্যান, কিন্তু ওই ধরনের কথার পুনরাবৃত্তি তাকে চমকে দেয়। 'আমারটার চেয়ে বড়' মানে কি? 'আমারটা'—মানে জ্যানেরটা? কিন্তু জ্যানের কথা মানে বুঝতে অক্ষম ত্যানসেঙ। মনে হয় কোনও ওরিয়েন্টাল সন্ন্যাসিনীর মতো অনভিজ্ঞ অজ্ঞ জ্যান!

জ্যানের সুন্দর ভাঁজ দেওয়া স্কার্টের সাইড বোতামগুলো খুলতে থাকে ত্যান। হঠাৎ অনুভব করে জ্যানের হাত তার কব্জি চেপে ধরেছে।

—না,—জ্যান বাধা দেয়। ত্যান চমকে ওঠে। এমন মুহূর্তে বাধা কেন? কল্পনা করা যায় না।

জ্যান বলে—তুমি না, আমি নিজেকে প্রকাশ করছি। তোমার জন্য, তুমি দেখ, ভালবাস, আদর করো।

স্কার্ট খোলে জ্যান। হাঁটু মুড়ে বসে। তারপর উঠে দাঁড়ায়। এখন তার পরনে শুধু প্যান্টি। প্যান্টির ইলাস্টিক বাঁধনের কাছে কিছুক্ষণ বিরতি—লক্ষ্য করে কতখানি অস্থির ত্যান! তারপরেই প্যান্টি নামিয়ে দেয়।

কিছুক্ষণের জন্য মুগ্ধ দৃষ্টি ত্যানের। কোঁকড়ানো নিম্নাঙ্গের লোম সুদৃশ্য।

পরক্ষণেই পরম রহস্য আবিষ্কার করে ত্যান। একি! যোনিমুখের মধ্যে দিয়ে উঁকি মারছে কোন অঙ্গ! দীর্ঘ, রক্তবর্ণ, ছোট পুংলিঙ্গের মতো। কি এটা!

ত্যান লাফিয়ে ওঠে। অবিশ্বাস্য!

কিন্তু জ্যানের মুখে প্রফুল্ল হাসি। সে মনে করল তার দেহসৌন্দর্য তার প্রেমিককে চরম উত্তেজিত করেছে।

এবার ত্যানের কণ্ঠে আদেশের সুর—দু' পা ফাঁক করো তো। স্প্রেড্ ইওর লেগস্!

হাসিমুখে আদেশ পালন করে জ্যান। বসে বসেই প্যান্টি পায়ের গোড়ালি থেকে খুলে ফেলে। দূরে ছুঁড়ে ফেলা স্কার্টের ওপর রাখে। দু' পা যতখানি সম্ভব প্রসারিত করে সে ত্যানের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে।

ত্যান বিস্ফারিত চোখে লক্ষ্য করে জ্যানের ক্লিটরিচ ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে। হাত বাড়িয়ে সেটা ধরে ফেলে ত্যান। জ্যান শিহরিত হয়—ওঃ ত্যান, দারুণ আরাম লাগছে. অপূর্ব! তার কথার সাথে সেই ইন্দ্রিয় যেন সুখানুভূতির স্বীকৃতি জানাচ্ছে।

জ্যানের নিম্নাঙ্গ দু' হাতে করে তুলে ধরে ত্যান খুব মন দিয়ে দেখতে থাকে। জ্যানের উরু দুটো চেপে ধরে আবার আদেশ করে—শুয়ে থাকো!

বাধ্য মেয়ে জ্যান। আদেশ পালিত হয়। জংলী ঘাসের বিছানায় সম্পূর্ণ নগ্ন জ্যানের মনে হয় সে যেন ভেসে যাচ্ছে। তার মাথার নিচে মাটি, চোখের ওপরে নীল আকাশ।

এবার সে টের পায়, ত্যানের হাত তার উরু থেকে সরে গেল। তার হৃদয় এখন আবেগমথিত। বুঝতে পারল—একটা সুখের কিছু ঘটতে চলেছে।

পরক্ষণেই সে শুনতে পেল একটা অদ্ভুত শব্দ। ভীষণ অদ্ভুত। এই পরিবেশে অকল্পনীয়।

একটা ক্যামেরার 'ক্লিক' আওয়াজ। যান্ত্রিক শব্দ পর পর—ক্লিক, ক্লিক, ক্লিক।

মাথা তোলে জ্যান। প্রথম নজরে আসে তার দৃঢ় ক্লিটরিচ তার যোনিমুখ দিয়ে সুস্পষ্টভাবে বেরিয়ে এসেছে। দিগন্তের পটভূমিতে স্কাইস্ক্র্যাপারের মতো বললে ভুল হবে না।

তারপর দেখে ত্যানসেঙের হাতে পোলোরয়েড ক্যামেরা, চারপাশে ঘুরছে, শাটার টানছে ত্যান। মুখে শয়তানের হাসি।

আসলে এই হাসিটাই বেশি চমকিত করে জ্যানকে। মনে হয়, ত্যান যেন একটা মুখোশ খুলে আরেকটা মুখোশ পরেছে। যে ছেলেটিকে সে ভালবাসছিল, তার মুখ এখন বীভৎস, লোভাতুর, বিদ্বেষপূর্ণ।

নগ্নদেহ জ্যান জিজ্ঞেস করে—ত্যানসেঙ! কি করছ তুমি?

ত্যানের উত্তর হলো এক বিষাক্ত অট্টহাসি। দ্রুত পোশাক পরছে ত্যান। অর্থাৎ জ্যানের চোখে পড়ে একটি উলঙ্গ পুরুষদেহের কাঁধে শুধু ক্যামেরার চামড়ার স্ট্র্যাপ। আর ছোট গজালের মতো লিঙ্গটা এখন শিথিল হয়ে কুঁকড়ে গেছে, চোখেই পড়ে না প্রায়!

ত্যান নিজের কাজ শেষ করে ফেলেছে। এখন তার দ্বিতীয় সফলতাটা জ্যান কার্টরাইটকে আর জানাবার দরকার নেই। ক'দিন পরেই জ্যান টের পাবে হেপাটাইটিসের সংক্রমণ। ত্যান মোটেই কোনও অদ্ভুত অঙ্গের প্রাণীর সাথে সঙ্গমে ইচ্ছুক নয়।

এখন একটাই কাজ তার। সমস্ত ফটোগুলো নিয়ে IOC অফিসে জমা দিতে হবে।

অ্যান্ড জ্যান কার্টরাইট উইলি বি আউট ফ্রম দ্য অলিম্পিক টিম! ইয়েস, অবশ্যই।

১০

পাঁচদিন কেটে গেছে। সূর্যকিরণ বিদায়।

মন্ট্রিলের পথেঘাটে এখন টানা বৃষ্টিপাত।

সব সময়েই এমন ঘটে। ট্যাক্সি থেকে একটি আমেরিকান যুবক নামতেই ফ্রেঞ্চ টোনে ড্রাইভার বলল, এরকমই দুর্ভাগা মন্ট্রিল বরাবর।

সত্যি এত মাসের প্রস্তুতি, কত উদ্যোগ, টাকা-পয়সার শ্রাদ্ধ। কিন্তু যেদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অলিম্পিক টর্চ জ্বলে উঠল, তার পরদিন থেকেই বৃষ্টি। এমন নয় যে গেমস্ ধুয়ে মুছে যাবে, কিন্তু বিশ্রী একটা আবহাওয়া Sacne Bleu!

ডন কিংসলে ড্রাইভারের হাতে একটা পাঁচ ডলারের বিল দিল, চেঞ্জ ফেরতের অপেক্ষায়। বৃষ্টি পড়ছে, কলারটা সোজা করে তুলে দিল ডন।

রাস্তার পাশে পাশে বাড়ি-দোকানে যেটুকু শেড আছে, তার তলা দিয়ে এগোল ডন—সামনেই গন্তব্যস্থল—Palace d'champlain। আকাশের দিকে তাকাল ডন—কালো, গভীর রাতের মতো ঘন কৃষ্ণবর্ণ, যদিও এখন বিকেল সাড়ে চারটে। তার মানে

কাল বৃষ্টি হবেই, আজ রাতেও প্রবল বর্ষণ অসম্ভব নয়। ফলে, আউটডোর উভেন্টগুলো স্থগিত হবেই, আবার নতুন করে রুটিন করা, সিডিউল করার ঝামেলা, জটিলতা। অ্যাথলেটরা সকলেই খুব ক্ষুব্ধ। তারা এতো পরিশ্রম করে নিজেদের প্রস্তুত করেছে যাতে নির্দিষ্ট দিনে তাদের বেস্ট পারফরম্যান্স হয়, কিন্তু এখন দিন পরিবর্তনের ফলে তাদের সমস্ত মানসিকতার উপর বিপর্যয় ঘনিয়ে আসছে। যে কোনও দিন বেস্ট যোগ্যতা দেখানো যায় না। তাই এই ডেট-চেঞ্জ একটা বড় ফ্যাক্টর।

কিন্তু এতে ডন কিংসলে খুব উদ্বিগ্ন নয়। মিডল বোর্ড ডাইভিং দু'দিন পরে। তা ছাড়া সেটা ইনডোর ইভেন্ট। তাই পারমাণবিক যুদ্ধ না বাধলে সেটার দিন পরিবর্তন হবে না। আর নিজের পটুতা নিয়েও চিন্তিত হবার কিছু নেই। কারণ ডনের কোনও আর ইন্টারেস্ট নেই। গত পাঁচদিন ধরে ডাইভিং-এর মান বহু নিচে নেমে গেছে। জেতার আশা নেই তাই।

অলসভাবে 'শপ-উইন্ডো'গুলো দেখতে দেখতে হাঁটছিল ডন। ভাবছিল, কত দ্রুত পাল্টে যায় সবকিছু। ভেবেছিল, ডেবি উইলি তাকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাবে, কিন্তু দেখা গেল—তার জীবনে ডেবির ছায়া পড়ার পর তার ক্রমশ অধঃপতন হচ্ছে।

সে বহু চেষ্টা করেছে ডেবির দেখা পেতে। সেই ইন্টারন্যাশনাল ব্রেকফাস্টের সময় সে ডেবির টেবিলের কাছে যাবার উদ্যোগ নিতেই, ডেবি যেন লাফিয়ে উঠে সরে গেল। আর ফেরেনি। ডনের কোনও ফোনে সাড়া দেয়নি, যদিও গত পাঁচদিনে সে ডেবির উদ্দেশে অন্তত এক ডজন ম্যাসেজ পাঠিয়েছে।

পরিষ্কারভাবে সে সরে গেছে। ডনকে শূন্যে ধীরে ধীরে পাক দিয়ে সে সরে গেছে। ডনের ঘুম নেই, সব সময় চিন্তা—হ্যাঁ, ভ্যাল সিম্পসন তাহলে ঠিক কথাই বলেছে। সে এক অস্বাভাবিক প্রাণী, 'অ্যান অ্যাবনরমাল ম্যান' যার ভাগ্যে রয়েছে চিরন্তন অর্ধসমাপ্ত বা অসমাপ্ত যৌন অভিজ্ঞতার অভিশাপ—'ডুমড্ টু অ্যান ইনকমপ্লিট এনজয়মেন্ট অব সেক্স।'

অথচ, এমন অবস্থা থেকে একমাত্র ডেবিই তাকে বাঁচাতে পারত। তার বিশাল পুরুষাঙ্গ। ডেবিকে চমকে দিয়েছিল, ডেবি সেটা পছন্দ করেছিল। ডনের ধারণা ছিল, ডেবিকে বিশ্বাস করে তার সমস্যার কথা খুলে বলা যায়। ডেবি নিশ্চয়ই যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। একবার সুযোগ দেবে যাতে ডন তার মধ্যে পূর্ণপ্রবেশে সক্ষম হয়। তাতে প্রমাণ হবে ভ্যাল সিম্পসনের কথা ভুল।

কিন্তু ডেবিকে পূর্ণগ্রহণে প্রবৃত্ত করা দূরের কথা, তার সাথে সাক্ষাৎ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। এইটাই উন্মাদ করে দিচ্ছে ডনকে! কি করবে সে এখন?

ভাবতে ভাবতে একটা উপায় মনে এলো। আচ্ছা, একটা বেশ্যাকে নিয়ে পরীক্ষা করলে কেমন হয়? কোনও এক ফ্রেঞ্চ-কানাডিয়ান বেশ্যা। মফঃস্বলে বা বড় শহরের ধার ঘেঁষে বেশ্যাদের পট্টি থাকে। কোনও একটি অভিজ্ঞ প্রস্টিট্যুট যদি তার বিশাল দণ্ডটি নিজের দেহে সম্পূর্ণ গ্রহণ করে বুঝিয়ে দেয় কিছুই অস্বাভাবিক নয়—

ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বলতে চেয়েছিল ডন কোথায় তার গন্তব্যস্থল। অর্থাৎ কোনও এক পতিতাপল্লী। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাহস হলো না। তাই হেঁটে চলাই ভাল, যেতে যেতে একটা সন্ধান পাওয়া যাবে।

হঠাৎ লাউডস্পিকারের গর্জন তার চিন্তাকে আক্রমণ করল। সে তখন একটা বড় দোকানের সামনে। শোকেসে নানা জিনিস। ক্রেতাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে নানা বোর্ড ঝুলছে। কাঁচের জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বেশ কিছু টিভি সেট, একদল লোক সার বেঁধে দাঁড়িয়ে কিছু দৃশ্য দেখছে। মনে পড়ল, বাবা ছোটবেলায় শিখিয়েছিল এই রকমই বাইরে দাঁড়িয়ে মিল্টন বার্লে অভিনীত সিনেমা দেখা—কারণ সে সময় টিভি কেনা সাধারণ আমেরিকানদের সাধ্যের বাইরে। তাই এখন এই দৃশ্য ডনকে কেমন যেন একটা নির্দেশ দিল। সে এগিয়ে গিয়ে মানুষের দলের মধ্যে মিশে টিভির পর্দায় তাকাল। দেখা গেল ইংরেজিতে একটি মহিলা সাংবাদিক অলিম্পিক ভিলেজ থেকে কথা বলছে। মাইক্রোফোন হাতে, তার চুল ভিজে চপচপ করছে:

...(ব্যাপারটা) আমেরিকানদের ক্ষেত্রে বিশাল সর্বনাশ ডেকে আনছে। তারা যা আশংকা করেছিল তার চেয়ে অনেক বেশি। এই রোগের প্রকোপে কমপক্ষে ঊনত্রিশজন শীর্ষস্থানীয় আমেরিকান অ্যাথলেট অলিম্পিক গেমস্ থেকে বাদ পড়বে। এখন পর্যন্ত যা বোঝা যাচ্ছে তাতে মনে হয় এই সমস্যা আরও বাড়বে। কোনও সন্দেহ নেই, আমেরিকান টিম তাদের 'কম্যুনিস্ট' প্রতিযোগীদের হাতে নাস্তানাবুদ হয়ে যাবে।

দর্শকদের মধ্যে কিছুটা উল্লাসের রোল শোনা গেল। বেশ কিছু লোক হাসছে, পরস্পরের পিঠ চাপড়াচ্ছে। ডন একেবারে বজ্রাহত। এরাই আমাদের উত্তরাংশের প্রতিবেশী, 'আওয়ার নেবার টু দ্য নর্থ'। তাদের এই সহর্ষ প্রতিক্রিয়া ডনকে বিস্মিত করল। অতিকষ্টে সে আবার টিভি খবরের দিকে মন দিল:

...আমেরিকানরা আপ্রাণ চেষ্টা করছে জোড়াতালি দিয়ে টিম দাঁড় করাতে। কিছু ট্র্যাক স্টারকে রেসে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে, যারা বহু বছর প্র্যাকটিস করেনি। দু'জন জিমন্যাস্টিকে কুস্তিতে নাম দিতে হচ্ছে। হ্যানসেল উইকস্—যে ডেকাথেলন স্টার, তাকে হাইজাম্প আর পোল ভল্টে প্রতিযোগিতা করতে হবে, তার নিজস্ব ইভেন্টের সাথে সাথে। তবে বোধহয় সবচেয়ে বীরত্বের খবরটার কেন্দ্র আছে ডেবি উইলি। তিনি মন্ট্রিলে শুধু সুইমিং কোচ হিসেবে এসেছিলেন। প্রায় চার বছর আগেই তিনি—মানে এই গোল্ডেন গ্লাইডার রক্তসংক্রান্ত রোগের জন্য সাঁতারের জগৎ থেকে বিদায় নেন। কিন্তু এখন তিনিই মাত্র পাঁচদিনের কঠোর পরিশ্রম সম্বল করে প্রতিযোগিতায় ফিরে আসছেন। সাধারণভাবে বলা যায়, তিনি বেশ ঝুঁকি নিচ্ছেন, ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ঝুঁকি, কারণ যে রোগ তাঁর রয়েছে—

ডন সরে এলো। বৃষ্টিভেজা রাস্তা। তাহলে এই জন্যই ডেবি এতদিন উধাও! দারুণ অনুশোচনা এলো। সে ডেবি সম্বন্ধে নানা কটু কথা ভেবেছে, অথচ ডেবি নিজের জীবন বিপন্ন করে টিমকে বাঁচাচ্ছে। ডন বুঝল, হ্যাঁ, ডেবির এখন প্রতিটি মুহূর্ত প্র্যাকটিস প্রয়োজন। এরপর ওয়ার্লপুল এবং হিট ট্রিটমেন্ট তো আছেই। এবার ডেবির অন্তর্ধানের রহস্য পরিষ্কার হলো।

কিন্তু, তাতে ডনের কি উদ্ধার হলো?

আরও জোরে হাঁটতে থাকে ডন। দু'-তিনটে ব্লক পেরিয়ে যায়, উপায় ভাবতে থাকে। যে কোনও পথ মনে আসুক না কেন, তার শেষ হয় একই ভাবে: কাল-পরশু গেমসে অবধারিত ব্যর্থতা, আর সাম্প্রতিক সেক্স-লাইফের ক্ষণস্থায়ী অভিজ্ঞতার অভিশাপ।

একটা পিংক রঙের নিওন সাইনের কাছে দাঁড়ায় ডন। তার নিচেই একটা অন্ধকার বন্ধ জানলা। ওপরে লেখা রয়েছে: 'ল্যাব্যাথ'স্ লেগার'। ডন থামে। ভেতরে যাবে কি? দু'-এক বোতল বিয়ার খেলে দেহমন হয়তো একটু শান্ত হবে। অবশ্য, হয়তো দু'-এক বোতলে হবে না, বেশি লাগবে। তা হোক, মনটা চাঙ্গা হতে পারে।

জানলার সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ডন। লক্ষ্য করেনি, তার ডান দিকে একটু দূরে একটি মেয়ের চেহারা, আধা অন্ধকারে। মেয়েটা ওর দিকে এগিয়ে আসতেই টের পেল।

কে এই মেয়ে? সুগঠিত শরীর, কালো চুল টান করে পেছনে বাঁধা। বয়েস খুব বেশি নয়, তবু এই আলো-আঁধারিতে ঠিক বোঝা মুস্কিল। ডন প্রস্তুত হলো, আশা আছে মেয়েটা দেখতে খারাপ হবে না।

—অ্যাই!—নরম সুর শোনা গেল।

মেয়েটা এবার আলোর নিচে। হ্যাঁ, মোটামুটি সুন্দরী। একটা শান্ত ভদ্র ভাব আছে।

—হ্যালো!—ডনের গলার স্বর একটু জোরে।

—আমাকে চিনতে পারনি। তাই না?

মেয়েটির দিকে তাকিয়ে এই ধাঁধার মতো প্রশ্নটা ভাবতে থাকে ডন।

মেয়েটি বসে—আরে, আমরা ইন্টারন্যাশনাল ব্রেকফাস্টে একসাথে ছিলাম। অবশ্য সেখানে কতখানি সম্প্রীতি গড়ে উঠেছিল জানি না, আমাদের মধ্যে যেহেতু বেশি কথা হয়নি।

এবার ডনের মনে পড়ল। হ্যাঁ, এই মেয়েটি সেখানে তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ডনের মন তখন ডেবির দিকে। তাই সে বিশেষ সাড়া দেয়নি।

—হ্যাঁ, মনে পড়েছে—ডন বলে—তুমি তো—

—রেনি ডাবলিয়ার। একবার দেখতে নাম মনে রাখা কঠিন।

ডনের সামান্য অস্বস্তি—এখন সব ব্যাপারেই। মেয়েটির নাম মনে পড়েনি, তার সাথে সেই সময়ে হয়তো অভদ্র ব্যবহারই করে বসেছিল সে। এখন উচিৎ দু'জনে কোথাও একসাথে বসে একটু কিছু ড্রিঙ্ক করা, আলাপ করা। কিন্তু ডনের প্রধান প্রয়োজন একটি বেশ্যার, এই ফ্রেঞ্চ ট্র্যাক স্টার দিয়ে কি হবে? বরঞ্চ একে যত তাড়াতাড়ি ভদ্রভাবে কাটিয়ে দেওয়া যায়, ততই মঙ্গল।

কিছুক্ষণের অস্বস্তিকর স্তব্ধতা।

রেনি এবার হাসে—আমার একটা জিনিস স্বীকার করার আছে—

—স্বীকার! কি?

—যদিও হাসি পাবে, তবু বলছি। আমি কিন্তু তোমাকে ফলো করছি।

—ফলো করছ! কেন?

—ঠিক জানি না।...আমি দেখলাম তুমি ট্যাক্সি থেকে নামলে, আমি জানি—খুব সম্ভব কাল কি পরশু তোমার ডাইভিং-এর দিন। আমি জানি, এখন তোমার শহরের বাইরে যাবার কথা নয়। তবু কিছু একটা গোলমাল হয়েছে তোমার। তাই তুমি বিভ্রান্ত।..মনে হলো, আমি তোমাকে হয়তো সাহায্য করতে পারি।

রেনির কথায় ডন অবাক না হয়ে পারে না।

—হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ। গোলমাল আছে। কিন্তু মনে হয় না তুমি তাতে কোনও সাহায্য করতে পারবে।

রেনি মিষ্টি সুরে বলল, দেখ, বোধহয় তুমি আবার অবাক হবে। আমি খেলার জঙ্গলে বহু বছর রয়েছি। আমার মনে হয়, অ্যাথলেটদের যা কিছু সমস্যা হতে পারে—সেগুলো আমার জীবনেও কোনও সময় এসেছে। তাই, হয়তো আমি তোমায় কিছু পরামর্শ দিতে পারি। আচ্ছা, এটা তো ঠিক—তুমি মোটেই বারে ঢুকতে এই শহরের ধারে আসোনি?

—তুমি শহরের ধারে কি করছিলে?

ডন যেন পাল্টা প্রশ্ন করে রেনিকে দোষ দিতে চেষ্টা করে।—তোমারও তো এখানে আসার কথা নয়।

—কেন নয়? থ্যাংক গড, আমার ক্ষেত্রে অলিম্পিকের ব্যাপারটা শেষ হয়ে গেছে। আমি এবার নিজের দৌড় দৌড়াব।

ডন জিজ্ঞেস করল—তা, তোমার ইভেন্ট কেমন হলো, তোমার পজিশন—

—আমি জিতেছি—রেনি শ্রাগ করে বলল, খুব খারাপ অবস্থা ছিল, ট্র্যাকটাও ভয়ঙ্কর। যাকগে ওইখানে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে, যদি ইচ্ছে হয় আমার ঘরে তুমি একটু ড্রিঙ্ক করতে পার। আমি লক্ষ্য রাখব যাতে বেশি না হয়। মনে হয়—এখন তোমার একটু আরাম, একটু বিশ্রাম দরকার। কারুর সাথে একটু মন খুলে কথা বলতে পারলে তোমার উপকার হবে।

তারপরেই ডন টের পেল—রেনি ওর বাহু ধরে টেনে ট্যাক্সিতে তুলে নিয়েছে। ইতোমধ্যেই তাদের গাড়ি রাস্তার ভিড়ের মধ্য দিয়ে ছুটছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্যাক্সিটা এসে দাঁড়াল একটি আধুনিক অ্যাপার্টমেন্টের সামনে। এলিভেটরে পা রাখার পর যেন ডনের হুঁশ এলো সে কোথায় এসেছে। লবিটা সুন্দর সাজানো, এটা বেশ পয়সাওয়ালা লোকদের বাসস্থান—ডন বুঝল।

সবই ভাল, সবই সুন্দর! কিন্তু এতে কি ডনের সত্যিই কোনও উপকার হবে? বরঞ্চ রেনি যেভাবে অতি-আগ্রহ নিয়ে ডনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে, তাতে খুব একটা ভাল লাগছে না।

ডন বলে, তোমার এত ঐশ্বর্য কি করে হলো?

—কোনও এক ফ্রেঞ্চ-কানাডিয়ান এই পুরনো এলাকাটাকে খুব ভালবাসে। গেমসের আগে ওরা আমাকে সেই জায়গাটা দিয়েছে—একটু ফেবার এই আর কি!

এলিভেটর থেমেছে। এবার ওরা হাঁটছে প্রাইভেট লবি দিয়ে। রেনি চাবি বের করে নিজের ঘরের দরজা খুলল।

সুন্দর সাজানো ঘর। ডন পায়চারি করতে করতে সব দেখতে লাগল। অন্য সময় হলে এখানকার রাজকীয় আড়ম্বরে সে আরও বেশি মুগ্ধ হতো। কিন্তু এখন মুড অন্যরকম। মনে ঝড় বইছে, তাই, তত মনযোগ নেই।

রেনি কোট খোলে। একটা সোনালি ভেলভেট মোড়া চেয়ারের ওপর ছুঁড়ে ফেলে। খুশি মনে বলে—এবার একটু ড্রিংক দেব?

ডনের চোখে পড়ল রেনির ভরাট বুক, সুগঠিত দুই পা। এখন ওর যা বয়েস মনে হচ্ছে, সে তুলনায় ওর বয়েসী অনেকের চেয়ে ভাল, কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু তার ফলে ডনের মনে সেই চিন্তাই ফিরে এলো। তার আসল উদ্দেশ্য তো এখনও সফল হয়নি—যার জন্য এই ডাউনটাউনে তার ছুটে আসা! কি হবে সে ব্যাপারে?

নিস্পৃহভাবে ডন বলল, একটা বিয়ার হলে ভাল।

রেনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, আর একটু পরে ফিরে এলো। তার দুই হাতে একটি ট্রের ওপর দুটি গেলাস এবং দুটি মনসন্-এর ক্যান। সোফার সামনে একটা ককটেল টেবিলের ওপর ট্রে-টা রাখল। ইশারায় ডনকে কাছে ডাকল।

ডন একটি ভরা গেলাস নিয়ে সোফার একটা কোণ ঘেঁষে বসল, আস্তে চুমুক, অদ্ভুত স্বাদ তো! কানাডিয়ান মদ তার ভাল লাগে না, এমন কি—এখন মনে হচ্ছে নিজের দেশের আমেরিকান ড্রিংকস্ তার তেমন ভাল লাগবে না।

ডন হঠাৎ প্রশ্ন করে—আচ্ছা, তুমি এসব করছ কেন বলো তো?

এবার রেনি বিস্মিত। ডনের গলার মধ্যে একটা অস্বাভাবিকতা, সামান্য অভদ্রতার সুর ফুটেছে। একবার ভাবল এখনই এসব পাট চুকিয়ে দেয়। যেমন সকালে ইন্টারন্যাশনাল ব্রেকফাস্টের সময় হয়েছিল। অনেকটা যেন নিজেকেই উত্তর দিল রেনি—ঠিক জানি না, সত্যি জানি না। মনে হলো তুমি...তুমি ভীষণ একা, মনে হলো আমি বোধ হয় তোমাকে সাহায্য করতে পারি—আগেই তো বলেছি।

ডনের গলায় অস্ফুট আর্তনাদ।

—না, তুমি পারবে না। আমি যাই—

সশব্দে গেলাসটা টেবিলে রাখে ডন।

—ফাইন—রেনি বলে—ওই তো দরজা! কিন্তু—

রেনি চুপ করে। ডন থমকে যায়।

রেনি বলে—কিন্তু তুমি বোধহয় ভুল করছ। অ্যাথলেটদের সমস্যা একান্ত নিজেদের। সেটা অন্যেরা বোঝে না। একমাত্র অ্যাথলেটরাই বোঝে। তাই, হয়তো তারা পরস্পরকে সাহায্য করতে পারে। এটা পরিষ্কার—তোমার একটা বড় সমস্যা আছে। কিন্তু তুমি যদি সেটার সমাধান না চাও, সেটা তোমার ব্যাপার!

রেনির সাদামাটা কথার সুরে ডনের চিন্তাভাবনা আবার গুলিয়ে গেল। দারুণ হীনমন্যতায় ভুগছে সে। ইচ্ছে করছে, গলার সব শক্তি দিয়ে চিৎকার করে ওঠে যাতে এই বাড়ির সব জানলার কাঁচগুলো ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। এই মেয়েটা আসার আগে থেকেই তার যথেষ্ট অন্তর্দাহ চলছে। অ্যান্ড দিস বিচ্—

দাঁতে দাঁত চেপে ডন বলে, হ্যাঁ, আমার একটা বড় সমস্যা আছে। আমি জানি না—ইফ আই ক্যান ওয়ার্ক ইট আউট, বাট আই ক্যান টেক ইট আউট!

বলতে বলতে প্যান্টের মাঝখানের জিপ্ খোলে ডন। রেনি বুঝতে পারে ডন কি করছে—হঠাৎ ক্ষেপে গেছে। একটু লজ্জা পেয়ে দু'হাতে মুখ ঢাকে সে।

ডন এখন বেপরোয়া। বৃথা সময় নষ্ট করে আর কথা খরচ করে লাভ নেই। সে প্যান্টের নিচে থেকে তার পুরুষাঙ্গ টেনে বের করে আনে। প্রকাশ্যে তুলে ধরে, তলপেট সামনে এগিয়ে দেয়।

কিন্তু এতে ফল হয় উল্টো। রেনির মনে উদ্রেক হয় তীব্র ঘৃণা—যে ঘৃণার চোখে সে এ পর্যন্ত সব পুরুষকে দেখে এসেছে। ছেলে বুড়ো সব এক—পুরুষ মাত্রই অল্ পিগস্।

রেনি চিৎকার করে—গেট আউট! যদি তুমি মনে করে থাকো আমি তোমাকে এখানে সেক্সের জন্য ডেকে এনেছি—তুমি মূর্খ! আমি—

—তুমি আমাকে ডেকে এনেছ কারণ আমার একটা সমস্যা আছে। ডন হাসে—তাই তো আমি আমার সমস্যাটা নিবেদন করছি। এখন তুমি সমস্যাটার দিকে মন দিচ্ছ না! আশ্চর্য, কি অন্যায়টা করলাম আমি? সমস্যা—হ্যাঁ, আমার সমস্যাটা এবার বোঝ, তাকাও—ভাল করে দেখ, কি আমার সমস্যা!

রেনির মন এবার ঘুরপাক খাচ্ছে। মনে হয়, এমন অবস্থায় পুরুষমানুষ বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। তাই একে চটানো ঠিক হবে না। বরঞ্চ, বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করে কাটিয়ে দিতে পারাই সবচেয়ে ভাল।

চোখ তুলে সে ডনের উরুসন্ধিস্থলে তাকায়।

সাথে সাথে প্রচণ্ড চমকে তার দমবন্ধ হয়ে আসে। এক দীর্ঘতম, সবচেয়ে পুরু পুংলিঙ্গ তার সামনে ঝুলে রয়েছে। অলস মোটা সাপের মতো। হ্যাঁ, বিশাল, অতিবিশাল এক পুরুষাঙ্গ—কিন্তু এটা কি বাস্তব, এ কি সত্যি? এমন হতেই পারে না। রেনির বুকের মধ্যে দপদপানি শুরু হয়। জীবনে, কোনও আত্ম-রতির সময়েও তার উদ্দাম কল্পনাতেও আসেনি কোনও মানুষের ইন্দ্রিয় এত অতিকায় হতে পারে।

ডন যেন সকৌতুকে বলছে—ইয়েস, দ্যাট ইজ মাই প্রবলেম। এমন একটা পুরুষাঙ্গ যা কোনও মেয়ের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কেউ আমার প্রেমিকা হবে না, স্ত্রী হবে না, সুস্থ সঙ্গমের মধ্য দিয়ে পিতৃত্বলাভ সম্ভব নয় আমার পক্ষে। এই লিঙ্গ আমাকে কদাকার এক জন্তু বানিয়েছে।

এবার ডন দু'হাতে মুখ ঢাকে। চোখের জল আড়াল করতে চায়। হতাশার এই চোখের জল পুরুষের পক্ষে লজ্জার, গ্লানিময়।

—না, ওটা তেমন দীর্ঘ নয় যে পৃথিবীর কোনও মেয়েই গ্রহণ করতে পারবে না।

রেনির পরিষ্কার দ্বিধাহীন শান্ত উত্তর।

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না ডন। রেনি যেন ঘোরে পড়া মানুষের মতো কথা বলছে। সে এবার মুগ্ধ চোখে তার বিশাল লিঙ্গ ভাল করে লক্ষ্য করছে—যেন এটা একটা বশীকরণ যন্ত্র—আ হিপনোটিক ইনস্ট্রুমেন্ট।

রেনি এগিয়ে এসে ডনের পুরুষাঙ্গটি মুঠোয় ধরল। একটু টানাটানি, যেন সে পরীক্ষা করছে এর আকৃতিটা প্রকৃত সত্য, চোখের ভুল নয়। তারপরে লিঙ্গের সামনে সে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে। পোশাকের ভেতর থেকে সম্পূর্ণভাবে ইন্দ্রিয়টি বের করে সে. ফুলে ফেঁপে ওঠা লিঙ্গগাত্রের শিরা-উপশিরা-মাংসের ওপর আঙুল বুলোতে থাকে। বৃহৎ লিঙ্গমুখ তাকে সবচেয়ে অভিভূত করে। এত ভারী, এত পুরু অবিশ্বাস্য। বার বার আঙুলের মাথা দিয়ে ম্যাসেজ চালিয়ে যায় রেনি।

ডনের কথা জড়িয়ে যায়। সে একদিকে শোকাহত, আবার বিস্মিত। রেনির ব্যবহার ও আচরণের দ্রুত পরিবর্তনের কারণ ধরতে পারে না ডন।

—তুমি, তুমি এসব কি করছ? কেন করছ?

—কারণ তোমার এই অঙ্গ অপূর্ব! ইওর পেনিস ইজ ম্যাগনিফিসেন্ট!

এই প্রথম রেনি জীবনে কোনও পুরুষকে এভাবে প্রশংসাবাণী শোনাল।

হাঁ মুখ করে, যথাসাধ্য বৃহৎ, রেনি লিঙ্গকে গ্রহণে উদ্যোগী হলো। ধীরে, অতি ধীরে সে নিচের ঠোঁটে ছোঁয়ায়। এইবার অঙ্গটিকে না টেনে নিজের মুখগহ্বর এগিয়ে দেয় রেনি। যেন সমবেদনা নিয়ে আশ্রয়দানে তার অগ্রগমন।

ডন অনুভব করে রেনির জিভের ওপর তার পুরুষাঙ্গের আসন গ্রহণ। শিহরন জাগে। রেনির গ্রাসপ্রক্রিয়া চলতে থাকে, মুখের আরও গভীরে। দুই ঠোঁটে সর্বশক্তিতে কামড়ে ধরে, যতটা প্রবেশ, ততটা দশংন। সর্বক্ষণ চোখ খুলে রাখে রেনি, এই বন্দুকের ব্যারেলের গোড়াটা আর কতদূর!

ঠোঁটের খেলায় যাদু, মাথার আগু-পিছু, ডন এবার স্ফীত, মুখগহ্বরের মধ্যে স্ফীতি, পিচ্ছিল রসসিক্ত মুখ-গহ্বর। আশ্চর্য, ডন টের পায়, তার অঙ্গ উত্তেজিত, কিন্তু মন শান্ত হয়ে আসছে। রেনির আলাপকালীন প্রথম দিক্ষের অভিব্যক্তিগুলো মনে পড়ে—শান্ত, নম্র, ভদ্র, আন্তরিক আহ্বান।

রেনির এই 'মৌখিক' আদর মনে হয় এক নিঃস্বার্থ ভালবাসার প্রকাশ। এই ধীর, শান্ত গতি-প্রকৃতির গতিবিধির মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যা ডেবি, ভ্যাল বা জ্যানির মধ্যে পায়নি সে। অবশ্যই এক অপূর্ব, অনাস্বাদিতপূর্ব বিশেষত্ব। কালো চুলের এই সুন্দরী কে? ডন লক্ষ্য করে রেনির আচরণ। এইবার মুখ থেকে ইন্দ্রিয়টি বের করে এনে ভাল করে পরীক্ষা করছে রেনি।

রেনির মুখের সামনে এই অঙ্গ এখন পূর্ণাকৃতি—এগার ইঞ্চি। রেনির হাতের দোলায় দোদুল্যমান। তার লিঙ্গমুখের সামনে রেনির সুন্দর মুখ।

—ইউ আর আ ফাইন ইয়ং ম্যান! তোমার তো ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

এক লহমায় উঠে দাঁড়ায় রেনি। পোশাক খুলতে থাকে, যেন নৃত্যভঙ্গিমায়। জিপার নামিয়ে ঊর্ধ্ববাস কটিদেশের কাছে নিয়ে আসে। ফ্রেঞ্চ ব্র্যাসিয়ারে বাঁধা তার দুই সুদৃঢ় স্তন। ডনের কণ্ঠনালি শুকিয়ে আসে, এক গ্লাস বিয়ার খাওয়া সত্ত্বেও। কারণ রেনির রূপমাধুরীর অনন্য শোভা। যৌন-আবেদনময়ী প্রলুব্ধ করা কিছু শরীর সে কাছে পেয়েছে। ডন দেখেছে বহু ফিল্মস্টার ও সৌন্দর্য-প্রতিযোগিতার মেয়েদের। কিন্তু আকর্ষণের সাথে এমন কবিতা মেশানো ছন্দভরা শরীর সে দেখেনি।

নিজেকে বিবসনা করছে রেনি, কিন্তু স্ট্রিপারের ভঙ্গি নয়। প্রেমিকের কাছে নারীর আত্মনিবেদন, তাই লজ্জা ও দুঃসাহস দুটোই প্রকাশ পাচ্ছে। অদ্ভুত, অপূর্ব। ডন যেন আকাশের গায়ে রঙিন মেঘের আনাগোনা দেখছে—এই মনোরম ঘরে, রাত্রিবেলা।

সুগোল উরু, দুই পায়ে ঘন লোম, ফর্সা শরীরে কোঁকড়া ঘাসের বাগান। শোভাময়ী অরণ্যানি। রেনির পোশাক পায়ের কাছে খসে পড়ল। বাতাসে শিরশির শব্দ।

রেনি অ্যাথলেট! সিল্ক স্টকিং সাপোর্টেড বাই ব্ল্যাক গার্টার। ধীরে ধীরে সেই ছন্দেই গার্টার ও স্টকিং-এর বিদায়।

সোজা হয়ে দাঁড়ায় রেনি। দেবীমূর্তির মতো। ব্র্যাসিয়ার খোলে। দুই নিটোল উদ্ধত বৃক্ষ তার সকল সুচারু শোভা নিয়ে আমন্ত্রণ জানায়—আমি এসেছি, প্রিয় আমার, আমায় ভালবাস তুমি! স্তনবৃন্ত স্তনের মাপে সু-আকৃতি, ডনকে তিলে তিলে বিমোহিত করছে

এক তিলোত্তমা। তার আমন্ত্রণে লালসার উগ্রতা নেই। যেন বহুদিন পরে প্রবাসী প্রেমিক ফিরে আসার পর রসবতী নারী তাকে নতুন করে নিজের রূপ-প্রদর্শন করছে। মণি-মুক্তায় সাজানো তার দেহ, সৌন্দর্যের রত্ন, ধাতুর রত্ন নয়। তার পূর্ণ সাজ-সজ্জা হবে পূর্ণ নগ্নতা।

ডনের হাত এবার আমন্ত্রণ গ্রহণ করে। প্রথমে পূজারীর হাত, তারপর প্রেমিকের হাত। হাতের ক্ষিপ্রতায় স্তনের বৃন্তদেশ আরও কঠিন হয়। সোজা দৃঢ় ঔদ্ধত্যের। রেনির প্রস্তুতির প্রতীক কোমল কুসুম এখন প্রেমের উত্তেজনার কঠোর হয়ে উঠছে।

প্যান্টি বিদায়। এইবার ঘন লোমের অরণ্য যেখানে সূর্যরশ্মি পর্যন্ত প্রবেশে পরাঙ্মুখ। একটি সুন্দর দেহ, কোমল-কঠিন, এক বিন্দু অতিরিক্ত মেদ নেই। সারা তলপেট ও নিম্নাঙ্গে এতো রোমরাশি এক অদ্ভুত আদরণীয় আবরণ। প্রকৃতপক্ষে নাভিমূল থেকে শুরু হয়ে নিচে নেমেছে, এক ঘন লতা ঝোপের মধ্যে হারিয়ে গেছে। হ্যাঁ, এতো রোমবতী মেয়ে ডনের কেন, বোধহয় কোনও পুরুষেরই দেখা নেই। নিশ্চয় সব ইউরোপীয়ান মেয়ে এমন নয়—ডন ভাবে!

—এসো এবার আমরা শুয়ে পড়ি।

রেনির সুরেলা গলা। নিচে কার্পেটের ওপর বসে রেনি আহ্বান জানায়। ডনের হাত ধরে টেনে নামিয়ে পাশে বসায়। ডনের পুরুষাঙ্গ এখনও প্যান্টের মধ্যে থেকে উন্মুক্ত, পতাকাদণ্ডের সাথে তুলনীয়। রেনি আবার তাকে গ্রহণ করে, এর প্রিয় অংশ মুখদেশ—গোল, রক্তবর্ণ, ওপরের ত্বক থেকে মুক্ত। লিঙ্গমুখ দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে কামরস—প্রি-সেমিনাল ফ্লুইড—রেনির আঙুলের ডগা ভিজছে—হ্যাঁ ডন বেশ উত্তেজিত।

—ডন, বিশ্বাস করো, সঠিকভাবে কোনও পুরুষ আমাকে কখনও উপভোগ করেনি, আমিও কাউকে পাইনি। সেই আর্থে আমি কুমারী, এই বয়সেও। আজ, বহুদিন বাদে এই সন্ধ্যেয় মনে হচ্ছে আমি আমার এই জন্মের পুরুষ, ভালবাসার সঙ্গীকে পাব। তুমি আমায় নাও, আমার সারা শরীর তোমার। আমার মন—

রেনি যেন প্রার্থনা মন্ত্র পড়ছে। রেনি যেন এক শিশু, তার প্রার্থনা, ভয় ভেঙে দাও প্রভু! প্রেমের স্বপ্নে বিভোর, সে একটি পুরুষকে সুখী করার জন্য দেহ দান করছে। ডন পতিতা খুঁজছিল, টাকার বিনিময়ে একটি নারীদেহ। ঠিক সেই মুহূর্তে এ যেন ঈশ্বর প্রেরিত, ডনের উদ্ধারে তার আগমন। পতনের ঠিক পূর্বক্ষণে—

প্রতিদানে কি চায় রেনি? কিছু না। বড়জোর একটু ভদ্র ব্যবহার, একটু মিষ্টি কথা। সামান্য কৃতজ্ঞতা ও স্বীকৃতি। ব্যস্, তাহলেই সে খুশি। আর কিছু সে চায় না।

না, তাও নয়। রেনি ভাবে—আমি কিছুই চাই না। কোনও কথারও দরকার নেই। কারণ কথার মধ্যে হয়তো ঠাট্টা, কৌতুক বা বিদ্রূপ প্রকাশ পেতে পারে। হে ঈশ্বর, আমি শুধু এক সাধারণ, স্বাভাবিক মেয়ে—এইটুকু সে বুঝুক, আমাকে বুঝিয়ে দিক—আমার সারা জীবনের যন্ত্রণা—আঃ, আমি যখন সব আশা ছেড়ে—আঃ—ডন কিংসলে, আমাকে বাঁচাও—কাছে এসো—

দুই পা দু' প্রান্তে প্রসারিত। ডনের বিস্মিত দৃষ্টি তার অতিরিক্ত লোমশ স্ত্রী অঙ্গে। যে মুগ্ধতা কিছুতেই কাটছে না, তার অঙ্গের স্ফীতির সাথে তাল মিলিয়ে মনে এক রমণীয় প্রেমানুভূতির সৃষ্টি হচ্ছে। এই অনুভূতি কখনও আগে ছিল না। তাই কি হৃৎস্পন্দন—অন্য

ধরনের? তবে আজ এই মুহূর্তে আরেকটি নারী তাকে গ্রহণ করতে যাচ্ছে, কিন্তু সে যদি অন্যদের মতো তাকে অর্ধপথে থামায়, আংশিক স্বীকৃতি দেয়, পূর্ণ বরণে অসমর্থ হয়—তবে? তবে কি হবে, তা কল্পনা করতে পারে না ডন। সে কি করবে তখন জানা নেই। তবে এটা ঠিক তার জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে।

হাতের ওপর দেহভার রেখে ডন রেনির দেহের ওপর নিজেকে স্থাপন করে। চোখ নামিয়ে দেখে তার রক্তবর্ণ মাংসল দণ্ড এখন ক্রুদ্ধ, ক্ষিপ্ত, যোনিমুখে প্রবেশের জন্য অস্থির। যেন 'ফুয়েলড্ মিসাইল বেগিং টু বি গাইডেড টু দ্য রাইট প্লেস'।

ডন বলে—তুমিই আমাকে গ্রহণ করো।

রেনি সাগ্রহে নিজের হাতে ধারণ করে ডনের অস্ত্র। পুরুষাঙ্গের মধ্যদেশ তার হাতের মুঠোয়। আঙুল দিয়ে তাকে টেনে আনে, পথ দেখায়—ধীরে, কোমল হাতে। ডনের পুরুষাঙ্গের মুখদেশ সহজেই প্রবেশ করে। রেনি জোরে শ্বাস নেয়। স্ত্রী-অঙ্গের মুখে প্রবল চাপ, ঘন পুরু গুরুভার অসহনীয়, তবু আনন্দের। যোনিপার্শ্বের সমস্ত অংশ ফেটে যাচ্ছে। একটি প্রবল অস্ত্র গভীরতা সৃষ্টি করছে আয়তনের শক্তিতে—তার দীরগতি প্রবেশ, কিন্তু নিশ্চিত অমোঘ, অনিবার্য। রেনি প্রাণপণে নিজেকে সজ্ঞান রাখে।

ডন বলেছিল—'তুমিই আমাকে নাও।' তাই অবশ্যই রেনিকে উদ্যোগী হতে হবে। স্বহস্তে ডনকে প্রায় ছয় ইঞ্চি গভীরে টেনে নেয় সে। যন্ত্রণা ছাপিয়ে এবার পুলক আনন্দের সৃষ্টি হয়।

—আমি নিলাম। তোমার অর্ধাংশ। এবার বাকি অর্ধেক নিয়ে তুমি নিজে এসো।

হ্যাঁ, দু'জনে দু'জনকে গ্রহণ করছে। দু'জনেই দাতা ও গ্রহীতা, সম্মিলিতভাবে। এই পূর্ণমিলনের সম্ভাবনায় সমান অংশীদার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত—

রেনির স্ত্রী-অঙ্গের ঘূর্ণন এখন ক্রমশ দ্রুত হচ্ছে। ডনও যেন এবার বন্য হয়ে উঠেছে। সে বেশি দ্রুত এগোতে চায় না, কারণ সেই পুরনো ভীতি—মাঝপথে সমাপ্তি, বাধা! ব্যর্থতার ঝুঁকি নিতে চায় না ডন। স্লো অ্যান্ড স্টেডি উইন দ্য রেস। ডন এখন স্লো, এবং তাকে স্টেডি হতে হবে।

কিন্তু রেনি এখন দ্রুতগতি চায়, তার গভীরতা পূর্ণ হোক। ডনের অশান্ত অঙ্গ কে সে আকুল বেগে টেনে নেয়। অন্তরপ্রদেশের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে তার পূর্ণ প্রবেশের জয়যাত্রা নিশ্চিত করতে চায় রেনি।

এইবার আর ধীরগতি নয়। মনের সকল শক্তি দিয়ে শপথ নেয় ডন, এবং একটি বিশাল বেগে পূর্ণ এগারো ইঞ্চি পুরুষাঙ্গ প্রবেশ করায় রেনির গহ্বরে। সজোরে, এবং সাথে সাথে নিজেকে অভিশাপ দেয়—বোধহয় এমন আচরণ করা উচিৎ হয়নি।

রেনির দমবন্ধ, অস্ফুট আর্তনাদ। মুখ হাঁ, গলার শিরা যেন ফেটে পড়বে। ডন প্রথমে শঙ্কিত, পরক্ষণেই বোঝে, রেনির এই প্রতিক্রিয়া ভয় বা যন্ত্রণার নয়। এটা সম্পূর্ণ প্যাসন; বিশুদ্ধ, নির্ভেজাল আবেগ। এইরকম আবেগের পরিচয় ডন আগে কখনও পায়নি।

ডন সবিস্ময়ে বুঝল—হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত সে সাফল্যমণ্ডিত। পূর্ণ অঙ্গের পূর্ণ প্রবেশ। সে এখন রেনির যোনিগুহায় আশ্রিত।

—ও মাই গড!—রেনির কণ্ঠস্বর প্রমাণ করে তার স্ত্রী-অঙ্গ পরিপূর্ণ। দীর্ঘ পুরু লিঙ্গ সুদৃঢ় অবস্থায় তাকে পূরণ করেছে। এর মুখাগ্র তার গর্ভদেশ স্পর্শ করেছে। যা এ পর্যন্ত কখনও হয়নি। হওয়ার আশা ছিল না।

ডনের কণ্ঠে সাফল্য সত্ত্বেও অবিশ্বাস—আমি, আমি কি—অ্যাম আই অল দ্য ওয়ে ইনসাইড ইউ?

—হ্যাঁ, তুমি সম্পূর্ণভাবে আমার মধ্যে—অল দ্য ওয়ে ইনসাইড মি! মাই কান্ট ইজ ফিলড্ উইথ ইওর ডিক!

রেনি ডনের মুখের দিকে তাকায়। নিজের বাষ্পায়িত চোখে সে দেখে ডনের দুই চোখের জল গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে। এই চোখের জল অবশ্য আনন্দাশ্রু!

আনন্দিত ডন তবু বলে—আমার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। আমরা একবার দেখি, দু'জনেই বুঝে নিই আমরা পরস্পরকে সম্পূর্ণভাবে পেয়েছি।

ডন মাথা নামায়, রেনি মাথা তোলে। দু'জনে একসাথে তাকায় তাদের দুই দেহের সঙ্গমকেন্দ্রে।

—এবার সরে যাও, তোমার বিশাল অঙ্গ এবার বের করে নাও। ধীরে, যাতে আমি এর প্রতিটা ইঞ্চি লক্ষ্য করতে পারি। তারপর আবার এসো। সেই রকমই ধীরে—তোমার প্রবেশ আমি লক্ষ্য করব। অল দ্য ওয়ে ইনসাইড মি এগেইন।

ডনের ইন্দ্রিয় বহিরাগত। যেন ঝকঝকে খাপখোলা তলোয়ার।

রেনি উল্লসিত—এত বিরাট, বিশাল, এত সুন্দর! আমাকে আবার পূর্ণ করো। প্লীজ।

এবার দু'জনে একসাথে লক্ষ্য করে একটা পূর্ণ এগারো ইঞ্চি প্রেমদণ্ডের পুনঃপ্রবেশ। আবার নতুন পুলক, সদ্য সফল আনন্দের পুনরাবৃত্তি। দু'জনের দেহমন হর্ষদোলায় দুলতে থাকে।

ডন বলে, এইবার আমরা বুঝেছি, উই আর সাকসেসফুল। এমন মেয়ে আমি আগে পাইনি। এমন নারীদেহে আমি আশ্রয় পাব বিশ্বাস ছিল না। অপূর্ব!

রেনি দু'হাতে ডনের গলা জড়ায়। ডন চোখ বুজে ওকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে। পশ্চাদদেশের পেশি হাল্কা করে রেনি। ডনের স্পঞ্জের মতো ইন্দ্রিয় এখন নতুন করে ক্রিয়া শুরু করে। রেনির অভ্যন্তরে সে চারপাশে সক্রিয়। রেনির কামরসে সিক্ত সে। রেনির ভেতরে সারা পরিমণ্ডল উত্তপ্ত, সিক্ত। লিঙ্গমুখ থেকে লিঙ্গমূল পর্যন্ত প্রোথিত।

সঙ্গমের চরমক্ষণ আগত। ডনের কঠোর দুই অণ্ডকোষ এবার রেনির রোমশ যোনিমুখে ঘর্ষণ সৃষ্টি করে। হিজ বলস্ প্রেস এগেইনস্ট হার হট হেয়ারি ক্র্যাক্, ডন বোঝে এবার দ্রুতগতি অবশ্যম্ভাবী।

দু'পাশে মেঝেতে হাতের চাপে নিজেকে তুলে ধরে ডন। পুরুষাঙ্গকে অর্ধেক বের করে এনে আবার প্রবেশ করায়। অণ্ডকোষে টান ধরে। পুরুষাঙ্গ বিস্ফোরণ-পূর্ব অতিরিক্ত ভয়ংকর আকৃতি—ভূগহ্বরে ভূমিকম্পের পূর্বাভাস।

রেনির মুখে এবার জপমন্ত্র—আঃ আঃ আঃ!

আরেক জগতে ভাসমান রেনি। এই পৃথিবীতে সে একমাত্র নারী যে এই অনুভূতির জোয়ারে এমন ভেসে যেতে পারছে। এইভাবে চরমানন্দ—অরগ্যাজম্—কেউ পায় না।

—তোমার এই বিশাল দণ্ড আমার গর্ভে আঘাত করছে। রেনির কণ্ঠে উল্লাস ও কৃতজ্ঞতা। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ডন ঈশ্বরপ্রেরিত। ডনকে ধন্যবাদ, সে এমন এক বিশাল লিঙ্গের অধিকারী। এই পুরুষাঙ্গকে ধন্যবাদ, সে তার স্ত্রী-অঙ্গ পরিপূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছে, রেনিকে বুঝিয়ে দিয়েছে সে স্বাভাবিক নারী। নারী হওয়া কি জিনিস, পূর্ণ নারীর অর্থ কি।

রেনির প্রাণান্তকর চিৎকারের মধ্যে চরমানন্দ আগমনের ইঙ্গিত।—ফাক্ মি গুড—

পিঠ বেঁকে গেছে রেনির, থরথর কম্পিত সারাদেহ, চরমানন্দের পূর্বমুহূর্ত। দীর্ঘ অ্যাথলেটিক প্র্যাকটিসে ও ব্যায়ামে রেনির গায়ে প্রচণ্ড শক্তি। সেই জোরেই ডনের দেহকে প্রায় শূন্যে তুলে ধরল রেনি। দুই ইন্দ্রিয়ের সংযোজন অটুট। শূন্য থেকে ডনের দেহ ছেড়ে দিলে সে সবেগে নিচে নেমে এসে রেনির গর্ভকে স্পর্শ করবে। প্রায় মুষল-আঘাতের মতো। আঘাতে আঘাতে আনন্দে চৌচির হয়ে যাক রেনি, তার ক্লিট ও যোনিমুখের যন্ত্রণা শেষ, তার রসধারা উৎসারিত হোক।

ডনের লিঙ্গমুখ সবেগে নেমে এসে আবার গভীর গর্ভদেশ স্পর্শ করে। যন্ত্রণায় নয়, আনন্দে এবার অস্থির রেনি। তার যোনিমণ্ডল এবার কুঞ্চিত করে সে পিষ্ট করতে চায় ডনকে। নরম জেলির মতো অংশ ধুইয়ে দেয় ডনের পুং-ইন্দ্রিয়কে। ডন বোঝে এইবার অণ্ডকোষের বেদনা তার লিঙ্গমুখে উঠে আসছে।

—মাই গড, আই অ্যাম কামিং—

এবার রেনির গগনভেদী চিৎকার। যেন তার শ্বাসযন্ত্র ফেটে যাচ্ছে। তার সারা দেহ উঠছে-নামছে। আনন্দ যেন ছুরিকাঘাতের মতো, তাকে, তার নিম্নাঙ্গকে—বলা যেতে পারে যোনির অভ্যন্তরে ক্রমান্বয়ে স্ট্যাব্ করে চলেছে। তার ক্লিটরিচ টুকরো হয়ে যাবে মনে হয়। আনন্দ-যন্ত্রণা ভরা অদ্ভুত মুখ এখন। তার গর্ভস্থল যেন আকাশে উঠছে, উঠছে, উঠছে। কোনও আতসবাজি আগুন খুঁজছে বিস্ফোরণের জন্য, যাতে রাতের কালো আকাশ আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে।

ডন চাইছে এই ক্রমাগত আঘাত দিয়ে সে নিজে আগে ফেটে পড় ক। কিন্তু রেনির এই নতুন, নিয়ন্ত্রণের বাইরে প্যাসনের পাল্টা আঘাতে সে ক্ষমতা হারাচ্ছে। নড়তে পারছে না। রেনি গায়ের জোরে ডনকে মেঝে থেকে শূন্যে তুলে ধরছে, ডন পায়ের তলায় জমি পাচ্ছে না, যেখানে ভর দিয়ে সে নিজেকে নিঃশেষে ঝরিয়ে দেবে।

তাই এক জানোয়ারের মতো অন্ধকার গহ্বরে এলোপাথাড়ি ভ্রমণ ছাড়া তার কিছু করার নেই এখন। কিন্তু মরিয়া হয়ে এবার নিজের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে আঘাত হানল ডন।...আর সেই সঙ্গে প্রথম এক ঝলক বীর্যরস সবেগে প্রবাহিত হলো। মনে হলো তার পুরুষাঙ্গে এতক্ষণ একটা বঁড়শি বিঁধে ছিল। সেই যন্ত্রণার একটু অবসান হচ্ছে।

এইবার দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত ঝলকে বীর্যপাত হচ্ছে। রেনি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করছে সবটুকু তার অন্তরতম প্রদেশে—এই প্রবল বর্ষণ। মুখে সহর্ষ আর্তনাদ। এপাশ-ওপাশ ঘুরছে সে, কোনও সময় দুই হাঁটু মুড়ছে, কোনও সময় দুই পা দু'পাশে ছড়িয়ে দিচ্ছে—যতখানি প্রসারণ সম্ভব—ব্যালে ডান্সারের মতো, উরুর পেশি টনটন করলেও। ঝলকে ঝলকে গভীর গর্ভে এই ঔরসপতন সে তিল তিল করে অনুভব করছে, সেই সুখে তার চোখে জল টলমল।

শেষ সজোর উত্থান রেনির, তারপরেই কার্পেটের ওপর ভারী পতন। রেনির দেহের ওপর ডন।

সব শান্ত, স্থির।

দু'জনের মুগ্ধ দৃষ্টি দু'জনের দিকে, সহাস্য মুখ।

ক্ষণপরেই দু'জনে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। উচ্ছল আনন্দের হাসি, দৃঢ় আলিঙ্গন। বাহুপাশে আবদ্ধ দুই শরীর একত্রে কার্পেটের ওপর এপাশ-ওপাশ গড়াতে থাকে। যুগ্ম জয়। যৌথ গর্ব।

দু'জনে এবার শায়িত অবস্থায় মুখোমুখি। দু'জনের ওষ্ঠপুটের ব্যবধান দু'ইঞ্চি।

ডন বলে, আমরা দু'জনেই সফল, জয়ী। আমাদের অলিম্পিক ভিলেজে সোনার মেডেল নিজেরাই জয় করলাম—একসাথে। উই উইল শেয়ার ইট।

—আবার চাই, আরও জয়, আবার মেডেল।

বলতে বলতে রেনি ডনের মাথা বুকে জড়িয়ে ধরে। উঠে দাঁড়ায়। ডনের হাত ধরে টেনে দাঁড় করায়। ডনের পুরুষাঙ্গ এখন দীর্ঘ লাল সসেজের মতো ঝুলছে। পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে ডনের ঠোঁটে চুমু দেয় রেনি। তারপর ডনের এক হাত ধরে আচমকা বেডরুমের দিকে ছুটে যায়।

এটা একটা স্যুইট—ডন বুঝতে পারে। বেশ বড় শয্যাগৃহ। প্রকাণ্ড বিছানা—ভেলভেটের চাদরে ঢাকা।

রেনি হাসে—এবার ওইখানে—

ডনকে হাত ধরে বিছানার কাছে নিয়ে আসে রেনি। তিনপাশে মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত আয়না, ওদের ছায়া পড়ে। আয়নায় প্রতিফলিত দুটি নগ্ন দেহ, বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে—তারা যেন আদম-ইভের মতো খুশি। হাতে হাতে, গালে বুকে লাল আভায় প্রমাণিত দেহসঙ্গমে কত তৃপ্ত তারা। তারা কৌতুকে পরস্পরকে আদর করে। আয়নার কাছে আরও এগিয়ে এসে নিজেদের দেখতে চায়।

রেনি খুশি—ওই তো আমরা।

আনন্দে তার দুই স্তন নাচতে থাকে।

ডনের পুরুষাঙ্গ দোদুল্যমান—হ্যাঁ, আমাদের কত সুন্দর দেখাচ্ছে এখন! তাই না?

—তোমার ওই যন্ত্র, তার বিশেষ সৌন্দর্য! রেনি এখন অবনত লিঙ্গের প্রশংসায় মুখর।

—তোমার ওই লোমভরা গুহা—এত বিস্ময়কর সৌন্দর্য আমি কখনও দেখিনি—

বলতে বলতে ডন সহসা রেনির সামনে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে। দুই পশ্চাদদেশ টেনে ধরে তার লোমশ যোনিকে নিজের মুখের কাছে টানে।

—এখানে একটা চুমু দেব। আমার জন্য এ যা করল, তাকে এই ভাবে ধন্যবাদ জানাব।—ডন বলে।

ডনের জিভ খেলা শুরু করে। ফাটলের মধ্যে দিয়ে সে খুঁজে পায় লাভ বাটন্। জিভের সমস্তটা দিয়ে তাকে লেহন করে ডন। ডনের আচরণে অবাক রেনি আয়নায় নিজের মুখ দেখে। তার মুখ ক্রমশ শিশু থেকে নারীতে রূপান্তরিত।

ডনের মুখ এবার যেন সর্বভূক। রেনির এই দেহাংশ খাদ্য ভেবে সে উদরস্থ করতে চায়। তার লেহন ও চোষণ এখন উন্মাদপ্রায়। জিভ আর ঠোঁট—আঃ, এই দুই অঙ্গ যেন যথেষ্ট নয় রেনিকে পেতে হলে। রেনি সাড়া দেয়। দু'হাতে ডনের মাথা ধরে নিজের তলদেশে ঘূর্ণিপাক জাগায় রেনি।

হঠাৎ বলে, এবার তুমি!

ডনকে ঠেলে সরিয়ে দেয় রেনি।

এবার ডন দণ্ডায়মান। রেনি হাঁটু মুড়ে বসে তার সামনে। ডনকে পাশ ফিরিয়ে দাঁড় করায়, যাতে আয়নায় তার ছায়া স্পষ্ট দেখতে পায় সে। প্রোফাইল ভিউ।

দুই অণ্ডকোষের ওপর স্থাপিত আট ইঞ্চি এই অঙ্গ, অনুত্তেজিত অবস্থায়। পাশ থেকে বেশ বড়ই দেখায়। রেনি তাকে হাতে তুলে নেয়, সোজা করে ধরে, আয়নার সামনে এর চেহারা পরীক্ষা করে রেনি।

এবার মুখ খোলে। বিনা ভূমিকায় মুখে ভরে নেয় এই পুরুষাঙ্গ। চোখ খুলে আয়নায় দেখে কি ভাবে তার মুখের মধ্যে প্রবেশ করেছে—দিস ফ্রেশি সিলিন্ডার। ডন শুরু করে পাম্পিং প্রক্রিয়া। রেনি মুখের সমস্ত লালায় ভরে দেয় ডনের ইন্দ্রিয়। ক্ষুধার্ত হয়ে আলতো দংশনে অস্থির করে তোলে ডনের ক্রমশ বর্ধিষ্ণু এই প্রিয় দণ্ড।

দু'জনেই দেখছে—ডনের আকৃতির স্ফীতি।

দু'জনেই উপভোগ করছে আয়নায় প্রতিফলিত দৃশ্য।

সঠিক পরিমিত এগারো ইঞ্চি দৈর্ঘ্য প্রাপ্তির পর রেনি মুখ সরায়, এর সারা গায়ে চুমু দিয়ে লক্ষ্য করতে থাকে—পরম স্নেহে।

—অনেক চুমু আর মুখের আদর হয়েছে—নাও, ইটস্ মাই টার্ন টু সি হাউ উই ফাক্।

উঠে দাঁড়িয়ে ডনকে বিছানায় বসায়। খাটের কিনারায়। কপালে চুমু দেয়, ঘুরে দাঁড়ায়। আয়নায় সেই বিশাল পুরুষাঙ্গের ছায়া—সম্পূর্ণ উত্তেজিত, উত্থিত, এই দৃশ্যই যথেষ্ট। রেনির ক্লিট আবার শিহরিত, স্ফীত।

রেনির পশ্চাদদেশ ডনের সামনে। দুই পা প্রসারিত। লোমশ উরু সরে গিয়ে যতটা সম্ভব জায়গা তৈরি করে।

—এইবার এসো, এইভাবে, পেছন থেকে—

দুই পশ্চাদদেশ টেনে ধরে ম্যাসেজ করে ডন, তারপর সঠিক স্থানে এগিয়ে যায়। রেনি হাসতে হাসতে বসে পড়ে ডনের কোলে, আয়নার দৃশ্য ভেসে ওঠে, ডনের ইন্দ্রিয় তার অভ্যন্তরে, গোড়ার অংশটুকুতে রেনির হাতের আদর। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়, সেই অংশটুকুও ক্রমশ গহ্বরে বিলীন হয়ে যায়।

—একটু পিছিয়ে যাও, আমি তোমার বুকে শোব। আমার পিঠের নিচে তোমার বুক—ইউ উইল সাপোর্ট মি—রেনি বলে।

—কি করবে তুমি?

—আমি দেখব তোমার বিশাল দণ্ড কিভাবে আমায় পূর্ণ করে, আয়নাই আমার চোখ।

কনুই ভর দিয়ে শোয় ডন, তার দুই উরুতে বসে পা ছড়ায় রেনি, পায়ের পাতা কার্পেট ছোঁয়। নিজেকে একটু তুলে দেখে, ডনের তলপেটের নিচে তার দণ্ড কিভাবে রেনির অঙ্গে প্রবিষ্ট। ক্রমশ আবার ক্ষুধার্ত রেনি। ইঞ্চি ইঞ্চি করে সে গ্রাস করে ডনকে—এক ক্ষুধার্ত পশু যেন একটি ওভারসাইজড শিকারকে ধীরে ধীরে গিলছে। আবার চোখের তারায় নাচ, নয়নপত্র ঢুলুঢুলু, দেহের সাথে মন, মনের মধ্যে প্রেম।

—তুমিও দেখ, ডন, কি করছি আমরা!

রেনি এখন মাস্টার। ডন ছাত্র।

আয়নায় তাকিয়ে দেখা যায় কি ভাবে ভক্ষ্যদ্রব্য গ্রহণ করছে রেনি। ডন ভাবে, একেই বলে—হাংগ্রি কান্ট। রেনির হাত এখন কঠোর। ডনের দুই উরু পীড়ন করছে। কিন্তু ডনকে নড়তে দিচ্ছে না। ডন শুধু দেখতে পারছে—রেনি ইজ ডুইং অল দ্য ফাকিং! তার কোলের ওপর রেনির কোমরে বেলি ডান্সারের মুভমেন্ট। ঠোঁট কামড়ে আছে সে, নিজেকে খুঁড়ে চাষ করতে চাইছে রেনি, ডনের অঙ্গ তার খননকার্যের হাতিয়ার মাত্র। চালক নয়।

আর সহ্য হয় না, নিজের এই নিশ্চলতা।

বিছানায় ফ্ল্যাট হয়ে শুয়ে পড়ে ডন।

রেনি কাছছাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। সাপোর্ট নেই। তাই এবার সামনে ফিরে ঝাঁপ দেয় রেনি। শী মাস্ট স্কোয়াট অন দিস এনরমাস ফাকিং মেশিন। ডনের উরুর ওপর হাত রেখে সাপোর্ট নেয় রেনি। আয়নার দিকে তাকায়, হাসি পায়, একটি লাজুক কিশোরী যেন জঙ্গলের মধ্যে গোপনে বসে পড়েছে—মূত্রাশয় খালি করতে।

কিন্তু জঙ্গল বলা ভুল। রীতিমতো আলোকোজ্জ্বল ঘর। দুই স্তন এবার দ্রুত উঠছে-নামছে—সে লক্ষ্য করছে কিভাবে একটি অস্ত্র সম্পূর্ণ ডুবে যাচ্ছে এক গহ্বরে, কিভাবে তার ভেতরটা চিরে যাচ্ছে, কিভাবে তার গর্ভদেশে আঘাত লাগছে আবার, কিভাবে তার যোনিদেশ মাঝখান থেকে দু'টুকরো হয়ে যাচ্ছে—আজ পর্যন্ত কোনও পুরুষাঙ্গ যা পারেনি। এই অভিজ্ঞতার ধারে কাছে আসতে পারেনি।

দুই স্তন ফুলে উঠছে, দুই স্তনের বোঁটা আবার কঠিন। এবার নিজের হাতে দুই স্তন ও বোঁটাকে মর্দন করতে লাগল রেনি। বুকের যন্ত্রণা শান্ত করতে হবে। নিজের করতল ও আঙুল দিয়ে নিজের সুন্দর বুকে নিষ্ঠুর দলন শুরু করে রেনি।

চোখের পাতা ভারী। চোখ খুলে রাখা যাচ্ছে না। তবু জোর করে চোখ মেলে আয়নায় প্রতিফলন দেখতেই হবে।

মনে পড়ে—এর আগে কতবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়েই নিষ্প্রাণ সেই কঠোর মোমবাতিটাকে নিম্নাঙ্গের অভ্যন্তরে ধারণ করতে হয়েছে। মানুষ তাকে সঙ্গ দেয়নি, সেই প্রাণহীন প্রেমিক তাকে চরমানন্দ দিয়েছে।

এখনও কি সেই রকমই আনন্দ? সেই প্রেমিক মোমদণ্ড যা নিয়ে আসত? হ্যাঁ, তখন নির্গত হতো কামরস। কিন্তু এখন তার চেয়ে বহুগুণ বেশি আনন্দ। ইনফিনিটলি বেটার! একটি জীবন্ত মানুষের সজীব অঙ্গ—মাংসল দণ্ড, তার মধু বর্ষিত হচ্ছে রেনির অন্তিম প্রদেশে।

রেনি পৃথিবীর চরম সৌভাগ্যবতী নারী।

তাই আবার তার চরম পুলক, চরম সেবা দান ও প্রাপ্তি! দুটি শরীর একটি সত্তায় পরিণত। তাই পরক্ষণেই তার প্রেমিকেরও চরম-আনন্দের লগ্ন। পরিপূর্ণ দু'জনে, আনন্দ সলিলে স্বর্গসুখে অবগাহন।

স্বর্গ নয়, পৃথিবীতেই এই সুখ সম্ভব। এই ছোট ধরাধামে। প্রেমিকের ভালবাসার প্রতিটি রসবিন্দু সে পেয়েছে, নতুন বসন্ত এলো তার জীবনে, আজ রাতে।

এবার ওরা মুখোমুখি নিজেদের মুখ দেখছে। চেষ্টা করছে মুখের আয়নায় যে ভাষা ফুটে উঠছে তাই পড়তে। ফেস ইজ দ্য ইনডেক্স অব মাইন্ড।

স্তব্ধতা, কেউ কথা বলছে না। কিন্তু মন মুখর। হৃদয় উত্তাল, সব দাবদাহ জ্বালা, সারাজীবনব্যাপী ক্ষোভ ও হতাশার অবসান।

পৃথিবীর মানুষ বলতে চেয়েছিল—ওরা নাকি মানুষ নয়, ওরা নাকি কিম্ভূত এক সৃষ্টি, বিধাতার নিষ্ঠুর কৌতুক। ওরা সাথী পাবে না, পূর্ণতা পাবে না।

ভুল, ভুল, সম্পূর্ণ মিথ্যা ওই অপবাদ, ওই রটনা, ওই অপমান। ওরা সঙ্গী পেয়েছে—মনুষত্ব পেয়েছে—ওরা একজন পূর্ণ পুরুষ, আরেকজন পূর্ণ নারী। বিরল হতে পারে—কিন্তু ওরা মেড ফর ইচ আদার। পথ-ভোলা পথিক ও পথ-হারানো পথিকিনী নিজেদের খুঁজে পেয়েছে, নিজেদের আবিষ্কার করেছে। ওরা ভিন্ন জাতি, ভিন্ন দেশি। ঈশ্বর আজ তাদের একত্র করলেন। ওরা বুঝল এই দেহ ওদের পরস্পরের জন্য তৈরি। এই দেহের বিচিত্রতা—এক অতিবিশালতা ও অতিগভীরতা কেবল ওদের জন্য! ওদের সম্পদ।

না, আজ অন্বেষণের শেষ।

আজ সব খোঁজার অবসান।

আজ ওরা পরস্পরকে প্রশ্ন করবে ও উত্তর দেবে—আমায় চেন কি! হ্যাঁ, তোমায় চিনি ক্লান্ত পান্থ।

ডাক্তার কি বলবে? বিজ্ঞান কি বলবে? ডাক্তার ও বিজ্ঞান আজ বোকা বনে গেছে ভালবাসার কাছে, ভাগ্যের কাছে।

ওরাই ওদের জগৎ। সেখানে ওরা একসাথে থাকবে, ওদের স্বর্গ খেলনা নিয়ে ওরা খেলবে।

ভীষণ ঘুম পাচ্ছে, দু'জনেরই।

রেনি বলে, আমার দারুণ ঘুম পাচ্ছে ডন!

ডন উত্তর দেয় না।

কি করে দেবে? রেনির দুই কোমল বুকের মাঝখানে মুখ গুঁজে ঘুমিয়ে পড়েছে ডন। বিশাল ডন এখন শিশু ডন।

১১

অলিম্পিক পুলের পাশে ভেজা বেঞ্চের ওপর চুপচাপ বসেছিলেন ডাঃ স্যাম স্কেলি। দু' হাত ঘষে ঘষে, দুই পায়ের পাতায় টোকা মেরে মেরে নিজেকে পরীক্ষা করছিলেন। যে ট্যাবলেটটি (অ্যামফিটামাই খেয়ে নিজেকে চুয়াত্তর ঘণ্টা জাগিয়ে রেখেছেন, খুব সম্ভব তারই ফল তাঁর শরীরের ভেতরে এই নতুন অস্থিরতা।

এখন অনুশোচনা হয়। অন্ধের মতো এক যান্ত্রিক কর্তব্যের তাগিদে তিনি এতদিন যা করে গেছেন তা অর্থহীন। আমেরিকান টিমের পারফরম্যান্স সফল করার জন্য একজন ডাক্তারের যেটুকু দায়িত্ব, তার চেয়ে অনেক বেশি মাথাব্যথা স্বেচ্ছায় বহন করে কাজ করে গেছেন তিনি। বোকার মতো। নিজেকে সাহায্য না করে, নিজের শরীর-স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা না করে, তিনি একদল আমেরিকান কর্তাব্যক্তি, অ্যাথলেট, কোচ ও কমিটির লোকদের জন্য পরিশ্রম করে খুব দেশপ্রেমিক আত্মপ্রসাদ অনুভব করছিলেন। টিম যেন অলিম্পিকে মাথা উঁচু করে শীর্ষস্থানে থাকে। হ্যাঁ, ডাঃ স্কেলির মধ্যে কোনও রাজনীতি,

ফাঁকিবাজি বা অমানবিক কিছু নেই। শুধুমাত্র এক প্রাচীনপন্থী তাগিদ—তাই তিনি বিরামহীন একটানা কাজ করে গেছেন।

এবং আরেকটি সাহসী কাজ তাঁকে দেখতে হবে। এবার ২০০ মিটার ফ্রি-স্টাইল ব্যাপারটা।

তিনি দেখতে পেলেন, ডেবি উইলি ডাইভিং ব্লক নয় ৮-এ দ্বিধাগ্রস্ত মনে পায়চারি করছে। দমভরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে নিজের নার্ভ ঠিক রাখার জন্য। দু'পাশে হাত টান রেখে মাথা নিচু করে হাঁটছে সে। তার পরনে কালো বেদিং কস্ট্যুম। উরুর ওপর আঙুল রেখে নিজেকে পরীক্ষা করছে ডেবি।

ডেবি ফাইনালে উঠেছে। সে নিজে তাতে তেমন আশ্চর্য হয়নি, কিন্তু ডাঃ স্কেলি যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না ব্যাপারটা। মাত্র ছ'দিনের ট্রেনিং বা অনুশীলনের সুযোগ পেয়েছে ডেবি, এবং সেইটুকু সুযোগেই বিশ্বের খ্যাতনামা কয়েক ডজন চ্যাম্পিয়নকে—যারা বছরের পর বছর প্র্যাকটিস করেছে—তাদের হারিয়ে দিল ডেবি!

আসলে, ডেবি উইলি জন্মগত সাঁতার প্রতিভার অধিকারী। স্কেলি তাকে যতই দেখছেন, ততই মনে হচ্ছে—কি দুঃখ ও লজ্জার কথা! এমন একটা ট্যালেন্ট এতদিন কাজে লাগানো হয়নি!

ওয়ার্নিং হুইসিল বাজল। ডেবি ধীর সুন্দর পদক্ষেপে ব্লকের ওপর এসে দাঁড়াল। ডেবির শরীরের চলনে-ভঙ্গিমায় কেমন যেন হায়-হায় করে উঠল ডাঃ স্কেলির অন্তর—কত কিছু হতে পারত! ডাঃ স্কেলির কোনওরকম সাহায্য ছাড়াই ডেবি নিশ্চই আগেই গোল্ড মেডেল আনতে পারত। কিন্তু মনে পড়ে, ডাঃ স্কেলি সেই দৃশ্যে সংযমী হতে পারেননি। অনাঘ্রাত কুসুমের মতো কিশোরীর সেই যোনি—সোনালি লোমে ভরা—তাঁর সামনে উন্মুক্ত! তাই—

এবং তারপর যে ডেবির জীবনধারা বদলে গেল।...

পুলের দু'পাশে ব্লকের ওপর বিচারকের দল সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছেন। ভাল করে লক্ষ্য করছেন, কোনও মেয়ে যেন লাইন পেরিয়ে পজিশন না নেয়। তাঁদের চোখ সজাগ রাখতে হবে, ঘোষণার আগেই কেউ যেন ঝাঁপ না দেয়—নো প্রিম্যাচিওর ডাইভ। ডাঃ স্কেলির মায়া হয় এই বিচারকদের জন্য। এখন ওঁদের ভূমিকার তত গুরুত্ব নেই। ইলেকট্রনিক যন্ত্র বেরিয়েছে যা নিখুঁতভাবে যেকোনও খুঁত ধরতে পারে—উইথ দেয়ার অল-সিয়িং, অল-নোয়িং আই।

এমনকি স্টার্টিং গানটিও ইলেকট্রনিক টাইমার। সেটা শীতলভাবে শুনে চলে—দশ, নয়, আট—আর পুলের পাশে বিরাট বোর্ডের ওপর নম্বরগুলো ঝলমল করে ওঠে—সেভেন, সিক্স; ফাইভ! ধন্যবাদ বিজ্ঞানকে। এই যন্ত্রদের কোনও টেনশন নেই যাতে ডাঃ স্কেলি ভুগছেন। মানুষের গলায় স্বরে কাউন্ট-ডাউন যাতে স্পষ্ট হয়, তার জন্য সাবধানতা ও কসরৎ দরকার। স্টার্টিং গান শব্দ করে যখন 'গো' জানিয়ে দেয়, তখন কোনও শারীরিক-মানসিক পরিশ্রমের দরকার হয় না। হিউম্যান স্টার্টার এখন নিষ্প্রয়োজন।

দুই, এক, শূন্য—এগুলো শুধু সংখ্যা। কিন্তু এই শেষ উচ্চারণের সাথে তরুণ-তরুণী দেহ জলে ঝাঁপ দেবে। বাহু ও পদযুগলের সঞ্চালনে তীরবেগে ছুটবে জলে দাগ কেটে।

অনুশোচিত মনে স্কেলি লক্ষ্য করছেন।

ডেবি লিড্ করছে। তার ডাইভ নিখুঁত। জল কেটে সে বেরিয়ে যাচ্ছে জলবিমান—হাইড্রোপ্লেনের মতো। সবাই ওকে জানে গোল্ডেন গ্লাইডার বলে। যারা নাম জানতো না, আজ তারা ওর নাম জেনেছে—ডেবি উইলি!

ডেবি সাঁতরাচ্ছে, সর্বাগ্রে। অতি দ্রুত সন্তরণ।

হ্যাঁ, ডাঃ স্কেলি এবার স্বাভাবিক হন, মনে পড়ে—ডেবি তো এসেছিল, তার সকল ট্রেনারকে তুচ্ছ করে। ওরা সব অপদার্থ—অল অ্যসহোলস্—ডেবি গালাগাল দিয়েই বলেছিল। ডাঃ স্কেলিকে কিছু প্রশ্ন করেছিল ডেবি—কার্ডিভ্যাসকুলার সিস্টেম সম্পর্কে।

ডাঃ স্কেলি জানিয়েছিলেন—দুটো পথ আছে।...

ইতোমধ্যে দেখা যাচ্ছে ডেবির কাছাকাছি এসে পড়েছে কার্টিনা কাচেংকা—যে রাশিয়ান স্যুইমার চান্স পেয়েছে রোয়েনা গোল্ডস্টেইন বাদ পড়ার পর। ডেবি এখন কি করবে? হয় একটু বেশি দম নিয়ে মার্জিন বাড়াবে, অথবা ফিনিশিং-এর জন্য এনার্জি সঞ্চিত রাখবে। ডেবি তীব্রবেগে সাঁতরাতে পারে, শেষ পর্যন্ত দম বজায় রাখবে সে। যখন কার্ডিভ্যাসকুলার বিষয়ে অসুবিধে নেই, ডেবির ভয় কিসের? ফুসফুসে কতখানি অক্সিজেন ধরবে, সেটাও ভাবা আছে। কিন্তু এতে একটু সমস্যা আছে, ডেবির এই দিক দিয়ে একটু কষ্ট হতে পারে।

প্রথম রানে ডেবি দশ মিটার কভার করেছে, রাশিয়ান মেয়েটাকে আরও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। সত্যি সাহস আছে মেয়েটার—কি তীব্র লড়াই লড়ছে—ডাঃ স্কেলি অবাক হন। এইবার একটা ল্যাপ্ শেষ হবে। কিন্তু আরও চারটে বাকি! এই মুহূর্তে দ্বিতীয়টার অর্ধেক শেষ হয়েছে। মনে হচ্ছে, সেই অক্সিজেন সমস্যাটা শুরু হয়েছে। ডেবির কি দম নিতে কষ্ট হচ্ছে?

কিন্তু ডেবি জানে—তার একটাই চিন্তা। যেতে হবে, এগোতে হবে, লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে। যে করেই হোক।

মাথা ডুবিয়ে দম নেয় ডেবি। মাথা তুলে দেখে নীল পুলের দেয়াল মাত্র দশ-বারো হাত দূরে। তাহলে যতটা তাড়তাড়ি সম্ভব—

ডেবি হাঁসের মতো সাঁতার কাটে। এগিয়ে যায়, এবং অবশেষে দেয়াল ছুঁয়ে ফিরে আসে। তার ঘুরপাকটা দর্শনীয়। এবারও সে সবার আগে। ডেবি যত এগিয়ে আসছে, জনতার গুঞ্জরন বাড়ছে। কিন্তু এই টার্ন-এর ব্যাপারে ডেবি বরাবরই দক্ষ। যেন জন্মগত দক্ষতা।

ডেবির মাথা এবার ডান দিকে কাত হয়ে আছে, যাতে সে রাশিয়ান প্রতিযোগীর দিকে লক্ষ্য রাখতে পারে। এই মুহূর্তে ডেবি রাশিয়ান মেয়েটির থেকে দেড় গজ এগিয়ে। রাশিয়ানের অনেক পেছনে তৃতীয়জন—এক ওরিয়েন্টাল স্যুইমার। বাকিরা অনেক অনেক পিছিয়ে।

এবার লাস্ট ল্যাপ্। আর একবার। শেষবার!

ডেবি ভাবতে থাকে—আমি সাঁতরাচ্ছি ফোর-ওয়ান ল্যাপ রেস। প্রথমটা সহজেই জিতেছি, দ্বিতীয়টাও জিতছি। তারপর—

পুলের জলের মাঝামাঝি ডেবি। দুই বাহু যেন গ্লাইডারের মতো তীরবেগে জল কেটে উড়ছে। অন্যেরা প্রপেলারের মতো ঘুরছে শুধু। ডেবি অনায়াসেই বুঝতে পারছে

অন্যদের অবস্থান কোথায়, ওরা বিভ্রান্ত, তিমি মাছের মতো সমুদ্রের ঢেউয়ের সামনে পথ খুঁজছে।

ডেবি দেখল স্টার্টিং ওয়াল এসে গেছে। এবার আরেকটা ঝুঁকি নিতে হবে। স্ট্রোক চলছে স্বাভাবিকভাবে, তবু পিঠ আর্চ করে জলের ওপর ভেসে উঠল সে। তারপর আবার এক বিস্ময়কর টার্ন—প্রায় অলৌকিক। সাথে সাথে জনগণের উল্লাস, অভিনন্দন। সে বুঝল, দর্শকের দল সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে—বাঁ দিকে মাথা সরিয়ে সে তাদের আড়াআড়ি দেখতে পাচ্ছে। আবার প্রতিযোগীদের দিকেও নজর রাখতে হচ্ছে।

এবার ডেবির দু' বাহু যেন বর্শা। এক পলকের জন্য জলের ওপর চোখ তুলে সে দেখে রাশিয়ান মেয়েটা আড়াই গজ পেছনে। আর ওরিয়েন্টাল মেয়েটা বহু পিছিয়ে গেছে। ডেবি এবার অতিরিক্ত জোর দেয়, দর্শকের চিৎকার তাকে উদ্বুদ্ধ করে। জয় সমাগত।

এবং ঠিক এই সময়ে—

অপ্রত্যাশিত আঘাত!!

দুই বাহু, বিশেষ করে বাহুর ওপরের অংশ, মনে হয় ভীষণ ভারী হয়ে ছিঁড়ে পড়ছে। কেউ যেন তার দেহের ভিতরে বিশাল ইস্পাত খণ্ড ঢুকিয়ে দিয়েছে। তার বাইসেপ ও ট্রাইসেপকে পাথর করে দিচ্ছে।

কিছু আসে যায় না—ডেবি নিজেই নিজেকে বোঝাল। আর অর্ধেকের কম ল্যাপ্ রয়েছে। আমি তৃতীয় রেস জিতছি। আর কয়েকটা স্ট্রোকের পর ডেবি দেয়ালটা দেখল, তাই সে আবার একটা লং-ডিসট্যান্স টার্নের জন্য মরিয়া হয়ে উঠল, কিন্তু কি যেন একটা তাকে ছেড়ে যাচ্ছে। তার কি মনের জোর কমছে, নাকি শরীরের জোর? নাকি দুই-ই হারাচ্ছে সে? একটি অতিরিক্ত স্ট্রোক, দ্বিতীয়টাও অতিরিক্ত। দেয়ালটা আর মাত্র পাঁচ ফুট দূরে।

জলের নিচে নেমে পা ছুঁড়ে, দু'হাত প্রসারিত করে সে আবার ওপরে উঠল, হ্যাঁ, এই মুভমেন্টের সময় পা দুটো ঠিক জায়গায় আছে। কিন্তু—

ডান হাত তুলতে খুব কষ্ট।

আরও দু'ক্ষেপ বাকি—এখনও সে রাশিয়ান মেয়েটার চেয়ে দু'গজ আগে—কিন্তু তার মানে আধগজ দূরত্ব কমেছে। ওরিয়েন্টাল মেয়েটার প্রশ্ন ওঠে না।

মনের জোরে এগোল ডেবি, কিন্তু আবার দেহ অসাড় হয়ে আসছে। পায়ে জোর আছে, কিন্তু দু'হাত লোহার মতো ভারী। শুধু পায়ের জোরে কতটা এগোবে সে?

আপ স্ট্রোক। এবার দম বন্ধ হয়ে আসছে।...আর একটি রেস জিতলে আমি জয়ী। আর অর্ধেক পথ বাকি। তার চোখে পড়ল—কার্টিনা, সেই রাশিয়ান মেয়েটি এগিয়ে আসছে। কিন্তু ও ডেবিকে ধরতে পারবে না।

হঠাৎ এক ঘূর্ণিঝড়!

কার্টিনা মেরু প্রলয়ের মতো দুর্দান্ত গতিতে এগিয়ে এলো। ডেবির কাছাকাছি—যেন এক বিরাট আকৃতির জলের পোকা। এবার তার দারুণ স্পীড, ডেবির মতো, এমন কি তার চেয়ে বেশি সে সাঁতরাচ্ছে। দ্রুত, দ্রুততর, আরও দ্রুত। হাই স্পীড।

ডেবি দু'পায়ের জোরে শেষ ফ্লিপের চেষ্টা করল, কিন্তু কাজ হলো না। তার গতি এখন ক্রমশ ধীর, শ্লথ হয়ে আসছে। পাশ দিয়ে কার্টিনা এগিয়ে যাচ্ছে। চোখের পর্দায়

সে দেখছে পুলের কিনারা এখন দূরে, বেশ দূরে—ফার অ্যাওয়ে। ডেবি নড়ছে, কিন্তু এগোচ্ছে না। এ কি অদ্ভুত ব্যর্থতা!

কি এর রহস্য!

চুলোয় যাক! কাল যদি—

এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ডেবি পিছিয়ে পড়েছে। তার স্ট্রোক, কিক্, ফ্লিক—সব ব্যর্থ! এমনকি সেই ওরিয়েন্টাল মেয়েটাও কাছে এসে গেছে। ইস্, এ তো অনেক পেছনে ছিল।

আর দশ গজ! যেতে পারলেই জয়। পারবে না?

ডেবি প্রাণপণ যুঝছে। যেন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা।

আর পাঁচ গজ! শুধুমাত্র পাঁচ গজ! আঃ—

বাঁ হাতে একটা স্ট্রোকের চেষ্টা করল ডেবি। এই বোধহয় তার শেষ স্ট্রোক। কারণ, পরমুহূর্তেই তার বুকের পাঁজর যেন ভেঙে পড়ল। অসীম যন্ত্রণা। পাঁজরের হাড় বুক চেপে ধরে তার ফুসফুস ফাটিয়ে দিচ্ছে। বুক ফেটে যাচ্ছে। এইবার পায়ের জোরও হারিয়ে গেল।

জলের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে ডেবি।

অন্ধকার।

চারপাশে ঘন কালো অন্ধকার।

১২

তার অণ্ডকোষের ওপর পুরুষাঙ্গ এখন ঝুলে আছে। ডান উরুর সাথে যুক্ত। কারণ সে এখন মাটিতে বসে আছে, দুই পা দু'পাশে মেলা।

জ্যান কার্টরাইট ভাবল—লোকটি ইচ্ছে করেই তার ড্রেসিং গাউনের আবরণ সরিয়ে রেখেছে, যাতে তার গোপনাঙ্গ চোখে পড়ে! মুখের দিকে তাকিয়ে তার মতলব বোঝার উপায় নেই। ভাবলেশহীন, বিবর্ণ মুখ। বাঁ দিকে টিভি সেটের ওপর তার দৃষ্টি।

না, তার ওই অসভ্য ভঙ্গি ইচ্ছাকৃত নয়। লোকটা সত্যিই এখন অন্য জগতে। অলিম্পিকস্-এর ইভেন্টগুলো এমনভাবে দেখছে, এত মগ্ন উত্তেজনা নিয়ে, যেন এটা দ্বিতীয়বারের চরমানন্দের উৎক্ষেপ।

জ্যান ভাবে, লোকটা তো আন্ডারওয়্যার পরতো। সে নিজেও পরে। কিন্তু হসপিটাল তাদের গায়ে শুধু এই গাউন জড়িয়ে থাকতে বলল। তলায় কিছু পরা বারণ। এর মানে কি!

জ্যানের দৃষ্টি আবার ফিরে আসে লোকটার গোপন অঙ্গে। ফ্যাসিনেটিং! এটা ত্যানসেন্ডের চেয়ে দীর্ঘ ও পুরু—এতই বড় যে ভয়ের উদ্রেক করে। এবং অবশ্যই তার ক্লিটরিচের চেয়ে অনেক বড়। কিন্তু তাতে আর উচ্ছ্বসিত হবার ব্যাপার নেই। আর সে ভুল করে বলে ফেলবে না—আরে, তোমারটা যে আমার চেয়ে বড়। এই 'তোমার-আমার' উক্তির মূর্খামির যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়েছে তাকে।

হ্যাঁ, পরবর্তীকালে ডাঃ স্কেলি তাকে দেহের ব্যাপারে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। সেও বুঝেছিল—কোথায় গলদ! কিন্তু ইতোমধ্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে। নার্ভাস ব্রেকডাউনের জন্য জ্যানকে যখন হসপিটালে ভর্তি হতে হয়েছে, তখন ডাঃ স্কেলি তার বিশদ ব্যাখ্যা শুনিয়েছিলেন।

সব ঘটনা দ্রুত ঘটে গেল। এত দ্রুত, যে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় এর মধ্যে ন'টা দিন কেটে গেছে। মানে, ত্যানসেঙের সাথে জঙ্গলের ধারে সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতার আঘাতের পর ন'টা দিন কখন পার হয়ে গেছে! মনে পড়ে, ত্যানসেঙ যখন তাকে ফেলে চলে যাচ্ছে, তার মুখে কী নিষ্ঠুর হাসি! কীভাবে সে জামাকাপড় দু'হাতে জড়িয়ে নগ্ন শরীর কোনওমতে আড়াল করে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে কত কষ্টে অলিম্পিক ভিলেজে ফিরে আসে! দৌড়ে স্কেলির অফিসে ঢুকে সে কান্নায় ভেঙে পড়ে, সবকিছু অকপটে ব্যক্ত করে। সে জিজ্ঞেস করে—কেন, ক্যামেরা কেন? কি করছিল ত্যান ক্যামেরা নিয়ে, কিসের ছবি তুলছিল, কেনই বা তুলছিল, তার মুখে বিদ্রূপের হাসি কেন? পৃথিবীর সব পুরুষই কি ত্যানসেঙের মতো? অন্তত জ্যানের প্রতি এমনই আচরণ করবে সবাই? এই আচরণের মানে কি?

তখনই স্কেলির অফিসে অজস্র ফোন আসে এবং যায়। প্রথমে মা-বাবা, তারপর VSOC, তারপর IOC। যদি জ্যান কার্টরাইট গেমস্ থেকে বিদায় নেয়, সব গোপন রাখা হবে। নয়তো—

কিসের গোপনতা? জ্যান বোঝে না। এর সাথে গেমস্-এর কি সম্পর্ক? কেন সে মিছিমিছি অলিম্পিকস্ থেকে সরে যাবে? কি তার দোষ?

এরপর রিপোর্টারদের কল। অজস্র, একের পর এক। ডাঃ স্কেলির মুখ ফ্যাকাশে, যখন গুজব শোনা যায়, জ্যানের গোপন ফটো নিউ ইয়র্কের একটা সেক্স ম্যাগাজিনে বিক্রি করা হয়েছে। সব শুনেও জ্যান ঠিক বোঝে না, সে উদ্ভ্রান্ত। চিৎকার করে সে স্কেলির কাছে জানতে চায়—ব্যাপারটা কি, কিসের রহস্য, সে এবং সকলে কি পাগল হয়ে যাচ্ছে?

তখন ডাঃ স্কেলিকে বলতেই হয়। জ্যান চুপ করে শোনে, কারণ স্কেলি এখন সব কথাই খুব খোলাখুলি স্পষ্টভাবে জানান। হ্যাঁ, জ্যান ইজ আ ডিফারেন্ট ওম্যান। অন্য মেয়েদের থেকে আলাদা, খুবই ভিন্ন তার শরীর। তার গোপনাঙ্গ অদ্ভুত, এমন দেখা যায় না, বিকৃত—প্রায় পুরুষ সদৃশ—

সব শুনে জ্ঞান হারিয়েছিল জ্যান।

তারপর ন'দিন ধরে নানা ট্রিটমেন্ট। স্নায়ু শান্ত করা সিডেটিভ, নানা ঘুরপাক, সাইকিয়াট্রিক টেস্ট। স্কেলি দেখলেন প্রায় উন্মাদ অবস্থা জ্যানের। ক্রমশ এক সপ্তাহ পরে—জ্যানের মনে শুধু লজ্জা, অসম্ভব আত্মগ্লানি যা সহ্য করা তার পক্ষে অসম্ভব। জ্যান বুঝেছে—ডাঃ স্কেলির কথা কত নির্মম সত্য।

হসপিটালের লোকেরা ওকে এক সকালে র‍্যাপিড থেরাপি প্রোগ্রামে ভর্তি করে নিল। সেই বিকেলেই আবার ওকে ঘর থেকে ছুঁড়ে ফেলা হলো বাইরে ঘাসের ওপর। তারা বলল, বেরোও, মাঠে ঘুরে বেড়াও, খেলার ঘরে যাও, পিংপং খেল বা টিভি দেখ, লোকের সাথে মেলামেশা করো—যা মনে চায় করো—কিন্তু বিছানায় শুয়ে থাকতে পারবে না।

তাই এখন জ্যানের দৃষ্টিতে একটি ভাল আকৃতির পুরুষাঙ্গ। এটাই কি থেরাপি নাকি? এইবার দেখা যাচ্ছে লোকটির বলস্—অণ্ডকোষ। এটা জ্যানের মানসলোকে একটা ঘটনা বটে। কারণ, ত্যানসেঙের বলস্ ওয়ার সো স্মল, প্রায় চোখেই পড়তো না।

জ্যান জানে তার নিজের জায়গায় থেকে তার ওঠা শোভা পায় না। কিন্তু কি করবে? প্রায় অন্ধ পতঙ্গের মতো আগুনের শিখার দিকে ছুটতে হচ্ছে তাকে। উঠে গিয়ে সে সোফার অন্য কোণায় বসে, লোকটির পাশে, যে তার গোপনাঙ্গ প্রদর্শন করে তাকে এতক্ষণ অস্থির করে তুলেছে।

—অ্যাই—জ্যান ওকে ডাকে। একটা রোগা বিবর্ণ লোক। এ ব্যাটা হসপিটালে কেন ভর্তি হয়েছিল?

লোকটা সাড়া দেয়—অ্যাঁ, আমায় কিছু বলছ?

—হ্যাঁ।

লোকটা একবার জ্যানকে দেখে, পরক্ষণেই টিভির দিকে চোখ ফেরায়।

—আরে, তুমি দেখছি অলিম্পিক্সে ভীষণ ইন্টারেস্টেড!

জ্যান আবার ওর উরুসন্ধিস্থলে তাকায়, লোকটা যদি দুই পা আরেকটু প্রসারিত করে, তবে এই নতুন কোণ থেকে সে ইন্দ্রিয়টি বেশ ভাল করে দেখতে পাবে।

এই লোকটি অন্য কেউ নয়, সেই ফ্র্যাঙ্ক মাইলস্।

ফ্র্যাঙ্ক বলে, হ্যাঁ, তুমি তা বলতে পার। আমি এখন একটা রেস দেখছি—এবং দেখতে চাই আমাকে বাদ দিয়ে এই রেসে শেষ পর্যন্ত কি ঘটে!

এবার জ্যান বোঝে। এ ব্যাটাও নিশ্চয় ওই হেপাটাইটিস ভিক্টিমদের একজন।

—বুঝেছি!...শোন, আমার অবস্থাও তোমার মতো, আমিও গেমস্-এ থাকতাম। অবশ্য দৌড়ে নয়, জিমন্যাস্টিকে।

জ্যানের কণ্ঠস্বর এখন মৃদু। কাটাকাটা।

ফ্র্যাঙ্ক একটু চমকে ফিরে তাকায়।

—কিন্তু তোমাকে তো হেলদি লাগছে। তুমি বোধহয় অলরেডি ফিট্ হয়ে গেছ।

—আমার হেপাটাইটিস নেই। আমার...যাই হোক, তুমি কি আমায় চিনতে পেরেছ?

ফ্র্যাঙ্ক এবার ভাল করে তাকায়। একটি টিনএজার ফেস্। সুন্দর দুই ভরাট ঠোঁট, গালে গোলাপি আভা, চোখ দুটি অপূর্ব।

—না, আমি তোমায় চিনি না। চেনার কথা কি?

জ্যান অবাক। শহরের দেয়ালে, টিভির পর্দায়, সর্বত্র তার ছবি জ্বলজ্বল করছে দু' সপ্তাহ ধরে। শী ইজ আ বিগ নিউজ। মনে মনে ভাবে জ্যান—আমরা কত তাড়াতাড়ি অনেক কিছু ভুলে যাই।

—শোন, তুমি আমাকে একটা ফেবার করবে?

—ফেবার?

—হ্যাঁ, সোজাসুজি বলছি—আই ওয়ান্ট টু সি ইওর পেনিস বেটার। ঘরের কোণা থেকে এতক্ষণ দেখছিলাম। তোমার পরনে তো কোনও আন্ডারওয়ার নেই—তাই না?

ফ্র্যাঙ্ক চমকে ওঠে। দুই পা মুড়ে ফেলে। মুখে বিড়ম্বনার চিহ্ন।

—না, কিন্তু আমার দ্বারা ওই কাজ হবে না।...তা ছাড়া তুমি একটা বাচ্চা মেয়ে—তুমি ওইসব! আচ্ছা—তুমি কি! তুমি সেক্স-ম্যানিয়াক নাকি? অদ্ভুত কিছু!

জ্যান হাসে, অনেকটা মানসিক রোগীর হাসি।

—ইয়েস, ইয়েস আই অ্যাম। কিন্তু তাতে তোমার যা দেখতে চাইছি, তা দেখাতে বাধা কিসের? আমি তো শুধু দেখতে চাইছি, তার বেশি কিছু নয়।...আসলে ঘরের কোণ থেকে ওটা বিশাল দেখাচ্ছিল। সত্যিই কি—

—কি বলছ তুমি!

—বলছি—কোণা থেকে ওটা বেশ বড় লাগছে। আমি জীবনে আর একটি মাত্র পুরুষাঙ্গ দেখেছি, সেটা তোমার তুলনায় ভীষণ ছোট। তাই দেখতে চাই—

ফ্র্যাঙ্ক মাইলসের ভুরুতে এখন বিন্দু বিন্দু ঘাম। আবার মনে পড়ে যায় সৎমার পরিহাস, বালক বয়েসে তার যৌনাঙ্গ নিয়ে বন্ধুদের বিদ্রূপ, ক্রমশ কমপ্লেক্স-এর জন্ম। সাথে সাথে সাম্প্রতিক ঘটনাও মনে পড়ে। জীবনে প্রথম একটি মেয়ে তার পুরুষাঙ্গের প্রশংসা করে। এই প্রশংসাই তার জীবনের চরম বিপর্যয় ডেকে আনে। সেটা সে তখন বোঝেনি। অলিম্পিক্সে তার সুযোগ বিনষ্ট করে সে পালিয়ে যায়। তার প্রশংসা তার প্ররোচনা দৃশ্যের অভিনয়ের মতোই এক বিরাট মিথ্যা।

কিন্তু এই সুন্দরী টিনএজারটা অভিনয় করছে বলে মনে হয় না। এ বেশ সরল, নিষ্পাপ, বোকা-বোকা। এর কথা অনভিজ্ঞ কিশোরীর মতো। সত্যি, তার ইন্দ্রিয় একে হয়তো কৌতূহলী করেছে। ফ্র্যাঙ্ক বোঝে—এটা ওর বয়েস ও অনভিজ্ঞতাপ্রসূত। এবার এই অভিজ্ঞতা কি যথার্থ, অকৃত্রিম হবে? দ্বিতীয়বার কোনও নারী তার পুরুষাঙ্গে আকৃষ্ট—এর আকৃতি, এর বিশেষত্ব তাকে মুগ্ধ করছে। এটা কি সত্যি?

—তুমি তাহলে যা করতে চাও করো।—ফ্র্যাঙ্ক বলে।

—তার মানে? টু টেক আউট ইওর পেনিস?

—ইয়েস।

—ও. কে.—লেট মি সি! ইট শুড বি নাইস! সিওর।

—তুমিও তো আমার নাম জানো না।

—কি নাম তোমার?

—ফ্র্যাঙ্ক মাইলস্।

—ও, আচ্ছা।...আরে ফ্র্যাঙ্ক মাইলস্, এবার আমি তোমার পেনিস দেখতে পাচ্ছি।

এবার ফ্র্যাঙ্ক টের পায় তার টেরিকটন ড্রেসিং গাউন উরুর ওপর উঠে যাচ্ছে—দু'পাশে সরে যাচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে তার পুরুষাঙ্গ ও অণ্ডকোষ প্রকাশ্য। জ্যানের দৃষ্টিতে আরও মুগ্ধতা—কি সুন্দর! কত বড়! ফ্র্যাঙ্ক নিচু হয়ে নিজেকে দেখে। এখন তার মনে বিশ্বাস জন্মেছে—তার লিঙ্গের দৈর্ঘ্য মধ্যম, গ্রহণযোগ্য, মোটামুটি সাত ইঞ্চি পুরুষাঙ্গ আকর্ষণীয়ভাবে স্বাভাবিক। অতিদীর্ঘতাই বরঞ্চ সমস্যার সৃষ্টি করে। কিন্তু মনের দিক থেকে সে শান্তিতে নেই। সেই রাতের দুই নারীর সাথে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। কি লাভ হলো সেই কিছুক্ষণের দৈহিক মিলনে? বরঞ্চ চিরকালের মতো অভিশপ্ত হয়ে গেল তার জীবন। এখন তার সামনে এই মেয়েটির উপস্থিতি, আবেদন ও কামনা যদি অকৃত্রিম হয়, যদি এর পেছনে কোনও মতলব না থাকে—তবে শুধু তার শরীরে নয়, মানসিক ক্ষতে প্রলেপ পড়বে।

দ্বিধাগ্রস্ত ফ্র্যাঙ্ক—কি ভাবছ?

—ও ইয়েস! জ্যান এগিয়ে এসে হাত দিয়ে পরীক্ষা শুরু করে—বেশ বড়! সুন্দর! আচ্ছা, এই পেনিসকে সহজ ইংরেজিতে আর কি বলে? মানে কথায় কথায়—

ফ্র্যাঙ্ক হাসে—অনেক চলতি স্ল্যাং শব্দ আছে—প্রিক্, ডিক, কক। তুমিও এর একটা নাম দিতে পার। কোনও বাধা নেই।

—হ্যাঁ, তোমার প্রিক দারুণ। তোমার ডিক সুন্দর। তোমার কক এখন বেশ নরম, সুন্দর। মার্বেলের মতো মসৃণ, আমি জানতাম না এসব কিছু।

ফ্র্যাঙ্ক ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না—তুমি কি প্রথম এইভাবে এই জিনিস দেখছ?

—ইয়েস, ইয়েস, ইয়েস।

—কিন্তু তুমি নিশ্চয় আগেও দেখেছ?

—দেখেছি? হ্যাঁ। টাচ্ করিনি কখনো।

জ্যানের আঙুল এবার ম্যাসেজ শুরু করে। ফ্র্যাঙ্ক এবার শিহরিত হয়।

জ্যান আবার প্রশ্ন করে—আচ্ছা, এই যে চেঞ্জ হচ্ছে! শুনেছি কক বেড়ে ওঠে যখন পুরুষেরা উত্তেজিত হয়। আগের চেয়ে বড় হচ্ছে এটা? তাই কি—তুমি কি উত্তেজিত?

—ইয়েস! দ্যাটস্ রাইট!—ফ্র্যাঙ্ক স্বীকার করে।

—আমায় দেখতে দাও, কেমনভাবে এটার পরিবর্তন হয়, কি রূপ নেয়।

জ্যানের গলায় কেমন উচ্ছ্বাস! মনে হচ্ছে, স্বপ্ন ভেঙ্গে সে বাস্তবের মুখোমুখি হচ্ছে এবার।

ফ্র্যাঙ্ক তলদেশ ওপরে তুলে ধরে। তার ক্রমবর্ধমান অঙ্গ যাতে সোজা দণ্ডায়মান হয়ে তার পূর্ণরূপ প্রকাশ করে যতখানি সম্ভব। যেন আপন খেয়ালে জ্যানের হাত তার দণ্ড ধরে পাম্পিং প্রক্রিয়া শুরু করে। এটা তার জানা নেই। তার নারীসত্তা, ইনস্টিংকট্ তাকে কাজ করায়। ওপর-নিচ পাম্পিং প্রক্রিয়া—জ্যান স্পষ্ট বোঝে তার হাতের মধ্যে বিশাল কলেবর দৃঢ় হয়ে উঠছে।

—মাই গড! ইওর কক ইজ হিউজার দ্যান এভার—জ্যান চরম বিস্মিত দণ্ডের পূর্ণ আকৃতি পাওয়াতে।

ফ্র্যাঙ্কও প্রদর্শনে উৎসাহী—ইউ লাইক ইট?

—ও, ইয়েস।

—অন্য যে কক দেখেছিলে—সেটা নরম না শক্ত?

—দুই-ই। প্রথমে শক্ত, পরে নরম—অর্থাৎ ত্যানসেন্ডের কথা বলতে চায় জ্যান—কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে ঠিক উল্টো। প্রথমে নরম, পরে শক্ত।

হাত সরিয়ে ইন্দ্রিয়টাকে এই অবস্থায় ভাল করে দেখতে চায় জ্যান। তার যেন আশ মেটে না। কিন্তু অস্থির ফ্র্যাঙ্ক তাড়াতাড়ি তার হাত ধরে আবার নিজের প্রিয় অঙ্গে স্থাপন করে।

—তোমার হাতের আদর দারুণ লাগছে। হাত সরিও না।

—না, আমি শুধু একবার দেখতে চাইলাম এটা কত বড় হয়েছে—আরও কত বড় হতে পারে।—পাম্পিং প্রক্রিয়া চালায় জ্যানের হাত।—আসলে হাতের আড়ালে একে দেখতে পাচ্ছিলাম না।

ফ্র্যাঙ্কের অঙ্গ এখন পূর্ণ সাত ইঞ্চি। এর মুকুট কাঁপছে, জ্যানের মিষ্টি হাত এর গোড়ায় টান দিচ্ছে। দু'জনেই দেখতে পায়—প্রাথমিক কামরস দেখা যাচ্ছে লিঙ্গ মুখে।

—ওঃ, এই তো স্পার্ম, তাই না! তার মানে তোমার ক্লাইমেক্স আসছে। আমাকে ডাক্তার বলেছে।

ফ্র্যাঙ্ক একটু হাঁপাচ্ছে—না, এটা ক্লাইমেক্সের অনেক আগে থেকে বেরতে থাকে। তুমি কি কখনও বীর্যপাত দেখনি—আ ম্যান শুটিং হিজ লোড?

—না, আই হ্যাভ নট সিন বিফোর আ ম্যান শুটিং হিজ লোড। আমি মাত্র একটি কক দেখেছি—বাকি কথা ডাঃ স্কেলির মুখে শোনা। গত সপ্তাহে তিনি আমাকে সব বুঝিয়ে দিয়েছেন।

—তাহলে আমিই প্রথম পুরুষ যার বীর্যস্খলন তুমি দেখতে পাবে?

—ওঃ, ইয়েস।

ফ্র্যাঙ্ক এবার আত্মসমীক্ষায় ব্যস্ত। তার পুরুষাঙ্গ এখন শূন্যে সাত ইঞ্চি। সুন্দরী মেয়েটি পাল্পিং হিম উইথ হার ভার্জিন হ্যান্ডস—যা আগে কোনও পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করেনি। মেয়েটির চোখ মুগ্ধতায় জ্বলজ্বল, ও ভাবছে—সত্যি বিশেষ কিছু ও পেয়েছে। তাই ফ্র্যাঙ্কেরও এটা বড় সুযোগ, তার জীবনে এখন এক সুবর্ণ সুযোগ।

ফ্র্যাঙ্ক ভাবে, তাহলে এই অনভিজ্ঞ মেয়েটির স্পর্শে বীর্যপাত দেখানোই ভাল। তার ঔরস উৎসারিত হোকা বাতাসে—জ্যানের পক্ষে অদ্ভুত নতুন অভিজ্ঞতা হিসেবে। সে এখন তার—নতুন, এই মেয়েটা কোনও সেকেন্ড হ্যান্ড পদার্থ নয় যে অন্য কারুর সাথে সে ফ্র্যাঙ্ককে তুলনা করবে। ফ্র্যাঙ্ক প্রথম এবং নতুন।

শুয়ে পড়ে উরুর পেশি শক্ত করে ফ্র্যাঙ্ক।

—আই অ্যাম গোয়িং টু শুট ফর ইউ।

—ওঃ, রিয়েলি? প্লীজ ডু। আমি দেখতে চাই।

জ্যানের হাতে ওঠা-নামার আদরে মনোসংযোগ করে ফ্র্যাঙ্ক। কিন্তু জ্যানের হাত এখন অত জোরে কাজ করছে না। আরও বেশি জোরে পাল্পিং প্রক্রিয়া প্রয়োজন। কিশোরীর নরম হাতে শক্তি নেই, যদিও সে এক দক্ষ জিমন্যাস্ট। তাই শুধু গায়ের জোরে নয়, মনের জোর দিয়ে ক্লাইমেক্স-এ পৌঁছতে হবে। মন তৈরি করে ফ্র্যাঙ্ক। মনের তেজ-পুলকে তার বীর্যরস ছিটকে বেরিয়ে শূন্যে ঝর্ণাধারা রূপ ধরে চমকে দেবে জ্যানকে।

কয়েক মুহূর্তের চেষ্টায় তাই হলো।

এক ঝলক ঔরস উৎসারিত হয়ে যেন উড়ে গেল, তারপর লিঙ্গের গা বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল। জ্যানের হাতে গরম বীর্যের ছোঁয়া, পুলকে-চমকে অস্থির জ্যান—আঃ! হাউ ওয়ান্ডারফুল! পরক্ষণেই আরেক ঝলক। দুগ্ধ-শুভ্র রস এবার ফ্র্যাঙ্কের উরুদেশ প্লাবিত করছে। জ্যান জানতে চায়—শেষ হয়েছে কিনা। সাথে সাথে তৃতীয় বর্ষণ, তারপর আবার, আবার, পাঁচটি উৎক্ষেপে বীর্য বর্ষণ সমাপ্ত হয়।

—ওয়ান্ডারফুল থিংগ্। সত্যি তোমার প্রিক্ দারুণ খেলা দেখাল। থ্যাংক ইউ।

—থ্যাংকস্ শুধু আমার প্রাপ্য না, তোমারও।

—তার মানে?

—তোমার সাহায্য ছাড়া, মানে তোমার হাতের ওই আদর ছাড়া এই প্রিক্ তোমাকে এমন শো দেখাতে পারত না।

নরম ইন্দ্রিয়কে জ্যান এখনও আদর করছে।

—রিয়েলি? কিন্তু আমি কি করলাম?

—তুমিই আমায় উত্তেজিত করেছ, আমার দেহে, মনে গর্ব, আত্মবিশ্বাস সঞ্চার করেছ। খুব কম মেয়েই আমার প্রিক্ দেখেছে, কারণ আমি কাউকে দেখাইনি...কিন্তু তুমি, তোমার কথা আলাদা। ইউ লাইক ইট, অ্যান্ড আই শোড ইট টু ইউ!

—আমিও গর্বিত।

—কেন?

—কারণ আমি জানলাম, আমি তোমাকে উত্তেজিত করতে পেরেছি। তার মানে, একটা মেয়ের যা পারা উচিত—

—হ্যাঁ—তুমি একটা মেয়ে, খুব সুন্দর, খুব ভাল মেয়ে।

ফ্র্যাঙ্কের আলিঙ্গনে আবদ্ধ জ্যান।

ফ্র্যাঙ্ক জিজ্ঞেস করে—আচ্ছা, মেয়ে হয়ে তুমি কি কিছু উত্তেজনা বোধ করছ না?

—হ্যাঁ, অবশ্য করছি, আমার সারা শরীর উত্তেজিত।

—বিটুইন ইওর লেগস অলসো?

—হ্যাঁ, ওখানেই সবচেয়ে বেশি।

—আমি কি তোমার সে জায়গাটা একটু দেখতে পারি?

এইবার আলিঙ্গনের মধ্যে যেন স্থির হয়ে যায় জ্যান। যেন ভয় পেয়েছে। তার অস্ফুট স্বরে উৎকণ্ঠা।

—না, না, সেটা ঠিক হবে না।

—কেন? তুমি আমায় দেখলে, যদিও আমি প্রথমে রাজি ছিলাম না, তবু দেখা গেল ব্যাপারটা কত সুন্দর। কিন্তু তুমি কেন—

—আমার কথা আলাদা। আমি অন্যরকম। আই অ্যাম ডিফারেন্ট।

—ডিফারেন্ট! কি বলছ তুমি?

—মাই ক্লিটরিচ ইজ ডিফারেন্ট! ডাঃ স্কেলি আমাকে সব বুঝিয়ে দিয়েছেন। আমি খুব স্বাভাবিক মেয়ে, শুধু আমার ক্লিটরিচ অতিরিক্ত বড়। এটা জন্মগত, আমাকে এটা মেনে নিতে হবে, আর কিছু নয়।

ফ্র্যাঙ্কের কৌতূহল বেড়ে গেল। তার পুরুষাঙ্গে আবার শিহরন।

—আমি সেটা দেখতে চাই, তোমার সবকিছু দেখব।

—না—জ্যানের গলায় মৃদু প্রতিবাদ, সামান্য উদ্বেগ।

জ্যানের ড্রেসিং গাউন সরাতে যায় ফ্র্যাঙ্ক—তুমি ঠিক এইভাবে আমায় দেখেছিলে। তাই আমিও তোমাকে একইভাবে—

গাউন সরে যায়। জ্যান দুই পা বদ্ধ রাখে—তাই শুধু নিম্নাঙ্গের বাদামী লোমরাশি ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। ফ্র্যাঙ্ক জ্যানের চোখের দিকে তাকায়। জ্যানও তাকে লক্ষ্য করছে। নার্ভাস, কাঁপছে জ্যান।

—অল রাইট। আমি দেখাচ্ছি।

তলপেট এগিয়ে দিয়ে দুই পা প্রসারিত করে জ্যান। ফ্র্যাঙ্ক দেখতে পায়—একটি শক্ত লাল ইন্দ্রিয় ত্রিকোণ লোমের মুখ থেকে উঁকি দিচ্ছে। সাথে সাথে আবার দৃঢ়-লিঙ্গ ফ্র্যাঙ্ক।

—তুমি কি বলতে চাইছ—আমি তোমায় উত্তেজিত করেছি?

জ্যান দু'হাতে মুখ ঢাকে। ফ্র্যাঙ্কের প্রতিক্রিয়া দেখতে চায় না সে। ফ্র্যাঙ্কের কথা শুনে সে হাত নামায়।

—ইয়েস, তোমার কক খুব বড়, বেশ সুন্দর। আমি তো উত্তেজিত হবই।

—তোমার ক্লিটও খুব সুন্দর। বেশ বড়। তাই আমিও উত্তেজিত হচ্ছি। স্বাভাবিক।

জ্যানের ক্লিটে হাত দেয় ফ্র্যাঙ্ক—আমি আদর করলে তুমিও ক্লাইমেক্সে আসবে।

—জানি না, আমি কখনও ক্লাইমেক্স অনুভব করিনি।

—তাই নাকি! তুমি জান না চরম পুলক—অরগ্যাজম কাকে বলে?

—না। আমার ষোল বছর বয়সের তুলনায় আমি ভীষণ অনভিজ্ঞ। কিন্তু যতক্ষণ না ডাঃ স্কেলি আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন, আমি জানতাম না কি আমার করা উচিৎ। হসপিটালে থাকার সময় আমার কিছু ভাল লাগত না। আজ হঠাৎ এখানে তোমার বিগ প্রিক্ দেখে এই প্রথম—

—হ্যাঁ, সেইরকমই তোমার প্রথম ক্লাইমেক্স বিশেষ ধরনের হবে।

হাঁটু মুড়ে বসে জ্যানের যোনিদেশের কাছে মুখ নিয়ে যায় ফ্র্যাঙ্ক। মসৃণ লোমের আবরণ, মধ্যে চেরা দাগ, তার মধ্যে সেই অদ্ভুত ক্লিটের অস্তিত্ব ওপর থেকেই দেখা যায়। সেখানে ঠোঁট ছোঁয়ানো মাত্র বিদ্যুৎ-শক পাওয়ার মতো ছিটকে যায় জ্যান।

—তোমার ভাল লাগছে?

—ভীষণ ভাল, কিন্তু আমি তো অভ্যস্ত নই। তাই—

—জাস্ট ওয়েট।

ক্লিটের ওপর চুম্বন। কঠিন ক্লিট। জিভের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে তার পরিমাপ, সঠিক আকৃতি বুঝতে চায় ফ্র্যাঙ্ক। জিভের ডগা তার ভালভা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। জ্যানের পশ্চাদদেশ কাঁপছে, দুই পা যেন শক্তি হারাচ্ছে।

—আঃ, কি করছ তুমি!—জ্যান আনন্দে কাতর।

ফ্র্যাঙ্ক উত্তর দেয় না। মনে মনে বলে—আই অ্যাম ব্লোয়িং আ উওম্যান।

—থামো প্লীজ, থামো, আমি সহ্য করতে পারছি'না।

ফ্র্যাঙ্কের মাথা দু'হাতে ধরে ঠেলে সরাতে চায় জ্যান।

—পারবে, পারবে। সহ্য হবে, আই অ্যাম সাকিং ইউ অফ্, তোমার ভাল লাগবে। বিশ্বাস করো জ্যান, আই প্রমিজ। আমার মাথা টেনে নাও, ঠিক যেখানে ভাল লাগছে, সেখানে নিয়ে যাও। আমায় জানতে দাও—ঠিক কোথায় কতখানি আরাম লাগছে তোমার।

এইবার দু'হাতে ফ্র্যাঙ্কের মাথা নিজের কাছে টানে জ্যান। তার প্রায় বার্স্ট করার উপক্রম। ক্লিটের ওপর ফ্র্যাঙ্কের ঠোঁট।

—হ্যাঁ, এইখানে। সাক মি স্লোলি, আস্তে, আরও আস্তে—চোখ বুজে বলে জ্যান।

শম্বুক গতিতে নিম্নাঙ্গে মৃদু ঢেউ তোলে জ্যান। ক্লিটের ওপর ফ্র্যাঙ্কের ওষ্ঠপুট—হি ইজ লাইক আ সাকিং মেশিন।

—আস্তে, বি জেন্টেল, প্লীজ, ধীরে, নরম করে—প্লীজ—

ফ্র্যাঙ্ক অনুভব করে ক্লিটটা যেন পিছু হঠছে, তার মুখ ফসকে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে, তাই মরিয়া ফ্র্যাঙ্ক দুই ঠোঁটে শক্ত করে তাকে চেপে ধরে, টেনে বাইরে আনার চেষ্টা করে।

জ্যান কেঁপে ওঠে—আঃ, হ্যাঁ, ঠিক ওইভাবে, শুধু ঠোঁট দিয়ে, ঠিক ওইরকম, ওইরকম—

ফ্র্যাঙ্কের চুলের মুঠি ধরে টেনে নেয় জ্যান। আরেক হাত তার মাথার পেছনে, কানের পাশে, মাথার ঝাঁকুনি, জিভের আক্রমণ, জ্যানের ক্লিটও কখনো এহেন আক্রমণের সম্মুখীন হয়নি। সে এবার হার মানছে, আনন্দের পরাজয়। জ্যানের কণ্ঠস্বরে জপমন্ত্রের মতো একটিই শব্দ—সাক মি, ফ্র্যাঙ্ক সাক মি আউট, সাক মি গুড, গুড এনাফ সাকিং—সাক মি ইফ ইউ লাভ মি। ডু ইউ লাভ মি?

ফ্র্যাঙ্কের মাথার সঞ্চালন এসব প্রশ্নের উত্তর।

ফ্র্যাঙ্কের সারা মাথাকে নিজের নিম্নাঙ্গে আঘাত হানতে বাধ্য করায় জ্যান।

—ও, মাই গড! দিস ইজ দিস—ক্লাইমেক্স—আমি এবার ফেটে পড়ছি।

নার্ভ-শ্যাটারিং ক্লাইমেক্স।

বিদ্যুতের শক এবং জার্কিং।

সারা দেহে—কিন্তু সবচেয়ে বেশি ক্লিটে। জ্যানের মনে হয়—এক হাজার দৈত্য তার শরীর ও মনের ওপর দিয়ে দৌড়াচ্ছে। তার ক্লিট পরিপূর্ণভাবে ফ্র্যাঙ্কের মুখের ভিতর, উন্মাদের মতো লেহন চলছে। আইসক্রীমের মতো শোষণ, যাতে ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ পদার্থটা শেষ হয়ে যায়। কিন্তু জ্যান তা মানতে পারে না।

—স্টপ, স্টপ প্লীজ। আমার এখন যন্ত্রণা হচ্ছে। আমি তো চরমানন্দ পেয়েছি, শেষ হয়ে গেছে, আর কেন! স্টপ, নইলে আমি মারা যাব—তুমিই আমায় খুন করবে।

চুলের মুঠি ধরে টানে জ্যান। ফ্র্যাঙ্ক এবার বিশ্বাস করে তার কথা। এমন একটা কষ্ট যা জ্যানের সহ্য হচ্ছে না। সে মুখ সরায়। জলভরা চোখে জ্যান তার দিকে তাকায়, কৃতজ্ঞতার অশ্রু তার গাল বেয়ে গড়াচ্ছে—থ্যাংক ইউ, অনেক ধন্যবাদ।

—তোমাকেও ধন্যবাদ, আমিও কিছু কম উপভোগ করিনি।

ফ্র্যাঙ্ক কোচের ওপর এলিয়ে পড়ে।

জ্যান দেখে—ফ্র্যাঙ্ক এখনও দীর্ঘ ও সুদৃঢ়। লাল এবং কাঁচা মাংসের মতো পুরুষাঙ্গের চেহারা। এখনও শান্ত নরম হয়নি। মাথা নিচু করে জ্যান জিভের আদর ছড়ায়।

কোচে বসে চোখের কোণা দিয়ে ফ্র্যাঙ্ক টিভির দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে। রানাররা এবার দশ হাজার মিটার দৌড়ে ছুটে চলেছে। সে এবার তার শত্রু, পরিচিত সেই চেহারাটা দেখতে পাবে আশা করছে—নোকোমুচি! কিন্তু কই, তাকে তো দেখা যাচ্ছে না। নাকি সে অনেক আগে এগিয়ে গেছে? ক্যামেরার রেঞ্জের বাইরে? কিন্তু এবার ক্যামেরার লং শট। নোকোমুচি তো নেই—কোথায় গেল সে?

ফ্র্যাঙ্কের মনোযোগে ছেদ পড়ে। জ্যানের মুখে তার পুরুষাঙ্গ অর্ধপ্রবিষ্ট এবং এই মুহূর্তে জ্যান মুখ সরিয়ে নিয়েছে।

—আমি তোমাকে ঠিক মতো বড় করতে পারছি?

—ইয়েস, ফাইন।

এবার জ্যানের মুখের আদরের নয়া আক্রমণ।

ফ্র্যাঙ্ক চোখ বোজে।

চুলোয় যাক নোকোমুচি, টু হেল উইথ অলিম্পিক গেমস।

ডাঃ স্কেলির মিনতি—জাস্ট আ লিটিল ফ্রেন্ডলি ফাক্। অতীতের দিন স্মরণ করে—কেমন?

ডেবি শ্রাগ করে। তারপরে মাথার ওপর টেনে সোয়েটার খুলে ফেলে। প্রকাশ করে তার বুলেট-শেপের ব্রা-কাপ আর তার ওপর দিয়ে উপচে পড়া সোনালি বুকের মাংসল সৌন্দর্য। এবার লাফ দিয়ে একজাম টেবিলে উঠে বসে ডেবি, সুগঠিত পা দুটো দোলাতে থাকে। কিছুটা নার্ভাসনেস আছে অবশ্য।

ডাঃ স্কেলি আবার বলেন—অতীত বললাম বটে, কিন্তু তবু মনে হচ্ছে সেই হিসেবেও বেশ দেরি হয়ে গেছে।

স্টেথোসকোপটা একপাশে ছুঁড়ে ফেলেন স্কেলি।

ডেবির গালে লাল আভা। সে বন্ধ দরজার দিকে তাকায়।

—স্যাম, আই অ্যাম সরি। তখন আমি অন্যরকম ছিলাম। আমি তখন বেরিয়েছি শুধু নিজের খোঁজে। আর তোমাকে তো আমি তখন একবারের বেশি কিছু প্রমিজ করিনি।

ডাঃ স্কেলি বলেন, টেকনিকালি, সে কথা ঠিক, কিন্তু ডেবি আসলে তুমি অনেক বেশি প্রমিজ করেছিলে, মাচ মোর।

—বেশ, আমি এখন আমার প্রমিজ রাখব।

—এখন নয়, ডেবি। তুমি অনেক দেরিতে ফিরেছ, আমিও ক্লান্ত। গত ছয় দিনে আমি মাত্র দশ ঘণ্টা ঘুমিয়েছি।

দীর্ঘ স্তব্ধতা। ডেবি দেখে—স্কেলি ডেস্কের ওপর কি যেন খুঁজছেন।

—তুমি কি জিনিসপত্র গোছাচ্ছ?

—ঠিক ধরেছ।

—শুনলাম, তুমি নাকি চলে যাবে?

—দ্যাটস্ রাইট। আমি বাড়ি ফিরে যাচ্ছি টানা এক মাস ঘুমোব বলে। তারপর আবার অল্প করে প্র্যাকটিস শুরু করব। এতদিন অ্যাথলেটদের শরীর নিয়ে কাটল, তাদের অদ্ভুত শরীর, বিচিত্র যৌনাঙ্গ—এই সমস্ত।

—আঃ, বেচারি ডাঃ স্কেলি, সত্যি তুমি ক্লান্ত।

—তোমার ক্লান্ত হতে চার বছর লেগেছে। তোমায় যতদূর জানি, তুমি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছ।

—যদি সেক্সের কথা বলো, তবে ঠিক—ডেবি স্বীকার করে—হ্যাঁ, চার বছর ধরে অনেক কিছু ঘটেছে। ইউ হ্যাভ সিন আ লট অব কান্টস্, অ্যান্ড আই হ্যাভ সিন আ লট অব ককস্। তাতে কি!

স্কেলি উত্তর দেন না। সেই একগোছা কাগজ বাস্কেটে ফেলে দেন।

ডেবি হাসে—কিন্তু তোমার পুরুষাঙ্গই আমার প্রথম দেখা। তুমি স্মরণ করো, ফার্স্ট ইজ বেস্ট?

স্কেলি জবাব দেন না। IOC ফাইলের মেমোগুলো দেখতে থাকেন।

ডেবি তবু একা একাই সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে স্বপ্নের ঘোরে বলে চলে—কিন্তু আমার মনে হয় সেটা যেন অতীত নয়, যেন কালকের ব্যাপার। তুমি যে বের করলে—

ইওর প্রিক্ সিমড্ সো হিউজ। লাল, ফুলে-ওঠা, কেমন যেন রাগী, রাগী। আমি বহু বছর পুরুষের সাঁতারের পোশাকের ভেতরটা বোঝার চেষ্টা করি, ওপর থেকে দেখেই। কিন্তু আমি তেমন কিছু দেখিনি। আমি কখনও দেখিনি ওয়ান নেকেড হার্ড কক। আমি ভয় পেতাম, যেন আমাকে মারতে আসবে। হাঃ হাঃ, আমি দাঁতে দাঁত চেপে দৌড়ে পালাতাম।

ডাঃ স্কেলির চোখ ফাইলে, একমনে পাতা উল্টে যাচ্ছেন।

ডেবি বলে, সেটা ছিল কিশোরী অবস্থা। এখন বড় হয়ে, নানা অভিজ্ঞতার পর বুঝেছি—তোমার পুরুষাঙ্গ এমন কিছু দীর্ঘ নয়—বোধ হয় ছ'ইঞ্চির মতন হবে। কিন্তু বেশ পুরু। হ্যাঁ, স্যাম, ইওর কক ইজ ভেরি থিক্। ওয়ান অব দ্য থিকেস্ট আই হ্যাভ এভার সিন। মাথার কাছে মাংসল অংশটার ভাঁজগুলো সুন্দর, বেশ মজার।

স্কেলি তবু নির্বাক।

—স্যাম, এখন কেমন অবস্থা? একবার দেখতে পারি, শেষবারের মতো, অন্তত? আমার স্মরণশক্তিটা যাচাই করার জন্য?

ডাঃ স্যাম স্কেলির মন এবার ছুটছে। বহু বছর কেটেছে শুধু গাধার মতো পরিশ্রম করে। কি পেয়েছেন, বলা মুস্কিল। মন-দেহ সবই ক্লান্ত। তবু ডেবির টাইট পুসির মধ্যে একবার প্রিক প্রবেশের কিছু সার্থকতা নিশ্চয় থাকতে পারে। শেষবারের কথা মনে পড়ে। সে সময় ডেবি তাঁকে ব্যবহার করেছিল—ব্যস্, সেইটুকুই। এক বিশাল মিথ্যে বলার জন্য ডেবির তাঁকে প্রয়োজন হয়েছিল। যেই কাজ হয়ে গেল, ডেবি তাঁকে ভুলে গেল। আশ্চর্য, সেই ডেবি আজ কি চাইছে?

ডেস্ক থেকে উঠে তিনি একজাম টেবিলের দিকে কোমরে হাত রেখে এগিয়ে গেলেন।

—তুমি এসব কি করছ, কেন?

ডেবি এবার সোজাসুজি হাত বাড়িয়ে স্কেলির উরুসন্ধিস্থল স্পর্শ করে। হাতের তালুর চাপ দিয়ে তাঁর পুরুষাঙ্গ অনুভব করে।

—বোথ অব আস নিড টু বি ফাকড্!—ডেবি বলে, এর চেয়ে সরল কথা আর কি বলব!

—সেটা ব্যাপার নয়।

ডেবির হাত এবার স্কেলির প্যান্টের মধ্যে—আদর চলতে থাকে। বোথ ডিক অ্যান্ড বলস্। স্কেলির মুখে তখনও ক্লান্তির ছাপ।

—শোন স্কেলি, তুমি বিশ্বাস করো, এখন তোমার সামনে এক নতুন ডেবি উইলি, সে মিথ্যে বলছে না। আমি এখন শুধুমাত্র আমার কথা ভাবছি না, দু'জনের কথা ভাবছি। আমরা অনেক দূরে ফিরে যাব, কিন্তু আমাদের মধ্যে একটা বিষয়ে বিশেষ মিল থাকছে।

স্কেলির প্যান্টের জিপার খুলে ফেলে ডেবি।

স্কেলি জিজ্ঞেস করেন—কিসের মিল?

—আমরা দু'জনেই ক্লান্ত। তাই না স্যাম?

—হ্যাঁ, হয়তো তাই।

স্কেলি ভাল করে বুঝতে চান ডেবির কথার অর্থ। ইতোমধ্যে ডেবির আঙুল স্কেলির ইন্দ্রিয়কে সম্পূর্ণভাবে ধরে ফেলেছে।

ডেবি বলতে থাকে—আমি মিথ্যে বলে বলে ক্লান্ত। আমি এত প্রচারের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ক্লান্ত—কারণ এসব অর্থহীন, মিথ্যে। মডেলিং বা সিনেমা আমাকে আর কোনও আনন্দ দেয় না।...এই গেমস আমাকে জরুরি শিক্ষা দিয়েছে। স্যাম, আমি একসময়ে পৃথিবীর শীর্ষে উঠতে চেয়েছি—কিন্তু এটা জঘন্য দুনিয়া, আবর্জনার দুর্গন্ধ স্তূপের ওপর উঠে আমি কি করব! তার চেয়ে নতুন করে জীবন তৈরি করে—বাকি সময়টা সেই সত্যপথে থাকার চেষ্টা করব।

এইবার স্কেলির পুরুষাঙ্গ সে বের করে আনে। দু'হাতের নরম ম্যাসেজ চলতে থাকে।

স্কেলি বলেন, ডেবি, ইউ আর ইয়ং। তোমার এই মুড কেটে যাবে একসময়। এখন তোমার অনেক কিছু দেখা-শোনার বাকি। তোমার নতুন প্রেমিকরা আসবে। অভিজ্ঞ-অনভিজ্ঞ—

—স্যাম, আমি পৃথিবীটাকে ইতোমধ্যেই অনেকখানি চিনে ফেলেছি। আমার আঠারো বছর বয়সের মধ্যেই অনেক দেখা হয়ে গেছে। আমি আর সেক্স-এ তেমন ইন্টারেস্টেড নই। যদি বা হই, আমি বাছ-বিচার করব, উপযুক্ত কাউকে চাইতে পারি।

ডেবি এবার হাঁটু মুড়ে বসে। ইন ফ্রন্ট অব হিজ স্টাবি কক। ভাঁজপড়া ইন্দ্রিয়ের মুখটুকু সে মুখে নেয়, চোখ বোজা। ডেবির ঠোঁট স্কেলির নরম পুরুষাঙ্গকে ঘিরে ধরে।

স্কেলি বলেন, বহুদিন বাদে—

ডেবির হাতের আদরও চলে—বহুদিন বাদে তোমাকে উত্তেজিত করা হচ্ছে।

—হ্যাঁ, আমিও অনেকদিন ধরে এমনই চাইছিলাম হয়তো—স্কেলি স্বীকার করেন।

স্কেলির ইন্দ্রিয়ের ওপর চুম্বন বৃষ্টি। সমান তালে জিভ ও ঠোঁটের আদর। স্কেলির লিঙ্গ স্ফীত হয়েছে এবার অন্তত ছ'ইঞ্চি। ডেবির প্রস্তাব পরিষ্কার—লেট আস ফাক, স্যাম্, অতীতের কথা ভেবে।

আবার টেবিলে উঠে বসে ডেবি—পোশাকের নিচে হাত গলিয়ে একটানে নিজের প্যান্টি খুলে ফেলে। ছুঁড়ে দেয় মেঝের ওপর। দুই পা মেলে কোমর পর্যন্ত স্কার্ট তুলে ধরে। স্কেলি এবার পরিষ্কার দেখতে পান—হার বিউটিফুল পুসি। স্কেলির ভুরুতে বিন্দু বিন্দু ঘাম। এই পুসি চার বছরের আগের মতোই—বেস্ট সো ফার। যত তিনি দেখেছেন এ পর্যন্ত।

ডেবি কাছে টানে তাঁকে। নিম্নাঙ্গ মেলে ধরে। মুখে দুষ্টু হাসি। নিজের হাতে লিঙ্গমুখ যোনির মধ্যে প্রবেশ করায়। এইবার সন্তুষ্ট স্যাম।

—আমি তাহলে সারা পথ যেতে চাই ডেবি। অল দ্য ওয়ে।

—ইয়েস, অল দ্য ওয়ে।

স্যাম হাসেন—এটা কিন্তু হাসির ব্যাপার। একজন প্রৌঢ় ডক্টর, আজ এক আঠারো বছরের সাথে। চার বছর পরে।

—ঠিক আছে, সব ঠিক আছে, কোনও অসুবিধে নেই।

স্কেলির বুকে মাথা রাখে ডেবি।

স্কেলি বলেন, তোমার মধ্যে আমি স্থির থাকতে চাই। নড়তে চাই না। নট ইভেন ফর অ্যান আউট স্ট্রোক। তুমি আমার শান্ত আরামের নিরাপদ আশ্রয়।

—তোমার হয়ে আমি মুভ্ করছি—ফর বোথ অব আস। খুব ধীরে। আমরা বন্ধু—তাই তো! উই উইল এনজয় আ ফ্রেন্ডলি ফাক্।

ডেবির নিম্নাঙ্গ ঘুরছে, ধীরে। স্কেলি যেন শান্তি পান—নিশ্চেষ্টভাবে তিনি ডেবির ঘূর্ণিতাল উপভোগ করেন। বহুদিনের উপবাসী, অনভ্যস্ত স্কেলির ইন্দ্রিয়।

—ডেবি, ঠিক বলেছ, ঠিক করছ। আমি বহুদিন ক্লান্ত, খুব ক্লান্ত। অ্যাথলেটদের অদ্ভুত শরীরগুলো দেখে দেখে আমি আরও ক্লান্ত হয়ে গেছি। তাই এখন একটি সুস্থ সুন্দর শরীরের আশ্রয় পেয়ে খুব ভাল লাগছে।

ডেবি ফিসফিস করে—জ্যান কার্টরাইট তোমায় পেয়েছে।

—হ্যাঁ, একবার। বেচারা। মনে হয় না ও কখনও স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাবে। শেষবার ওকে হসপিটালে দেখেছি। সে বলেছে আমাকে আর যেন দেখা না হয়। সে আরও বলেছিল—তার জীবন ঠিক হয়ে যাচ্ছে—আর কোনও ডাক্তারের প্রয়োজন হবে না কখনও।

স্কেলি বলতে থাকেন—হোয়াট আ ব্লাফ! শী ইজ ডুমড্। 'জীবন ঠিক হয়ে গেছে' কথাটার মানেই হচ্ছে—কতখানি মানসিক আঘাত পেয়েছে মেয়েটা। অথচ শী ইজ আ ভেরি প্রেটি গার্ল। বড় লজ্জার ব্যাপার—ওর জীবনে কোনও পুরুষ জুটবে না।

ডেবি আশাবাদী—জানি না স্যাম! তবে হয়তো কেউ আসতে পারে। হয়তো কাউকে সে ইতোমধ্যেই পেয়েছে। কে বলতে পারে? বহু সময় অদ্ভুত লোকেরা পরস্পরকে খুঁজে পায়। যেমন, আমাদেরই দেখ না—

স্কেলির গালে ডেবির চুমু। নিম্নাঙ্গে ঘর্ষণ।

—মাই গড, দ্যাট ইজ গুড।

—এর আগে কাদের পেয়েছ?

—ও, সে এক বিদেশী অ্যাথলেট। নামটা বলব না—গোপন রাখার কারণ আছে। বাট শী হ্যাভ দ্য বিগেস্ট কান্ট—আমি জীবনে যা দেখেছি। সে বেচারিও খুব একা, জ্যানের মতোই। তার অন্তহীন গহ্বর। কোনও পুরুষের পক্ষে তা পূর্ণ করা সম্ভব নয়।

ডেবি উৎসাহভরে বলে, আমি অবশ্য তাকে চিনি না। তবে একজন অ্যাথলেটের সাথে আমার কয়েক সপ্তাহের অ্যাফেয়ার হয়েছিল। তার নামটাও গোপন রাখা দরকার। হিজ প্রিক্ ওয়াজ ওয়ান ফুট লঙ।

—রিয়েলি? ওয়ান ফুট!

—ইয়েস, আমিও কিছু বিচিত্র মানুষ দেখেছি। আমি বাজি রেখে বলতে পারি তোমার সেই গভীরতম কান্টের মেয়েটিকে ওই এক ফুট লিঙ্গের ছেলেটি অবশ্যই পূর্ণ করতে পারত। দুঃখের ব্যাপার, ওদের পরস্পরের সাথে দেখা হবে না। এটাই দুর্ভাগ্য।

—আচ্ছা ডেবি, তুমিও কি সেই এক ফুটের যন্ত্রটাকে ভালবেসেছিলে?

—আমার বেলায়? শোন, অতবড় জিনিসের অর্ধেকটা কাজে লাগেনি। বাইরে থেকে গেল, অর্ধেকটা পেয়েছিলাম, তার মানে, আমার পক্ষে—হি ইজ আনফিট, এটা এক ধরনের অপচয়, বরঞ্চ, ইওর কক ইজ মাচ বেটার ফর মি।

—কেন, আমি বেটার কেন?—স্কেলি উৎসুক।

—কারণ ইওর কক ইজ ইওরস। এটা স্যাম স্কেলির অঙ্গ। আমার ভালবাসার লোক স্কেলি, তাই একেও ভালবাসি।

এবার দৃঢ় আলিঙ্গন। সঙ্গম অবস্থায় এত বার্তালাপ। ডেবি নিয়ত চলমান, ধীর নৃত্য। স্কেলি স্থির, শুধু অনুভূতি! কৃতজ্ঞ ভালবাসার অনুভূতি।

—স্যাম, তোমায় দেখে আমার মনে হতো—এই লোকটা তিন হাজার লোকের দৃষ্টির সামনে, পোশাক পরিহিত অবস্থায় জলে ডুবে যাচ্ছে। আই অ্যাম নাউ এনজয়িং সাচ আ গুড ফাক ফ্রম হিম। খুব মজা লাগছে।

—কিন্তু আমার কাছে এটা হাস্যকর দৃশ্য।

—তুমি কোনও রিপ্লে দেখনি?

—না।

—ওঃ, দেখা উচিৎ ছিল। দেখতে, আমি সাঁতরে ফিনিশ লাইনে এসে গেছি। হঠাৎ মনে হলো, আমি মরে গেলাম। আমি কোনওমতে এক মিনিটের জন্য ভেসে উঠলাম। আবছা দেখলাম, পুলের ধারে সুট-টাই পরা একটা চেহারা ছুটে এলো। তারপর আরও অনেকে। নিজেকে মনে হলো কাঁটায় গাঁথা একটি ছোট তিমি মাছ যাকে পাড়ে টেনে তোলবার জন্য সবাই ঘিরে ধরে চিৎকার করছে। আমি জ্ঞান হারালাম। তারপর ওরা অবশ্য আমাকে বাঁচাল।

স্কেলি বলেন, তার মানে বোঝা যাচ্ছে, আমার উদ্দেশ্য ভাল ছিল।

—কিন্তু স্যাম, তুমি তো সাঁতার দিতে পার না। দশ ফুট জলের নিচে ডুবে যাওয়া একটা মানুষকে সাঁতার না-জানা লোক বাঁচাবে কি করে?

—তাতে কি হয়েছে! আমি যা পারতাম করতাম।

—যাই হোক, ওই রিপ্লে দেখার পর মনে হলো—তোমার আমার ব্যাপারটা একটা বৈশিষ্ট্য আছে।

স্কেলির ঠোঁটে চুমু দিল ডেবি। এবার তার নিম্নাঙ্গ দ্রুত ঘুরছে। স্কেলির মুখের মধ্যে এবার জিভ ঢোকায় ডেবি, তারপর মুখ সরিয়ে স্কেলির মাথা বুকে জড়িয়ে ধরে।

স্কেলি বলেন—দারুণ লজ্জার ব্যাপার—তোমায় জিততে দেওয়া হলো না। জয় তোমার প্রাপ্য ছিল, মাত্র কয়েক গজের ব্যাপার—

—আমি জিতেছি, স্যাম। আমি আসলে নিজেকে জয় করেছি। যে 'আমি'কে আমি চিনতাম না এতদিন।

স্যাম স্কেলি হাসলেন। ডেবি ঠিকই বলছে। কত পাল্টে গেছে ডেবি, মনে হচ্ছে যেন নতুন কেউ।

—তাছাড়া, স্যাম, তুমি কি জানো কিভাবে আমি মেডেল না-পাওয়াটা মেক-আপ করেছি।

—তার মানে?

ওয়েল, টিট্ ফর ট্যাট্—বলা যায়!

—বুঝলাম না।

—ফ্র্যাঙ্ক মাইলসের সাথে আলাপ করলাম। সেও একজন যে আমার জন্য একটু ফিল করেছিল, আমি ওর কাছে ঋণী।

স্কেলি হাসেন—ইউ মিন...

—দ্যাটস্ রাইট। নোকোমুচি। তারা আমেরিকানদের সিডুইস করতে এত ব্যস্ত, তারা নিজেদের লোকদের বাঁচানোর কথা ভাবার সময় পায়নি।

—তার মানে তুমি নোকোমুচিকে পাল্টা মার মেরেছ?

—হ্যাঁ। হোয়েন ইউ ওয়ান্ট টু ব্লো সামবডি, তাকে দুর্বল অবস্থায় পাওয়া দরকার। আমি নোকোমুচির কোনও স্থায়ী ক্ষতি করিনি—কিন্তু তাকে রেস থেকে আউট করেছি অবশ্যই।

স্কেলি মাথা তুলে হাসলেন।

ডেবি বলে—মজার ব্যাপার, তাই না! কিন্তু সিরিয়াস। আমি ফ্র্যাঙ্কের কাছে ঋণী।

—কিন্তু ফ্র্যাঙ্ক তোমার এই প্রতিদানের কথা জানে?

—কিছু আসে যায় না...কেমন লাগছে?

—টেরিফিক, ইওর কান্ট ইজ...

—থ্যাংক ইউ, ডক্টর। ডু ইউ প্রেফার সাকিং?

—নো।

—আর কি চাও তুমি? আবার যা চাও, পরেও আমি তাই করব।

—আমি এখনকার কথা ভাবছি।

—কি ভাবছ এখন?

—তোমার ভেতরে নিজেকে ঢেলে দেব, বাট আই উইল নট মুভ। এক ইঞ্চি মুভমেন্ট ছাড়াই আমি তোমার সুন্দর পুসিকে ভাসিয়ে দেব।

—তাহলে আই উইল ওয়ার্ক মাই কান্ট ফর ইউ।

ডেবির গলায় প্যাশন। নিম্নাঙ্গের গতি এখন অতি দ্রুত। ঘূর্ণন প্রক্রিয়া। তার স্ত্রী-অঙ্গ যেন তার মন, তার আত্মা। সে স্বাধীন মুক্ত, কোনও বাধা নেই।

—আঃ,—পরিতৃপ্ত স্বর স্কেলির গলায়।

ডেবির স্কার্ট কোমরের কাছে ছড়িয়ে উড়ছে।

—ইটস্ গুড—ডেবি বলে।

—ইয়েস, গুড ফাকিং—নরম্যাল, ডিলাইটফুল।

—দ্যাটস্ রাইট—শান্ত, স্বাভাবিক, সুন্দর।

—ইয়েস!

কিন্তু মুখে বললেও ডেবির শরীর—নিম্নাঙ্গ মোটেই শান্ত নয়। স্বাভাবিক ও সুন্দর অবশ্যই। স্কেলি বরঞ্চ স্থির, স্থিতপ্রজ্ঞ, নিশ্চল, গতিহীন, অপেক্ষারত। যেন ধ্যানস্থ।

হঠাৎ ডেবির চোখে জল, আনন্দাশ্রু। যেন এক শোকচিহ্ন ধীরে ধীরে পুলকে রূপান্তরিত হচ্ছে।

—আই অ্যাম কামিং স্যাম! আমার ক্লাইমেক্স আসছে।

স্যাম স্কেলির শান্ত হাসি।

এইবার কথা না বলে ডেবির অন্তরতম প্রদেশে নিজেকে নিঃশেষে ঢেলে দেন স্কেলি। স্থির ভঙ্গি, দণ্ডায়মান, শুধু উরুর পেশি সামান্য নড়ে, সমস্ত ওঁরস কয়েক পশলা বৃষ্টির মতো ঝরতে থাকে।

—আমার যা কিছু সম্বল, তোমায় উজাড় করে দিচ্ছি। এই মুহূর্তের সকল সঞ্চয়। দেহের সব ভালবাসা, সব শক্তি।

ডেবির ছোট প্রতিক্রিয়া মুখে ও মাই গড! মাই স্কেলি!

দেহে বিশাল আন্দোলন! ভূমিকম্প।

ডেবির উদ্দাম দেহ শান্ত না হওয়া পর্যন্ত স্যাম স্কেলি তাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে জড়িয়ে রাখেন। তার কম্পন যেন শান্ত করতে চান স্কেলি। তাঁর শেষ বীর্যকণা উৎসারিত। তাঁর বুকে ডেবির মাথা।

সেই মাথা অনেকক্ষণ থাকে পরম তৃপ্তির আশ্রয়ে। ডাঃ স্যাম স্কেলির বুকের মধ্যে দিয়ে যেন তাঁর হৃদয় স্পর্শ করতে চায় ডেবি। কোনও কথা নেই। শুধু এই নীরব আলিঙ্গন।

অবশেষে স্তব্ধতা ভাঙে ডেবি।

—স্যাম!

স্যাম নিশ্চুপ।

—স্যাম, আমি তোমার সঙ্গে যাব। আমায় নিয়ে চলো।

স্কেলি নিরুত্তর।

—প্লীজ!

এইবার ডেবির সোনালি চুলে হাত বোলান ডাঃ স্যাম স্কেলি।

চার বছর পর আজ।

এই 'আজ' হোক চিরকাল—চিরজীবন।

চিরন্তন অনুভূতি। যা দেহ ছাই হয়ে গেলেও বোধহয় বেঁচে থাকে।

জে. উড

ম্যাসেজ গার্ল

মোনিকা—রিটা বলছিল তুমি চাকরি খুঁজছো?

ছেলেটি উত্তর দিল—ব্যাপারটা নিয়ে আমি তত মাথা ঘামাচ্ছি না, তবে একথা সত্যি আমি এখন বেকার।

মোনিকা স্টার কফির কাপে ঠোঁট ছোঁয়াল। আফটার-ডিনার কফি। কফির কাপটা এখন তার ঠোঁট আর টেবিলের মাঝামাঝি শূন্যে। ছেলেটিকে ভাল করে লক্ষ্য করল সে। বয়েস কত আর—এই আঠারো-উনিশ হবে। কিন্তু বেশ ভারিক্কী ম্যাচিওর হাবভাব। ছ'ফুট হাইট, সুস্থ সবল চেহারা। তবে ওই গম্ভীর-গম্ভীর ভাবটার জন্যই আরেকটু বেশি বয়েসের দেখায়।

—শোন, রিটা আমাকে তোমার সম্পর্কে যা বলেছে, তার অর্ধেকও যদি সত্যি হয়, তবে তুমি আমাদের এখানে অবশ্যই ঠাঁই পাবে। অবশ্য আমি ধরেই নিচ্ছি, তুমি এখানকার নিয়মকানুন মানবে, এবং সেই মতো আচরণ করবে।

মোনিকার কথা বলার ভঙ্গি, চারপাশের লোকের দিকে দৃষ্টিপাতের মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে। সে ধরে নেয় তার স্থান বেশ উঁচুতে। তার চিন্তাধারাও তার একান্ত গোপনীয় এক কৌশল, যেটা অন্য কাউকে সে বুঝতে দিতে চায় না। কিন্তু এই ছেলেটি, ডেভি কক্স মোনিক্যর আচরণকে বেশি পাত্তা দিতে চাইছে না। ডেভির মনে যথেষ্ট সন্দেহ আছে—তার যা প্রয়োজন এই মহিলা তা দিতে পারবে কি না। আদৌ কিছু দেবে কি—যেটা সে অন্য কোথাও সহজে পাবে না।

সঙ্গে সঙ্গে এটাও স্বীকার করতে হয়—এই মহিলা—মোনিকা স্টার যথেষ্ট আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। লম্বা, স্লিম, সুঠাম-সুন্দর চেহারা—ভিড়ের মধ্যে প্রথমেই নজর কাড়বে। ঘন কালো চকচকে কেশরাশি—সযত্নে লালিত—তার মুখের ওপর কিছুটা ছড়িয়ে পড়েছে। চিবুক ও মুখের সুন্দরতাকে বেশ ফুটিয়ে তুলেছে। পাতলা লাল ঠোঁট। চোখের মধ্যে একটা পান্না-সবুজ উজ্জ্বলতা, কিন্তু চোখের পাতা কৃষ্ণবর্ণ। রেস্টুরেন্টের বিলাসী আলোয় তার শরীরের ত্বকে একটা অলিভ-ছায়া খেলছে। তার গলায় মুক্তা বসানো রুপোর মালাটায় কণ্ঠসৌন্দর্য জ্যোতির্ময়ী।

ডেভি বেশ কেঁড়ি। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, হুকুম করতে পারো। মনে হয়, তুমি যা দেবে তাই আমি এখন মেনে নেব। আর যদি আমি না মানি, বহু ছেলে রয়েছে, তোমার দান লুফে নেবে। তাই না?

—একজ্যাক্টলি!

মোনিকা এবার হাসল—দেখ, আমার এক্সারসাইজ সেলুনে একটা ভ্যাকেন্সি আছে। আর ইউ ইন্টারেস্টেড? আমি তোমায় হপ্তায় দু'শো করে দেব, তাছাড়া তুমি ক্লায়েন্টদের কাছ থেকে প্রচুর টিপস্ পাবে। তার পরিমাণ কম নয়। আমার খদ্দেররা সবাই বেশ মর্যাদাসম্পন্ন। আমি সেদিকটাতেও নজর রাখি।

—এক্সারসাইজ সেলুন! মানে, অনেকটা ম্যাসেজ ক্লিনিক ধরনের? ডেভি জিজ্ঞেস করল এমনভাবে যে সে যেন টাকা-পয়সার বিষয়টাতে কান দিচ্ছে না।

—মোটেই না। মোনিকার কণ্ঠস্বর রাগত—এখানে স্থূলকায় মহিলারা আসে ফিগার ঠিক করতে। নানা ধরনের ব্যায়ামের যন্ত্রপাতি আছে—সবই আধুনিক। এছাড়া সুইমিং পুল, স্টিম বাথ, ম্যাসেজ রুম—এসব তো রয়েছেই। তবে হ্যাঁ, বিশেষ, বিশেষ ক্ষেত্রে ম্যাসেজ বিশেষ ধরনের হয়—ন্যায্যভাবে শরীরের প্রয়োজনে অবশ্যই।

মোনিকা রাগ চেপে এতগুলো কথা বলল। কারণ টেবিলের এপাশে বসেই সে ডেভির চোখে একটা বিরক্তির ছায়া লক্ষ্য করেছে।

কিন্তু ডেভির এখন হাসি-হাসি মুখ। মোনিকার রাগ অনেকটা জল হয়ে এলো।

—ঠিক আছে, কিন্তু তুমি কি করে বুঝলে আমি এক্সারসাইজ বুঝি? বা ম্যাসেজ? আমাকে নতুন করে এসব শিখতে হবে না—এটাই বা কে বলতে পারে? মানে হামাগুড়ি দিতে দিতে বসতে শেখা—এই আর কি।

—কে বলেছে তোমায় এসব শিখতে হবে?

মোনিকাও এবার হাসিমুখে পাল্টা প্রশ্ন করে।—তুমি জানো তো, এখানে অন্য ধরনের কোয়ালিফিকেশনেরও দরকার হয়। হ্যাঁ, মনে হয়, সেগুলো তোমার আছে। আমি অবশ্য সেসব গুণের টেস্ট নেব যথাসময়ে। খুব সম্ভব, আমার নিজের ঘরে।

মোনিকার দৃষ্টি এবার অর্থপূর্ণ। ডেভির সেই অর্থ বুঝতে কোনও অসুবিধে হয় না। মোনিকার দৃষ্টিটুকুই যথেষ্ট—প্যান্টের তলায় তার পুরুষাঙ্গে শিহরন জাগে। হ্যাঁ, মোনিকা এই বিজনেস-টকের মাপা দক্ষতার মধ্যে একটা নতুন সুর ও ছন্দ ছড়িয়ে দিতে পারে—যার মানে অন্য কিছু। এই মুহূর্তে সে তাই করছে।

ডেভি বলল, আজ রাতে আমার কোনও কাজ নেই। আমার পুরো সময়টাই তোমার জন্য নিতে পার।

—কফি শেষ করে বেরবার আগে তোমার কথা আরেকটু খুলে বললে খুশি হব।

মোনিকার গলায় আগ্রহ।

—বেশ! আমার ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। আমার পনের বছর বয়েসে বাবা-মায়ের ডিভোর্স হয়। তাদের দু'জনের কারুর সঙ্গেই আমার থাকার ইচ্ছে হয়নি। তাই আমি অজানা পথে একাই এগোলাম। এটা প্রায় বছর তিনেক আগের কথা। এদিক-ওদিক ঘুরপাক খাচ্ছি। এটা-ওটা-সেটা—কোনওটারই স্থিরতা নেই। সান ফ্রান্সিসকোতে এক বছর কাটল, পর্নোফিল্মে কিছু কাজ করলাম। কিন্তু আমার মালিক অভিযুক্ত হলো—আন্ডার-এজ ছেলেকে ব্যবহার করেছে বলে। আমার চাকরি গেল। কিছুদিন মেক্সিকোতে স্মাগলিংয়ের দলে কাজ করে কিছু পয়সা জুটল। বলতে পারো, সেই টাকাতেই এখনও চালাচ্ছি। মাঝে মধ্যে রিটার মতো দু'-একজনের কাছে যাই, রাত কাটাই, তাদের শরীরকে খুশি করে কিছু আয় হয়। তারাও আমায় মোটামুটি সাহায্য করে—এই করেই চলে যাচ্ছে এখন পর্যন্ত।

—হুম্! রিটার মুখে যা শুনেছি, তাতে মনে হয় তুমি তাকে প্রাণপাত করে খুশি করেছ। তার জন্যই দক্ষিণা ভালই পেয়েছ।

মোনিকা এবার মুচকি হেসে ফিসফিস করে বলল, তাই না?

আসলে রিটা মোরান মোনিকার এই সংস্থায় আগে কাজ করতো। পরে এক বন্ধু তাকে নিউইয়র্কে ব্রডওয়ে প্লে-তে সুযোগ দেয়। সেখানে যাবার আগে ডেভির সাথে রিটার আলাপ। ডেভিকে নিয়ে নানা জায়গায় রিটার উদ্দাম দেহলীলা চলে প্রায় দু'মাস ধরে। ডেভির পাগল-করা পৌরুষে রিটা মুগ্ধ। ডেভিকে বলে, তুমিও আমার সাথে নিউ ইয়র্কে চলো। ডেভি রাজি হয়নি। এই শীতে নিউইয়র্কে বাস তার মনঃপূত নয়। তার বিদায়ক্ষণে রিটা তাকে শেষ ফেভার হিসেবে মোনিকার কাছে ডেভির চাকরির সুপারিশ করে যায়। সুপারিশটা অবশ্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ—অর্থাৎ বিছানায় ডেভির অসাধারণ পারদর্শিতার জয়গান শুনিয়ে যায় রিটা।

অবশ্য যাবার আগে রিটা ডেভিকে বলেছিল—মোনিকা ইজ আ বিচ। তার কাছে কাজ করার ঝামেলা আছে। কিন্তু সে ভাল পেমেন্ট দেয়। তাই যতক্ষণ সেখানে থাকতে বাধ্য হবে, যত পার কামিয়ে নিও।

ডেভি অবশ্য মনে করে—প্রতিদিনের রুটি সংগ্রহের জন্য নারীসহবাসে ক্ষতি নেই, এমন কি সে যে কোনও খেয়ালের মধ্যে বিলিয়ে দিতেও রাজি। তাই রিটার কথায় সে উৎসাহী হয়েছিল। মোনিকার ডাকে সাড়া দিয়ে আজ তার ডিনারে যোগ দিতে সম্মত ডেভি। যদি এতে একটা কাজ জোটে—ক্ষতি কি! 'দ্য সিলভান মিউজ'—অর্থাৎ মোনিকার এই এক্সারসাইজ সেলুন। এখানে কাজ পেলে ভালই।

মোনিকার হাসির উত্তরে ডেভিও হাসল।

—রিটাকে তো তুমি ভালই জানো। ওর মনটা সত্যিই উদার, যদিও মাঝে-মধ্যে কিছু বাড়াবাড়ি করে ফেলে।

মোনিকা বলল, হ্যাঁ, বিলক্ষণ জানি। আর সেই জন্যেই আমি নিজেই যাচাই করে নিতে চাই—ও বাড়িয়ে বলেছে কিনা।

—তবে মনে রেখো—আমি সুপারম্যান নই।

—আমি খোলা মনে পরীক্ষা নেব। সত্যি কথা বলতে কি, আমার লোভ হচ্ছে এই মুহূর্তে তোমাকে ভাড়া করি। চেহারা আর ভঙ্গি—এ দুটো বিষয় এ ক্ষেত্রে খুব মূল্যবান। সে দুটো তোমার ভালই আছে বোঝা যাচ্ছে। তবু, দেখ, এই শহরে এমন অনেক মহিলা আছে যারা চায়...বলা যেতে পারে সাহচর্য—কম্পানিওনশিপ। তারা বেশ অহংকারী। যে কোনও একটা নাইট ক্লাবে গিয়ে একটা সুন্দর ছেলেকে বেছে নেওয়া তাদের পক্ষে মর্যাদাহানির ব্যাপার। তাই তারা আমার এখানে আসে। আমি তাদের সাপ্লাই করি খুব দক্ষ প্রেমিক—হাইলি স্কিলড লাভার। গ্যারান্টি দিই, তারা তাদের রুচিমতো যা ইচ্ছে হয় তাই পাবে। আমার দেওয়া লাভার সব পারে। তাদের অদ্ভুত খুঁটিনাটি সবরকম খুশির জোগান দিতে পারে—

—তার মানে, আমাকে হতে হবে এক পুরুষ বেশ্যা!

—তুমি ইচ্ছে করলে ওই ভাষা ব্যবহার করতে পার। কিন্তু আমি তোমার নীতিবাগীশ বক্তব্যকে বিশেষ গ্রাহ্য করব না। তুমি নিজের কাজের চরিত্র-বিচার নিজেই

করবে। দেখ, আমার একমাত্র ইন্টারেস্ট তুমি আমার ক্লায়েন্টদের কেমন সার্ভিস দিতে পারবে। কিছু ক্লায়েন্ট আছে যারা শুধু কয়েক টুকরো সুন্দর মাংস পেলেই খুশি—সাম হ্যান্ডসাম পিস অব মিট। তখন সার্ভিস দেবার লোক যদি একটা আকাট হয়, তাতেও কিছু আসে যায় না, সুন্দর হলেই হলো। তারা নিজেরাই তাকে নিজেদের খুশি মতো ব্যবহার করে। কিন্তু কিছু মহিলা আছে যাদের সৌন্দর্যের সাথে সাথে উপযুক্ত কাজ চাই, আই মিন, বোথ লুকস্ অ্যান্ড পারফরম্যান্স—সেটাই অবশ্য আদর্শ জিনিস। তাই আমি নিজেই তোমার সাথে ব্যাপারটা আগে থাকতেই পাকাপাকি করতে চাই। মানে যাচাই করার পর ফাইনাল অফারটা দেব—যেটা দু'পক্ষকেই মানতে হবে অবশ্য।

ডেভি বলে, ব্যাপারটা আমার পক্ষে ভালই শোনাচ্ছে, যদিও আমার কিছু সন্দেহ আছে। যেমন ধরো, তুমি আমার ওপর এক বিশ্রী বুড়িকে চাপিয়ে দিলে, আর সে এমন কুৎসিত যে আমার শরীর উঠে দাঁড়াতেই পারল না।

মোনিকা এবার হাসল—তোমার তেমন আশংকার কারণ নেই। আমরাও আমাদের ক্লায়েন্ট সযত্নে বাছাই করি। তাদের জন্য, যাকে আমরা বলি স্পেশাল সার্ভিস, মোটেই অ্যালাউ করি না যদি না তারা একটা স্ট্যান্ডার্ড আকর্ষণ বজায় রাখে।

ডেভি বলে, অর্থাৎ, তুমি আমায় যা অফার করছো, সেটা হলো প্রতি হপ্তায় কয়েকজন নারীকে দলাইমলাই করে তৃপ্তি দেওয়া, তারা সকলেই মোটামুটি আকর্ষণীয়। আর আমি পাচ্ছি—দুটো বিলের পেমেন্ট এবং কিছু টিপস্—তাই তো?

—ঠিক তাই। ধরে নিচ্ছি, তুমিও যথাযথ গ্রহণযোগ্য সার্ভিস দিচ্ছ। যদি তুমি একেবারে ফ্র্যাংক নেকেড ভাষায় শুনতে চাও বা বুঝতে চাও, তাহলে বলব, আই অ্যাম ইন্টারেস্টেড ইন সিয়িং হাউ ফাক অ্যান্ড সাক।

—বাঃ, খুব সুন্দর! এই যে আমি এখানে বসে আছি, আমি কিন্তু ভাবতে শুরু করেছি, তোমার সাথেই বা কেমন ব্যাপারটা ঘটবে। মনে হচ্ছে, বেশ সুন্দরই হবে।

দু'জনেই টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। এক পলকের জন্য মোনিকা ডেভির টাইট-ফিটিং প্যান্টের সামনের দিকটায় তাকাল। ফুলে-ওঠা অংশটার আকৃতি দেখে সে অনেকটা আশ্বস্ত হলো। বেশ কিছু কামুক মেয়ে হয়তো এটা যথেষ্ট মনে করবে না, তাদের চাই মাংসের আরও বড় টুকরো। কিন্তু মোনিকা মনে মনে রিটাকে ধন্যবাদ জানাল—আমার পক্ষে ফাইন মনে হচ্ছে এই সাইজ। আজ মোনিকার বয়েস তিরিশ, এখন তার দুর্দম তরুণ দরকার দেহকামনার তৃপ্তির জন্য। এই তরুণের দলের মধ্যে যৌবন টগবগ করে ফুটছে। তাদের সঙ্গমশক্তি ও স্থায়িত্ব মোনিকার বয়েসী পুরুষদের চেয়ে বেশি—যে ব্যাপারটাকে মোনিকা যথেষ্ট মূল্য দিয়ে থাকে। তাছাড়া এই অল্পবয়েসী ছেলেগুলোকে সহজে ম্যানেজ করা যায়। তাই মোনিকা তো তাদের বিশেষভাবে ভালবাসবেই।

যে রেস্টুরেন্টে তারা ডিনার করছিল, সেখানে ডেভি ট্যাক্সি করে এসেছিল। তাই এখন নিজের গাড়ি ড্রাইভ করে মোনিকা ওকে নিয়ে এলো শহরের প্রান্তে তার সুসজ্জিত ফ্ল্যাটে। মোনিকার গাড়ি এলডোরাডো। স্বচ্ছন্দে গাড়ি চালাল মোনিকা, সব ব্যাপারেই অবশ্য সে স্বচ্ছন্দ। কিছুক্ষণ পরেই তারা লিভিংরুমে পৌঁছে গেল—বিশাল ঘর, কার্পেটে মোড়া। ডেভির দিকে তাকিয়ে হাসল মোনিকা। আরেকবার কল্পনা করে নিলো কেমন কাজ করবে এই ছেলেটা।

অন্যান্য তরুণেরা মোনিকার সান্নিধ্যে এলেই তাকে কাছে এসে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে। ডেভি কিন্তু তেমন আচরণ করল না, সে রিটার পরামর্শ মনে রেখেছিল। রিটা বলেছিল—যদি তুমি দেখ মোনিকা বিছানায় যাবার জন্য ঝুলোঝুলি শুরু করেছে, তুমি থেমে থাকবে, একদম বোবার মতন ব্যবহার করবে। মনে রেখ, ও নিজে লিড্ নিতে চায়। তাই অন্য কেউ যদি ওকে ঠেলাঠেলি নিজে থেকে শুরু করে, ও মোটেই সেটা পছন্দ করে না। তুমি এমন ভাব দেখাবে, যে মোনিকাই তোমার টোটাল বস, বাকি সব আপনা থেকেই ঘটবে।

রিটা অনেকদিন মোনিকার সাথে কাজ করেছে, তাই অনেক কিছু জানে। ডেভি ঠিক করল, রিটার মূল্যবান পরামর্শ মেনেই চলবে। এখন পর্যন্ত যা ঘটেছে, তাতে রিটার পরামর্শই সঠিক মনে হচ্ছে।

মোনিকার কর্ত্রী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গেছে। আর ডেভির একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে—অন্য মেয়ের ইচ্ছে ও উদ্যোগ সম্বন্ধে আইডিয়া পেয়ে যায়। নিজের এই ক্ষমতা সে কোথা থেকে পেল, তা সে নিজেও জানে না। সে ব্যাখ্যা করতে পারবে না—কি করে রমণীর মন সম্পর্কে সে এতটা বুঝে যায়। কিন্তু নিজের এই ক্ষমতার ওপর তার পুরো বিশ্বাস জন্মেছে। যেমন, এই মুহূর্তে সেই ক্ষমতাবলেই সে বুঝছে—মোনিকা তাকে দেহযুদ্ধে প্ররোচিত করতে চায়। ডেভিকে এখন খেলতে হবে, প্রথম প্রথম এক আনাড়ি-অপরিণত বালকের মতো—তার মোনিকা হবে প্রাপ্তবয়স্ক, অভিজ্ঞ, সুদক্ষ এক খেলোয়াড়—যে যৌন-অনাহারে ভুগছে, ক্ষুধার্ত। এই ধারণাটাই ঠিক মনে হচ্ছে, তাই ডেভি চুপচাপ বসে রইল, যেন এক নিরীহ, অনভিজ্ঞ তরুণ।

মোনিকা নির্দেশ দিল—আরে, আমাদের জন্য একটা ড্রিংকস্ বানাও না।

সুন্দর লম্বা হাত প্রসারিত করে একটু দূরে দরজার পাশে দেয়ালে 'বার' দেখিয়ে দিল সে।

—আমি ততক্ষণ পোশাক পাল্টে আরামের কিছু গায়ে দিই—বলল মোনিকা।

ড্রিংকস্ তৈরি করে ডেভি, ঠিক সময় বুঝে যার মধ্যে মোনিকা পোশাক পাল্টে ফিরে আসবে।

এলো মোনিকা। একটা কাফ্তান গায়ে, পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ঝুল। লিনেনের রং ক্রীম, গলার কাছে আরব দেশের কারুকাজ। পোশাকটার দুটো পাশ কাটা, তাই ওর চলাচলের সময়ে খালি পা, আর নগ্ন উরু দেখা যাচ্ছে। পোশাকটাই উত্তেজক, বিশেষত যখন সন্দেহ হয় তলায় আর কিছু আছে কি না। মোনিকার স্তন দুটো বিশাল বড় নয়, কিন্তু যথেষ্ট বড় এইটুকু বোঝাতে সে বেডরুমে ব্রা খুলে এসেছে, নরম লিনেন দুই উঁচু মাংসের টিলার ওপর নিজেকে মেলে ধরেছে—তাই তার স্তনের বোঁটাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ডেভি একটা বড় সোফায় বসে। মোনিকাকে বলে, তুমি কি এখানে আমার পাশে বসবে, নাকি আমরা অন্য কোথাও যাব?

মোনিকা বলে, আসলে আমি ভেবেছিলাম, আমি তোমার সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের জন্য আরেকটু ভাল কিছু ভেবেছিলাম, মানে কিছু একটা যাতে তোমার শরীরে অতিরিক্ত উষ্ণতা আসতে পারে। কেমন লাগবে?

ডেভি জানায়—খুব ভাল লাগছে শুনতে।

কিন্তু তখনও ডেভির একটুও মাথায় আসেনি মোনিকা আসলে কি বলতে বা করতে চাইছে।

মোনিকা হাসে। উঠে এসে সোফায় ডেভির পাশে বসে। অবশ্য দু'জনের মাঝে যথেষ্ট দূরত্ব রাখে যাতে ডেভি তাকে ছুঁতে না পারে। ড্রিংকসে চুমুক দেয়, সোফায় পা তুলে বসে ডেভির মুখোমুখি হয়। তার গাউন ওপরে উঠে গিয়ে দুই উরুকে নগ্নভাবে মেলে ধরে। মোনিকার দুই উরু তার শরীরের অন্যান্য প্রত্যঙ্গের মতো সুন্দর।

—বোধহয় ভাল হয় যদি এই পোশাকটা খুলে আরও সহজভাবে বসি—বলতে বলতে ভুরু কুঁচকে কাফ্‌তানটা মাথার ওপর দিয়ে তুলে খুলে ফেলে। অবহেলায় পাশে ফেলে দেয়। এবার সম্পূর্ণ উলঙ্গ মোনিকা, আরাম করেই বসে।

মোনিকা বলে, আচ্ছা ডেভি, তুমি কখনও কোনও মেয়েকে দেখেছ হাতের কাজ করতে—যাকে বলা হয় হ্যান্ড জব। মানে হাত দিয়ে নিজেকে আদর করতে! অনেকে তা দেখলে ভীষণ উত্তেজনা বোধ করে।

—না, যতদূর মনে পড়ছে, আমি তেমন কিছু দেখিনি।

আসলে এটা মিথ্যে কথা। এই ব্যাপারে ডেভির অবশ্যই অভিজ্ঞতা ইতোমধ্যে হয়েছে। কিন্তু তাকে তো অজ্ঞতার ভান করতে হবে। অন্তত তেমন ধারণাই মোনিকাকে খুশি করবে।

ডেভি বলে, আমি আন্দাজ করতে পারছি, এটা একটা দেখার মতো ব্যাপার বটে। আঃ, যদি তোমার মতো কেউ তেমন কাজ করে, সেটা আরও আনন্দের ব্যাপার। সত্যি, তোমার মারাত্মক ফিগার!

ডেভির এ কথাটা অবশ্য মিথ্যে নয়। কেউ যদি বলে মোনিকার বুক দুটো তেমন বড় নয়, তাদের স্বীকার করতে হবে শরীরে মাপে নিখুঁত, এমন সুগঠিত স্তন দেখা যায় না। বোঁটা দুটো কালো দানার মতো শক্ত, কিন্তু তার চারপাশে স্তনের মুখের ত্বক মেরুন রঙের, গোলাকৃতি ফর্সা বুকের ওপর যেন স্ট্যাচুর মতো বসে আছে। দুই স্তনের মধ্যে থেকে যেন বিদ্যুতের শক্তি ঠিকরে বেরোচ্ছে। ডেভি অনুভব করল, মোনিকার বুকের বৈদ্যুতিক চার্জের সাথে তাল মিলিয়ে তার দণ্ড ও অণ্ডকোষে সাড়া জাগল। মোনিকার শরীরে কোথাও এক আউন্স বাড়তি চর্বি নেই, কিন্তু সে মোটেই রোগাটে নয়—যা তন্বী মেয়েদের প্রায়শই দেখায়। মোনিকার পেট সমতল ও কঠিন, নিচে দুই নিতম্ব সুগঠিত। আরও নিচে সামনের দিকে লাভ-মাউন্ড—সুন্দর যৌনাঙ্গ—কালো, কুঞ্চিত, ঘন লোমে ছেয়ে গেছে, মুখটা ঢাকা পড়ে গেছে, কিন্তু তার যোনিদেশের দুটি রক্তাভ ঠোঁট কালো লোমের ভেতর দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যোনিদেশের সামনের ভাঁজও দৃশ্যমান।

মোনিকা সোফার ওপর এবার ডেভির মুখোমুখি। নিজের নগ্নতা সম্পর্কে তার কোনও সংকোচ নেই। ডেভির চোখের সামনেই সে দুই উরু দু'দিকে ছড়িয়ে দেয় এমন ভঙ্গিতে যেন পৃথিবীতে এটা সবচেয়ে সাধারণ আচরণের মধ্যে একটা। ডেভি দুই প্রসারিত পায়ের মধ্যস্থলে তাকায়, তার দেহে উত্তেজনার পারদ চড়তে থাকে। তার নিজের দুই পায়ের মাঝেও কম্পন জাগে। মোনিকা লম্বা মেয়ে, কিন্তু তার পুসি আশ্চর্য ধরনের ছোট সেই তুলনায়। পুরো চেরা দাগটা দুই ইঞ্চির বেশি হবে না। দুই উরুর ঠিক জায়গায় তার রাজকীয় অবস্থান।

মোনিকা বোঝায়—অনেক সময় আমি ধরে নিই, আমার কাছে তৃপ্তি দেওয়ার কেউ নেই। তখনই আমি হাতের কাজ, মানে হ্যান্ড জব শুরু করি। হয়তো অন্যান্য সেক্সের মতো এটা নয়, কিন্তু এও বেশ আরামের।

নিজের নগ্ন উরু আর পেটের ওপর হাত বোলাতে শুরু করে মোনিকা। নিজেকে আদর করতে করতে সে খুব কাছ থেকে ডেভিকে লক্ষ্য করে। ডেভি যে তাকে দেখছে—এটা একটা দারুণ আনন্দ। প্রদর্শনের আনন্দ। প্লেজার ইন বিয়িং ওয়াচড্। বিশেষ করে যখন এমন একজন তার কর্মকাণ্ড দেখছে যে তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ। মোনিকার চোখ চকচক করে, তার হাত এবার নিজের স্তনের ওপর উঠে আসে। দুই সুগোল অঙ্গের ওপর ধীরে ধীরে নরম মর্দনের আদর। আঙুলের নখ দিয়ে স্তনের দুই বোঁটাতে আঁচড় কাটে। নাকের ফুটো দিয়ে নিঃশ্বাস ঘন। দুই গালে লাল আভা জেগে ওঠে। ধীরে ধীরে তার হাত সেই ঘন কালো লোমের অরণ্যে, যোনির মুখে ও চারপাশে চলে আসে। তার পুসি যেন এখন রক্তপানে আকুল, সমস্ত অংশ ভিজে উঠেছে।

ডেভি সোফার ওপর নড়াচড়া করছে, নিজের উত্তেজনা আর লুকানোর প্রশ্ন নেই। মোনিকা লক্ষ্য করল ডেভির প্যান্টের সামনের অংশ আরও ফুলে উঠেছে। রিটা বলেছিল—ডেভির দণ্ডটি অসাধারণ এবং সেটা ব্যবহারের অসাধারণ ক্ষমতাও সে রাখে। তবু মোনিকা পুরোপুরি নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত বিশ্বাস করতে চায় না। রিটার বরাবরই একটু বাড়িয়ে বলার অভ্যেস। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, রিটা বোধহয় অনেকটাই সত্যি বলেছে। মোনিকার মনের মধ্যে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ খেলছে, আর ক্রমশ দেখা যাচ্ছে ডেভির প্যান্টের সামনের দিকটা প্রায় ফেটে পড়ার উপক্রম।

মোনিকা বলে, বোধহয়, তোমার কিছু পোশাক ছেড়ে হাল্কা হওয়া ভাল!

অনুগত পরিচারকের মতো আদেশ পালন করে ডেভি। মোনিকার দিকে পিছন ফিরে প্যান্ট খোলে। তাই প্রথমে মোনিকা ডেভির নগ্ন পুরুষাঙ্গ দেখতে পায় না। একটু পরেই ঘুরে দাঁড়ায় ডেভি, এইবার মোনিকা যা দেখার জন্য মরে যাচ্ছিল, সেটা সে দেখতে পায়। ভেতরে ভেতরে পরম উত্তেজিত মোনিকা, কিন্তু উপরে উপরে সে শান্ত অবিচল থাকার অভিনয় করে। চিন্তিতভাবে কুঞ্চিত চোখে, তারপরেই বড় বড় চোখে তাকায় মোনিকা। ডেভির যন্ত্রের দৈর্ঘ্য ও বেধ মনে মনে মাপে সে, মাপের অংক তাকে মারাত্মক উত্তেজিত করে।

ডেভির লিঙ্গের দৈর্ঘ্য মোটামুটি আট ইঞ্চি, আর বেধ দু'-তিন ইঞ্চি হবে—অন্তত মোনিকার আঙুলের মাপে তাই হবে। মোনিকা এর চেয়ে দীর্ঘ লিঙ্গ দেখেছে—তলপেট থেকে ঠিকরে বেরিয়েছে। তবে তার সংখ্যা খুব বেশি নয়। ডেভির যন্ত্রটি একদম পুরোপুরি সোজা ও উন্নত, একটা পিংক আভা, কিন্তু সারা লিঙ্গের গাত্রবর্ণ যেন আইভরি টাইপের। লিঙ্গের মুখের চামড়া কাটা নয়, অর্থাৎ সার্কামসাইজড নয়। তার লিঙ্গের মুখ মোটা কিন্তু লিঙ্গমুখের চামড়া বা ফোরস্কিন বেশ টাইট করে ঢেকে রেখেছে শীর্ষদেশ। দুই অণ্ডকোষের আকৃতিও লিঙ্গের সাথে মানানসই, ঝুলন্ত, চামড়ার থলিকে পূর্ণ করেছে।

মোনিকা সোফার একটা হাতলে হেলান দিয়েছে। ডান হাতের অনামিকা আঙুলের মাথাটা তার পুসির ওষ্ঠদেশ স্পর্শ করছে। জ্বলজ্বল করছে এই অঙ্গ, রসে ভিজে চক্চক করছে—অর্থাৎ দেহের মধ্য থেকে অদ্ভুত গন্ধের কামরস বেরিয়ে আসছে। যোনির

ওষ্ঠদেশে আঙুল সঞ্চালনে সারা শরীর শিহরিত হচ্ছে। এইবার তার আঙুল ক্লিটরিচে এসে পৌঁছেছে—ছোট মাংসখণ্ড, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকে অনুভূতির তীব্রতায় নিয়ে আসে মোনিকা, সারা দেহে আবার কম্পন।

—তোমার দিকে তাকিয়ে—মানে এই উলঙ্গ পুরুষ শরীরের সামনে এই হ্যান্ড জব খুব কাজ দেয়।

মোনিকার আঙুল তার ক্লিটরিচে। এইবার লিঙ্গকে হাতের মুঠোয় নেয় ডেভি, আস্তে ফোরস্কিন অর্থাৎ সম্মুখভাগের ত্বককে নিচে ঠেলে নামিয়ে লিঙ্গমুখ উন্মুক্ত করে। লিঙ্গমুখ মাশরুম আকৃতির মাংসল ত্রিকোণ একটি অংশ। এর প্রকাশে উচ্ছ্বসিত মোনিকা—উম্‌ম্‌। এই দৃশ্য দারুণ লাগছে আমার।

কিছুক্ষণ পরে নিজের আঙুল এবার পুসির মধ্যে পূর্ণ প্রবেশ করে। এমনভাবে শুয়েছে মোনিকা যে ডেভি তার আঙুল দিয়ে যোনিমর্দন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। আঙুলের প্রবেশ তার চোখে নীল আলোর সৃষ্টি করছে। আঙুল এখন যোনিরসে সিক্ত, সেই ভেজা আঙুল ডান স্তনের বোঁটার ওপর রাখে মোনিকা, স্পর্শ বুলিয়ে যেন রঙের কোটিং দিতে চায়। ছোট দানার মতো স্তনবৃন্ত রসে লিপ্ত হয়ে চকচক করে। যেন আদিরসের কোনও মলম মাখানো হয়েছে।

রসের কোটিং দেওয়া স্তনের বোঁটার দিকে তাকিয়ে ডেভি বিড়বিড় করে—আঃ, এটা দারুণ কায়দা! সত্যি এ কায়দা সামলানো মুস্কিল।

মোনিকা কথা বলে না। কিন্তু ডেভির কথায় তার প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাই ডেভি তার দিকে আরও স্পষ্ট ভঙ্গিমা নিয়ে দাঁড়ায়। লিঙ্গমুখের ত্বক নিয়ে সে খোলা-ঢাকা-খোলার খেলায় মত্ত হয়ে ওঠে। উত্তেজিত মোনিকার হাত এবার নিজের দুই উরুর মাঝে চলে আসে। পুসির ঠোঁটে আরেকবার সজোর ঘর্ষণ—দু'আঙুলে যোনিমুখ মেলে ধরে। অভ্যন্তরের রং গোলাপী। যোনিমুখ স্পষ্ট দৃশ্যমান, কিন্তু মনে হয় ডেভির দণ্ড গ্রহণের মতো যথেষ্ট নয় এই হাঁ-মুখের আকৃতি। আঙুলে কাজ চলছে; সেটা থামিয়ে এবার বাঁ হাত নিতম্বের তলায়। সমস্ত যোনিরসে যোনিপার্শ্ব ও নিতম্বের মধ্যস্থল নিতান্ত সিক্ত।

এই অবস্থায় জ্ঞান বিতরণ করে মোনিকা। স্থির দৃষ্টি কিন্তু ডেভির বিশেষ অঙ্গের দিকে।

—নারীর শরীরের নানা জায়গা আছে যেগুলো ইন্দ্রিয়ের মতোই জীবন্ত। আমি সেই জায়গাগুলোকে মাতিয়ে তুলতে ভালবাসি।

লিঙ্গমুখের ত্বকটা এবার টেনে নিচে নামায় ডেভি, ফলে মুখটা চাপের চোটে একটু ঝুঁকে পড়ে—এবার আমি তোমার সেবা করতে চাই, দিব্যি কাটছি, আমি চাই, চাই, চাই!

—আমিও চাই, তুমি সে সুযোগ পাবে। কিন্তু তার আগে আমি নিশ্চিত হব, তুমি আমার জন্য পুরোপুরি তৈরি হয়েছ।

নিজেকে প্রবল ঘর্ষণে মথিত করে মোনিকা ক্লাইমেক্সে পৌঁছল। প্রধানত ক্লিটরিচ আর পশ্চাদদেশের গভীরতায় ঢেউ তুলে। অবাক হয়ে ডেভি লক্ষ্য করে, যোনিদেশের ক্রিয়াকলাপ কিছুটা মুলতুবি রাখে মোনিকা। নারীর সেক্সুয়াল ভাল লাগার কোনও যুক্তিযুক্ত নিয়ম নেই, লজিক নেই। শুধু এটুকু বুঝছে ডেভি, মোনিকা তাকে নিয়ে খেলা

করছে, তার সংযম শক্তি পরীক্ষা করছে। মোনিকার এহেন বিচিত্র আত্মরতি কতখানি উন্মাদ করছে ডেভিকে—সেটা পর্যবেক্ষণ করাটাই এতক্ষণ মোনিকার মুখ্য আনন্দ।

পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে প্রস্তুত হয় ডেভি। সজোরে হস্তমৈথুন চলে। মোনিকাকে বোঝাতে হবে সে যেন পরাস্ত, মোনিকার প্রদর্শনীতেই (হ্যান্ড জবের) সে চূড়ান্ত পর্যায়ে, যদিও আসলে ডেভি মোটেই ক্লাইমেক্সের ধারেকাছে আসেনি। তবু সেই ভাব দেখাতে হবে। মোনিকা জয়ী হয়েছে বোঝাতে হবে।

মোনিকা তার হাতের সমস্ত আঙুল ডুবিয়ে দিল।

শী রিচড হার ক্লাইমেক্স।

কিন্তু ডেভিকে ধমক দিল—ওঃ, ডোন্ট কাম নাউ। বীর্য নষ্ট করো না। আমি চাইছি, তুমি আমার ভেতরে নিজেকে নিঃশেষে ঢেলে দাও।

ডেভি ভান করছে—নিজেকে সে যেন আর রুখতে পারছে না। সে নিশ্চিত—দ্রুত বীর্যস্খলনের অবস্থা আসেনি। নিজের শরীরের উপর তার অসাধারণ নিয়ন্ত্রণ শক্তি আছে। যখন পর্নোগ্রাফিক ফিল্মে সে কাজ করত, তখন থেকেই এই বিদ্যা আয়ত্ত করতে হয়েছে। তাই ইচ্ছেকে সে দমন করতে পারে।

তাছাড়া মোনিকার কণ্ঠস্বরে যেন একটা সাবধানবাণী ধ্বনিত হয়েছে। একটা গোপন ভীতি প্রদর্শন যে, ডেভি যদি তার যৌনপরাক্রম প্রদর্শনে অক্ষম হয়, তাহলে শাস্তি পাবে। হয় তো চাকরিটাই হাতছাড়া হবে। মোনিকা তার পরীক্ষক, তাই প্রথম পরীক্ষায় ব্যর্থ হলে বহিষ্কার অনিবার্য।

নিজেকে সহজ করার চেষ্টা করে ডেভি। হি রিল্যাক্সড্ হিমসেলফ আ লিটিল।

মোনিকা হাত বাড়ায়। আঙুল দিয়ে ডেভির ফুলে-ওঠা উত্তুঙ্গ লিঙ্গকে স্নেহভরে স্পর্শ করে।

মোনিকা বলে, আমার কথা রাস্তার কুত্তীর মতো শোনাবে। তবু বলব, আমি চাই না তোমার মূল্যবান দেহের এই রস মেঝেয় পড়ে নষ্ট হোক। আমি তা সইতে পারব না। আমি একে চাই।

ডেভি বলে, আমি অপেক্ষায় আছি। আমি চেষ্টা করছি। তুমি বাজি রাখতে পার—আমি কোনও কিছু নষ্ট করব না।

২

শরীর, শরীর, শরীর?

এক ফোঁটা বীর্যকণা থেকে মায়ের গর্ভে আমি এসেছিলাম। তার ছোট গর্ভকোষে দশ মাসের কিছু বেশি আশ্রয় নিয়ে আমি বেরিয়ে আসার তাগিদ অনুভব করেছিলাম, মাকে একটা গরীব হাসপাতালে আড়াই ঘণ্টা ধরে যন্ত্রণা দিয়ে আমি পৃথিবীতে এসেছিলাম।

বাবাকে চোখে দেখিনি।

বাবার পরিচয়ও মা কখনও দেয়নি। আমার কক্স পদবীটা নাকি আমার বাবার। তাঁর নামটা জানি, মা-ই বলেছিল—পিটার কক্স। তিনি আমাকে দেখে যাননি। আমি যখন তিন মাস মায়ের পেটে, তখন স্ট্রীট অ্যাক্সিডেন্টে মারা যান তিনি। এবং অনাগত পুত্রের জন্য একটি কপর্দকও না রেখে।

ফলে আমার পঁচিশ বছরের মা আমাকে হঠাৎ পাড়ার এক মাসির কাছে দিয়ে পালিয়ে যাবে এতে আশ্চর্য কি!

এই ভাগ্যজোরে পাওয়া মাসিটা কিন্তু ভাল ছিল। আমাকে বড় করল, স্কুলে পাঠাল, কিন্তু ভাগ্যের জোর বেশিদিন টেঁকেনি। ক্লাস নাইনে পড়ার সময় সে দু'দিনের জ্বরে মরে গেল।

বাড়িওয়ালার লোক এসে আমায় রাস্তায় বের করে দিল, তাই পাড়ার চায়ের দোকানের মালিক আমাকে দয়া করে বয়ের কাজ না দিলে কোন পথে যেতাম কে জানে। পকেটমার, ছিনতাইবাজ হওয়াই স্বাভাবিক ছিল।

চায়ের দোকানের কাজটা আমার ভাল লাগত। রঙ-বেরঙের লোকের সাথে আলাপ হতো। এখানেও টিপস পেতাম। খুব অল্প, কিন্তু ভীষণ আনন্দ হতো। যে খুশি হয়, সেই তো টিপস দেয়। তার মানে আমার কাজে চায়ের দোকানের খদ্দেররা খুশি হতো। তাই তাদের খুশিতে আমিও খুশি হতাম।

আমার বয়েস তখন চৌদ্দ।

চায়ের দোকানের মালিক আমার পেটের খাবারের পথ দেখিয়েছিল। আর তার তের বছরের কন্যা, আমার চেয়ে সামান্য ছোট হবে, সে আমার শরীরে, পুরুষের সেই বয়েসের শরীরে, যে নতুন ধরনের খিদে জাগে, তাকে জাগিয়ে তুলেছিল এবং তৃপ্ত করেছিল।

দোকানে, অর্থাৎ চা বিলি ও তৈরির কাজে সে আমার পাশাপাশি থেকে তার বাবাকে সাহায্য করত। স্কার্ট-ব্লাউজ পরা গোলগাল সোনালি চুলের মেয়ে। ওর জন্যও দোকানে ভিড় হতো—এটাও ঠিক। মিষ্টি হেসে কাপের চা-কে ও আরও মিষ্টি করে দিত। খদ্দেররা ঠাট্টা-ইয়ার্কি করত, সময়ে-অসময়ে চাপা গলায় অশালীন মন্তব্য করতে ছাড়ত না সুযোগ পেলে।

একবার তো একটা কাণ্ডই ঘটে গেল।

মেয়েটার নাম লুসি।

সেদিন একটা গুণ্ডাগোছের লোক এসে মোটরবাইক বাইরে রেখে চা চাইল। আমি অন্যদিকে ব্যস্ত। দোকানদার মালিক হলেও নিজেই চা বানাতো। দোকানের নাম ছিল আংকল টমস্ টি-কেবিন। কে যেন খড়ি দিয়ে 'টি' কথাটা কেটে দোকানের নামটা বিখ্যাত বইয়ের নামের সাথে মিলিয়ে দিয়েছিল। আংকল টমস্ কেবিন—টমকাকার কুটির।

যাই হোক, সেদিন বাধ্য হয়ে লুসিই চা নিয়ে গেল লোকটার সামনে। যথারীতি হেসে বলল, গুড মর্নিং। লোকটাও গুড মর্নিং জানিয়ে ওকে আবার ডাকল। লুসির পেছন পেছন আমিও গেলাম তখন। একটু দূরে দাঁড়ালাম। গুণ্ডাটার মতলব কি?

লোকটা বলল, তোমার নাম কি?

—লুসি!

চাপা গলায় লোকটা বলল, লুসি! ইউ মাস্ট হ্যাভ বিউটিফুল পুসি!

লজ্জায় লাল-গাল লুসি দৌড়ে চলে আসতে গিয়ে আমার বুকে ধাক্কা খেল। ওর সদ্য উন্তিন্ন দুই তন বয়েস অনুপাতে বেশ বড় এবং চোখে পড়ার মতো। টাইট গেঞ্জি পরায়

সুস্পষ্ট। চোখে দেখেছি, লুব্ধ হয়েছি, এমন কি স্বপ্নে সেই বুক জোড়াকে হাতে পেয়ে আদর করতে করতে প্যান্ট ভিজে গেছে কখনও।

কিন্তু জাগ্রত ও সচেতন মনে অন্য কোনও চিন্তাকে প্রশ্রয় দিইনি। সেদিন লুসির বুকের ধাক্কা, তার শক্ত-নরম ছোঁয়া নিজের বুকে পেয়ে এবং গুণ্ডাটার অশ্লীল কথা শুনে, সেই বয়েসের শিভল্‌রি দেখাবার ঝোঁক মাথায় চেপে গেল। এক লাফে গুণ্ডাটার কলার চেপে পাঁচ-দশটা ঘুঁষি চালালাম, হৈচৈ বাধল। সব লোকজন ছুটে এলো। ব্যাপারটা শুনে কেউ কেউ পুলিশ ডাকতে বলল।

গুণ্ডাটা আসলে তেমন কোনও গুণ্ডা নয়। উঠতি বয়েসের চ্যাংড়া ছেলে, ইভ-টিজিংয়ের অ্যাপ্রেন্টিস। চেহারাটা হাট্টাগাট্টা। তাই মার খেয়ে সারেন্ডার করল।

লুসির কাছে ওকে কলার ধরে নিয়ে গেলাম। হাতজোড় করে ওকে বলতে হলো—পার্ডন মি সিস্টার।

হ্যাঁ, এই বীরত্ব কাজে লেগেছিল বৈকি!

পরদিন সানডে। দোকানদার টাউনে গেছে মালপত্র কিনতে। দুপুরবেলা দোকান বন্ধ। সন্ধ্যেবেলা খুলবে।

অগত্যা সেই নির্জন দুপুরে আমরা দু'জন একা—অথবা দোকাও বলা যায়। উই টু ওয়্যার অ্যালোন।

স্বপ্নে যা দেখেছি, আজ দুপুরে নির্জন আশ্রয়ে তাকে বাস্তবে পরিণত করার সুযোগ দিল লুসি। বীরত্বের পুরস্কার, কৃতজ্ঞ নারীর কাছ থেকে। কিন্তু সেদিন বেশি অগ্রসর হতে পারিনি। জীবনে সেই প্রথম হাতে পেলাম নারী শরীর। ভেজা প্যান্ট নিয়ে বাথরুমে ছুটতে হলো।

লুসি হেসেছিল। সেই হাসিতে লজ্জায়, অপমানে আমি ইঁদুরের গর্তে লুকোতে চেয়েছিলাম।

সেটা প্রথম দিন।

দ্বিতীয় দিনেও ব্যর্থতা।

তৃতীয় দিনে সময় ছিল হাতে। তাই প্যান্ট নষ্ট করার আগে শরীরের ধর্মে, শোনা কথা, দু'-একটা অ্যাডাল্ট সিনেমা দেখার জ্ঞান—ইত্যাদি সবকিছু নিয়ে ওর গোপন অঙ্গে আঘাত করলাম। কিছুই হলো না। ওর তলপেট ভেসে গেল।

চতুর্থ দিন। এইবার শরীরের দৌড়ের সাথে মস্তিষ্ক যোগ করলাম। যত্ন নেওয়া সম্ভব নয়। বিশাল আঘাত। লুসির আর্তচিৎকার, কিন্তু আমার পূর্ণ প্রবেশ। এবং সাথে সাথেই বিস্ফোরণ। বিন্দুমাত্র আনন্দ পাইনি দু'জনের কেউ, বরং যন্ত্রণা। লুসির হাইমেন র‍্যাপচার, আর মাই ফোরস্কিন টোর্ন অ্যান্ড রোলড্ ব্যাক। লিঙ্গমুখে কয়েক ফোঁটা রক্ত।

তবু দারুণ আনন্দ হয়েছিল। মানসিক আনন্দ।

আমার যৌবন আগমনে প্রথম নারীলাভের আনন্দ। যেন বিশ্বজয়ী আলেকজান্ডার।

আরেকটা শখ ছিল আমার। বডি বিল্ডিং।

পাড়ার জিমনাসিয়ামে যেতাম। অল্প চাঁদা। রোজ ভোরে মর্নিং ওয়াকের পর জিম সেরে কাজে আসতাম।

সেখানেই আলাপ ক্যামেরাম্যান যোশেফের সাথে।

সুস্পষ্ট। চোখে দেখেছি, লুব্ধ হয়েছি, এমন কি স্বপ্নে সেই বুক জোড়াকে হাতে পেয়ে আদর করতে করতে প্যান্ট ভিজে গেছে কখনও।

কিন্তু জাগ্রত ও সচেতন মনে অন্য কোনও চিন্তাকে প্রশ্রয় দিইনি। সেদিন লুসির বুকের ধাক্কা, তার শক্ত-নরম ছোঁয়া নিজের বুকে পেয়ে এবং গুণ্ডাটার অশ্লীল কথা শুনে, সেই বয়েসের শিভল্‌রি দেখাবার ঝোঁক মাথায় চেপে গেল। এক লাফে গুণ্ডাটার কলার চেপে পাঁচ-দশটা ঘুঁষি চালালাম, হৈচৈ বাধল। সব লোকজন ছুটে এলো। ব্যাপারটা শুনে কেউ কেউ পুলিশ ডাকতে বলল।

গুণ্ডাটা আসলে তেমন কোনও গুণ্ডা নয়। উঠতি বয়েসের চ্যাংড়া ছেলে, ইভ-টিজিংয়ের অ্যাপ্রেন্টিস। চেহারাটা হাট্টাগাট্টা। তাই মার খেয়ে সারেন্ডার করল।

লুসির কাছে ওকে কলার ধরে নিয়ে গেলাম। হাতজোড় করে ওকে বলতে হলো—পার্ডন মি সিস্টার।

হ্যাঁ, এই বীরত্ব কাজে লেগেছিল বৈকি!

পরদিন সানডে। দোকানদার টাউনে গেছে মালপত্র কিনতে। দুপুরবেলা দোকান বন্ধ। সন্ধ্যেবেলা খুলবে।

অগত্যা সেই নির্জন দুপুরে আমরা দু'জন একা—অথবা দোকাও বলা যায়। উই টু ওয়্যার অ্যালোন।

স্বপ্নে যা দেখেছি, আজ দুপুরে নির্জন আশ্রয়ে তাকে বাস্তবে পরিণত করার সুযোগ দিল লুসি। বীরত্বের পুরস্কার, কৃতজ্ঞ নারীর কাছ থেকে। কিন্তু সেদিন বেশি অগ্রসর হতে পারিনি। জীবনে সেই প্রথম হাতে পেলাম নারী শরীর। ভেজা প্যান্ট নিয়ে বাথরুমে ছুটতে হলো।

লুসি হেসেছিল। সেই হাসিতে লজ্জায়, অপমানে আমি ইঁদুরের গর্তে লুকোতে চেয়েছিলাম।

সেটা প্রথম দিন।

দ্বিতীয় দিনেও ব্যর্থতা।

তৃতীয় দিনে সময় ছিল হাতে। তাই প্যান্ট নষ্ট করার আগে শরীরের ধর্মে, শোনা কথা, দু'-একটা অ্যাডাল্ট সিনেমা দেখার জ্ঞান—ইত্যাদি সবকিছু নিয়ে ওর গোপন অঙ্গে আঘাত করলাম। কিছুই হলো না। ওর তলপেট ভেসে গেল।

চতুর্থ দিন। এইবার শরীরের দৌড়ের সাথে মস্তিষ্ক যোগ করলাম। যত্ন নেওয়া সম্ভব নয়। বিশাল আঘাত। লুসির আর্তচিৎকার, কিন্তু আমার পূর্ণ প্রবেশ। এবং সাথে সাথেই বিস্ফোরণ। বিন্দুমাত্র আনন্দ পাইনি দু'জনের কেউ, বরং যন্ত্রণা। লুসির হাইমেন র‍্যাপচার, আর মাই ফোরস্কিন টোর্ন অ্যান্ড রোলড্ ব্যাক। লিঙ্গমুখে কয়েক ফোঁটা রক্ত।

তবু দারুণ আনন্দ হয়েছিল। মানসিক আনন্দ।

আমার যৌবন আগমনে প্রথম নারীলাভের আনন্দ। যেন বিশ্বজয়ী আলেকজান্ডার।

আরেকটা শখ ছিল আমার। বডি বিল্ডিং।

পাড়ার জিমনাসিয়ামে যেতাম। অল্প চাঁদা। রোজ ভোরে মর্নিং ওয়াকের পর জিম সেরে কাজে আসতাম।

সেখানেই আলাপ ক্যামেরাম্যান যোশেফের সাথে।

সে-ই বলল, আরে এই চেহারা নিয়ে চায়ের দোকানের চাকর হয়ে জীবন কাটাবে নাকি!

—কি করব বলুন?

—খুব ভাল একটা কাজ আছে। তার আগে তোমার একটা ছবি তুলব।

—বেশ তো। তুলুন।

—না, এখানে এভাবে নয়। আমার সাথে ওদিকে চলো।

জিমনাসিয়ামের ড্রেসিংরুমের আধা-অন্ধকার ঘরে আমাকে সব জামা-কাপড় ছাড়তে হলো। আমি একটা অন্ধ বিশ্বাস নিয়ে যোশেফ যা বলছে করে যাচ্ছি। তার আদেশে মাস্টারবেট করে নিজের পুরুষাঙ্গকে উত্থিত করতে হলো, ইরেকশন অবস্থায় ছোট স্টিলের ম্যাগনেটিক টেপ দিয়ে আমার পুরুষাঙ্গের মাপ নিল যোশেফ—সাড়ে সাত ইঞ্চি। বলল, ফাইন, কাজ চলবে।

তখনও জানি না কি কাজ।

যোশেফের পরামর্শে একটা দিন ছুটি নিলাম। ভোরবেলা ওর মোটরবাইকের পিছনে বসে চলে এলাম একটা বাগানওয়ালা বাড়িতে। ভেতরটা রাজবাড়ির মতো। চারদিকে যন্ত্রপাতি—আলো, ক্যামেরা, সাউন্ড বক্স। হ্যাঙ্গারে ঝুলছে নানারকম পোশাক-আশাক।

যোশেফ বলল, ব্লু-ফিল্ম কাকে বলে জানো?

—না।

নাম শোননি?

—শুনেছি। মানে জানি না।

—আজকে জানবে।

একটা দৈত্যকায় উলঙ্গ বিশাল বুক-পাছা নিয়ে মেয়ে এসে আমাকে সোফার ওপর ফেলে যা খুশি করল। একবারে নয়, আস্তে আস্তে আমার সব জামাকাপড় খুলে নিল। আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি দু'হাতে চোখ ঢাকলাম। শুনতে পেলাম যোশেফের গলা—হাত সরাও, ইউ ইডিয়ট।

চারদিকে ক্যামেরার ঝকমকি।

কে যেন বলল, স্টার্ট সাউন্ড।

পনের-কুড়ি মিনিট চলতে লাগল খেলা।

সেই দৈত্যের মতো মেয়েটি যার একটা বুক আমি দু'হাতেও পুরোপুরি ধরতে পারছি না, সে আমাকে চুমু খেল, ঠোঁটে, সর্বাঙ্গে। শেষ পর্যন্ত পুরুষাঙ্গে। আমাকে চিৎ করে ফেলে নিজের বুকের দুধ খাওয়াবার চেষ্টা করল। দুধ নেই, কিন্তু সেই বিশাল বুক আর তার বোঁটা আমাকে দমবন্ধ করে দিল। তারপর আমাকে কোলে তুলে নিয়ে আমার পুরুষাঙ্গ নিজের মধ্যে নিয়ে নিল।

ক্যামেরা জুম করে নেমে এলো একবারে দুই অঙ্গের মাঝখানে। চমকে, উত্তেজনায়, অনভিজ্ঞতায় তখন জ্ঞান হারালাম আমি। কে যেন গর্জন করল—কাট।

যোশেফের মুখ থেকে জেনেছিলাম ওই পনের মিনিটের ব্লু-ফিল্মটার নাম—জায়ান্ট ডলি প্লেয়িং উইথ আ বয়।

এক ঘন্টা পর ডলির সাথে আলাপ হলো। ড্রেসিং গাউন জড়িয়ে জিনের গেলাস হাতে আমার পাশে বসে আমার কপালে চুমু খেল। আমি আবার ভয় পেতে শুরু করেছি।

ডলি বলল, নাইস বয়, আমার প্রথম অ্যাবরশনটা না হলে ছেলেটা তোমার বয়েসী হতো।

৩

নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে বসে মোনিকা। আর সময় নষ্ট করার কোনও মানে নেই। ডেভিকে আর অচল রেখে লাভ কি, বিশেষ করে—বোঝে মোনিকা—ডেভিও সচল হতে চাইছে।

মোনিকার মুখে এক শয়তানের ছায়া।

ডেভির যন্ত্র তখনও কম্পমান।

বিছানায় আসে ওরা। এক পাক খেয়ে ঘুরে দু'হাতের মধ্যে ডেভির যন্ত্রকে যেন লুফে নেয় মোনিকা। ডেভির শরীরের সারা অন্দরমহলে বিচরণ করে মোনিকার হাত।

এইবার নিজের দুই পা দু'পাশে ছড়িয়ে দেয়।

সুস্পষ্ট আমন্ত্রণ।

মোনিকার পুসির সাদর আমন্ত্রণ। ফাটলের মুখে পুরু কোটিং। এমন নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। ডেভিও এমন একটি সাজানো ডিশ ছাড়তে পারে না। সে ঝুঁকে পড়ল, মোনিকার গোঙানি এখন স্পষ্ট। সেই মারাত্মক স্পর্শকাতর জায়গায় জিভ ছোঁয়াল ডেভি। তিরিশ বছরের মহিলার শরীরের এই অংশ এক সম্পদ।

ডেভি বিস্মিত, পুলকিত—মধুর চেয়েও মিষ্টি তুমি, আমার ভীষণ ভাল লাগছে।

—আমায় খেয়ে ফেল।

মোনিকার কণ্ঠস্বরে আবার আদেশ—একবারে চেটে-পুটে খেয়ে শেষ করে দাও।

ডেভির পুরুষাঙ্গেও জিভ ছোঁয়ায় মোনিকা। ডেভির মেরুদণ্ডে শিহরন খেলে যায়, কিন্তু এখনও মোনিকা তেমন সক্রিয় নয়। ডেভি বোঝে, মোনিকা এখনও তাকে ব্যবহার করছে শুধু নিজের সুখের যন্ত্র হিসেবে। কারণ মোনিকাই এখন ক্লায়েন্ট, ডেভির সার্ভিস উপভোগ করছে। অবশ্য তাতে কিছু আসে যায় না। ডেভি জানে একটু পরেই সব টেনশনের অবসান হবে।

ডেভির জিভ আরও দুঃসাহসী হয়ে ওঠে। তপ্ত গভীরে তার তীব্র অনুপ্রবেশ। মোনিকার গোঙানি এখন বন্য জন্তুর মতো, নিজের তলদেশ ডেভির মুখে চেপে ধরে। ডেভির জিভ বুঝতে পারে—ভেতরে পথ খুব প্রশস্ত নয়। তাই কল্পনা করা যায়, যন্ত্রের প্রবেশের এইখানে বেশ কঠোর গ্রিপ তাকে আনন্দ দেবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত, সেই শুরু থেকে শুধু জিভের খেলাই চলছে।

হঠাৎ জিভের আক্রমণকে তীব্র করে ডেভি। একটি লেহনে ক্লিটরিচ, যোনিমুখ, নিতম্বের ফাটল—সর্বত্র তার জিহ্বা যেন সর্বভুক। মোনিকা আক্রমণে বিধ্বস্ত, কিন্তু সেও ইচ্ছাশক্তিতে শক্তিময়ী। তাই কঠোর অনুশাসনে, মনের জোরে সে নিজেকে ভেসে যেতে দেয় না। তবে ডেভির দক্ষতার প্রশংসা করতেই হয়, নিতম্ব ও তলপেটের নিম্নদেশ ছন্দদোলায় দুলতে থাকে তার।

—আঃ, যথেষ্ট হয়েছে! মোনিকা এবার এই পর্ব থামাতে চায়, ডেভির যন্ত্র থেকে হাত সরায়।

তবু সতর্কবাণী ও ভীতি প্রদর্শন।

—তুমি এখুনি বার্স্ট করবে ডেভি। সাবধান, এখনই করবে না কিন্তু! স্টপ. স্টপ. আই সে।

ডেভি জানে, সে এখনও চূড়ান্ত পর্যায়ে আসেনি। কিন্তু বিনা যৌনসঙ্গমে, শুধুমাত্র নিজের হাতের কাজ দেখিয়ে ও তার পুরুষাঙ্গে সামান্য করুণাস্পর্শ বিতরণ করে মোনিকা তাকে ঘায়েল করে বিজয়িনীর মর্যাদা অর্জন করতে চায়। স্টপ বলাটাও এক মালকিনের অত্যাচার। পরিচারকের সহ্যশক্তি নিয়ে খেলা করা, মজা দেখা। মোনিকা ভাবে, ডেভি এখন বিস্ফোরণের মুখে। পুরুষকে এই সময়ে স্টপ—ডোন্ট কাম ইয়েট, বলে চোখ রাঙানোর মধ্যে অদ্ভুত এক আনন্দ আছে। যুদ্ধ জয়ের পর জয়ী দল বন্দীদের ওপর অত্যাচার করে যেমন আনন্দ পায়।

খেলা চালাতে চায় মোনিকা। তাতে ডেভির আপত্তি নেই। ডেভির দম আছে, খেলুক মোনিকা যতক্ষণ চায়। কিন্তু মোনিকার কাছে দেখাতে হবে যেন দম ফুরিয়ে আসছে। তবে খুশি হবে গর্বিতা মোনিকা। ডেভিও অতীত অভিজ্ঞতা থেকে জানে, যতক্ষণ তার যন্ত্র দৃঢ় থাকবে, অণ্ডকোষে ঔরস ভরে থাকবে, তার শেষ পর্যন্ত বিস্ফোরণ তত সুখদায়ক হবে। মনে হয়, মোনিকাও জানে এই রহস্য, তাই চরম আনন্দের মাত্রা বৃদ্ধির জন্য বারবার ডেভির স্বাভাবিক ঝরে পড়াকে সে থামাতে চাইছে।

ডেভি বলে, ওঃ, যেশাস, আমি আর পারছি না।

সে জানে, মোনিকার ইগো দারুণ খুশি হবে এই কথা শুনে।

ডেভি আবার কৃত্রিম আর্তনাদ করে—ওঃ, হো, আমি জানি না কতক্ষণ নিজেকে ধরে রাখতে পারব!

—সাবধান! এখনই বার্স্ট করবে না, আমি যা বলছি মনে রেখ। যে করেই পার নিজেকে ধরে রাখো। আমি এক্ষুণিই তোমার বীর্যপাত চাই না।

মোনিকার গলায় সেই কর্ত্রীর আদেশ। সতর্কবাণী।

ডেভি বলে, কিন্তু তুমিই তো আমায় এত উত্তেজনার মাথায় নিয়ে এসেছ। আর তোমার ওই পুসি, ওটা দেখলেই তো যে কোনও পুরুষের প্যান্ট ভেসে যাবে।

বলতে বলতে ডেভি মোনিকার পাশে শুয়ে পড়ে। মোনিকাও ওর জন্য জায়গা করে দেয়।

মোনিকা নিজ অঙ্গের আরও স্তাবকতা শুনতে চায়। এই আত্মপ্রশংসা শ্রবণ তার যৌনতৃপ্তি ঘটায়। ডেভি তার নিজস্ব ভাষায় বর্ণনা করে, স্তুতি শোনায়। মোনিকা ডেভির লিঙ্গ নিয়ে খেলা করতে করতে শোনে সেই সব কথা। ডেভির মুখে তার পুসির স্মল অ্যান্ড টাইট বিশেষণ শুনে আত্মপ্রসাদে গদগদ মোনিকা।

মোনিকার যোনিদেশে এবার সরাসরি ডেভির আঙুলের প্রবেশ, কিন্তু তলপেট ও নিম্নাঙ্গের চাপে সেই আঙুলকে ঠেলে বের করে দিতে চায় মোনিকা। ফলে আরও শক্ত করে তাকে চেপে ধরে ডেভি। এবার ডেভির আঙুলকে গ্রহণ করে নিজেকে আগু-পিছু চালনা করে মোনিকা। শী বিগ্যান ফাকিং হিজ ফিংগার। কিন্তু মুখে কোনও কথা বলে না। একবার স্বীকার করে না ডেভির দ্বারা সে কি অসাধারণ তৃপ্তি পাচ্ছে।

মোনিকা ডেভির আঙুলকে ধর্ষণ করছে বলা যায়। কিন্তু আর কতক্ষণ যুঝবে ডেভি—সেই ধারণাটা এখনও পরিষ্কার নয়। মোনিকা বলেছে—স্টপ, ডোন্ট ডেয়ার ইউ

কাম। কিন্তু সেটা কি তার মনের কথা? এতক্ষণ ভান ও অভিনয় করে লড়াই চালিয়েছে ডেভি ঠিকই। কিন্তু এর তো একটা শেষ আছে। মোনিকা কি তাকে পরাস্ত করতে চায়, তাতেই বেশি সুখী হবে সে! নাকি সত্যি ডেভির প্রথম বীর্যস্খলন নষ্ট না করে নিজের মধ্যে পেতে চায় মোনিকা?

ডেভি ঠিক করল--লড়াই চলুক। মোনিকার সবুজ সংকেত না পাওয়া পর্যন্ত নিজেকে উপচে ফেলবে না সে। দেখা যাক!

আরও কিছুক্ষণ নানা কায়দার পর মোনিকা স্বীকার করে--হুম আমি বুঝেছি, তুমি বীর্যপাত করবে না।

ডেভি ভাবে--কেনই বা সে নিজেকে ক্ষয় করবে অকারণে। মোনিকা এখন পর্যন্ত তাকে অত্যাচার ও অবহেলা করেই এসেছে। তাকে পরীক্ষা করে মাঝপথে পরাস্ত করতে চেয়েছে। ডেভির যন্ত্রকে যত্নভরে কোনও আদর করেনি মোনিকা। সম্মান দেখায়নি। দায়সারা হিসেবে সামান্য স্পর্শ করেছে মাত্র, যাতে ডেভি হার মানে। কিন্তু পুরুষ হিসেবে ডেভিও তো সম্মান চায়। সামান্য একটু জিভ ছুঁইয়ে তাড়াতাড়ি সরে গেছে মোনিকা—অর্থাৎ বেশি আদর তোমার প্রাপ্য নয়। আমার ক্রিয়াকাণ্ড দেখেই ধন্য হও এবং তাতেই সারেন্ডার করো। তবেই বিজয়িনী মোনিকার মহিমা স্বীকৃতি পাবে। কিন্তু নারীর আদর ছাড়া পুরুষও যে সবসময় সাড়া দিতে পারে না, অত্যাচার-কৌশল-অবহেলায় সে নিজের উত্তেজনা ঠিক মতো লাভ করতে পারে না, এটা বোধহয় মোনিকার ধারণা নেই।

মোনিকা শেষ পর্যন্ত বলে, সত্যি, তোমার ক্ষমতা আছে। এতক্ষণ যে নিজেকে ধরে রেখেছ এতে যে কোনও মেয়ে মনে করবে তার শরীরে আকর্ষণ বা সেক্স-কায়দা শেষ হয়ে আসছে। নইলে--

ডেভি উত্তর দেয়—আরে, তা নয়। আমি বহু কসরৎ করে নিজেকে আটকে রেখেছি। অপেক্ষা করছি, কখন তুমি আমায় প্রবেশের অধিকার দেবে। এই উষ্ণ, টাইট জায়গায় আমি আশ্রয় পাব। আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না।

মোনিকা এবার রাজি হয়।

—ঠিক আছে, আর অপেক্ষা করতে হবে না। চিৎ হয়ে শোও, অ্যান্ড আই উইল রাইড ইউ।

মোনিকার চরম আনন্দ এসে গেছে, সে এখন ক্লাইমেক্সে পৌঁছতে চায়। সেটা বুঝতে অসুবিধে হয় না ডেভির। অনেকক্ষণ ডেভির বীর্যপাত ঘটিয়ে নিজের প্রভুত্ব প্রমাণের চেষ্টা করেছে মোনিকা, পারেনি। তাই শেষ পর্যন্ত এই ভঙ্গি গ্রহণ। ডেভির ওপরে আরোহণ। দিস গিভস আ সেক্স অব সেক্সুয়াল সুপিরিওরিটি। আমি প্রভু, তুমি দাস। তাই আমি উচ্চে, তুমি নিচে। এই বলতে চায় মোনিকা। ঠিক আছে সেইভাবে নিজের বীর্যভার লাঘব করতে আপত্তি নেই ডেভির।

তাছাড়া এই ভঙ্গি তার কাছে নতুন কিছু নয়। সেই পর্নোগ্রাফিক ফিল্মে কাজ করার সময় এমন পোজ প্রায়ই দিতে হয়েছে। সেই থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণের শক্তিও আহরণ করেছে ডেভি। তবু এতক্ষণ প্রচেষ্টা চালিয়ে আর অভিনয় করে সেও ক্লান্ত।

চিৎ হয়ে নিজেকে উত্থিত করে ডেভি বলে, উঠে এসো, ঝটপট উঠে এসো। আমি আর পারছি না, আর এক মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে যাব।

কিন্তু মোনিকা কি আবার নতুন করে খেলা করবে?

ডেভির শক্ত লিঙ্গ দুই হাতের মধ্যে নেয় মোনিকা।—আমি তোমার সেবা করছি এখন। আমি এই বড় জিনিসটার হাল এমন করব যে এর মধ্যে আর এক ফোঁটাও প্রাণের অস্তিত্ব থাকবে না। আমি আমার ভেতরে একে শুষে নিচ্ছি, মনে হবে তোমার অণ্ডকোষ পর্যন্ত গলে যাচ্ছে। ইওর বলস্ আর মেল্টিং ইনসাইড মাই কান্ট।

এক হাত দিয়ে নিজের যোনিমুখ প্রসারিত, আরেক হাতে লিঙ্গমুখ টেনে আনে মোনিকা। ডেভির লিঙ্গমুখ, সিল্কের মতো চকচকে তার যৌবনের সমস্ত শক্তি নিয়ে টেনে নেয় মোনিকার সেই হট অ্যান্ট টাইট গোপনাঙ্গ। উত্থান আঘাতে প্রশস্ত হয় প্রবেশপথ। লিঙ্গমুখ সমেত তিন ইঞ্চি দেহ এক আবেগে প্রবেশলাভ করে।

সত্যিই প্রচণ্ড চাপে আবদ্ধ তার যন্ত্র। লিঙ্গের গলা টিপে শ্বাসরোধ করতে চাইছে।

ডেভি চিৎকার করে—আঃ, মাই বস লেডি, আমি ভাবতেও পারিনি যে—

—ফাক্, মি দেন—মোনিকার হুকুম—হুম, আমাকে সমস্ত ক্রীম দিয়ে ভরে দাও। তোমার একজোড়া বলস্, পর্যন্ত আমার মধ্যে গলে চুপসে যাক।

তালে তাল মিলিয়ে হাঁপাচ্ছে ডেভি—আমি তোমার চাপে নড়তে পারছি না। আমার অণ্ডকোষ ফেটে যাচ্ছে, তুমি, প্লীজ—

মোনিকা ডেভির ওপর ঝুঁকে পড়ে। নিজের দুই ঠোঁট দিয়ে ডেভির বুকের বোঁটা কামড়ে ধরে। আরেক হাত পেছনে সরিয়ে ডেভির দুই অণ্ডকোষ মর্দন করতে থাকে। ডেভির বুকের বাঁ দিকে পেশিবহুল বুকের ওপর পুরুষের ছোট্ট নিপল, জিভ বুলিয়ে তাকে মটরদানার মতো শক্ত করে তোলে। পুরুষের বুকের বৃত্তকে শক্ত করে এবার তার ওপর দাঁত বসায় মোনিকা। আরেকটি নিপল আঙুল দিয়ে পাক দেয়। ডেভির মস্তিষ্ক কাজ করে না, চোখে আঁধার নেমে আসে।

কোনওমতে বলে ডেভি—অ্যাকচুয়ালি, ইউ আর ফাকিং মি আউট।

দু'হাতে মোনিকার দুই নিতম্ব ধরে ফাঁক করে যেন দু'ভাগে চিড়ে ফেলতে চায় ডেভি। আঙুল দিয়ে দুই পশ্চাদদেশ দু'পাশে টুকরো করে ফেড়ে ফেলবে যেন। তার মধ্যে চিৎকার করে—আমি জেগে আছি, না স্বপ্ন দেখছি!

ডেভি বোঝে, এবার আর কোনও অভিনয় বা নাটক সম্ভব নয়। সে ছটফট করে, মুখে যা আসে তাই বলতে থাকে। মোনিকাকে ভদ্র-অভদ্র নানা ভাষায় প্রশংসায় ধুইয়ে দেয়। মোনিকা একটা নির্দিষ্ট নিয়ম ও তালে নিজের গতিবেগ পরিচালনা করে। বোঝে ডেভি, এর মধ্যেও মোনিকা ডেভিকে পরীক্ষা করছে।

—আঃ আঃ উঃ—আঃ—

বিদ্যুতের তরঙ্গ এবার ঝলসে উঠে বাজের মতো বিস্ফোরণ ঘটায়।

চিৎকার করে ডেভি—ও বেবি, ইউ আর ফাকিং মি টু ডেথ। ইউ আর টিয়ারিং মাই কক অফ। মাই বলস আর অলসো কামিং অফ—তুমি আমাকে দেহের খেলায় মরণের মুখে নিয়ে যাচ্ছ, আমার লিঙ্গ টুকরো হয়ে যাচ্ছে। আমার দুই অণ্ডকোষ খসে পড়ছে।

এমন ক্লাইমেক্স ডেভির জীবনে আগে কখনও আসেনি। এর জন্য মোনিকার অভিনবত্ব অবশ্যই দায়ী। হয়তো মোনিকা এক আত্মম্ভরী নারী; পুরুষকে সঙ্গমের তার প্রধান কারণ যত না দেহের চাহিদা, তার চেয়ে নারী যৌন প্রভাব প্রমাণ করা—অর্থাৎ সে

সবলা, পুরুষের চেয়ে শক্তিশালী, কিন্তু স্বীকার করতে হয়, নিজের শরীরের ওপর তার অসাধারণ নিয়ন্ত্রণ; এবং পুরুষ শরীরের সূক্ষ্মতাসূক্ষ্ম বিষয়ে তার প্রচুর বাস্তব জ্ঞান। পুরুষের যৌনতা সম্পর্কে এতখানি শিক্ষা খুব কম নারীরই আছে। এবং এতক্ষণ ধরে ডেভির শরীর নিয়ে সে খেলা করেছে, ঠিক বেড়াল যেমন ইঁদুর নিয়ে খেলে, ঠিক কোন জায়গায় কতক্ষণ কিভাবে আক্রমণ করলে পুরুষ সবচেয়ে বেশি দীর্ঘ ও তীব্র চরমানন্দে আসতে পারে—সেটার চালনায় মোনিকা সিদ্ধহস্ত।

ডেভির চরম পুলকের ইঙ্গিত পেয়েছিল মোনিকা,

—আঃ, ডেভি, তুমি এইবার এসে পড়েছ। ডার্লিং, খুব ভাল, তোমায় এতক্ষণ কষ্ট দিয়েছি। তার প্রতিশোধ নাও, নিজেকে উজাড় করে ঢেলে দাও, ওঃ মাই গড!

ডেভির মুখ দিয়ে অজস্র অশ্লীল কথা বর্ষণের মধ্যে সে মোনিকার অভ্যন্তরে নিজেকে নিঃশেষ করে দেয়। তার বীর্যপাতে বন্যার বেগ, ঝড়ের ঝাপটা। মোনিকাও ডেভির ইন্দ্রিয়কে যেন নিজের মধ্যে কবর দিতে চায়। তার সর্বশক্তি প্রয়োগ করে। পরে যখন ডেভি বলেছিল—সে এত দৃঢ় স্ত্রী-অঙ্গ এত নরম শরীরের মেয়ের মধ্যে কখনও দেখেনি, সেটা মোটেই অতিশয়োক্তি নয়। ডেভির শক্তিও যেন নতুন করে মোনিকার দাপট থেকে ধার নেওয়া, নানা বিচিত্রভাবে নিতম্ব চালনা, পাশাপাশি, সামনে-পিছু ওপরে-নিচে—এক নৃত্যের তাল। এমনভাবে শেষ ভঙ্গিমা যাতে পুরুষাঙ্গ নারীর স্পর্শকাতর সর্বস্থলে ঘর্ষণ জাগায়। এটা খুব সহজসাধ্য নয়। সে বারবার নিজের শরীরকে ছন্দতালে নর্তন করিয়েছে যাতে তাল মেলাতে ডেভি হিমশিম খেয়ে গেছে এবং আকুল আবেদন জানিয়েছে—নাউ, প্লীজ স্টপ।

চরম পুলকের পর মোনিকাকে যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল ডেভি। কিন্তু মোনিকার মনে কি আছে সেই জানে। এ কি অদ্ভুত বিরামহীন সম্ভোগ! তার যোনিদেশ বিস্ফোরিত হতে চাইছে, যতক্ষণ বিস্ফোরণ না ঘটে, ততক্ষণ মুক্তি চায় না মোনিকা। তার ক্লাইমেক্স দূরে নয়, সেও তাকে এবার স্বাগত জানাতে প্রস্তুত।

—আঃ, মাই গড!

আর্তনাদের সাথে মোনিকা ডেভির পুরুষাঙ্গকে পূর্ণগ্রাস করে এবং পরমুহূর্তে নিজের যন্ত্রণাক্ত আনন্দকে এবার উৎসারিত করে দেয়—আঃ, ডেভি, ডার্লিং, এইবার আমি আসছি। আই অ্যাম কামিং টু উ।

ডেভির লিঙ্গ থেকে তখন ঘন বীর্য ঝলকে ঝলকে ঝরে পড়ছে—মোনিকার অভ্যন্তর প্লাবিত। ডেভিকে বুঝতে হয়, মোনিকার অরগ্যাজম্ কোনও সাধারণ নারীর তৃপ্তিলাভ নয়। সে ডেভির প্রতিটি বিন্দুও বেশ অনুভব করবে, পরীক্ষা করবে। তাই এত উত্তেজনার মধ্যে মাথা ঠিক রাখতে চেষ্টা করে ডেভি। তাই সমস্ত আঙুল নিতম্বের মাঝখানে স্পর্শকাতর নার্ভগুলোর মধ্যে চাপ দেয় ডেভি। পাক খেয়ে ঘুরে মোনিকার বাঁ স্তনে মুখ লাগায়। শক্ত ও বড় হয়ে ওঠা স্তনের বোঁটায় কামড় লাগায় ডেভি। পাল্টা আক্রমণে মোনিকা চায় ডেভির মুখের মধ্যে তার বাঁ বুকের সম্পূর্ণটা প্রবেশ করাতে। অতখানি হাঁ করা ডেভির পক্ষে সম্ভব কি! সম্ভব নয়। তাই ক্রুদ্ধ মোনিকা সজোরে দংশন করে ডেভির কাঁধের মাংস।

—আঃ, কি অদ্ভুত!

মোনিকার এই প্রথম মিষ্টি স্বর, ডেভির কানে কানে।

দু'জনেই নিদারুণ ক্লান্ত।

—হ্যাঁ, রিটা ঠিকই বলেছিল। তুমি সত্যি একটা ডিনামাইটের প্যাকেজ।

—তোমার মতো মেয়ে পেলে অনেকেই ডিনামাইট হয়ে উঠবে, তোমার হাত আর কান্ট দুই-ই অসাধারণ।

মোনিকা চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে। প্রশংসাবাণী উপভোগ করে। নিজের অন্তরতম প্রদেশের পেশির সংকোচন ও প্রসারণ সে অনেক চেষ্টায় আয়ত্ত করেছে। এই প্রশংসা তার প্রাপ্য। কিন্তু ডেভির প্রশংসা সে বিশদভাবে করতে চায় না। সে বিশ্বাস করে, পুরো ব্যাপারটার মধ্যে নারীর আধিপত্যই খেটেছে, তাই ছোট ছোট কয়েক টুকরো মিষ্টি কথা ছাড়া ডেভিকে বেশি লাই দেওয়া ঠিক হবে না।

ওরা পাশাপাশি শুয়ে, আরও কয়েক মিনিট।

হঠাৎ মোনিকা অনুভব করে তার পেটের পাশে, কোমরের কাছে একটা শক্ত অস্তিত্ব। অর্থাৎ ডেভির যন্ত্র আবার জেগে উঠছে। এত ক্লান্তিতেও ক্লান্তি নেই। চুপ করে শুয়ে মোনিকা ভাবে পরবর্তী অধ্যায় কি রূপ নেবে।

মোনিকা বলে, দেখ, কিছু ক্লায়েন্ট আছে, যাদের রুচি অন্য ধরনের, তবু তাদের বিকৃত বলা যায় না। ইনফ্যাক্ট, সেক্সের ক্ষেত্রে বিকৃত বলে কিছু নেই। মন যা চায়, যা আবিষ্কার করে, দেহকে তাতেই সাড়া দিতে হয়। এই চাওয়াটা কত অদ্ভুত হতে পারে, বলতে পার আনকমন, কিন্তু অ্যাবসার্ড নয়।

মোনিকা দেহলীলার মধ্যে খুব সুন্দর বক্তৃতা দিতে পারে।

—তাই, তুমি হয় তো দেখবে, কোনও মহিলা তোমার কাছে একটু অন্য ধরনের সার্ভিস চাইছে। যেহেতু তারা যথেষ্ট টাকা দিচ্ছে, তোমাকেও বুঝতে হবে কি করলে তারা খুশি হবে, বুঝবে টাকা দেওয়া যথার্থ হয়েছে। দে উইল হ্যাভ দেয়ার মানিজ ওয়ার্থ।

ডেভি বলে, তার মানে তুমি জানতে চাইছ, সেইরকম আনকমন চাহিদা এলে, আমি কেমন মনোভাব নেব। শোন, আমি বেশ কিছু বিচিত্র রুচির নারী দেখেছি, আর তাদের খুশি করতে আমার কিছু অসুবিধে হয়নি। আসল কথা, মুডের একটা ব্যাপার হচ্ছে স্বাভাবিকভাবে যেখানে সাড়া আসে, সেখানে নিয়ম-শৃঙ্খলা বাধ্য-বাধকতা দিয়ে সুফল পাওয়া যায় না। বেত মেরে কাউকে দিয়ে সঙ্গম করালে সুখ হয় না। তাই, আই লাইক সেক্স—উইথ অল ইটস্ ভ্যারাইটি—বাট ফ্রিলি।

—বেত মেরে কাজ হয় না, সেটা আমিও বুঝি। ওই রকম মনের লোকেরা একদিক দিয়ে অসুস্থ। না, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার, তোমার ক্লায়েন্টদের মধ্যে অমন কেউ হবে না। যেমন ধরো তুমি গোল্ডেন শাওয়ার স্পোর্টসের কথা শুনেছ। সেখানে হয় ক্লায়েন্টের ওপর সার্ভিসমেন নয় সার্ভিসমেনের ওপর ক্লায়েন্ট পেচ্ছাপ করে সেক্স-প্লেজার পেতে চায়। আমরা এতদূর কিছু অ্যালাউ করি না।

—হ্যাঁ, আমার অভিজ্ঞতা আছে এই ধরনের। একটি বাথটাবে শুয়ে মহিলা ভাইব্রেটর দিয়ে নিজেকে সুখ দিচ্ছিল, আর আমাকে তার গায়ের ওপর ইউরিন ত্যাগ করতে হলো। ভয়ংকর বিসদৃশ ব্যাপার, যদিও আমার কিছু করার ছিল না। যাই হোক, আমি খুশি, তোমার এখানে সে সব হবে না।

—না, আমার ক্লায়েন্টরা বিচিত্রভাবে স্বাভাবিক, কিন্তু ঘৃণ্য নয়। কয়েকজন হয় তো তোমার হ্যান্ড জব চাইবে, সাম মে ওয়ান্ট ফাকিং ইন দ্য অ্যাস, মানে পশ্চাদদেশে। আশ্চর্য, বহু মেয়ের স্বামী এমন কাজ করলেও তারা তৃপ্তি পায় না। সেই কাজই এখানে তারা টাকা দিয়ে অন্যের মারফৎ করায়।

—আমার কাছে এসব কঠিন মনে হচ্ছে না। এগুলো খুবই স্বাভাবিক বেডটাইম গেমস।

—কিন্তু ইন্টারকোর্সের পর কোনও মেয়ের দেহ থেকে যা ঝরে পড়তে থাকে—ক্যান ইউ ড্রিংক দেম, ক্যান ইউ দেন ইট আ পুসি?

—তুমি কি তোমার ওপর এই কাজ দেখিয়ে প্রমাণ চাইছ? তুমি যদি চাও, এখনই পরীক্ষা নিতে পার।

মোনিকা স্থির হয়ে তাকিয়ে রইল। তারপর হেসে উঠে বসল। ডেভিও প্রত্যুত্তরে হাসল। অর্থাৎ আবার নতুন অধ্যায়। মোনিকার দুই উরুর মধ্যে মুখ রেখে সে নিজেকে উপবাসী জীব বলে মনে করতে চাইল। তার সামনে রাখা খাদ্য তার উপভোগ্য এবং তাতেই খিদে মেটাতে হবে। মোনিকার দেহরসের সাথে তার নিজের অজস্র বীর্যকণা মিশে গিয়ে এক অদ্ভুত ককটেলের সৃষ্টি হয়েছে। মোনিকা অবিরাম ঝরে পড়ছে, ডেভির ক্ষুধা ও তৃষ্ণা মেটাতে।

এখন মনে হচ্ছে অন্য মোনিকা। নতুন করে পাওয়া। এই দৃশ্য নতুন থ্রিল এনে দেয়। অনন্ত সিক্ততা, সজল। পুরুষ ও নারীর দু'জনের কামরসে মিশ্রিত এক অমৃত ধারা, তার স্বাদ আলাদা। ডেভির জিভ, ঠোঁট, মুখ এখন প্রেমিক। নোনতা, তিক্ত-মিষ্টি এক স্বাদ। আর বিচিত্র কটু গন্ধের মধ্যেও অভিনবত্ব।

—সদ্য সঙ্গমের পর এই খেলা সত্যিই অদ্ভুত রকমের সুখকর—ডেভি বলে।

সর্বাঙ্গীন সেবা। ডেভির মুখের সুদক্ষ সেবায় আশ্চর্য হয় মোনিকা। ছেলেটা সত্যি মাস্টার খেলোয়াড়। পুরুষের দেহের সকল অস্ত্র তার শাণ দেওয়া, ধারালো। কোনওটা ভোতা নয়, কোথাও মরচে পড়েনি—এই বয়েসে মরচে পড়ার কথা নয়। কিন্তু এই যে তাকে মোনিকা যা চাইছে, তাতেই নিযুক্ত করতে পারছে, এই ক্ষমতাটার দাবি কি কিছু কম? সার্ভিস দেওয়ানোর অনুপ্রেরণা, প্ররোচনা জাগাবার এক আর্ট আছে। সকলে সেটা জানে না, মোনিকা জানে। দেহের তৃপ্তির সাথে সাথে এই গর্ববোধ ক'জনের ক্ষমতার মধ্যে আছে? মোনিকা নিঃসন্দেহে ডমিনেটিং পার্টনার, ডেভি তার পার্টনার এবং সেবক।

তবে ডেভির আক্রমণের মধ্যে এক শিল্প আছে, সেটাও স্বীকার করতে হয়। মোনিকাকে সমুদ্রের ঢেউ এসে ধুয়ে দিয়ে যাচ্ছে। ডেভির সমস্ত মুখ-জিভ-ঠোঁট যেন দুঃসাহসী সেবায় প্রাণপাত করে লড়াই করছে। যেন জীবন-মরণ প্রশ্ন। মোনিকার গোপন অঙ্গের একটা বিন্দু নেই যেখানে ডেভি তার স্পর্শ বিতরণ করছে না, এক লোমকূপ পর্যন্ত বঞ্চিত হচ্ছে না। মোনিকার খাদ্যভাণ্ডার শেষ হয়ে আসছে, তবু ডেভির খিদে মিটছে না। ডেভির মুখের ওপর মোনিকার অশ্বারোহণ তাকে এক বিচিত্র বীরাঙ্গনার রূপ দিচ্ছে—যুদ্ধস্থলে। একে বেডটাইম প্লে না বলে বেডটাইম ওয়ার বলা যেতে পারে। অশ্বারোহিণীর মতো টগবগ মোনিকার উল্লম্ফন ও গতিবেগ।

সেই রাতে মোনিকার ঘরেই রাত কাটিয়েছিল ডেভি। অনেক রাত পর্যন্ত জেগেছিল দু'জনে। কতবার উত্তেজনা ও মিলন ঘটল, তা বোধহয় নিজেরাও গুনতে পারেনি। তবু

অন্তত, সেই রাতে আরও তিনবার মোনিকা ডেভিকে রক্তশূন্য করতে চেষ্টা করল। তারপর সে নিজেই সেবিকার কাজ করেছিল। তার মুখ শুষে নিয়েছিল বেশ কয়েকবার ডেভির ঘন ঘন দেহ-উৎপাদিত কামরস। ক্ষুধার্ত, শোষিকা মোনিকা ডেভিকে সঞ্চয় সংগ্রহের সময় পর্যন্ত দিচ্ছিল না। সতেজ প্রক্রিয়ায় তবু নিজের ঔরস নতুন করে তৈরি করছিল ডেভি। নব যৌবন তার, অফুরন্ত শক্তি, তাই নিরন্তর প্রস্তুতি তার শক্তিরস সালসার।

শেষ পর্যন্ত নিজেকে ও ডেভিকে নিঃশেষিত করে ঘুমিয়ে পড়েছিল মোনিকা। এক রাতের পক্ষে এমন যুদ্ধ অপরিমেয়। যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের পরিষ্কার মীমাংসা হয়নি। কারণ দু'জনেই ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত ও আহত, পরিশ্রান্ত। আবার দু'জনেই সুখী, তৃপ্ত, উল্লসিত, চরমানন্দে বারংবার পুলকিত। এই অমীমাংসিত যুদ্ধের জন্য আরও কত রাত পড়ে রয়েছে—কে জানে।

দাঁতে দাঁত চেপে কম্পিত উৎসারিত মোনিকা মুখে স্বীকার করেনি যথেষ্টভাবে যে ডেভি তাকে কত অসাধারণ তৃপ্তি দিয়েছে। কারণ, সে মালিক, ডেভির প্রেমিকা নয়। তার কর্ত্রী, প্রভু। প্রিয়া নয়।

ঘুমবার আগে অন্ধকারে হাসে ডেভি।

প্রেমিকার দরকার নেই। চাকরি তার পাকা।

বস খুশি।

৪

সেদিন, অর্থাৎ দ্য জায়ান্ট ডলি প্লেয়িং উইথ আ বয়-এর কাজ করে যোশেফের কাছ থেকে যা পেয়েছিল ডেভি একদিনে, সেটা তার তিন মাসের রোজগারের বেশি।

ব্যস! এরপর যোশেফের সাথে একটা বছর কাটল। যা টাকা পাওয়া যেত উড়িয়ে দিত। এক বছর পরে পুলিশ গ্রেপ্তার করে যোশেফকে। ওর স্টুডিও উঠে যায়। এই সময়েই রিটার সাথে দেখা।

ডেভির কোনও দ্বিধা, আশংকা বা অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল না, সে নিশ্চিত সে যথেষ্ট কৃতিত্ব নিয়ে সেবা করেছে। মোনিকার অভিনয়ের মধ্যে তার তৃপ্তি পাওয়া রেশ ধরতে পারার মতো বুদ্ধি ও জ্ঞান ডেভির আছে। মোনিকার মুখ অত কথা না বললেও মোনিকার শরীরের প্রতিটি প্রতিক্রিয়া ডেভিকে বন্দনাগীতি দিয়ে অভিষেক করেছে।

তাই এখন সে তৃপ্তিতে ঘুমবে। অন্তত সকাল আটটা পর্যন্ত। তাড়া কিসের! ঘুমায় ডেভি।

ঘুম যখন ভাঙে, তখন দেখতে পায় তার যন্ত্র নিয়ে খেলা করছে মোনিকা।

মোনিকার মুখে দুষ্টু হাসি।

—দেয়ার ইজ নাথিং মোর ইন্টারেস্টিং দ্যান অ্যান আর্লি মর্নিং ফাক। এতে ব্রেকফাস্টের স্বাদ আরও বেড়ে যাবে।

মোনিকা কি নিম্ফো! না, তা তো নয়, তবু অফুরন্ত কামনা ও শক্তিতে ভরপুর। ডেভিকে সে এক পরশমণি পুরুষ হিসেবে পেয়েছে—যার ছোঁয়াতে তার সকল ইচ্ছে সোনা হয়ে যাচ্ছে। এবং যাবে।

বিনা ভূমিকায় সোজাসুজি ডেভির ওপর আবার আরোহণ মোনিকার।

—হুম্! তোমার জিনিসটা আবার বিরাট আর শক্ত হয়ে উঠেছে, ঘুমের মধ্যেই তাই দেখে আমি আর—

চুপ করে যায় মোনিকা। আর বেশি কিছু বলে নিজের দুর্বলতা অন্তত মুখে প্রকাশ ঠিক হবে না। কার্যত এখনও বোধহয় ডেভির পরীক্ষা চলছে। ডেভি যদি বলে—পরীক্ষা তো দিলাম, তবে মোনিকা বলবে—সে তো রাতে, দিনের পরীক্ষা হোক, এই সূর্য ওঠার সাথে সাথে তুমিও জেগে ওঠো, তোমার যন্ত্র জেগে উঠুক। তবেই তো—

—আপনা থেকেই আমার জিনিস জেগে উঠেছে, অথচ আমি তখনও জাগিনি। আশ্চর্য, তাই না?

—তেমন আশ্চর্যের নয়। ঘুমের মধ্যেই পুরুষের যন্ত্র জেগে থাকতে পারে। তাই তোমার ঘুম ভাঙার আগেই ওর ঘুম ভেঙেছে।

মোনিকার পুসির সেই কামড়। ডেভির লিঙ্গমুখকে চেপে ধরে, গলা টিপে শুষে নেওয়ার মতো কামড় ও চুম্বন। চোখ বড়বড় হয়ে যায় মোনিকার, গোল মুখে একটা ছোট্ট ওঃ-এর ভঙ্গি। ডেভি এখন তরবারি চালনা করছে, মোনিকাকে এখন কেটে চিরে ফালা-ফালা করবে ডেভি। অনেক সয়েছে, আর নয়।

এবার অন্য মোনিকা—ওঃ, আর নয়। আর আমরা দু'জনে দু'জনকে আক্রমণ করব না। আমি এসে পড়েছি, তুমিও আসছ। তাই—

তাই আর যুদ্ধ নয়। সন্ধির প্রস্তাব। আক্রমণকারী শত্রু জয়লাভে অসমর্থ বুঝে এখন অনাক্রমণ চুক্তি চাইছে।

তবু ডেভি বিশ্বাস করতে পারে না। এও এক কায়দা হতে পারে। তাই নিজেকে নিয়ন্ত্রিত রাখে ডেভি। মোনিকা যা পারে করুক, ওর যা হয় হোক, আই অ্যাম নট কামিং সো ইজিলি।

নিজের আগুনকে জ্বলে উঠতে দেয় না ডেভি, সেটা ধিকিধিকি জ্বলে।

মোনিকার মুখে স্বীকারোক্তি—হুম্। তুমি একটা ছোট ফাকিং মেশিন। না, না, ছোট নয়, রীতিমতো বড়। হুঁ, আমার বেশ কয়েকজন ক্লায়েন্টকে বধ করবে তুমি।

মোনিকা জানে পুরুষের লিঙ্গমুখের নিচের শিরা দারুণ স্পর্শকাতর। নিজের যৌনাঙ্গে শুধু মাথাটুকু গ্রিপ করে ধরে নিজেকে চালনা করে মোনিকা। ডেভিকে এইবার স্বতঃস্ফূর্ত আর্তনাদ করতে হয়—আঃ, মোনিকা, তুমি আমার দুর্বল স্পট ধরে ফেলেছ। আই ক্যান নট স্টপ মাইসেলফ। আই ক্যান নট হোল্ড ইট।

এবার দয়াময়ী মোনিকা, ভোরের মোনিকা—

—ডোন্ট হোল্ড ইট। শুট ইওরসেল্ফ ইনসাইড মি।

লিঙ্গমুখকে আরও জোরে চেপে ধরে টেনে নেয় মোনিকা। ভয়ংকর কম্পন জাগে ডেভির সমগ্র দেহযন্ত্রে। বীর্যকণা ছিটকে প্রবেশ করে মোনিকার অভ্যন্তরে ঊর্ধ্বমুখী হয়ে।

—আঃ,—

ডেভির যন্ত্রণামেশানো পুলকের আর্তনাদ।

মোনিকার যোনিদেশ যেন সাকশন প্রক্রিয়ার এক যন্ত্র। মোনিকার চরম পুলক এখনও আসেনি। তাই ক্লান্ত শায়িত, আত্মনিবেদিত চিৎ হওয়া ডেভি এখন সত্যিই পরাভূত শত্রু।

খুব বিচিত্র কায়দা করে, সন্ধির প্রস্তাবের মিথ্যাচার দিয়ে, নিজের চরমানন্দ আগত বলে মিথ্যে ঘোষণা করে, আক্রান্ত শত্রুকে এখন ধরাশায়ী করা হয়েছে। কাল রাতে খুব যুঝেছিল, আজ ভোরে সে পরাস্ত। মোনিকার ইচ্ছে করল উঠে দাঁড়িয়ে ডেভির বুকে একটা পা রেখে বিজয়িনী বীরাঙ্গনার ভঙ্গিতে দাঁড়ায়। শত্রু পদতলে। আঃ—

কিন্তু তার আগে নিজের তৃপ্তিখানি শেষ হোক। সেটা অসমাপ্ত রেখে লাভ কি।

—আঃ, এবার দেখ, তোমার বীর্য আমার মধ্যে থেকে কেমনভাবে ঝরবে। কখনও দেখেছ কি!

না, এটা দেখেনি ডেভি, তবে শুনেছে। কিন্তু কোনও নারী নিজে থেকে এইভাবে প্রদর্শন করে, তা শোনেনি। অভিজ্ঞ ডেভিও অবাক মানে।

উঠে দাঁড়ায় মোনিকা। ডেভির দু'পাশে দু'পা মেলে। টপটপ করে তার নিম্নাংশ থেকে ডেভির বীর্যরস নিজের গায়ের ওপর ঝরতে থাকে। ঘন বীর্য এসে অণ্ডকোষের ওপর পড়ে। শেষ ঝলক।

মোনিকা আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে।

মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা। কাল রাতের বিদ্রোহী ডেভিকে আজ মার মেরে মেরে শায়েস্তা করবে মোনিকা। ছাড়াছাড়ি নেই। হিংস্রভাবে ডেভির লিঙ্গ শিথিল হলেও টেনে এনে নিজের রসসিক্ত যোনিদেশে টেনে নেয় মোনিকা। সে এখন রাক্ষসী। সর্বভুক পুরুষ-খাদক দানবী। পুরুষমেধ যজ্ঞ করতে উৎসাহী।

শিথিল লিঙ্গ নারী-অঙ্গে ঘর্ষণ করেও ক্লাইমেক্স আসছে না। ডেভিও এবার বিভ্রান্ত; মোনিকা নিশ্চয় জানে বীর্যপাতের মুহূর্ত পরে চরম শক্তিশালী পুরুষের পক্ষেও এত দ্রুত প্রস্তুত হওয়া অসম্ভব।

মোনিক জানে। তাই ধৈর্যহারা বা রাগত নয় মোনিকা। সে ঘর্ষণ প্রক্রিয়া চালাতে থাকে এবং ধৈর্য ধরে কুশলী সেবা দিয়ে জাগিয়ে তোলে ডেভিকে। তার লিঙ্গ পূর্ণ উত্থিত করে হঠাৎ বিছানা থেকে নেমে যায়।

—আমি শাওয়ারে স্নানে যাচ্ছি, তুমি এসো।

বাথরুমে দুই নগ্ন দেহ। জলের ধারা দু'জনের অঙ্গে তীব্র। সাবান দিয়ে ডেভির সারা অঙ্গ মাখে মোনিকা। উত্থিত লিঙ্গ তাই নতুন জীবন পায় এত অতিরিক্ত পরিশ্রম সত্ত্বেও। দুই হাতে সাবানের ফেনা ধরে ডেভির যন্ত্রকে আদর করে মোনিকা।

এইবার বোঝে ডেভি। মোনিকা এখন মোটেই নিজেকে দান করবে না। সে চাইলেও, না। ডেভির সবরকম শারীরিক পরীক্ষার চিকিৎসক মোনিকা।

ডেভির উত্তেজিত তপ্ত লিঙ্গকে তার শীতল শাওয়ারের জলে শান্ত হতে হয়।

শাওয়ারের জলে স্নান করে মোনিকা। ডেভি তাকে ছুঁতে আসে। মোনিকা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়—

—গো, ড্রেস আপ, অ্যান্ড বি রেডি ফর ব্রেকফাস্ট।

কিন্তু ডেভির আগেই ভেজা গায়ে বাথরুম ছেড়ে বেরিয়ে যায় মোনিকা।

ডেভি একা। হস্তমৈথুনে বিতৃষ্ণা জাগে। সত্যিই বিভ্রান্ত সে। হঠাৎ সত্যি নিজেকে দারুণ একা মনে হয়। একাই তো সে ছিল চিরদিন। মোনিকার সঙ্গ এবং হঠাৎ সঙ্গহীনতায় কেমন হাহাকার জেগে ওঠে।

ডেভির শিথিল লিঙ্গ অবশ হয়ে ঝুলে পড়ে।

কোনওমতে নিজেকে দ্রুত সামলায় ডেভি। রেজর নেয়, শেভ করে। দু'দিন দাড়ি কামানো হয়নি। শেভ করে দাঁত মেজে মুখ ধোয় ডেভি। এমন মেয়ে সে আগে পায়নি কোনওদিন এ পর্যন্ত, আবার নিজেই এভাবে কখনও বোকা বনেনি। একটু আগে অণ্ডকোষ থেকে লিঙ্গে আসা বীর্যস্রোতকে বাঁধ দিয়ে আটকে রাখতে হলো। এমন কখনও হয়নি। এত অবহেলা করতে তাকে সাহস পায়নি কেউ, কারুর ইচ্ছেও হয়নি।

কেমন মেয়ে মোনিকা!

এখনও তাকে পুরোপুরি চিনে উঠতে পারেনি ডেভি।

ঠিক আছে। সময় আছে। দেখা যাবে।

বাথরুমে গা মুছে ড্রেসিং গাউন জড়িয়ে বের হয় ডেভি।

মোনিকার কিচেনে এসে ঢোকে ডেভি।

—এবার বলো, আমার চাকরির কি হলো? এবার নিশ্চয় আমাকে কিছু বলার মতো সময় এসেছে! না কি, তুমি বুঝেছ, আমাকে দিয়ে কোনও কাজ হবে না?

—না, তা নয়, চলবে।

—মানে?

—মানে, তোমায় দিয়ে কাজ চলবে। তুমি আমার প্ল্যান মতো কাজ করতে পারবে মনে হচ্ছে। একটু পরে আমি তোমাকে সব ঘুরিয়ে দেখাব, তাহলে তোমার আইডিয়া আরও পরিষ্কার হবে। তবে এখন একটা জিনিস জেনে রাখ। আমার নিয়মকানুন বেশ কড়া। তার মধ্যে একটা হলো—কোনও স্টাফের সাথে মেলামেশা চলবে না। নো ইনভলভমেন্ট।

—কিন্তু আমরা যে—

—আমি তো স্টাফ নই—মোনিকার চোখের দৃষ্টি এবার শীতল—এমন যদি আবার ঘটার উপক্রম হয়, অর্থাৎ আমি তোমাকে বিছানায় পেতে চাই, সেটা তোমাকে ঠিক সময়ে জানানো হবে। কিন্তু অন্য কোনও কর্মীর সাথে তুমি যদি একটু নিয়ম বহির্ভূত সম্পক চাও, তবে আমি বলব, তুমি অন্যত্র চাকরির চেষ্টা করো। কারণ তোমার গোপন-আচরণ ধরা পড়ার দু' মিনিটের মধ্যে তুমি আবার বেকার হয়ে যাবে।

—ও. কে, ও. কে, আমি অন্য কিছু চাই না। জীবনে ফাকিং যথেষ্ট হয়েছে, আরও হতে যাচ্ছে। আমার আর অতিরিক্ত কিছুর দরকার নেই।

ডেভি হাসে। এই হাসি মোনিকার কঠোর শীতলতাকে অনেকখানি সহজ করে আনে।

—ফাইন! তবে পরিচয় রাখবে, চিনবে। সকলকে চেনা-জানা দরকার। তবে তাড়াহুড়োর কিছু নেই।

খেতে খেতে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে ডেভি—আচ্ছা, একটা ব্যাপার! এখানে অনেকেই তো আমার মতো কাজ করছে, কোনও সমস্যা আছে কি?

—না, সবাই সেভাবে কাজ করে না। আমার দু'রকমের ক্লায়েন্ট, মানে খদ্দের আছে—পুরুষ ও নারী, দুই-ই। তারা নানা ধরনের সেক্স চায়। কেউ উদ্ভট, কেউ সোজাসুজি, কেউ-কেউ সমকামী বা বাই-সেক্সুয়াল। তাদের সন্তুষ্ট করতে আমায়

একজন পরামর্শদাতা রাখতে হয়। তবে, ডোন্ট ওরি ডার্লিং, তোমাকে দিয়ে শুধু মেয়েদেরই সেবা করানো হবে। পুরুষদের জন্য তোমায় কাজ করতে হবে না। সেটা কথা দিচ্ছি।

—ওঃ, আমার মনের একটা বোঝা নেমে গেল। অর্থাৎ আমার যন্ত্র প্যান্টের মধ্যে আটকা থাকবে যতক্ষণ না একজন ওম্যান কাস্টমারের কাছে তার প্রকাশের সময় আসবে। তাই তো?

—হ্যাঁ, সেটাই ভাল নিয়ম হবে, তোমার পক্ষে, সকলের পক্ষে।

খাওয়া শেষ হলো। ওরা এবার রওনা হলো।

সিলভিন মিউজ। মোনিকার এক্সারসাইজ সেলুন।

সত্যিই চমৎকার। ডেভি যত দেখে, ততই খুশি হয়। রিসেপশন—সুন্দর স্ক্যাডানেভিয়ান আধুনিক ডিজাইন। ভরাট বুকের একটি মেয়ে, ডারলিন, সুইচবোর্ডের কাছে বসে আছে। সে ডেভির দিকে পরিষ্কার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল—নবাগত! কিন্তু ডেভি সেই দৃষ্টির উত্তর দিল না। ডারলিন মোনিকাকে একটা জরুরি বার্তা জানাল, তাই মোনিকাকে তাড়াতাড়ি চলে যেতে হয়।

ডেভি এবার ডারলিনকে ভার করে দেখে। ছোটখাটো চেহারা, শক্তসমর্থ শরীর। সবচেয়ে আকর্ষণ তার একজোড়া স্তন, লো-কাট জামার ওপর দিয়ে উপচে আসছে। জামা, ব্রা—সবকিছু ফাটিয়ে যে কোনও মুহূর্তে বেরিয়ে পড়তে পারে। জামার ওপর দিয়ে স্তনের বোঁটা দুটির তীক্ষ্ণ সূচিমুখ দৃশ্যমান, পুরুষের চোখের মণি বিদ্ধ করবেই। তবে ভুল হয়েছে ডেভির, জামার তলায় কোনও ব্রা নেই ডারলিনের, দরকার হয় না। দুই স্তন প্রাকৃতিক গঠনেই ঊর্ধ্বমুখী।

একটু পরেই মোনিকা ফিরে এলো।

ডেভিকে বলল, তোমার ডিউটি কি আমি খুব ভাল করেই বুঝিয়ে দিয়েছি। চলো—

ডেভিকে অন্যদিকে নিয়ে যেতে যেতে বলতে থাকে মোনিকা—এখনই একটা কাজ এসে গেছে। আমার আরও দু'জন কর্মী—র‍্যালফ ও জুলিয়ান, ওরা বেবি-ব্লু ম্যাসেজ রুমে কাজ করে। কিন্তু ওরা দু'জনে লুকিয়ে লুকিয়ে নিজেদের নিয়ে যা করার করে। ধরে ফেলব এবার।

—তা, ওদরে তাড়িয়ে দিচ্ছ না কেন?

—প্রমাণ ছাড়া আমি কখনও কাউকে শাস্তি দিই না। সবকিছুরই একটা নিয়ম আছে। আমি মালিক হলেও নিয়ম মেনে চলি, যা-খুশি তাই করলে প্রতিষ্ঠানের বদনাম হয়। তাছাড়া, ওরা দু'জন কাস্টমারদের বেশ প্রিয়। ওরা চলে গেলে ওদের প্রিয় কাস্টমারদেরও নিয়ে যাবে। তার মানে, আই উইল লুজ অ্যাবাউট টু থাউজেন্ড পার উইক।

এই জায়গাটা লবি। বেশ চওড়া, সুন্দর সাজানো। দু'পাশের নানা ঘরে ঢুকে মোনিকা ডেভিকে সকলের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। সেলুনে এখনও কাজ শুরু হয়নি, কিন্তু অনেকেই উপস্থিত হয়ে গেছে ইতোমধ্যে। সামান্য গল্প-গুজব চলছে।

একজোড়া শর্টস দেয় মোনিকা। অতি ছোট, প্রায় জাঙ্গিয়া ধরনের হাফপ্যান্ট। তাই পরে জিমনাসিয়্যামে কিছুক্ষণ এক্সারসাইজ করে ডেভি। এসব যন্ত্র তার ব্যবহার করা আছে, কারণ অ্যাথলেটিকসের দিকে ঝোঁক ছিল ডেভির।

মোনিকা চলে যায়।

—মিট মি ইন দ্য অফিস।

—ও. কে!

জিমনাসিয়্যামটা বেশ ভাল লাগে ডেভির। এক্সারসাইজ সেরে অরেকবার শাওয়ারে যায়। স্নানের পর আবার ড্রেস করে মোনিকার অফিসে।

নিজের সুন্দর অফিসরুমে কাগজ পড়ছিল মোনিকা। বিশাল ডেস্কের সামনে মোনিকার মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে।

—কেমন লাগল জিমটা! জানো তো ওটা কাদের জন্য? আমি তোমার এক্সারসাইজ কিছুক্ষণ দেখলাম। ইউ আর আ রিয়েল জিম বয়।

—থ্যাংকস্। আই এনজয়েড ইট। আচ্ছা, ওর পেছনে একটা ছোট ঘর আছে দেখলাম।

—হুঁ! তুমি নিশ্চই ইন্টারেস্টেড একবার নিজের চোখে দেখতে আমাদের কিছু স্পেশাল ক্লায়েন্ট কেমন সেবা পাচ্ছে?

মোনিকা হেসে আবার বলে, আমাদের একটা অদ্ভুত ম্যাসেজ রুম আছে। ক্যারেনের জন্য।

—ক্যারেন! ওয়ান অব দ্য গে গার্লস!

—ইয়েস!

—কিন্তু আমরা ওদের কাণ্ড দেখব কি করে?

মোনিকার মুখে এবার লজ্জাহীন হাসি—থ্রু ক্লোজড্ সার্কিট টিভি। ব্যবসায় এইসব একান্ত দরকার। বুঝেছ?

ক্যাবিনেটের কাছে উঠে যায় মোনিকা। ডালা খোলে।

সামনের দরজায় টিভি রিসিভার। সুইচ অন করে একটা বিশেষ চ্যানেল ডায়াল করে মোনিকা। তারপর ফিরে এসে বসে পর্দার দিকে তাকায়।

পরিষ্কার চিত্র। বিশাল চেহারার এক মহিলা, বয়েস পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হবে, ম্যাসেজ রুমে ঢুকল। পেছন পেছন এক ম্যাসেজ গার্ল। সেলুনের ইউনিফর্ম পরা। সাদা লেদারের হট প্যান্ট, আর লাল-নীর স্ট্রাইপ দেওয়া টপ।

মোনিকা খুশি মনে বলে—আঃ, আমরা ঠিক সময়ে খুলেছি। পুরো শোটা দেখতে পাব।

সাউন্ডের ভল্যুম অ্যাডজাস্ট করে মোনিকা।

বলে, ওই হচ্ছে মিসেস ডিম, এখনও বুঝছে না, ও ক্রমশ লেসবিয়ান হওয়ার দিকে ঝুঁকছে। ক্যারেনকে প্রতিদিন ওকে সিডিউস করতে হয়। মিসেস ডিক শেষ দিকে খুবই তৎপর হয়ে ওঠে অবশ্য। শী অলওয়েজ লাভস টু ইট আ সুইট ইয়ং পুসি—অর্থাৎ ক্যারেনকে চেটেপুটে খায়। কিন্তু মহিলা যে লেসবিয়ান, সেটা নিজে স্বীকার করতে চায় না।

ক্যারেনের বয়েস বড়জোর আঠারো। বেশ আকর্ষণীয় চেহারা, সুন্দর ফিগার। সুগঠিত। চুল দুটো পিগটেল ধরনের ঝুঁটি করে বাঁধা। লাল-নীল উলের দড়ি দিয়ে টাইট করা। এই ঝুঁটি বাঁধা হেয়ার স্টাইলে তাকে আরও কমবয়েসী দেখায়। মনে হয় কিশোরী, সবে তার মাসিক শুরু হয়েছে। কিন্তু স্তন দুটি মোটেই কিশোরীর মতো নয়। বালিকার

বুকে যেন একজোড়া পাহাড়—উচ্চ চূড়া। নীল-লাল ট্যাংক টপে ঢাকা, কিন্তু জামার ওপর থেকেই সেই বুকের চেহারা দেখে ডেভির অণ্ডকোষে টান ধরে। কামনার টান।

ওরা শুনতে পায় ক্যারেন ওই মহিলাকে বলছে—জামাকাপড় ছেড়ে শুধু টাওয়েলটা জড়িয়ে নিন। আপনার পিঠের ব্যথা আমি সারিয়ে দেব, কোনও চিন্তা নেই।

মিসেস ডিকের মধ্যে একটু বালিকা-বালিকা ভাব আছে। শর্ট হাইট, মোটাসোটা, হাসিখুশি। সে নাকি ক্যারেনের সামনেও ড্রেস ছাড়তে লজ্জা পায়। কিন্তু ডেভি দেখল—পেছনের জিপে দ্রুত হাত চালিয়ে ওপরের জামাকাপড় খুলে শুধু ব্রা আর প্যান্টিতে নেমে আসতে বেশি সময় নেয় না মিসেস ডিক। ক্যারেন যখন সবকিছু ছাড়তে বলে, সে আবার সামান্য উষ্মা প্রকাশ করে। এমন কি ব্রা-প্যান্টি ছাড়তে ছাড়তেও মৃদু প্রতিবাদ জানাতে থাকে। এটাই তার বিশেষত্ব। যেন কত লাজুক!

ক্যারেন বলে, মাই গড, আমি বুঝি না, আপনার এত অস্বস্তির কারণ কি! আপনার এত সুন্দর চেহারা, আ লাভলি বডি। এত সুন্দর দুই বুক। বুক দুটি দেখলে, আই প্রমিজ, যে কোনও পুরুষের চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসবে।

মিসেস ডিক ভুরু কুঁচকে বলে, যত্তো সব নির্লজ্জ হ্যাংলার দল। বলো তো ওরা এমন কাণ্ড করতে চায় কেন? জঘন্য! কর্কশ, নিষ্ঠুর লোক সব। পুরুষদের কাজের চিন্তা করলেই আমার ঘেন্না আসে। ছিঃ!

খালি গায়ে তোয়ালে জড়াবার সময়েই মিসেস ডিকের কানে ক্যারেনের প্রশংসাবাণী বর্ষিত হতে থাকে। বোঝা যায়, ওপরে ওপরে যে ভাবই দেখাক, ক্যারেনের সামনে নিজের নগ্নতা প্রদর্শনে কোনও আপত্তি নেই মিসেস ডিকের। বরঞ্চ তার ভাল লাগে, এই ইয়ং গার্ল তার বয়েসী এক মহিলার দেহের ব্যাপারে এত মিষ্টি মিষ্টি কথা বলছে।

টিভির পর্দার দিকে চোখ রেখেই ডেভি জিজ্ঞেস করে—আচ্ছা, সব সময়েই তোমার ক্লায়েন্টদের বাছাই করো?

—হ্যাঁ, বেশির ভাগ সময়েই। যাতে আমার কর্মীরা তাদের সবচেয়ে ভাল সার্ভিস দিতে পারে। আমি তাই মাঝে মাঝে টিভিতে দৃশ্যগুলো দেখি। কেমন কাজ চলছে। সত্যিই এমন কিছু ঘটছে কিনা যাতে আমারও উত্তেজনা আসতে পারে। আজ আমি শুধু তোমাকে দেখাতে চাইছি—একটা স্যাম্পল—কি ভাবে কাজ হয় এখানে।

ডেভি এবার পর্দার দিকে মনোযোগ দেয়।

দেখা যাচ্ছে—মিসেস ডিক ম্যাসেজ টেবিলের দিকে আসছে। গায়ে যত্ন করে টাওয়েল জড়ানো। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে মিসেস ডিক। টাওয়েলে মুখ ঢাকা।

ক্যারেন বলে, এই তো ফাইন! সব ঠিক আছে। এখন আমরা শুধু তোয়ালেটা সরাব যাতে আপনার পিঠের ব্যথা দূর করতে পারি।

দেখতে দেখতে মোনিকার মন্তব্য—আঃ, ক্যারেনটা রিয়েলি লাভলি, খুব কাছের মেয়ে। তাই না?

এখন টিভি ক্যামেরার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে ক্যারেন। সামনে ঝুঁকে পড়ায় হটপ্যান্টের নিচ দিয়ে তার পরিপূর্ণ দুই নিতম্ব ফুলে উঠেছে। ক্যারেনের পশ্চাদদেশ দেখেই আবার ডেভির অণ্ডকোষে টান ধরে, পুরুষাঙ্গেও শিহরন জাগে।

ওর ইতিবৃত্ত জানায় মোনিকা।

—আমি ওকে খুব দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা থেকে টেনে এনেছি। বেচারিকে এক রাতে একদল কলেজের ছাত্র হাইওয়ের পাশের ঘাসের জমিতে টেনে নিয়ে যায়। গ্যাং-রেপ করে। পর পর ছ'-সাত জন। বেচারি দারুণ শক পায়। কয়েকদিন কথা বলতে পারেনি। দুঃখের হলেও বেশ ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। ক্যারেন ছেলের দলকে জানায়—শী ডিড নট লাইক টু ফাক। কিন্তু তাতে ওদের নেশা আরও বেড়ে যায়। কন্টিনিউয়াস ফাকিং। পরে ও জানতে পারে ওর এক জ্ঞাতি বোন ওই ছেলের দলকে এনগেজ করেছিল এই কাণ্ড করতে। আর সবচেয়ে ভাগ্যের পরিহাস, ঠিক আগের রাতে ক্যারেন ওর সেই দিদির সাথে সেক্স করে। দে মেইড লাভ। টু গার্লস। কোয়াইট হ্যাপিলি। আর সেই দিদিই ওর ওপর গ্যাং-রেপ করালো।

ডেভি বলে, আজকের দুনিয়ায় কাউকেই বিশ্বাস করা যায় না।

ইতোমধ্যে ক্যারেনের হাত মিসেস ডিকের শরীরের ওপর ম্যাসেজ শুরু করেছে। এই ম্যাসেজ গার্ল বোধহয় ম্যাসেজ করেই বেশি আনন্দ পাচ্ছে—মিসেস ডিকের চেয়ে। টিভির সূক্ষ্ম কিন্তু শক্তিশালী সাউন্ড যন্ত্রে ম্যাসেজের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ঘাড় থেকে মেরুদণ্ড বেয়ে সারা পিঠে হাত বোলাচ্ছে ক্যারেন। পিঠের মাংসে তার আঙুল ডুবে যাচ্ছে। এইবার ক্যারেনের হাত মহিলার উরুর কাছে নেমে আসছে।

ক্যারেন বলে, এবার আপনি পা দুটো দু'পাশে ছড়িয়ে দিন। আপনার থাইয়ের ওপর দিকটার দুই পাশ নরম করা দরকার।

মিসেস ডিক আবার আক্ষেপ জানান--ও ক্যারেন, এই ভঙ্গিতে তুমি আমায় দেখছ! আমার ভার লাগে না। কিন্তু সত্যি থাইয়ের ওপরটা শক্ত হয়ে উঠেছে, ম্যাসেজ দরকার। তাই উপায় কি?

দেখতে দেখতে মোনিকা মন্তব্য করে—হোয়াট আ বিচ! নিজের পুসি ওই কচি মেয়েটাকে দেখাবার জন্য ও মরিয়া, এদিকে ঢং দেখ। ক্যারেনের মিষ্টি ছোট্ট জিনিসটা দেখতে চায় ও, কিন্তু ভণ্ডামি চালিয়ে যাবে।

টিভি সার্কিটে ক্যারেন ও মিসেস ডিকের কাণ্ডকারখানা দেখতে দেখতে ডেভি উত্তেজিত হচ্ছিল, পাশেই মোনিকা। কিন্তু শপথ নিয়েছে ডেভি, যদি মোনিকা আগ্রহ না দেখায়, তাহলে সে সেধে কোনও কিছু করবে না। এতক্ষণ মোনিকা টিভির পর্দা ছাড়া অন্য কিছুতে আগ্রহ দেখায়নি, সুতরাং ডেভিও সেখানেই মনঃসংযোগ করল।

...এখন ক্যারেন এমন জায়গায় যেখান থেকে সে মহিলার পুসি খুব ভাল করে দেখতে পাচ্ছে। টেবিলের শেষ সীমায় সে দাঁড়িয়েছে, মিসেস ডিক দুই পা দু'পাশে মেলে ধরেছে। ফলে মাঝখানের ফাটল দৃশ্যমান।

ক্যারেন ধীরে ধীরে হাত বাড়িয়ে সেই গোপনতম স্থানে অগ্রসর হচ্ছে। ডেভি ঠিক তাই করত এমন পরিস্থিতিতে। আঙুল দিয়ে নরম সিল্কের মতো জায়গাটা পরিভ্রমণ করছে ক্যারেন।

মিসেস ডিক চিৎকার করল—আঃ, ডার্লিং, দ্যাট ইজ মার্ভেলাস। কিন্তু আমার লজ্জা করছে, কিন্তু কি ভাল যে লাগছে! আমি আরও ভাবছিলাম—

ক্যারেন জিজ্ঞেস করে কি ভাবছিলেন? বলুন না, আমি তো বলছি, আপনার জন্য আমি সবকিছু করতে পারি।

—কিন্তু আমি বলতে পারছি না, খুব বিদঘুটে শোনাবে।

—কেন বিদঘুটে লাগবে? আপনার মতো সুন্দরী, বিচক্ষণ মহিলা বিদঘুটে কিছু বলতেই পারে না। যদি বলি, আপনি যা ভাবছেন, আমিও তাই ভাবছি, তা হলে? প্লীজ, আমার কাছে লজ্জা করবেন না, বলুন কি চাইছেন? মনে হচ্ছে, এমন কিছু যেটা দু'জনেই দারুণ উপভোগ করব।

ক্যারেনের হাত কথার সাথে মিসেস ডিকের গোপনাঙ্গে আদর ছড়িয়ে যাচ্ছে। মিসেস ডিকের পা টিভি ক্যামেরার দিকে। ক্যারেন একটু সরে গেল, ফলে মোনিকা এবার পর্দার ছবিতে খুব ভালভাবে মিসেস ডিকের পুসি লক্ষ্য করতে পারল। ক্যারেন হাত দিয়ে পুসির দুই ঠোঁট একবার জুড়ে ধরছে, বন্ধ করছে, আবার প্রসারিত করে গহ্বরমুখ বিস্তৃত করছে। এই খোলা-বন্ধ খেলা যে কত এক্সাইটিং, ডেভির জানা আছে।

ক্যারেনের আদরে এবার মিসেস ডিকের কামরস ঝরতে শুরু করেছে।

ক্যারেন বলে, আমি বাজি রেখে বলতে পারি আপনি কি চাইছেন! আপনি চাইছেন, আই সাক ইওর পুসি। তাই না? আপনি চাইছেন, আই ইট ইওর কান্ট আউট। একবার মুখ ফুটে বলুন, বাঁদী হাজির। আপনার পুসি ইতোমধ্যেই মধুবর্ষণ শুরু করেছে, আমারও তেষ্টা পাচ্ছে।

মিসেস ডিক তবুও বলে, আঃ, ক্যারেন, তুমি এমনভাবে কথা বলো না। আমি তাই চাইছি ঠিকই, কিন্তু তুমিও যে সেটা বুঝতে পেরেছ, তুমিও তাই চাইছ, এটা খুব আশ্চর্যের। জানি না, কেমন দাঁড়াবে শেষ পর্যন্ত! আঃ, আঃ—

মোনিকার কঠোর মন্তব্য—দ্যাট বিচ্ ভালমতোই জানে কি ঘটতে চলেছে এবং শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়াবে।

তারপর ডেভির দিকে ঘুরে বলে, তুমি বিশ্বাস করবে, এই মহিলা টাউনের সবচেয়ে সুন্দর গির্জার নিয়মিত ভিজিটর। স্কুলে পড়ায়, আর প্রতিবছর এমন সব বই পাঠ্য তালিকায় আনে যা নিয়ে স্কুলবোর্ড চোখে সর্ষেফুল দেখে। নানা ভক্তিমূলক ও সোসাল কাজ করে। কিন্তু হপ্তায় একবার এখানে এসে ক্যারেন বা কাউকে দিয়ে শী উইল মেক দেম ইট হার কান্ট। কেউ জানে না—

টিভির পর্দায় এবার আসল কাজ শুরু হয়েছে। ক্যারেন ওই মহিলার প্রতিবাদের আর তোয়াক্কা করে না। কিছুক্ষণ পুসি ম্যাসেজের পর ক্যারেন ওকে চিৎ করে ফেলে। মিসেস ডিক হাঁটু মুড়ে দু'পাশে মেলে দেয়। এবার সে আকুল প্রতীক্ষায়! টেবিলের শেষ প্রান্তে দু'দিকে ফুটরেস্ট—এক ধরনের পাদানী রয়েছে। ক্যারেন টেবিলের পায়ার কাছে বসে পড়ে—জিভ দিয়ে লেহন শুরু করে। ডেভি অবাক হয়ে দেখে—জিভের এমন প্রয়োগ সেও কল্পনা করতে পারেনি। মিসেস ডিকের গোঙানি প্রমাণ করছে জিভের কাজের জের। তার মুখ দারুণ সুখে বিকৃত। এক হাত বাড়িয়ে ক্যারেনের চুলের মুঠি ধরে সে, আরেক হাতে নিজের বুকে বিশাল সাইজের বোঁটায় আদর করতে থাকে।

নিতম্বে দোল দিয়ে মিসেস এবার তৃপ্তির সুরে বলে, আঃ, ক্যারেন, তুমি সত্যিই অপূর্ব।

ক্যারেন কর্তব্যনিষ্ঠ। বিরামহীন তার কাজ, কৌশলী মিসেস ডিকের আনন্দের প্রাণ বের করে আনছে। সারা অঙ্গে এবার কম্পন। দেখতে দেখতে ডেভি নিজেকে ক্যারেনের

জায়গায় স্থাপন করে ফেলেছে। কম্পন ক্রমশ তীব্র দেহ-ভূকম্পন হয়ে মিসেস ডিককে চরম সীমায় নিয়ে এলো।

টেবিলের ওপর এখন সুস্থির মিসেস ডিক। সত্যি আনন্দে প্লাবিত যেন এক মৃতদেহ। আনন্দের প্রচণ্ডতা সামলাতে সময় নেবে।

একটু পরে ক্যারেন হাত ধরে তুলে বসায় মিসেস ডিককে। ক্যারেনের ঠোঁটে চুমু খায় মিসেস ডিক। কৃতজ্ঞ প্রেমচুম্বন। ডেভি ভাবে এইবার বোধহয় ক্যারেনকে প্রতিদানের আদর শুরু করবে মিসেস ডিক। না, তা নয়। শুধু একটা আন্তরিক চুমু ছাড়া আর কিছু নয়।

পোশাক পরে মিসেস ডিক। বেরিয়ে আসে। তার পিছু পিছু ক্যারেন। ম্যাসেজ রুম এখন খালি।

মোনিকা বলে, মিসেস ডিক এখুনি এখানে আসবে।

টেলিভিশন সেট সুইচ অফ করে মোনিকা। বলে, কেমন লাগল?

—দারুণ। এমন সেক্স-অ্যাকশন বিশেষ একটা দেখিনি।

—কিন্তু তোমার প্যান্টের ওপরটা আবার শক্ত হয়ে উঠেছে। এনিওয়ে, আমি চেষ্টা করব শান্ত করতে। আফটার অল, ক্যারেন বা কোনও কর্মীর পক্ষে তোমাকে এমন অবস্থায় দেখা নিশ্চয় সঙ্গত হবে না। আর তুমিও ফুলো প্যান্ট নিয়ে ঘুরে বেড়াতে পার না? কি বলো?

৫

পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি হাইটের ক্যারেনকে চাক্ষুষ দেখলে আরও সুন্দরী লাগে। কত ওজন হবে? ডেভি আন্দাজ করে—মোটামুটি একশো তিরিশ পাউন্ডের কম নয়। শরীরের ওজন সর্ব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সঠিক ভাগে ভাগ করা। কালো-বাদামী চুল,—টিভির পর্দায় শুধুমাত্র কালো দেখাচ্ছিল। লম্বা সুগঠিত দুই পা, হটপ্যান্টের অনুকূলে সুদৃশ্য প্রকাশ। ঝকঝকে চেহারায় ক্যারেন অফিসরুমে আসে। ডেভিকে দেখে তার বিশেষ কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না।

মোনিকা আলাপ করিয়ে দেয়—এই হচ্ছে ডেভি কক্স। আমাদের নতুন কর্মী। আমি ওকে সকাল থেকে রুটিন বোঝাচ্ছি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ শুরু করবে ডেভি। যাই হোক, ক্যারেন, টুডে ইউ হ্যাভ ডান ইওর ইউসুয়াল এক্সেলেন্ট জব উইথ মিসেস ডিক।

—থ্যাংক ইউ! ক্যারেন কৃতজ্ঞ—কিন্তু মিসেস ডিক কিছুতেই স্বীকার করতে চান না তিনি মেয়ে প্রেমিকদের বেশি পছন্দ করেন। এক এক সময় মনে হয় এই বুঝি মানবেন, কিন্তু—

—উনি কোনওদিন মানবেন না। ভণ্ডামিটা বজায় রাখতে হবে তো! মোনিকা বলে, ওর কোনও সততা নেই।

ডেভি মন্তব্য করে অনেকটা ক্যারেনকে উদ্দেশ্য করেই—উনি যদি স্বীকার করবার পাত্রী হতেন, তবে আজ সকালেই স্বীকার করতেন। মনে হচ্ছিল, তুমি তাকে শেষ সীমায় নিয়ে এসেছিলে।

—থ্যাংক ইউ। এবার ধন্যবাদটা ডেভিকে জানায় ক্যারেন—আমার কাজ যতটা ভালভাবে পারি, করতে চাই।

মোনিকা বলে, সত্যি, ভাল করেছ। এসো, সোফায় বসো, আমাদের সাথে টিভিতে আরও কয়েকটা খেলা দেখ। ডেভিকে দরকার হলে বুঝিয়ে দিও।

ডেভি ও ক্যারেনের মাঝখানে মোনিকা—অর্থাৎ ওরা ওর দু'পাশে। রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে আবার টিভি চালু হয়। বোতাম টিপে নতুন দৃশ্য পর্দায় তুলে ধরা হয়।

মোনিকা বলে, আহা, দেখ ডেভি, এইবার আমাদের নাটকের চরিত্র রিকি অ্যান্ড মিসেস ক্যাপার। রিকি অবশ্য আমার একটা সমস্যা, কিন্তু থ্যাংক গড, মিসেস ক্যাপারের কাছে ও খুব মূল্যবান। দেখা যাক!

—সমস্যা? ডেভি জিজ্ঞেস করে—কেন, সমস্যা কেন? ওর তো বিশাল চেহারা। মনে হচ্ছে, প্রয়োজনে হাতিকে সম্ভোগ করতে পারে। কিন্তু সমস্যা কিসের?

ডেভি বাড়িয়ে বলেনি।

রিকির পরনে প্রচণ্ড টাইট আধুনিক সংক্ষিপ্ত সাঁতারের কস্ট্যুম। কস্ট্যুমের কাপড় ভেদ করে তার যন্ত্র যেভাবে তার আকৃতি প্রকাশ করছে—ফ্যানটাসটিক! ওরা দেখছে, কস্ট্যুম ছাড়ে রিকি, ক্যামেরার মুখোমুখি। তার উৎক্ষিপ্ত লিঙ্গ কিছুটা ঝুলে আছে, অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী মতন—তলপেটের ঊর্ধ্বে। একে বলা যায়—হাফ-ইরেক্ট, অর্ধ-উত্থান। ডেভির যন্ত্রের চেয়ে রিকি বেশি পুরু, ঝুলে পড়া অবস্থায় দৈর্ঘ্য অন্তত আট-ন ইঞ্চি হবে। দুই অণ্ডকোষের ডেভির মতোই সাইজ, অনেকটা নেমে এসে থলির মধ্যে ভাঁজ কেটে ভরে গেছে।

মিসেস ক্যাপার এক রোগা, লাল চুল সুন্দরী। বয়েস আন্দাজ করা মুস্কিল। পঁয়ত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে যে কোনও জায়গায় হবে। দারুণ মূল্যবান পোশাক—যা এখন খুলছেন তিনি। তবে তাঁর স্ট্রিপিংয়ের মধ্যে উত্তেজক কিছু নেই। সাদামাটা কাপড় ছাড়ার ভঙ্গি। রিকির ম্যাসিভ কক। আর মিসেস ক্যাপার বেশি ধৈর্য ধরতে রাজি নয়।

—ওটাই সমস্যা, বলতে বলতে মোনিকা এক হাত রাখে ক্যারেনের দুই উরুর মাঝে ভালবাসার ছোট্ট চিবিতে, যাকে বলা হয় লাভ-মাউন্ড। আরেক হাতে ডেভির যন্ত্র ধরে আদর করতে থাকে।

মোনিকা ব্যাখ্যা করে সমস্যাটা।

—ওটা কৃত্রিম নয়। ইট ইজ আ রিয়েল কক। দৈত্যের মতো সাইজ। যখন ফুল শেপ নেবে তখন লম্বায় বারো ইঞ্চি, অ্যান্ড থিকনেস তিন ইঞ্চির বেশি। আমি এমন বড় যন্ত্র আর দেখিনি। আমি কেন, আমার জানাশোনা কেউ কখনও দেখেনি। তুলনাই চলে না।

ডেভি বলে, আমারও দেখা নেই। কিন্তু এহেন এক আকৃতি যদি বাস্তব বিষয় হয়, এতে সমস্যার কি আছে?

—ডেভি, আমি অবাক হচ্ছি—মোনিকা বলে। তার চোখে বেশ কৌতুক। রিয়েলি, তুমি বলছ, নো প্রবলেম!

—আই মিন সো।

—কিন্তু তোমার সাইজটাই রিয়েলি ইউজফুল। রিকিরটা অ্যাবসার্ড।

—তার মানে?

—মানে, ক্লায়েন্ট উইল লাভ ইউ, বাট দে উইল ফিয়ার রিকি।

—কোথায়, মিসেস ক্যাপার তো রিকিকে ভয় পাচ্ছে না।

—দ্যাট ইজ এক্সেপশন। আমি তোমায় বলছি ডার্লিং। বারো ইঞ্চি কক দিয়ে কিন্তু সেক্স-স্কিল, মানে দক্ষতা মাপা যায় না। বড় লিঙ্গ ব্যাপারটা একটা পুরনো স্কুলবয় প্রেজুডিস। বিগেস্ট ইজ অলওয়েজ নট দ্য বেস্ট, ইউ নো!

মোনিকা হেসে উঠে ভাষণ চালায়—যেন অধ্যাপক ক্লাস নিচ্ছে—শোন, সাইজ দিয়ে সব সময় সব কিছু হয় না। রিকিকে বুঝিয়েছি—দেখ, তোমার প্রকাণ্ড জিনিসটা তুমি বের করলেই মেয়েরা ঝাঁপিয়ে পড়বে, তার কোনও মানে নেই। একটা বড় মাংসের টুকরো দেখলেই আনন্দ হবে না। কিন্তু ব্যাটা বুঝবে না। ও মনে করে ওর পুরোটা কারুর গর্তে চালান করতে পারলে, সেই নারী স্বর্গসুখ পাবে। যদি না পায়, মানে তার অরগ্যাজম না আসে, তাতে রিকির কোনও দোষ নেই, সেই মেয়েটিরই কোনও ত্রুটি আছে যে এত বড় দণ্ড পেয়েও খুশি হয় না।

ডেভি এবার মন দিয়ে শুনতে থাকে।

মোনিকা বলে, আমি বলতে চেষ্টা করেছি—দেখ, গুড ফাকিং নিডস স্কিল, বাট হি ডাজ নট কেয়ার। রিয়েলি ডেভি, ওর ফাকিং ইজ ওয়ার্স্ট।

ডেভির চোখ এবার টিভির পর্দায়। বলে, হতে পারে। আবার এটাও ঠিক, মিসেস ক্যাপারের মতো মহিলা তোমার সাথে একমত নয়। অন্তত যা দেখছি, তাতে রিকিকে দোষ দিলে চলবে না।

...ইতোমধ্যে মিসেস ক্যাপার রিকির বিশাল দণ্ডের সামনে হাঁটু মুড়ে বসে পড়েছে। তার মুখ ফেলাশিও অর্থাৎ পুরুষাঙ্গ শোষণ ও চোষণের জন্য তৈরি। শী ওয়ান্টস টু সাক্। তাই দণ্ডটি নিয়ে কয়েক মিনিট খেলা করে মিসেস ক্যাপার। লিঙ্গমুখের চামড়াটা নিয়ে আগু-পিছু করে। তারপরেই চামড়াটাকে লিঙ্গের নিচের দিকে যতটা পারে টেনে দেয়। টাইট করে—যাতে লিঙ্গমুখ এবার মাশরুম শেপ নিয়ে বিশালভাবে প্রকাশ পায়। মিসেস ক্যাপারের মুখ থেকে ভাষাহীন আনন্দের গুঞ্জন বের হয়। অকস্মাৎ লিঙ্গমুখটি নিজের মুখের মধ্যে গ্রহণ করে মিসেস ক্যাপার—এবং সঙ্গে সঙ্গে রিকের দণ্ড পূর্ণোদ্যমে উত্থিত হয়।

মোনিকা আবার কর্কশ কথা বলে, ওঃ, দ্যাট সিলি বিচ, ও চায় দেশের সবচেয়ে বড় দণ্ড ওকে রেপ করুক। যদি ও চোখ বুজে থাকে, আর ওর ভেতরে একটা অল্পবয়েসী ষাঁড়ের পায়ের হাড় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, কোনও তফাৎ বুঝবে না। ওর কান্ট নিশ্চই রবারের তৈরি, তা না হলে দণ্ডটার পুরোটা কি করে ও ভেতরে নেয়! আমি স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না।

—কিন্তু রেপ বলছ কেন? ও তো সানন্দে গ্রহণ করছে।

—আমার কাছে ব্যাপারটা রেপ হতো, কারণ আমি পুরোটা নিতে পারতাম না। জোর করলে যন্ত্রণা হতো রেপের মতোই।

—তোমার ও মিসেস ক্যাপারের মধ্যে যথেষ্ট ফারাক থাকতেই পারে।

টিভি শো দেখতে দেখতে ডেভি নতুন জ্ঞানে বিচক্ষণ হয়ে উঠছে মনে হচ্ছে।

মোনিকা বলে, রিকি একবার ওর প্রিকের মধ্যে ফ্রেঞ্চ টিকলার লাগিয়ে এন্ট্রি নিয়েছিল। ইউ নো ফ্রেঞ্চ টিকলার—যা পেনিসের মাথার নিচে ইলাস্টিকের মতো আটকে যায়—আর তার নরম কাঁটাগুলো দারুণ আরাম দেয়। মিসেস ক্যাপার লাইকড্ দ্যাট।

এতক্ষণে কথা বলে ক্যারেন—বহু মহিলা আছেন যাঁদের সাথে মিসেস ক্যাপারের বিস্তর পার্থক্য। আমাদের মতো মেয়েরা কিন্তু শুধু সাইজ দেখে উত্তেজিত হয় না।

বলতে বলতে ক্যারেন নিজের পোজিশন সামান্য পাল্টায়, যাতে মোনিকা আরও সহজে হটপ্যান্টের ওপর দিয়ে তার গোপন জায়গা ভাল করে ছুঁতে পারে। বলা বাহুল্য, মোনিকার হাত যথেষ্ট সুখকর লাগছে ক্যারেনের।

মোনিকা বলে, আঃ, ক্যারেন, তুমি তোমার নিজের টেস্টের কথা বলছ। আমার অবশ্য মনে হয় কোনও সাইজের পুরুষের অর্গ্যান তোমাকে ইন্টারেস্টেড করবে না। যাই হোক, আমরা অন্য কথায় আসি।

অবশ্যই তিরস্কার। কিন্তু ক্যারেন রাগ করে না, অবশ্য চুপ করে যায়। সেও টিভি দেখছে, যদিও মোনিকার মতো তীব্র আগ্রহ তার নেই।

মোনিকা যেন চাপা গর্জন করে—দেখ, ওই হতভাগাকে এবার দেখ। আহা, কি কাণ্ড করছিস তুই! পুরো যন্ত্রটা মিসেস ক্যাপারের মুখে তুলে দিয়েছিস, কিন্তু মহিলাকে এক্সাইট করার কোনও চেষ্টা নেই। শুধু স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে আছিস। হোয়ার ইজ এনি অ্যাকশন! ব্যস, ওইটুকুই যেন ওর ডিউটি। তাই বলছিলাম, একটা-দুটো মিসেস ক্যাপার দুনিয়ায় থাকতে পারে যারা এতেই খুশি—সাকিং অ্যান অ্যাবনরম্যাল কক অব আ রাসকেল টাইপ অব ম্যান। কিন্তু অন্যান্য ক্লায়েন্টদের কাছে রিকিকে পাঠাবার রিস্ক আমি নিই না।

টিভিতে দেখা যাচ্ছে—রিকি ম্যাসেজ টেবিলে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে, মহিলা যেন ওর যন্ত্রকে গিলে খাবার চেষ্টা করছে। রিকির কিন্তু বোরিং লাগছে, মুখে সেই ভাব ফুটে উঠছে। মনের ভাব যে ক্লায়েন্টের সমানে আড়াল করা উচিৎ, ডাল-হেডটার সেটুকু খেয়াল নেই। মিসেস ক্যাপারের আনন্দের লক্ষণ নানাভাবে সুস্পষ্ট, কিন্তু রিকির কিছু আসে যায় না—শুধু প্রিকের দৃঢ়তা ও আকৃতি আরেকটু বেড়ে ওঠে।

এইবার মুখ সরায় মিসেস ক্যাপার। ওরা দেখতে পায় সত্যি কি প্রকাণ্ড অমানুষিক এক দণ্ড। পূর্ণ দৈর্ঘ্য এই যন্ত্র এখন অতীব ভয়ংকর।

মিসেস ক্যাপারের গলা শুনতে পায় ওরা।

—ওঃ রিকি, আই গট অরগ্যাজম যাস্ট বাই সাকিং ইউ। বাট ইউ আর আনমুভড অ্যাজ এভার। রিয়েলি ওয়ান্ডারফুল। তোমার মতো যন্ত্র কারুর নেই, আমি শপথ করে বলতে পারি। মানুষ কেন, তুমি বিশাল ঘোড়ার সাথেও প্রতিযোগিতা করতে পার। উইথ স্টাড!

মোনিকা বলে, ইয়েস! এই কথাটা ঠিক বলেছে। হি ক্যান বি কম্পেয়ার্ড উইথ স্টাড—দ্য হর্সেজ দ্যাট আর ইউজড্ ফর ব্রিডিং। আমি জানি অনেক দৈত্যাকার পুরুষ আছে, কিন্তু তাদের যন্ত্র রিকির মতো বিশাল নয়। মনে হয়, রিকিকে আমি হয়তো ঘোড়াশালে সার্ভিসের জন্য পাঠাতে পারি—হু নোজ। আস্তাবলে গিয়ে ও অনেক ছটফটে মেয়ে ঘোড়াকে খুশি করতে পারে। কি বলো?

নিষ্ঠুর ঠাট্টা! তবু ডেভি আর ক্যারেনকে হাসতে হয়।

ইতোমধ্যে মিসেস ক্যাপার ম্যাসেজ টেবিলে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়েছে। দুই পা পাদানীতে তোলা, তার নিম্নাঙ্গ রিকির যন্ত্রের আগমনের জন্য আকুল প্রতীক্ষায়। রিকি

তার বিশাল অঙ্গ এবার মিসেস ক্যাপারের তলপেটের ওপর লম্বালম্বি করে পেতে রাখে। কয়েক সেকেন্ড। কিন্তু সেটুকু সময় অপেক্ষা করাও মিসেস ক্যাপারের পক্ষে অসহ্য।

অস্ফুট চিৎকার করে মিসেস ক্যাপার—মাই গড, আমার সাথে এমন নিষ্ঠুর খেলা করো না। কোনও কায়দার দরকার নেই আমাকে উত্তেজিত করার। যাস্ট পুট ইওর থিংগ ইন মি। আমাকে দু'টুকরো করে চিরে ফেলো। একদম গভীর তলা থেকে ওপর পর্যন্ত। স্লাইস মাই কান্ট ইনটু টু পিসেস।

টেবিলের দু'পাশ দু'হাতে আঁকড়ে ধরেছে মিসেস ক্যাপার। তার আঙুলে দামী আংটির পাথরগুলো জ্বলজ্বল করছে।

এবার রিকির কথা শোনা যায়।

—অলরাইট, আই অ্যাম পুটিং ইট অ্যাজ ইউ ওয়ান্ট। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি হবে! কোথায় গুট করব আমি? ইনসাইড ইওর কান্ট? অথবা বাঁচিয়ে রাখব ইফ ইউ ওয়ান্ট ইট ইন ইওর মাউথ! নাকি একদম পশ্চাদদেশে? যেখানে বলবে, আমার কাছে সব সমান। তুমি যা আদেশ দেবে, তাই হবে।

মোনিকা বলে, ব্যাটা, সত্যি কথা বলছে। শূয়ার কা বাচ্চার একটা গুণ আছে। যদি বলো এখুনি চাই, ও এখুনি সাড়া দেবে। যদি বলো পরে, দ্যাট সন অব বিচ ক্যান কন্টিনিউ ফর ফরটি মিনিটস। এটা অবশ্যই একটা বড় গুণ, আমি এমন কিন্তু দেখিনি। হি ক্যান রেসপন্ড অন অর্ডারস।

রিকির প্রথম আঘাতে অর্ধ-প্রবেশ। মিসেস ক্যাপারের গলায় জয়োল্লাস। সেকেন্ড স্ট্রোক। এবার পূর্ণ প্রবেশ।

মোনিকা ক্রুদ্ধ—ইজ ইট ফাকিং, ইউ সি? ব্যাটা শুধু তার প্রবেশপর্ব সম্পন্ন করল। ব্যস্, আর কিছু না। এবার মিসেস ক্যাপার বেচারিকেই খাটতে হবে—টু ডু অল দ্য ফাকিং। রিকির এখন কিছু করার নেই। ওর হাতে একটা কমিকসের বই দিয়ে দিলে ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে থাকবে।

কঠোর শোনালেও মোনিকার কথা মিথ্যে নয়।

ডেভি দেখল—সত্যিই রিকি চুপচাপ দাঁড়িয়ে। শরীরের একটি মাসল নড়ছে না। বরঞ্চ কেমন উদাসীনভাবেই দেখছে, নিচে শোওয়া মহিলা কেমন ছটফট করছে। সে নিজেই দুলছে, নড়ছে ওপরে-নিচে, সামনে-পিছনে নিজের খুশি মতো, দু'হাতে শক্ত করে ধরে টেবিলের সাপোর্ট নিয়ে। মহিলার হাতের পেশি-শিরা-উপশিরা শক্ত হয়ে উঠেছে।

ডেভি বলে—সত্যি, ছেলেটা তেমন নড়ছে বলে মনে হচ্ছে না।

মোনিকা বলে—অ্যাট দ্য টাইম অব ফাকিং, প্রত্যেক মেয়ে অ্যাটেনশন চায়। ডেভি, আমি স্বীকার করছি, ইউ আর আ গ্রেট পুসি-প্লীজার। কিন্তু তার জন্য তোমার যন্ত্রের সাইজটার বেশি ভূমিকা নেই। ছোট বড় মাঝারি নানা পুরুষকে আমি দুই থাইয়ের মধ্যে পেয়েছি। সেক্স-অ্যাক্ট একটা আলাদা আর্ট। শুধু অর্গ্যান কি করবে? তুমি শুধু যন্ত্র হলে হবে না, যন্ত্রচালক হওয়া চাই। ইউ শ্যুড বি আ গুড ড্রাইভার। কি বলছি, বুঝেছ?

ডেভি উত্তর দেয় না। টিভিতে দেখছে—হ্যাঁ, একে বলা যায় ভেরি কোল্ড ফাকিং, মানে রিকির দিক থেকে। কিন্তু ভয়ানক তৃপ্তি পাচ্ছে মিসেস ক্যাপার তাতে কোনও সন্দেহ

নেই। রিকির যন্ত্র থাকলেই হলো, চালক হওয়ার দরকার নেই। অন্তত মিসেস ক্যাপারের ক্ষেত্রে। মিসেস ক্যাপার নিজেই চালক হয়ে আনন্দ পাচ্ছে। রিকির দোষ কি! তার অন্য কোনও কাজের কোনও প্রয়োজন নেই মিসেস ক্যাপারের। রিকির অনুপ্রবেশকে সে নিজের ইচ্ছেমতো আপন অঙ্গ দিয়ে সঞ্চালন করছে এবং ভালবাসছে। মোনিকার সেন্স অব ফাকিং মে বি ডিফারেন্ট, তাবলে মিসেস ক্যাপার কিছু কম উপভোগ করছে না। রিকির ব্রেন, আদব-কায়দা কিছুর দরকার নেই তার। যেটা দরকার সেটা সে পাচ্ছে এবং ইচ্ছেমতো ব্যবহার করছে।

এই সময় ডেভির প্যান্টের ফোলা জায়গায় মোনিকার আঙুল বেশ চঞ্চল হয়ে ওঠে।

ডেভি শোনে মোনিকা বলছে—ডিয়ার ক্যারেন, আই নিড সাম স্টিমুলেশন। তুমি ডেভির শর্টস টেনে নামিয়ে দাও, আর আমাকেও কিছুটা তৈরি করো—প্রিপেয়ার মি।

টিভির দৃশ্য দেখা যাতে ব্যাহত না হয়, সেই জন্য ক্যারেন হামাগুড়ি দিয়ে ডেভির সামনে আসে। খুব সহজেই প্যান্ট টেনে নিচে নামিয়ে দেয়। ডেভিও সাহায্য করে। সম্পূর্ণ খুলে ফেলার পর, ডেভি ভেবেছিল, তার প্রিক অ্যান্ড বলস দেখে লেসবিয়ান ক্যারেনের মুখে বিতৃষ্ণার ছাপ ফুটে উঠবে। না, তেমন কোনও ভাব দেখা গেল না। ক্যারেন নির্বিকার। ডেভির প্যান্ট খোলার পর সে মোনিকার দিকে মন দিল। মোনিকার দামী স্যুটের নিম্ন অংশ সে খুলে নিয়ে ভাঁজ করল। একপাশে রাখল। তারপর মোনিকার প্যান্টি হোস ও প্যান্টি খুলে তাকে কোমর থেকে নিচ পর্যন্ত সম্পূর্ণ উলঙ্গ করল।

মোনিকা খুশি—হুম্! রিকির ডাল ফাকিং। তবু মিসেস ক্যাপার খুশি। কিন্তু আমার জিনিস আমি পেয়েছি। হোয়াট আই ওয়ান্ট। তাই দৃশ্য দেখার সাথে সাথে আরেকটু আরাম বাড়ানো যেতে পারে।

ডেভির পুরুষাঙ্গের ওপর মুখ রাখে মোনিকা।

সোফার ওপর আরাম করে পজিশন নেয় মোনিকা। ডেভির লিঙ্গমুখে তার মুখ। দু' পা দু'দিকে প্রসারণের ইঙ্গিত ক্যারেন বোঝে। মোনিকার পুসিতে মুখ রাখে ক্যারেন। ইলেকট্রিক ট্রান্সমিশন, ক্যারেন মুখ থেকে মোনিকার পুসি; সেখান থেকে মোনিকার সারা শরীরে তরঙ্গ ছড়ায়। মুখ জ্বলজ্বল করে। সেই জ্বলজ্বলে মুখ ডেভির যন্ত্রে আগুন ছড়ায়। বৃত্ত সম্পূর্ণ, দ্য সারকেল ইজ কমপ্লিট।

ডেভির মন এখন দু'ভাগে বিভক্ত। টিভির পর্দা ও সোফায় অবস্থান। যৌনবিচিত্রার সঙ্গমে তিনজনের অংশগ্রহণের ব্যাপারটার অভিজ্ঞতা আছে ডেভির। কিন্তু সে সব ক্ষেত্রে মেয়েটি দু'জন পুরুষকে সার্ভ করে—উইথ কান্ট অ্যান্ড মাউথ। এই প্রথম এক নারী সেবা পাচ্ছে একটি পুরুষ ও একটি নারীর দ্বারা—যুগপৎ, অ্যাট আ টাইম। পুরুষ ডেভিকে চাইছে নারী মোনিকা। আবার সেই সময়েই নারী মোনিকার প্রয়োজন হচ্ছে লেসবিয়ান ক্যারেনকে। এটা ডেভির অভিনব অভিজ্ঞতা। তার নতুন শিক্ষা।

টিভির পর্দায় মিসেস ক্যাপার এখন নিদারুণ ক্ষুধার্ত। রিকির সম্পূর্ণ অংশ এবার তার অভ্যন্তরে, কিন্তু রিকির সামান্য এগিয়ে আসা ছাড়া আর কোনও উৎসাহ চোখে পড়ে না। মিসেস ক্যাপারের শোয়া অবস্থায় নিচ থেকে নিম্নদেশের ওঠা-নামায় যে সময়টুকুর জন্য রিকির যৌনাঙ্গ দেখা যাচ্ছে, টিভির ক্যামেরায় সেটা স্পষ্ট ফুটে উঠছে। মিসেস ক্যাপারের সমস্ত কামরস সর্বাঙ্গে মেখে, তার ভালবাসার শিশিরকণায় সিক্ত হয়ে রিকির

দণ্ড এখন ঝকঝকে তলোয়ারের মতো—অবিরত খাপে গ্রোথিত ও নিষ্কাশিত। সূক্ষ্ম মাইক্রোফোনে রসের প্লাবনের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

হঠাৎ মিসেস ক্যাপারের চিৎকার—আরও কাছে এসো, আরও ভেতরে।

পাজিশন পরিবর্তন করে মিসেস ক্যাপার। নিচে নেমে আসে। টেবিলের পায়ের খাঁজে পা রেখে রিকি নিজেকে অ্যাডজাস্ট করে। এইবার দেখা যায়, যেন খানিকটা বিরক্তি নিয়ে প্রচণ্ড বেগে অসিচালনা করে রিকি। একটি বিশাল ধাক্কা এবং দ্যাট ওয়ান অ্যাকশন ওয়াজ এনাফ। মিসেস ক্যাপারের মাংস যেন দু' টুকরো হয়ে ছিন্ন হয়ে যায়। তার গলায় আর্তনাদ।

—আঘ্‌ঘ্‌ঘ্‌! আমার ভেতরে যেন ইলেকট্রিক হান্টার ঢুকেছে। আমি মরে যাচ্ছি। তবু তোমায় চাই, আরও জোরে, আরও গভীরে, আমি মরতেই চাইছি এখন।

রিকি যেন এক অটোমেশন, কিংবা রোবোট! সে সাথে সাথে আদেশ পালন করে। অ্যানাদার হিউজ হিট।

—আঘ্‌ঘ্‌ঘ্‌!

আবার আর্তনাদ! কিন্তু মিসেস ক্যাপারও অদ্ভুত মহিলা।

—তুমি দারুণ ভাল রিকি! তবু আমি কেন আসতে পারছি না, আই মিন, ইন ফুল ফোর্স! উইল ইউ ফাক মি ইন দ্য অ্যাস?

রিকি সর্বদা যো হুজুর। মিসেস ক্যাপারের পরিবর্তিত পোজিশনে এবার পশ্চাদদেশে পায়ুকামে যত্নবান রিকি।

—অ্যাজ ইউ প্লীজ। ইউ আর দ্য বস—রিকি বলে।

সামান্য তৈলাক্ত ক্রীমের সাহায্য নেয় রিকি। লিঙ্গমুখে মেখে নেয়। এই গ্রিজ কাজে দেয়। রিকির ক্ষমাহীন আঘাত তার দুই নিতম্বের মধ্যদেশ বিদীর্ণ করে দেয়।

মোনিকা একইরকম বিরক্ত—দেখ, এই মাথামোটা ছেলেটা তবু সামান্য ভদ্রতা দেখাতে জানে না। বিফোর ইউ ফাক ফ্রম বিহাইন্ড, একটা কিছু আদর তো দরকার।

ডেভি বলে, মিসেস ক্যাপারের কোনও দরকার নেই। শী ইজ হ্যাপি।

—নো ব্রেন ইন ফাকিং। দিস আই ডোন্ট লাইক।

—দে নিড নো ব্রেন। সিম্পলি আ বিগ টু অ্যান্ড আ ডিপ হোল। আই বিলিভ, দে আর অলরাইট।

ডেভি ভেবেছিল এই মনুমেন্ট সদৃশ যন্ত্র মিসেস ক্যাপারের পক্ষে পশ্চাদদেশে গ্রহণ অসম্ভব। কিন্তু সেটা সম্ভব হলো। ডেভির কঠোর অনুপ্রবেশের সময় সে একবারও কোনও মিনতি জানাল না। বরং তার পশ্চাদদেশ রিকির যন্ত্রে পূর্ণ অবস্থায় সে নিজের আঙুলের সাহায্যে নিজেকে আদর শুরু করল, যাকে মোনিকা বলে হ্যান্ড জব—হাতের কাজ।

মিসেস ক্যাপার খুশি—হ্যাঁ, আমি এখন মরছি। আমি এইভাবে মৃত্যু চাই। ইউ আর কিলিং মি। মাই বিলাভেড কিলার।

রিকি জিজ্ঞেস করে—উইল আই শুট নাও?

—ইয়েস, শুট মি উইথ ইওর লিকুইড বুলেটস।

রিকির পেটের পেশি এবার শক্ত হয়ে ওঠে। তার দুই অণ্ডকোষ গুটিয়ে ওপরে উঠে আসে। বিড়বিড় করে কিছু একটা শপথবাক্য আউড়ে নেয় ডেভি এবং পরমুহূর্তে বন্যা, বাঁধভাঙা প্লাবন।

মিসেস ক্যাপারের শরীরে বাঁধ ভাঙে। চৌচির হয়ে যায়। বন্যার বেগ সমস্ত অর্গল ছিন্নভিন্ন করে তাকে আনন্দের মৃত্যুর তীরে নিয়ে যায়।

প্রাণ ফিরে পেয়ে মিসেস ক্যাপার বলে, তুমি খুনি, আবার তুমিই প্রাণদাতা রিকি। তবে জেনে রাখ, আমার যদি এখন বয়েস একটু কম থাকতো, তোমার ওই বিশাল দণ্ডকে আমি কেটে শুষে একটা পাতলা ছিবড়ে করে ফেলতাম। ইওর কক উড হ্যাভ বিন যাস্ট আ শ্যাডো।

মোনিকা মন্তব্য করে—ভাল কথা। কিন্তু এখন ট্রাই করলে ওর কার্ডিয়াক অ্যাটাক হবে, আর হাসপাতালে যেতে হবে। ও এত লক্ষবার ফাকিং পেয়েছে যে ওর কান্টে কোনও সেন্সেশন, কোনও ফিলিং নেই। তাই ও পেছন থেকে চায়। তা নইলে ওর ক্লাইমেক্স আসে না। ওয়াচ দিস কেস।

ক্যারেন বলে, আমি ওকে পেলে অন্য কিছু শেখাতাম। মহিলা খুব খারাপ নয়। কিন্তু একটানা পুরুষের খাদ্য হয়ে ওর কান্টে অরুচি এসেছে। শী শুড বি গিভেন ডিফারেন্ট টাইপ অব ফুড।

বলা বাহুল্য, ক্লাইমেক্স দৃশ্য দেখতে গিয়ে মোনিকার সেবা সাময়িকভাবে স্থগিত রেখেছিল ক্যারেন। সে আবার সেদিকে মন দেয়।

রিকি সময় নষ্ট করে না। বীর্যপাতের পর তার কর্তব্য শেষ। সে তাড়াতাড়ি মিসেস ক্যাপারের পশ্চাতে একটা মৃদু চাপড় মেরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে বাথরুমে চলে যায়।

বাথরুমের দরজা খোলা। তাই দেখা যায় নিজের প্রিয় যন্ত্রকে সাবান দিয়ে কত যত্নে ধুচ্ছে রিকি। এই তার মূলধন। তার জীবনের আসল অর্থ, তার সম্পদ। এ যেদিন থাকবে না, মানে কর্মক্ষম থাকবে না, সেদিন রিকিও শেষ। মিসেস ক্যাপারের মতো মেয়ে তাকে ছেঁড়া ন্যাকড়ার মতো বাইরে ফেলে দেবে।

মোনিকা ওকে যত মাথামোটা ভাবুক, রিকি অন্তত এটুকু বোঝার বুদ্ধি রাখে। তাই মেইক হে হোয়াইল দ্য সান শাইনস। যতক্ষণ রোদ আছে ফসল সংগ্রহ করো।

স্নান সেরে সেই ছোট্ট কস্ট্যুম পরে রিকি। ম্যাসেজ রুম থেকে বেরিয়ে যায়।

টিভির সুইচ অফ করে মোনিকা—ওয়েল, শো শেষ। সকালবেলা আর তেমন ইন্টারেস্টিং কোনও প্রোগ্রাম নেই। তাই আমরা—আমি, ডেভি আর ক্যারেন এবার নিজেদের আরামের দিকে একটু মন দিই।

এই দেহযুদ্ধ ও দেহযজ্ঞ।

ঈশ্বরের দেওয়া দেহ—যা একসময় অথর্ব অকোজো হয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, কবরে গিয়ে মাটি হয়ে যাবে, তা নিয়ে এখন স্বর্গসুখের কতরকম ব্যবস্থা! যেন এর বাইরে কোনও জগৎ নেই। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারি, ঝড়, প্রলয়—বাইরে পৃথিবীর মানুষ, বুদ্ধিহীন, দেহ-উদাসীন, অজ্ঞ মানুষ তাই নিয়ে বেকার মাথা ঘামাক। আমাদের এই নিভৃত অন্তঃপুর বেঁচে থাকুক। আমাদের শরীরে রক্ত, স্নায়ু-শিরা-পেশি অটুট থাকুক। আমরা এই আধা-অন্ধকারের স্বর্গে ডুবে থাকি। ওরা বাইরের পৃথিবীর নরকে মরুক।

কিন্তু আমাদের তো একদিন মরতে হবে।

কবরের মাটিতে মাটি হয়ে যাব। ধুলো ছিলে, আবার ধুলোতে ধুলো হয়ে ফিরে যাবে।

সত্যি কথা!

কিন্তু এখন ভাবার দরকার কি। অনেক দেরি আছে।

৬

আবার সেই দৃশ্য।

এই দৃশ্য প্রতিনিয়ত মঞ্চে দেখালেও দর্শকের ক্লান্তি আসে না, বোরিং লাগে না। নিত্য নতুন এই পুরাতন দৃশ্য।

মোনিকা থরথর করে কাঁপছে, কারণ ক্যারেনের জিভ এখন মিষ্টি, অথচ ধারালো।

ডেভি লক্ষ্য করে—মেয়েটি সত্যি নিজের কাজ ভাল জানে। তাছাড়া এহেন কাজ ক্যারেন নিজেও উপভোগ করছে। তবে ডেভিও জানে মোনিকার পুসির আস্বাদ অতি অপূর্ব।

মোনিকা ডেভির যন্ত্র নিয়ে সক্রিয়। এক হাতে শক্ত মুঠোয় দণ্ড ধারণ, আরেক হাতে দুই অণ্ডকোষে মর্দন। আঙুলের মাথা মাঝে মাঝে ডেভির পশ্চাতের গহ্বরে প্রবেশ করছে। অ্যান্ড সাকিং কন্টিনিউজ। ক্লাইমেক্স খুব দূরে নয়।

হঠাৎ মোনিকা সবাইকে ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। এমন কি ক্যারেনকেও হাতের ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দেয়।

—লেট আস্ অল গেট নেকেড।

বোঝা যায় নতুন কোনও পরিকল্পনা মাথায় এসেছে।

ডেস্কের কাছে গিয়ে সেক্রেটারিকে ফোন করে জানিয়ে দেয়, এখানে যেন কোনও টেলিফোন কল না দেয়। কড়া আদেশ, মোনিকাকে কেউ যেন ডিসটার্ব না করে—যত জরুরি ব্যাপারই হোক।

ফোন রেখে পোশাক খুলতে শুরু করে মোনিকা। তার নিম্নাঙ্গ আগেই উলঙ্গ ছিল, যখন ক্যারেন তার প্যান্টি খুলে নেয়। এবার গায়ের জামা খুলতে থাকে মোনিকা। ক্যারেন ও ডেভি লক্ষ্য করে। তাদের লুব্ধ দৃষ্টি, সেটা মোনিকারও চোখ এড়ায় না।

ডেভির নিম্নাঙ্গ নগ্ন ছিল আগে থেকেই।

ক্যারেন তার ইউনিফর্ম ছাড়ে। হটপ্যান্ট অ্যান্ড লাল-নীল স্ট্রাইপ-টপ। আঠারো বছরের কিশোরী ক্যারেনের পাহাড় প্রমাণ বুক।

মোনিকা বলে, আয় ক্যারেন, আমরা ডেভিকে একটা ভাল শো দেখাই।

তারপর ডেভিকে উদ্দেশ্য করে বলে, নাউ, ইউ সি ডেভি, হাউ আই ফাক দিস গার্ল।

ডেভির ধারণা হয়েছিল মোনিকা বোধহয় ক্যারেনের ওপর ডিল্ডো প্রয়োগ করবে। ডিল্ডো এক ধরনের কৃত্রিম লিঙ্গ, শক্ত রবারের তৈরি, যা একটি কোমরে বেল্টের সাথে বেঁধে নিয়ে অপর কোনও মেয়ের সাথে যৌনসঙ্গমের খেলা খেলে। অর্থাৎ ডিল্ডো ধারণ করে তাকে পুরুষ সাজতে হয়। কিন্তু একটু পরেই বুঝল, তার ধারণা ভুল। ডিল্ডো-ফিল্ডো কিছু নয়। ক্যারেন সোফায় দুই পা প্রসারিত করে শায়িত। তার দৃষ্টি মোনিকার দিকে। এখন পর্যন্ত ডেভিকে বিশেষ পাত্তা দেয়নি ক্যারেন, শুধুমাত্র তার প্যান্ট খুলেছিল, তাও মোনিকার নির্দেশে।

বরং বলা যায়, ডেভিই ক্যারেনের প্রতি অনেক আকৃষ্ট। এখন নগ্ন ক্যারেন তাকে প্রায় পাগল করে দিচ্ছে। লাভলি পুসি, বিশাল দুই বুক, সুন্দর মুখশ্রী। কিন্তু পুরুষে ইন্টারেস্ট নেই ক্যারেনের—যদি কিছু পুরুষের সেবা করতে হয় সেটা মোনিকার আদেশে যন্ত্রচালিতভাবে করে।

ডেভি মুগ্ধ। যৌনাঙ্গের ওপর কুঞ্চিত কালো লোম, যোনিওষ্ঠ গোলাপী, উজ্জ্বল, উন্মুক্ত করামাত্র কোনও নরম ফুলের পাপড়ির কথা মনে পড়ে।

মোনিকা ওর কাছে এগিয়ে আসে। প্রশংসা করে—দেখছ তো, ক্যারেন কত লাভলি। কি সুন্দর সাড়া দেয়। আমি হাঁ করার আগেই কি চাইছি বুঝতে পারে।

হাঁটু মোড়ে ক্যারেন। মোনিকা ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। দুই বুক দিয়ে ক্যারেনের পুসি ঘর্ষণ করে মোনিকা। ক্রমান্বয়ে স্তনের শক্ত বোঁটা ক্যারেনের যোনিমুখে লাগাতে থাকে মোনিকা। তালে তালে দুই শক্ত স্তনের বোঁটার ঘষায় ক্যারেনের পুসি রক্তবর্ণ। তার ছোট গহ্বরে মোনিকার নিপল প্রবেশ করে। যখন বের হয়, কামরসের কোটিংয়ে চকচক করে স্তনবৃন্ত।

এবার ডেভির প্রতি মোনিকার আদেশ—লিক হার পুসি। সি, হাউ ডেলিসিয়াস!

ডেভি ভাবে এটাও মোনিকার এক মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা। ডেভি জেলাস কিনা! ক্যারেনের বুকে চুমু দেয় ডেভি, তারপর সেই চুম্বন পুসিতে। মোনিকার কান্ট নিঃসন্দেহে ম্যাচিওর, কিন্তু ক্যারেনের পুসি লাভলি।

ক্যারেনের তাতে বিশেষ কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। কিন্তু কামরস উপচে পড়ছে। ডেভিকে সরিয়ে দিয়ে নিজের দুই স্তন সেখানে ঘষতে থাকে মোনিকা। সমস্ত রস দুই বুকে মেখে যেন হোলি খেলে। রঙিন নয়, শ্বেতবর্ণের রসে আপ্লুত মোনিকার দুই বুক ঝকঝক করে।

ডেভি দুই নারীর এহেন ক্রিয়াকাণ্ড দেখেনি, যদিও লেসবিয়ানদের সম্পর্কে তার জ্ঞান আছে। ক্যারেন হলেও, মোনিকা কিন্তু লেসবিয়ান মোটেই নয়। কিন্তু ডেভিই হোক, আর ক্যারেনই হোক, মোনিকা পুরুষ সাজতে ভালবাসে। শী মাস্ট ডমিনেট। মোনিকাও নিজের বুকে পুরুষের ঠোঁটের স্পর্শ চায়, আবার পুরুষের বুকেও নিজের ঠোঁট ছোঁয়ায়। সেক্সের বিদ্যাধারী মোনিকা, কারণ লেসবিয়ান ক্যারেনকে নন-লেসবিয়ান মোনিকা তৃপ্ত করতে পারে।

তাই দেখা যাচ্ছে। কামরসে মাখা নিজের দুই স্তন এবার ক্যারেনের ঠোঁটে চেপে ধরে মোনিকা। ক্যারেন জিভ দিয়ে সমস্ত রস লেহন করে। এইবার নিজের পুসি ক্যারেনের যোনিমুখে চেপে ধরে মোনিকা। ডেভি একটু পাশে সরে গিয়ে দেখে—দুই পুসি পরস্পরকে প্রচণ্ড ঘর্ষণে উত্তাল করে তুলছে।

—নিজের জিনিস আমার বুক থেকে চেটেপুটে খেয়ে নিল মেয়েটা, আমিও ওকে খাওয়ালাম। কিন্তু ডেভি, এমন দুই সুন্দর পুসি এবার যুদ্ধ করছে—এর আগে কখনও দেখেছ? উই ডোন্ট নিড এনি প্রিক অব ম্যান, নাউ! উই আওয়ারসেলভস আর এনাফ।

ডেভি স্বীকার করে—এ এক অকল্পনীয় দৃশ্য।

মোনিকার তলপেটের নিচের শক্ত হাড় এবার আঘাত করে ক্যারেনের ক্লিটরিসে। মোনিকার যোনিপার্শ্বের ঘন লোম ঢেকে ফেলে ক্যারেনের যৌনাঙ্গের মুখ।

ডেভির পক্ষে এই অবস্থায় নীরব দর্শক থাকা মুস্কিল।

মোনিকার পশ্চাদদেশে হাতের দীর্ঘ আঙুল স্থাপন করে সে।

—হুম্, হি ইজ আ ডেভিল। ক্যারেন, তুই দেখ, আই অ্যাম্ ফাকিং ইউ উইথ মাই কান্ট, অ্যান্ড ডেভি দ্য ডেভিল ইজ ফাকিং মাই অ্যাস উইথ হিজ ফিঙ্গার।

ডেভি বোঝেনি মোনিকা তার চোরের মতো আচরণ ক্যারেনকে বলে দেবে। সে এখন এক লেসবিয়ানের আলিঙ্গনে, আবার পুরুষের স্পর্শ থেকেও বঞ্চিত নয়। একই সময়ে।

মোনিকা বলে, নাউ, ইউ কাম ক্যারেন।

—আই অ্যাম ট্রায়িং।

—আই ওয়ান্ট ইউ টু কাম নাও।

এ কি ধরনের আবদার—ডেভি ভাবে। মেয়েটার অরগ্যাজমও কি মোনিকার আদেশে আসবে না কি! বিরক্ত হয় ডেভি—এ এক ধরনের অত্যাচার, ন্যাচারাল ফ্লো ব্যাহত হয়।

মোনিকার তলদেশের গতি বাড়ে। ক্যারেন বলতে থাকে—গো অন, ডোন্ট স্টপ। কিন্তু ঠিক এই সময়েই ক্যারেনকে ছেড়ে দেয় মোনিকা—ক্লাইমেক্সের অর্ধপথে। এ কি নিষ্ঠুর খেলা!

কিন্তু প্রতিবাদ করে না ক্যারেন। ঠোঁট কামড়ে চোখের জল সামলায়।

মোনিকা বলে, সরি, ক্যারেন, তুই আমাকে আগে শেষ করতে চাইছিলি। তা হবে না। তাই এখন ইচ্ছে করলে ইউ ক্যান ফিঙ্গার ফাক ইওরসেলফ। আই অ্যাম নাউ জয়েনিং ডেভি।

চরম স্বার্থপরতা। ডেভি পর্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়। চিরবাধ্য শান্ত মনের ক্যারেন এইসব যন্ত্রণা ক্রীতদাসীর মতো সহ্য করে।

ডেভির বুকের ওপর পেছন ফিরে বসে। ডেভি ও ক্যারেনের প্রতি তার নানাবিধ হুকুম চলতে থাকে। ডু দিস, অ্যান্ড ডু দ্যাট ইত্যাদি। শুধু নিজের আনন্দে এমন স্বার্থপর হয়ে মেতে ওঠা দেখা যায় না। এই মোনিকাই আবার টিভি দৃশ্য দেখার সময় রিকির নিস্পৃহতার নিন্দে করছিল।

কিন্তু ক্যারেনের প্রতি এ হেন অত্যাচার আর একতরফা নির্যাতন—যা মোনিকা দিয়ে চলেছে—সহ্য করতে পারে না ডেভি। কিন্তু প্রতিবাদের ফল হয় তো আরও খারাপ হবে। এখানে তাদের রুটি-কাপড় বাঁধা। অন্ন সংস্থানের জায়গা। মোনিকা অন্নদাত্রী। দেয়ার ব্রেড-গিভার। তাই চুপ করে থাকাই শ্রেয়।

ক্যারেন হুকুম পালন করছে। চোখে জল, মাঝে মাঝে ঠোঁট কামড়ে ধরছে। ডেভির লিঙ্গমুখের চামড়া কলার খোসার মতো ছাড়িয়ে নিচ্ছে মোনিকা। শক্ত হাতে, কিছুটা যন্ত্রণা দিয়ে। কিন্তু উঃ করবে না ডেভি, মোনিকার ইগোকে এইভাবে সন্তুষ্ট করার ক্রীতদাস হতে পারবে না সে। হ্যাঁ, চাকরিটা দরকার, পেটের খাদ্য দরকার, কিন্তু তার জন্য নিজেকে অন্যের যোনির খাদ্য আর কতখানি বানাতে পারে সে! এর কি সীমা নেই?

মোনিকার নির্দেশে ডেভির লিঙ্গকে মোনিকার পুসিতে প্রবেশ করায় ক্যারেন। সে একা, উপভোগ বঞ্চিত। সে এখন শুধু সেবিকা। একটি নারী ও একটি পুরুষের। যে

মোনিকা তার আরগ্যাজম অসমাপ্ত অবস্থায় তাকে ছেড়ে দিল, সে মালকিনের চরমানন্দের জন্য ক্যারেনের হাত এখন ক্রিয়াশীল। কি ট্র্যাজেডি!

নিজের আনন্দের অভিযানে একের পর এক নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছে মোনিকা। ক্যারেন পালন করছে। যেন অপারেশন থিয়েটার। ডেভির দেহের যন্ত্রপাতি দিয়ে মোনিকার সার্জারি করছে ক্যারেন। আর আশ্চর্য, এখানে রোগিণী নিজেই নির্দেশিকা।

ডেভির চরমানন্দের মুহূর্তে সরে যায় মোনিকা। যন্ত্রণায় ঝমঝম করে ডেভির দেহ।

মোনিকা আদেশ দেয়—নাউ, সাক হিম ক্যারেন। ইউ ফাক হিম উইথ ইওর মাউথ।

ক্যারেনের মুখে যন্ত্রণাও নেই, আনন্দও নেই। সে শুধু আজ্ঞা পালন করছে মাত্র। প্রভুর আজ্ঞা। প্রভু তারই মতো এক নারী। ডেভি বুঝতে পারে না, ক্যারেন আদৌ কিছু উপভোগ করছে কি না।

মোনিকা দ্বিধা না করে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেয়।

—পুরুষের কক-সাকিং ক্যারেন মোটেই পছন্দ করে না। কিন্তু এখন ও তাই করছে, আমি বলেছি বলে। আমার সবরকম খুশির জন্য ও প্রাণ দিতে পারে। আগেও আমার ইচ্ছেতে ও এমন কিছু কাজ করেছে। পুরুষ ক্লায়েন্টরা রিপোর্ট দিয়েছে—ও এই কাজ ভালই করতে পারে। তাই তোমাকেও একটু করুক, যদি ওর একটুও ভাল লাগছে না।

এইসব শুনে ডেভির এক্সাইটমেন্ট কমে আসে। আজ পর্যন্ত এমন হয়নি যে ওর লিঙ্গ চোষণে আনন্দ পায়নি কোনও মেয়ে। ডেভির হীনমন্যতা জাগে।

মোনিকা খুশিতে ডগমগ—আঃ, আমরা তিনজনে কতরকম আনন্দ করতে পারি একসাথে—তার কোনও পরিমাপ নেই। তাই না?

আবার মাঝপথে মোনিকা টেনে নেয় ডেভিকে।

এই টানাটানি এখন আনন্দের বদলে এক নির্যাতন। মোনিকার সুন্দর শরীরটাকে আর ভাল লাগে না ডেভির। মধ্যযুগে নানা ধরনের শাস্তির প্রথা ছিল। মোনিকা কি আগের জন্মে মধ্যযুগের কেউ ছিল? সমস্ত মধু এখন তেতো। সমস্ত অমৃত এখন বিষ।

মোনিকার আবার আদেশ—ক্যারেন, তুই এবার কায়দা করে ডেভির দুই অণ্ডকোষ গলিয়ে দে। মেল্ট হিজ বলস অ্যান্ড মেক হিম কাম।

এবং আশ্চর্য তৎপরতার সাথে ডেভির একটি অণ্ডকোষ নিজের ছোট্ট মুখের মধ্যে পুরে নেয় ক্যারেন। জিভ আর ঠোঁটের চাপে, মুখের তাপে সত্যি সত্যি গলিয়ে দিতে চায়। তারপর দ্বিতীয়টাও গ্রহণ করে। মুখ ভরে যায় ক্যারেনের। ইচ্ছে করলে দাঁত দিয়ে দুই অণ্ডকোষ টুকরো করে ডেভিকে খোজা বানিয়ে দিতে পারে ক্যারেন। চিন্তামাত্র ডেভি আঁতকে ওঠে—ওঃ হেল!

মোনিকা বলে, ভয় নেই, শী উইল নট কাস্ট্রেট ইউ!

অবশেষে ক্লাইমেক্স আসে, ঠিক তার পূর্বমুহূর্তে ক্যারেনের মুখ থেকে ডেভির অণ্ডকোষ মুক্তি পায়। কিন্তু শক্তিহীন ডেভি। যেন তার শক্তি বীর্যের উৎস ও সঞ্চয়স্থল সত্যিই গলে গেছে।

মোনিকার গহ্বরে নিজেকে বিসর্জন দিয়ে এখন মুক্তি পায় ডেভি।

ইস্, মোনিকার বদলে যদি ক্যারেন হতো!

তৃপ্ত হতো ডেভি, সন্দেহ নেই। কেন জানি আশা হয়—লেসবিয়ান ক্যারেনও তৃপ্ত হতো।

কিন্তু সেই সাময়িক সুখের ফল হতো অসীম যন্ত্রণা।

ওদের দু'জনেরই চাকরি যেত।

মোনিকা নিজের নিম্নাঙ্গকে বর্ণনা করে—অ্যান ইনফার্নো অব প্লেজার—আনন্দের নারকীয় আগুন। এই আগুন যেন চিরকাল দাউদাউ করে জ্বলবে, কখনও নিভবে না। কিন্তু সেই কামনার তৃপ্তির সাথে এক হিংস্র তৃপ্তি মিশে থাকে। এমন দাসদাসী দ্বারা পরিবৃত মোনিকার যাদের সেবা পেতে তার মুহূর্তমাত্র দেরি হয় না।

ডেভি যে এতক্ষণ ক্যারেনের প্রতি মোনিকার নিষ্ঠুরতার কথা চিন্তা করছিল, সে এখন আশ্চর্য হয় মোনিকা যখন ব্রা, টি-শার্ট পরে আবার ড্রেস করছে, তখনও ক্যারেন নিচু হয়ে তার নিম্নাঙ্গের সেবা করছে মুখ দিয়ে। ডেভির উদগারিত যাবতীয় কামরস যা মোনিকার উরু বেয়ে গড়িয়ে পড়েছে, তাও জন্তুর মতো লেহন করে পরিষ্কার করছে ক্যারেন। কোন এক মন্ত্রবলে মোনিকা সম্মোহিত করেছে ক্যারেনকে—যে ক্যারেন নাকি মোনিকা ইশারায় প্রাণ দিতে রাজি।

ডেভির ড্রেস করা হয়ে গেছে। মোনিকা তাকে যেতে বলে। অর্থাৎ ক্যারেনের সাথে এখনও কিছুক্ষণ নিভৃতে থাকতে চায় মোনিকা। এখন কাজের কথা হবে। ব্যবসার কথা।

বেরিয়ে যায় ডেভি। কিন্তু অফিস ঘরের একটা চেয়ারে এসে বসতেই ইন্টারকমে কল পায় ডেভি।

—হ্যালো।

ওপারে মোনিকার গলা।

—শোন, আজকে তোমার কোনও কাজ নেই। কাল সকালে ঠিক সাড়ে ন'টার সময় রিপোর্ট করবে। দেরি করো না।

—অল রাইট।

—আর নিশ্চয় তোমাকে বোঝাতে হবে না—কি তোমার কাজ। এখন ভরপেট খাও, বিশ্রাম নাও। হ্যাভ আ সাউন্ড স্লিপ।

৭

শুয়ে শুয়ে নানা স্বপ্ন দেখে ডেভি।

যৌবনের প্রথম পর্বে এ কোথায় এসে পড়ল সে। বইয়ের সাথে সম্পর্ক নেই, একটা গোলাপ ফুলকে ফুটন্ত দেখার জন্য বাগানে বা পথের ধারে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে দেখার সময় পায়নি সে কোনওদিন। পনের বছর বয়েসে পাশের বাড়ির যে মেয়েটিকে একলা পেয়ে সে প্রথম চুমু খেয়েছিল, আর মিষ্টি হেসে ছুটে পালিয়েছিল মেয়েটা, তাকে আর দ্বিতীয়বার দেখার সুযোগ হলো না। কোথায় হারিয়ে গেল সে। নাকি, সে নিজেই হারিয়ে গেল। পয়সার জন্য, পেট চালাবার জন্য এরপর থেকে বহু নারীকে চুমু খেতে হয়েছে, কিন্তু তারা কেউ মিষ্টি হেসে দৌড়ে পালায়নি। কঠিন হেসে তাকে জড়িয়ে ধরে বলেছে—আই ওয়ান্ট মোর। আরও দাও।

তাই তাদের চুমু দিয়ে ক্লান্ত ডেভি এখন যন্ত্র।

একবার চুমু পেয়ে পালিয়ে যাওয়া মেয়েটা তো আর চাইতে আসেনি। তাই তাকে আজও স্বপ্নে খুঁজে মরে ডেভি।

আচ্ছা, ডেভির কি কাউকে ভালবাসার ইচ্ছে হয় এখন? অধিকার আছে কি? মোনিকার অফিসের বন্দীশালায় মায়না পাওয়া ক্রীতদাস ডেভির অধিকারের প্রশ্ন ওঠে না। ক্রীতদাস নিজের মালিক নয়, সে প্রভুর দাস। তাই ভালবাসতে হলেও প্রভুর অনুমতি লাগবে। এবং বলা বহুল্য সে অনুমতি মিলবে না।

তাই চুমু পেয়ে পালিয়ে যাওয়া মেয়েটাকে যদি বা কোনওদিন খুঁজে পায় ডেভি, তবু তাকে ভালবাসা যাবে না।

বিয়ে?

হায় ভগবান! ডেভি কোনওদিন কারুর স্বামী, কোনও সন্তানের পিতা এ জন্মে হতে পারবে না।

ডেভির মাকে অবশ্য মনে পড়ে। এখন সেই মায়ের বয়েসী মহিলাদেরই তাকে যৌনসুখ দিতে হয়।

মোনিকার এই স্বর্গরাজ্যের সুখের নাম দেহ আর দেহের বিশেষ কয়েকটি ইন্দ্রিয়, তাদের বিশেষ প্রয়োগ। তার সাথে খাদ্য-পানীয়ের সুখ আর বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সহায়তা।

এই ভোগসুখের রাজ্যে মন বা হৃদয় বলে কিছু নেই।

ডেভি এখন এই রাজ্যের এক অন্যতম সেনাপতি।

সে এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা। খারাপ ভাষায় জেলের আসামী। তবে জেল-খাটা আসামীর অবশ্য এত খাওয়া-পরার সুখ থাকে না। তাই সেই তুলনাটা ঠিক নয়।

চার সপ্তাহের জন্য টাউনের বাইরে গিয়েছিল মোনিকা। তার নিজের থাকার ঘরের চাবি দিয়ে গিয়েছিল ডেভিকে। কিন্তু ডেভি এখনও নিশ্চিত নয় তার আরাম কতদিন স্থায়ী হবে।

লাঞ্চের পর দুপুরে ঘুম দিয়ে শরীরটা চাঙ্গা করার অল্প পরেই ডারলিন মারফৎ খবর এলো—এখুনি যাও, মোনিকা অফিসে, সে ডাকছে।

ওঃ, তাহলে আজই একটু আগে ফিরেছে মোনিকা।

আদেশ আছে—ইউনিফর্ম পরে যেতে হবে। লকার রুমে গিয়ে ইউনিফর্ম পরে ডেভি। সেই রিকির যেমন ছিল—খুব সংক্ষিপ্ত টাইট সুইমিং কস্ট্যুম। আবার ইন্টারকমে অর্ডার আসে—প্লীজ রিপোর্ট টু ফ্রন্ট ডেস্ক।

ডারলিনের পেশাগত হাসি। সে পরিচয় করিয়ে দেয় এক মহিলার সাথে, নাম মিসেস ডোনার। সুশ্রী, বয়েস পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি বলে মনে হয় ডেভির।

—হ্যালো, ডেভি সামান্য হাসে।

একটু অস্বস্তি। কারণ কিভাবে এখানে ব্যাপার-স্যাপার শুরু হয় সেটা মোনিকা শোনায়নি। আসলে ঠিক সময় ধরে কোচিং হয়নি। বিগিনিংয়ের আগেই মিডল্ এসে গিয়েছিল—এবং সেই মিডল্ এন্ডে চলে গিয়েছিল। তাই প্রাইমারি ক্লাসের শিক্ষাটা হয়নি। হাউ টু বিগিন?

ডারলিন বোধহয় সেটা টের পায়। অর্থাৎ ডেভির অস্বস্তিটা। সে ডেভিকে বলে, আমি একটি মেয়েকে দিচ্ছি, সে মিসেস ডোনারকে ড্রেসিংরুমে নিয়ে যাবে। তার মধ্যে

তুমি মিস স্টারের সাথে টেলিফোনে কথা বলে নাও। যাস্ট ডায়াল থ্রি-এইট-সেভেন! কিছু একটা হয়েছে, তোমাকে দরকার।

ডারলিন মেয়ে খোঁজে যাকে দিয়ে মিসেস ডোনারকে ড্রেসিংরুমে পাঠাবে।

ডেভি ডায়াল করে—৩৮৭—

মোনিকার গলা। এইবার ডেভির মোনিকার পদবীটা স্মরণে আসে, মিস মোনিকা স্টার।

মোনিকার গলায় সামান্য বিনীত সুর যা সহজে শোনা যায় না।

—শোন, ডেভি! এই মিসেস ডোনারকে ওই মিসেস ক্যাপার পাঠিয়েছে। মনে পড়ছে—দ্যাট বিচ্ উইথ রাবার কান্ট! যে রিকির বারো ইঞ্চি গ্রহণ করতে পারে। কালকেই তো দেখেছ। সুতরাং এই মহিলা শুধু স্বাস্থ্যচর্চার জন্য আসেনি। আই মিন, নট যাস্ট ফর আ রোয়িং মেশিন, অর টু ইউজ আ বাইসাইকেল। সে আসলে কি চায় বুঝতে পারছ।

—আমি কি করব! ডেভি কেমন বোকার মতো প্রশ্ন করে।

—আঃ, মোনিকা বিরক্ত—ইউ আর নট ব্রেনলেস লাইক রিকি। অবশ্য এটা ঠিক তুমি আসা মাত্র কাজে নেমে পড়তে হচ্ছে, এক মুহূর্ত দম ফেলতে পারনি। সরি, কিন্তু এই মুহূর্তে আর ভাল কেউ সেবক নেই, তাই এটাই তোমার প্রথম অফিসিয়াল অ্যাসাইনমেন্ট।

ডেভি বলে, কিন্তু একটু বলে দাও, কিভাবে প্রসিড করব আমি। তুমি তো সে সব কিছু বলোনি।

—আই সি, মোনিক হাসে, তোমাকে প্রথমেই প্র্যাকটিকাল টেস্টে নিয়ে গিয়েছিলাম, তাই বুক-লেসন দেওয়া হয়নি। শোন, এক্সারসাইজ রুম থেকে ওকে সনা বাথের দিকে নিয়ে যাও। সুইমিং পুলেও যেতে পার। ওকে রাব-ডাউন আর ম্যাসেজ অফার করো। দ্যাট মাইট হেল্প। দেখ সে একজাকট্‌লি কতটা কি চাইছে এবং সেইভাবে এগোবে। বুঝেছো?

—ইয়েস!

—ভগবানের দোহাই, কোনও জোর খাটিও না।

—মানে?

—মানে, নিজে থেকে সেধে কিছু করতে যেও না। ও যদি নিজে থেকে কিছু বলে, তবেই—

—বুঝেছি।

—যাও, মিসেস ডোনার তোমার জন্য এক্সারসাইজ রুমে অপেক্ষা করছে।

ডেভি যায়। কিন্তু ঘর ফাঁকা। বরং ডেভিকেই অপেক্ষা করতে হয়। একটু পরেই মিসেস ডোনার আসে। ডেভি দেখে, বেশ সুন্দর মহিলা। ব্যায়ামের জন্য সে বেছে নিয়েছে অতি সংক্ষিপ্ত—আলট্রা-ব্রিফ বিকিনি—যার সাথে পূর্ণ নগ্নতার সামান্যই তফাৎ। বিকিনির টপ তার স্তনবৃত্তটুকু ঢেকেছে, তা এত পাতলা যে বুকের পরিষ্কার ছবি প্রকাশ্য। সত্যি সুন্দর ফিগার মহিলার এই বয়েসে। কোমরে, পেটে মেদ জমেনি। তার মানে দেহচর্চা নিশ্চয় করে। তিন কোণ সংক্ষিপ্ত বটম দিয়ে শুধু লাভ-মাউন্ড ঢাকা। তিনপাশ

দিয়ে লোমরাশির সীমারেখা দেখা যাচ্ছে। ডেভির চোখের সপ্রশংস দৃষ্টিতে মিসেস ডোনারের গালে সামান্য লাল আভা জাগে। সুইট এক্সপ্রেশন। ডেভি বুঝিয়ে দেয় সে মুগ্ধ। মোনিকার দেওয়া দীক্ষার সবকছু তার মনে নেই। এখন যে মূর্তি তার সামনে—মিসেস ডোনার—তাকে তের থেকে সত্তর বছর বয়েসের যে কোনও পুরুষ ভালবাসতে বাধ্য।

ডেভি বলে, আপনার চেহারা এমনিতেই সুন্দর। এক্সারসাইজ করলে সেটা অবশ্যই ধরে রাখা যাবে। কিন্তু আমি চেষ্টা করব আপনার শরীরকে আরও বেশি সুন্দর করতে।

মিসেস ডোনার হাসে—থ্যাংক ইউ! অনেকদিন বাদে এমন সুন্দর মিষ্টি কথা কারুর মুখে শুনলাম।

—আমি আপনাকে সবকিছু ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি—যা আপনার পছন্দ খোলাখুলি বলবেন। আপনি খুশি হলে আমি খুশি।

মিসেস ডোনার হাসে—তোমার কথাতেই আমি খুশি, কাজে নিশ্চই আরও খুশি হব।

—কথাও তো একটা কাজ।

—বাঃ, ওয়েল সেইড।

সেই মুহূর্তে ডেভির মনে পড়ে মোনিকার সতর্কবাণী। ক্লায়েন্টের সামনে অতিরিক্ত আগ্রহ যেন প্রকাশ না হয়।

কিন্তু ডেভি এটাও লক্ষ্য করেছে—মিসেস ডোনার এরমধ্যে খুব ভালভাবে ডেভির সুইমিং কস্ট্যুমের সামনের অংশের স্ফীতি পরিমাপ করেছে। ডেভি স্টিক হতে শুরু করে। সেই তারতম্যটুকু আরেকবার ভাল করে দেখে মিসেস ডোনার। তার মুখে মিষ্টি হাসি আরও মিষ্টি হয়ে ওঠে।

মোনিকার সেলুনের পুরুষদের ইউনিফর্মের বিশেষত্ব এই যে, টাইট হলেও এই পোশাকের এমন ইলাস্টিসিটি যে ইরেকশন বা উত্থানকে ব্যাহত করে না। কস্ট্যুমের মধ্যে থেকে পুরুষাঙ্গ তার বিস্তারের জায়গা করে নেয় এবং সেটা খালি চোখে স্পষ্ট বোঝা যায়। তাই ডেভির ধরা-পড়া কোনও আশ্চর্যের বিষয় নয়।

মিসেস ডোনার বলে, আমাকে এখানকার সব খবর মিসেস ক্যাপার দিয়েছে। সে আমার বন্ধু। শুনেছি এখানকার ম্যাসেজ সিস্টেমটা দারুণ। সে বলেছে—আর যাই করো বা না করো, ম্যাসেজ ইজ আ মাস্ট।

ডেভি বলে, ম্যাসেজ রুমগুলো ওই দিকে। আপনি যদি আমায় ফলো করেন, আমরা খুঁজে নেব কোনটা খালি আছে।

সেই মুহূর্তে মিসেস ডোনারের মাথার পেছনে ডারলিনকে দেখা গেল। সে তিনটে আঙুল তুলে ইশারা করেছে—অর্থাৎ মিসেস ডোনারকে নিয়ে ডেভি যেন তিন নম্বর ম্যাসেজ রুমে যায়।

তিন নম্বর ম্যাসেজ রুমে আসে ওরা। পেছনে স্প্রিংয়ের দরজা আপনা থেকে বন্ধ হয়ে যায়।

—বাঃ, সুন্দর ঘর—মিসেস ডোনার খুশি। ডেভিকে বলে, আমরা কি এখনই ম্যাসেজের জন্য তৈরি হব?

—আপনি যেমন চাইবেন। আমরা আপনার সেবায় নিযুক্ত। ইউ আর দ্য বস।

—তোমার কথা যত শুনছি ততই ভাল লাগছে। আচ্ছা, এখন যদি আমি পোশাক খুলি তোমার কি মনে হবে যে, প্রথম দেখা একজন পুরুষের সামনে আমার কাজটা অশোভন?

ডেভি বলে, মোটেই না, ব্যাপারটা ওভাবে নেবেন না। প্রথম দেখা হলেও আমরা কয়েক মিনিটের মধ্যেই বন্ধু হয়ে গেছি। বন্ধুর সামনে লজ্জা কিসের—বিশেষ করে যে বন্ধু আপনার খুশির জন্য সবকিছু করতে প্রস্তুত!

এখন মিসেস ডোনারের উদ্দেশ্য নিয়ে আর কোনও সন্দেহ নেই। মোনিকা ঠিকই ধরেছিল। এক্সারসাইজ-টাইজ বাজে কথা। ছুতো। শী ওয়ান্টস শুড ফাকিং—বিশেষ করে মিসেস ক্যাপারের রেকমেন্ডেশনে তার যখন এই সিলভিয়ান মিউজে আগমন। এখানে সে দেবীর মতো পুজো নিতে আসেনি, নিতান্ত আমোদপ্রিয় মানুষের মতো পয়সা দিয়ে আনন্দ কিনতে এসেছে।

তবু সুশ্রী, সুন্দর শরীর। তাই ভাল লাগে ডেভির। কাজের বৌনি হিসেবে তার প্রথম খদ্দের সে মনের মতোই পেয়েছে। যদিও সে জানে—বারবার ভাগ্যে এমন জুটবে না। তবু মোনিকা তো বলেছে, সে ক্লায়েন্টদেরও বাছাই করে। মিসেস ডোনারের মতো কিছু ক্লায়েন্ট থাকলে ডেভির কোনও দুঃখ নেই। কাজটাকে বোঝা মনে হবে না।

চেহারা সুশ্রী, মিষ্টি ব্যবহার। তাই সন্দেহ হয়—মহিলা পুলিশের লোক নয় তো। ভাইস স্কোয়াড থেকে বার দুয়েক রেইড হবার পর মোনিকা পুলিশকে মাসিক মোটা টাকা বরাদ্দ করেছে। তাই সেই ভয় এখন নেই বলা চলে।

আয়নার সামনে ওরা। ডেভি জানে এই আয়নার প্রতিফলনকে কোনার টিভি ক্যামেরার চোখ ধরে রেখেছে। মোনিকা ব্যাপারটা নিয়ে ভিডিও তুলবে। কেস-কাবাডি হলে কাজে লাগবে—অ্যাজ এভিডেন্স।

বিকিনি টপের পেছন দিকের হুক আটকে গেছে। ডেভির দিকে পেছন ফিরে দাঁড়ায় মিসেস ডোনার।

—প্লীজ হেল্প! দিস সিলি থিংগ!

ডেভি লক্ষ্য করে হেল্পের কোনও দরকার ছিল না। হুক নয়, কাপড়ের একটা নট্, যেটা এক আঙুলে টেনে খোলা যায়।

অর্থাৎ খেলা শুরু করেছে মিসেস ডোনার। তাই ডেভিকেও খেলতে হয়। ওই সামান্য গিঁট খুলতে তাকে যেন কত কসরৎ করতে হচ্ছে। সময় নেয় ডেভি। তারপর কর্ম সম্পাদন হয়। গিঁট খোলে, আর মিসেস ডোনার একটানে বিকিনি টপ গা থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। ডেভির নখ স্পর্শ করে তার মসৃণ পিঠ। মৃদু কম্পন সেই স্পর্শস্থলে।

মিসেস ডোনার বলে, মেয়েদের পোশাক খুলতে তুমি খুব অভ্যস্ত?

—খুব নয়। সামান্য। তবে আপনার কথা আলাদা। আই লাভ টু ডু সো।

—কিন্তু আমার এই বয়স্ক চেহারা দেখাতে লজ্জা করে। বিশেষ করে তোমার মতো অল্পবয়সী ছেলের সামনে। তোমার টগবগে যৌবন—আর আমার যৌবন শেষ। আমার চেয়ে কত বেশি সুন্দর মেয়ের শরীর তুমি দেখেছ, পাচ্ছ, উপভোগ করছ। তাই আমার খারাপ লাগছে। ইউ মে নট লাইক মি।

—দূর, বাজে কথা। ডেভি বলে, অল্ ননসেন্স। আপনার মতো শরীর আমি খুব কম দেখেছি। আপনার বয়েসী কেন, আপনার চেয়ে অনেক কম বয়েসী মেয়েরও এত সুন্দর ফিগার দেখি না আজকাল। সব কুড়িতেই বুড়ি। নানা জায়গায় অত্যাচারে নিজেদের অকালে নষ্ট করে ফেলে সবাই। আপনি বুদ্ধিমতী, তাই শরীরের যত্ন নেন। হেলথ্ ইজ ওয়েলথ্—এটা কথার কথা নয়। আপনি তার প্রমাণ। আমি খুশি।

মিসেস ডোনারের সেই মিষ্টি হাসি।

—ইয়ং ম্যান, তুমি খুব ফ্ল্যাটার করতে পার।

—নো ফ্ল্যাটারি ম্যাডাম, সত্যি কথা। ধরুন, ফর একজাম্পল, আপনার দুই বুক। বয়সের সামান্য ছাপ পড়েনি। যে কোনও যুবতী আপনার ব্রেস্টকে হিংসে করবে। এমন দেখা যায় না।

এটা মিথ্যে নয়। বেশ বড় মাপের দুই স্তন তার দুই পাঁজরের পাশ থেকে উদ্ধত হয়ে আছে। একটুও নিম্নগামী নয়। এত ভারী হওয়া সত্ত্বেও। মেরুন রঙের দুই বোঁটা ছোট গজালের মতো ফুটে উঠছে। বোঁটার দু' পাশে বাদামী ত্বকে উজ্জ্বল আভা। বোঁটা দুটো ত্রিকোণ শেপের—সূচিমুখী। ধারাল শীর্ষ, যেন হাত লাগলে গিঁথে ফেলবে।

মিষ্টি হেসে এবার বিকিনি বটমে হাত দেয় মিসেস ডোনার।

তারপর বলে, আচ্ছা, আমাকে ম্যাসেজের জন্য কি নিচের পোশাকটাও খুলতে হবে? আর ইউ সিওর? পুরোপুরি নেকেড হওয়ার দরকার আছে? ধরো, কেউ যদি এই অবস্থায় আমাদের দেখে—

অর্থাৎ খেলা করছে মিসেস ডোনার।

ডেভি খেলতে থাকে—এটা সম্পূর্ণ আপনার ইচ্ছের ওপর নির্ভর করছে। তবে এখানে কেউ আসবে না। আর ম্যাসেজের পক্ষে সব পোশাক ছাড়াই ভাল। শরীরের পুরো অংশেই ম্যাসেজ দরকার। নিচে পোশাক থাকলে অসুবিধে হতে পারে। তবে আপনি চাইলে, বটম থাকুক! আই উইল টেক কেয়ার—ইভেন উইথ ইওর বটম কাভারড।

ডেভি অবশ্য জানে ওই স্বল্পতম ত্রিকোণ বস্ত্রখণ্ড কোনও কভারই নয়।

মিসেস ডোনার হাসে—তাহলে খুলেই ফেলি। এত সুন্দর জায়গায় এসে, তোমার মতো ইয়ং ম্যানকে কাছে পেয়ে ফুলবডি ম্যাসেজ হবে না—সেটা ঠিক নয়। কি বলো?

—ঠিকই তো। আমাদের প্রোগ্রামের পুরো উপকারটা যদি আপনি না পান, সেটা ভুল হবে।

ফুল বেনিফিট কথাটার ওপর জোর দেয় ডেভি। মিসেস ডোনার ডেভির কথার জোর দেওয়াটা ধরতে পারে।

বিকিনির বটম খুলে ফেলে ডোনার, একইরকমভাবে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। সম্পূর্ণ উলঙ্গ, মুখে মিষ্টি লাজুক হাসি। সারা দেহে কোনও সংকোচ নেই, শুধু মুখের ভাবে সংকোচের অভিনয়। এই সুন্দর দেহে যেটা অভিনব, সেটা হচ্ছে, নাভির নিচ থেকে ঘন পুরু কালো লোমের গুচ্ছ সারা তলপেট ছেয়ে গেছে। আরও নেমে এসে পুসির দরজায় অরণ্যের সৃষ্টি করেছে। মনে হবে যেন একটা ছোট কালো পশমের জাঙ্গিয়া পরে আছে মিসেস ডোনার। যোনিমুখের রং তবু দেখা যাচ্ছে—রক্তবর্ণ লাল। ডেভি মুগ্ধ হয়ে দেখতে

থাকে, কুণ্ঠাহীন। মিসেস ডোনার পরম আনন্দে এই ইয়ং ম্যানের মুগ্ধতা উপভোগ করেন, মুখে কুণ্ঠা।

—এত সুন্দর চেহারা, সাচ আ বিউটিফুল পুসি—আপনি আড়াল করতে চাইছিলেন! তাহলে আমি নিজেকে দুর্ভাগা মনে করতাম।

—এবার তোমার ম্যাসেজ শুরু করো।

ডেভি এগিয়ে আসে।

মিসেস ডোনার বলে, আর একটা কথা। এখন আর মিসেস ডোনার নয়। তুমি আমার বন্ধু। আমার নাম ধরে ডাকবে—ক্যাথি। আমি ক্যাথি ডোনার। তোমর নাম?

—ডেভি!

—ফাইন। ক্যাথি অ্যান্ড ডেভি। ও. কে?

ম্যাসেজ টেবিলে উঠে পড়ে ক্যাথি।

—কিভাবে শোব আমি? চিৎ না উপুড়?

—দু'ভাবেই শুতে হবে। যেমন সুবিধে প্রথমে সেইভাবে শুয়ে পড়। যেটা ইচ্ছে করে।

টেবিলের ওপর প্রথমে উপুড় হয়ে শোয় ক্যাথি। দুই পা ঈষৎ প্রসারিত। কাঁচের জার থেকে সুরভিত তেল হাতে মাখে ডেভি। ম্যাসেজ করা ও গ্রহণ করা—দুটোরই অভ্যেস আছে তার। এ পর্যন্ত জীবনটা শুধু পুরুষ ও নারীর দেহের খোঁজখবর আর আরামের আরাধনায় কাটল। মনের হাহাকারটা চাপা পড়ে আছে।

তবে এখন যত্নশীল হতে হবে ডেভিকে। ক্যাথি ডোনার বিশেষ রকমের অপূর্ব আরামের আশা করছে। ডেভির সকল দক্ষতা প্রয়োগ করতে হবে।

প্রথমে কাঁধে আর ঘাড়ে তেল ঢালা হলো কয়েক ফোঁটা। সেটা মালিম করতে করতে ডেভির হাত ক্যাথির মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে এলো কোমরের কাছে। আবার মেরুদণ্ড বেয়ে উঠে গেল ঘাড়ের কাছে। এই ওঠা-নামার সাথে সুর মিলিয়ে যেন অস্ফুট গান গাইছে ক্যাথি। স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে না—কিন্তু আরামের মিষ্টি সুর। কোনও ভাষা নেই। কিন্তু সুরই কথা বলছে যেন: ও ডেভি! আমার প্রিয় বন্ধু! তোমার আদরের জবাব নেই। আমার শরীরটা একটা যন্ত্র, তুমি সে যন্ত্রের বাদক। বাদক না থাকলে যন্ত্র বোবা, মৃত। সে সুর ঝংকার তুলতে পারে না।

না, এই গান ডেভি শুনতে পাচ্ছে না ঠিকই, কিন্তু সত্যিই গাইছে ক্যাথি। ডেভির হাতের তালু বুঝছে ক্যাথির শরীর বাদ্যযন্ত্রের মতো ঝংকৃত হচ্ছে।

ক্যাথি বলে, ও ডেভি! তোমার হাতে যাদু আছে, যার জন্য আমার মতো লাজুক মেয়ের লজ্জা কেটে যাচ্ছে, আমি যেন ধীরে ধীরে বেহায়া হয়ে পড়ছি। এইবার মুখ ফুটে সেইসব হয়তো চেয়ে বসবো।

—বলো, কি চাও?

—আমি নেকেড, তুমি ড্রেস পরে আছ। ভাল লাগছে না। তুমিও সব খুলে ফেল, আমার মতো। আমার ভাল লাগবে। দুই বন্ধুর সহজ হওয়া উচিৎ।

এই প্রথম স্পষ্ট সুরে উত্তেজক কিছু বলল ক্যাথি। কিন্তু এই উত্তেজক কথার মধ্যেও একটা কবিতা আছে।

সুইমিং কস্ট্যুম খুলে ফেলে ডেভি। ক্যাথি পরিষ্কার চোখে চেয়ে দেখে, তার আশা পূর্ণ হয়। ডেভির লিঙ্গ এখন পূর্ণ উত্থিত নয়। আধা-দৃঢ় যন্ত্রের দৈর্ঘ এখন ছ'-ইঞ্চি মতন হবে। দুই অণ্ডকোষ ঝুলে আছে মাঝপথে, অর্থাৎ কিছুটা গুটিয়ে ওপরে ওঠা—উইদাউট ফিলিং দ্য ব্যাগ ইন ফুল। কিন্তু লিঙ্গের বেধটা স্পষ্ট, বেশ পুরু।

—হেভেনস, আমি তোমাকে এতটা ভাবিনি, মানে এত বড় ভাবিনি। আমার দারুণ লাগছে।

জিভ দিয়ে নিজের ঠোঁট চাটে ক্যাথি—মেয়েরা নিশ্চই তোমার জন্য পাগল হয়ে যায়!

হঠাৎ ডেভির গলায় অন্য সুর ফুটে ওঠে। একটু গম্ভীর।

—শোন ক্যাথি, তুমি যদি আমার বন্ধু হও, তাহলে আমায় বিশ্বাস করতে পার। আমি কোনও ক্যাসানোভা নই। চাকরির তাগিদে আমাকে নারীসেবা করতে হয় ঠিকই, তা বলে আমি হারামের বাদশা নই।...সত্যি, এখন পর্যন্ত একটি নারীও আমি পাইনি যাকে বলতে পারি আমি সত্যিকারের উপভোগ করেছি।

ক্যাথির চোখে মায়াময় সহানুভূতি।

ডেভি অবশ্য আদর থামাতে পারে না। তার দু'হাতের মুঠোয় ক্যাথির দুই সুগোল নিতম্ব। কিন্তু তা সত্ত্বেও কথাবার্তার এই নতুন ধারাটা ধরে রাখতে চায় ডেভি। জীবনে এই প্রথম কোনও নারীকে সে এমন কথা বলার সুযোগ পাচ্ছে।

ডেভি বলে যায়—আজকাল বেশির ভাগ মেয়ে কেমন যেন মারমুখী, আক্রমণাত্মক। তারা নিজেদের ষোল আনাটা পেতে চায়, তার বিনিময়ে কোম্পানিকে পয়সা দিলেই হলো। আমাদের রেট তো বাঁধা। তাই আমাদের প্রতি তাদের আর কিছু করার আছে বলে তারা মনে করে না। এমন কথা বলার প্রয়োজন বোধ করে না।

ক্যাথি উত্তর দেয়—হ্যাঁ, এরা বেশ ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। কেন যে এরা এমন হৃদয়হীন হয়ে যাচ্ছে...মেয়েদের মন বলে যদি কিছু না থাকে—

মন? হায়, হাসি পায় ডেভির। সিলভিয়ান মিউজের অভিধানে মন বা হৃদয় বলে কোনও শব্দ নেই। যদি বা থাকে—সেই মনের অর্থ আলাদা। এই মনে আনন্দ আর দুঃখ শুধুমাত্র দেহনির্ভর। দেহের বাইরে কোনও বিষয় নেই।

ক্যাথি বলে, ডেভি আমিও একজন মনের মতো পুরুষ খুঁজেছি সারা জীবন। পাইনি। এমন কি ভাল লাগার মতো একটি পুরুষ বন্ধু পর্যন্ত পাইনি। আমি চাই না পুরুষের ওপর নারীর আধিপত্য, বরং ভাল লাগে আমার এমন লোককে যে আমাকে চালাবে, নির্দেশ দেবে। আমাকে বোঝাবে, শেখাবে। তবেই আমি বুঝব আমি একজন নারী। আমার শরীরকে ভালবাসার লোকের অভাব নেই, কিন্তু আমাকে—আমার মধ্যের মানুষটাকে কেউ চেনে না, চিনতে চায় না।

নাটকের মতো শোনায় ক্যাথির কথা। যেন মঞ্চে অভিনয় করছে। কিন্তু তবু তারই মধ্যে যেন আন্তরিকতার ছোঁয়া আছে। সবটাই মেকি বা অভিনয় নয়।

এরই মধ্যে হঠাৎ যেন একটু আতঙ্কিত হয়ে কেঁপে ওঠে ক্যাথি। ডেভিও প্রথমে বুঝতে পারে না, তারপরেই টের পায় আবেগের বেগে ক্যাথির বেশ কাছে এগিয়ে আসার দরুন তার লিঙ্গমুখ স্পর্শ করেছে ক্যাথির পশ্চাদদেশ। উত্থিত লিঙ্গের স্পষ্ট স্পর্শ।

ক্যাথির দুই উরু যেন স্ফটিক স্তম্ভ। লোমশ স্ত্রী-অঙ্গের অকুণ্ঠ আমন্ত্রণ। ডেভির হাত সেদিকে অগ্রসর হয়।

—তুমি কোথায় আসছ ডেভি?

—আমার প্রিয় জায়গায়। তবে তুমি বললেই আমি থেমে যাব।

—না, থামবে না। আমি শুধু জিজ্ঞেস করলাম।

ডেভির দক্ষতা এখন আঙুল আর হাতের খেলায়। অভাবনীয় পুলকিত ক্যাথি ডোনার। মনে হয় তার সব কুণ্ঠা, দ্বিধা যদি তার অকৃত্রিম হয়েও থাকে, কেটে যাচ্ছে এখন।

—বলো ডেভি, তোমার জন্য আমি কি করতে পারি?

—পরে। এখন তুমি চিৎ হয়ে শোও। তোমার সুন্দর শরীরের আরও কিছু জায়গায় আমায় মন দিতে হবে।

নিজের কথায় নিজেই চমকে ওঠে ডেভি। শরীরের অংশে মন দেওয়া। মনের বদলে মন নয়। মন দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপার নয়। ডেভি অবশ্য জানে, শরীর ছাড়া মনের অস্তিত্ব নেই। প্লেটনিক লাভ অর্থহীন। কিন্তু মন বাদে শরীরও অর্থহীন—এটা কেউ মানে না। অন্তত এইখানে, ডেভির কর্মজগতে।

চিৎ হয়ে শোয় ক্যাথি—তুমিই জানো, কি আমার ভাল লাগতে পারে। আমার চেয়ে আমার শরীরটাকে—তার চাওয়া-পাওয়া—তুমিই বুঝবে, আমি তোমাকে দিয়েই নিজেকে চিনব।

গলা থেকে মালিশ শুরু করে ডেভি। সুন্দর গলা ও কলার বোনের নরম মাংসের ওপর থেকে হাত এবার বৃহৎ সুন্দর দুই স্তনের ওপর নেমে আসে। আশ্চর্য, শোয়া অবস্থাতেও ক্যাথির দুই বুক সুউচ্চ, দুই স্তনবৃন্তের তীক্ষ্ণ অগ্র যেন আকাশকে বিদ্ধ করতে চাইছে। শুয়ে থাকা পোজিশনে এমন মনুমেন্টাল ব্রেস্ট বিশেষ দেখেনি ডেভি। গোলাপি নিপল টকটকে লাল হয়ে উঠছে। ফুলের মতো, যেন মৌমাছির দংশন চাইছে—হুল ফুটিয়ে মধু খাক। বুকের ওপর প্যাক খাচ্ছে ডেভির হাত। অপূর্ব!

বুকের ওপর নিরন্তর আদর। স্তনবৃন্ত এবার কালচে হয়ে পাকা-অলিভের রং ধারণ করছে। নিঃশ্বাস দ্রুত। ডেভির নিঃশ্বাসের গতির সাথে এখন তার উত্থিত লিঙ্গ শূন্যে ওঠা-নামা শুরু করেছে এবং কখন যেন—বলা যায় অজান্তেই এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে ডেভির লিঙ্গ অল্পক্ষণের জন্য ক্যাথির মুঠোয় আবদ্ধ হয়। পরক্ষণেই হাত সরিয়ে নেয় ক্যাথি।

—অসুবিধে হলো? ডেভির জিজ্ঞাসা।

—না, তা নয়।

—তবে?

—মনে হলো, তোমার অসুবিধে হতে পারে। একেই অনেক পরিশ্রম করছ।

ডেভি হাসে—আমার অসুবিধে নেই।

ঠোঁট কামড়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে ক্যাথি। তারপর সহসা হাত বাড়িয়ে স্পষ্টত মুঠো করে ধরে ডেভির যন্ত্র। নরম মুঠো, ধীরে ধীরে দৃঢ় হতে থাকে। এক মিনিটের মধ্যে ক্যাথির নরম হাতের কঠোর মুঠোয় বন্দী হয়ে যায় ডেভির পূর্ণ দৈর্ঘ্য লিঙ্গ।

ক্যাথি বলে, ভাল লাগছে আমার। এমনভাবে কোনওদিন কিছু পাইনি আমি এর আগে। সুন্দর, শক্ত, উষ্ণ! স্বপ্নে হয় তো দেখেছি, বাস্তবে নয়। কত অদ্ভুত চিন্তা আসে।

—বলো ক্যাথি, কি অদ্ভুত চিন্তা তোমার?

—সে চিন্তা কিভাবে প্রকাশ করব বুঝছি না।

—বলো।

—বলতেও যে পারছি না।

—নিশ্চয় পারবে। চেষ্টা করো, এত সুন্দর কথা বলো তুমি, কবিতার মতো, আর নিজের মনের ইচ্ছে বলতে পারবে না? তা কখনও হয়?

তবু চুপ ক্যাথি।

—আচ্ছা, আমি তোমায় সাহায্য করছি। সোজাসুজি বলছি, কোনও মারপ্যাঁচ না করে। ডু ইউ থিংক অ্যাবাউট ফাকিং! দুই উরুর মাঝখানে আমার প্রিয় অঙ্গকে তুমি প্রিয়তম করে পেতে চাও? আমার গোপন অঙ্গ যদি—

অবশ্য অঙ্গ মোটেই গোপন নয়।

ক্যাথি নিজেকে মেলে ধরে।

মোনিকার নির্দেশ ছিল—ক্লায়েন্ট না চাইলে নিজে থেকে কোনও ব্যাপারে এগোবে না। কিন্তু মোনিকার নির্দেশ বা সিলভিয়ান মিউজের অনেক নিয়ম-কানুন ভুলে গেছে ডেভি। সন্দেহ নেই, এটা তার এখানে প্রথম পেশাগত কাজ। কিন্তু প্রথমেই এই বিস্মরণ। নারীদেহ ও নারীচরিত্র সম্পর্কে এত অভিজ্ঞ ডেভিকে কি ক্যাথি ডোনারই সব ভুলিয়ে দিচ্ছে? এটাই তার বিশেষত্ব?

তাই আগ বাড়িয়ে প্রস্তাব দেয় ডেভি—যেটা নিয়মবিরুদ্ধ।

—তুমি কি সাকিং চাও ক্যাথি! এই অভিজ্ঞতা কি আছে! যদি থাকেও আমার কাছে নতুন স্বাদ পাবে। আর যদি প্রথম তোমার জীবনে এটা ঘটে, তাহলে বারবার পেতে ইচ্ছে করবে।

—ডেভি! আমার সাকিং সম্পর্কে কোনও অভিজ্ঞতা নেই। আমি লোকের মুখে মুখে যেটুকু শুনেছি।

—খুব সহজ অথচ দারুণ আনন্দের ব্যাপার। আমার যন্ত্রকে সম্পূর্ণটা মুখের মধ্যে গ্রহণ করো—গলার মাঝপথ পর্যন্ত। আমার সমস্ত কামরস পান করে তৃপ্তি পাবে তুমি। পুরুষের বীর্যের স্বাদ জিভে কেমন লাগে—

—দু'-একবার এমন সুযোগ আমার জীবনে এসেছে ডেভি। কিন্তু আমার নার্ভাস লেগেছে। ব্যাপারটা শুনতে, ভাবতে ভাল নয়। বরং খারাপই লাগে, কেমন দুশ্চরিত্র-টাইপ লাগে! নিজেদের—মনে হয় কোনও অন্যায় করছি। তাই সরে এসেছি। কিন্তু স্বপ্নে দেখেছি—

—বেশ! আজ তোমার সেই স্বপ্ন বাস্তব হবে।

বলতে বলতে হঠাৎ ক্যাথির স্তনের বোঁটার ওপর লিঙ্গমুখ ঘর্ষণ করে ডেভি। শিউরে ওঠে ক্যাথি—চমক ও পুলক। ভারী-কঠিন লিঙ্গমুখ দিয়ে পালা করে ডান ও বান বুকের বৃন্তকে সেবা করে ডেভি। স্তনের বোঁটার কঠিন মুখে ডেভির কঠিনতর লিঙ্গমুখ এক আদরের ছুরি—যেন কেটে ফেলছে ক্যাথির নিপল্‌স্!

এবার অস্থির ক্যাথির লজ্জা সম্পূর্ণ কেটে যায়—

—ডেভি আমি আর পারছি না, তুমি আমার কাছে এসো।

কাছে আসে ডেভি। ডেভিকে এই আদর ক্যাথির পক্ষে নতুন। কিন্তু সেই আনাড়িপনার মধ্যে একটা অতিরিক্ত উত্তেজনা আছে। সুদক্ষ কক-সাকিং গার্লস ডেভির অনেক দেখা আছে। তাদের কর্মকুশলতা নিশ্চই আরামপ্রদ। কিন্তু ডেভি কখনও কল্পনা করে না, একজন অনভিজ্ঞা নারী তাকে এত সুখ দিতে পারে। ডেভি শিক্ষক, ক্যাথি ছাত্রী—প্র্যাকটিকাল ক্লাস। কিন্তু এই নতুন ছাত্রীকে অভিনন্দন জানাতে হয়।

আরও গর্বের ব্যাপার—এই কাজে ডেভি তার প্রথম পুরুষ।

উৎসারিত ডেভি। বন্যার বেগে কামরস ধারা ক্যাথির মুখের মধ্যে দিয়ে পেটের মধ্যে চলে যায়।

—ও, মাই গড! ডেভিকে ছেড়ে দিয়ে ছিটকে সরে যায় ক্যাথি।

—কেমন লাগল? ডেভির জিজ্ঞাসা।

—ভাল, কিন্তু ভয় লাগছে।

—কিসের ভয়?

—অসুখ করবে না তো?

এইবার সশব্দে হেসে ওঠে ডেভি। মহিলা কি সত্যিই এত নির্দোষ ও সরল? সন্দেহ হয়।

—তোমার কি ইন্টারকোর্সের অভিজ্ঞতাও নেই?

—তা আছে।

—তাতে ভয় করেনি?

—কেন করবে? ইট ইজ ন্যাচারাল ম্যান-ওম্যান ইউনিয়ন। তাছাড়া—

—বলো—

—আমি একটা বাচ্চা চেয়েছিলাম। ডাক্তারেরা বলেছে আমার বেবি হবে না। দে সাজেস্টেড অপারেশন, বাট দ্যাট অলসো হ্যাজ আ হার্ড চান্স।

—ইফ আই ক্যান গিভ ইউ আ বেবি!

—রিয়েলি! উচ্ছ্বাসে উঠে বসে ক্যাথি।

মুডের মাথায় সেন্টিমেন্টাল রোম্যান্টিক কথা বলতে বলতে একটু বাড়াবাড়ি করে বসে ডেভি। এমন কথা না বললেই পারত! মেডিক্যাল সায়েন্সের মাপকাঠিতে যদি ক্যাথি ভাগ্যহীনা হয়ে থাকে, ডেভির পৌরুষ কি করতে পারে! আফটার অল, মানুষ তো সর্বশক্তিমান নয়।

তাই কথাবার্তার মোড় ঘোরানো দরকার।

এইবার বোঝে ডেভি, মোনিকার নির্দেশ না মানা, বা ভুলে যাওয়া উচিৎ হয়নি।

ক্যাথি কিন্তু এবার উন্মাদ—ফাক মি ডেভি, সো মাচ সো, দ্যাট আই ক্যান হ্যাভ আ বেবি। প্রমাণ করে দাও—দোজ ব্লাডি ডক্টরস্ আর অল ফুলস্, লায়ারস, চিট!

ডেভির পুরুষাঙ্গ এবার নিজের উদ্যোগে টেনে ধরে ক্যাথি। আশ্চর্য নিপুণতার সাথে নিজের গোপন অঙ্গে প্রবেশ করায়—ঝড়ের বেগে ক্ষিপ্র অঙ্গ সঞ্চালন শুরু করে ক্যাথি। কিছুক্ষণ আগের লাজুক, ভদ্র, নম্র ক্যাথি এখন নির্লজ্জ, অভদ্র, হিংস্র। তার মুখের ভাষাও পাল্টে যায়—ফাক মি আউট। বয়, ইওর কক ইন দিস গ্রেভ, কিল ইওরসেলফ, টেক নিউ বার্থ। লেট ডেভি বি রিবর্ন।

ডেভিকে আরও অবাক করে দিয়ে বলে, আমার মনে পড়ে না, কবে লাস্ট টাইম আই হ্যাভ আ ফাক! বোধহয় তিন-চার বছর আগে।

ডেভি বোঝে—আ স্টার্ভিং কান্ট।

তবে ঠিক স্টার্ভিং নয়, খাদ্যের মূল্যই যে বুঝতে না সে উপবাসী থাকলে তো তত দুঃখ হয় না।

আজকে এই মুহূর্তে পরিবর্তিত লজ্জাহীনা ক্যাথির মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে—আঃ, দ্যাট ডিক ওঃ দ্যাট লাভলি কক। ইঃ, হোয়াট আ ফাকিং। আই উইল চিয়ার ইওর কক, মেল্ট ইওর বলস।

সত্যি এখন মোনিকার ভাষায় কথা বলছে পরিশীলিত লাকুক ক্যাথি! ধীরে ধীরে তাদের দুই দেহ এক হয়ে যায়। ডেভির দুই বাহু বুকে জড়িয়ে ধরে ক্যাথিকে। নারীদেহকে এইভাবে আবেগে আনন্দে কষ্টে কখনও জড়িয়ে ধরেনি ডেভি। কারণ সেই নারী শুধু চেয়েছে ডেভির পুরুষাঙ্গ, ডেভির হাত ও মুখের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের সেবা। ডেভিকে চায় না। পুরুষের দেহের অন্যান্য অংশ তাদের নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু আজকের মিলনসুখ অবশ্যই দেহগত। কিন্তু কোনও মেয়ের মাথা, এমন রেশমি চুলে ভরা, ডেভির বুকে এমন পরম আরামে আশ্রয় নেয়নি। ডেভির পুরুষাঙ্গ অনেক পরিশ্রম করেছে, কিন্তু বুকটা ছিল খালি, আজ সে বুক যেন ভরে যাচ্ছে। কে বলবে ক্যাথি ডেভির চেয়ে দশ-বারো বছরের বড়! সে এই মুহূর্তে এক কিশোরী, হানিমুনে স্বামীর বুকে।

দেহ মিলন, চরম পুলক—সবই শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ, কিন্তু তবু উঠছে না ক্যাথি। ডেভিরও উঠতে ইচ্ছে করছে না।

চিন্তিত ডেভি! টিভি সার্কিটে মোনিকা নিশ্চই সবই লক্ষ্য করেছে—কেমন সার্ভিস দিল তার নিউ রিক্রুট। সার্ভিস নিয়ে কিছু বলার থাকবে না তার, কিন্তু ডেভির যে মুখের ছবি সে টিভির পর্দায় দেখবে, সে মুখের ভাব কি ঠিকমতো পড়ে উঠতে পারবে মোনিকা? পারলে বিপদ!

ক্যাথি কি ঘুমিয়ে পড়ল?

—ক্যাথি!

—উঁ।

—ডু ইউ ওয়ান্ট অ্যানাদার রাউন্ড!

কথাটা শুনেই ধড়মড় করে উঠে বসে ক্যাথি।

—ক'টা বাজে?

—বেলা একটা।

—মাই গড! আমার একটা ভীষণ জরুরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

ম্যাসেজ টেবিল ছিল ওদের হানিমুনের শয্যা। দু'জনেই নেমে পড়ে। একটা টিস্যু পেপার এগিয়ে দেয় ডেভি। ক্যাথি নিজের দুই উরুর মাঝে ডেভির সমস্ত কামরসের ধারা ধীরে ধীরে মুছে ফেলে।

আবার সেই মিষ্টি হাসি—ইউ হ্যাভ শুট লাইক আ জায়ান্ট, হট রিভার।

ডেভির কস্ট্যুম পারা হয়ে গেছে।

সেই অবিশ্বাস্য ছোট বিকিনি পরে নেয় ক্যাথি।

—পরে যেদিন আসব, সেদিন কোনও টাইম-লিমিট থাকবে না। সারাদিন তুমি আমার।

—থ্যাংকস! ডেভি বলে।

ফুলটাইম রিজার্ভ। স্বাভাবিক, মোনিকা বিশাল চার্জ নেবে এবং সেই চার্জ দিতে দ্বিধা নেই ক্যাথির।

তার কল্পিত সন্তানের কোনও পিতাকে ক্যাথি পেয়েছে কিনা, সেটা বলা যাবে না। কিন্তু এটুকু ঠিক, তার জীবনের অনেকদিনের কাঙ্ক্ষিত এক পুরুষকে এখানে পেয়েছে ক্যাথি। মনে মনে মিসেস ক্যাপারকেও ধন্যবাদ জানায়।

হ্যাঁ, এই পুরুষকে অবশ্য টাকার বিনিময়ে কিনতে হচ্ছে।

তা হোক!

৮

কিন্তু কতদিন?

কতদিন এই চাকরি, এই বন্দীদশা? আ হিউম্যান ফাকিং মেশিন। আর কোনও কোয়ালিফিকেশন নেই ডেভির। কিন্তু এরপর?

বয়েস হবে, যৌবন স্তিমিত হবে। শরীর এমনভাবে সাড়া দেবে না। বরং অসময়ের স্বল্প পরমায়ুর মধ্যে একটা প্রাথমিক ছোট অংশ অতিরিক্ত ব্যবহারে দ্রুত নিঃশেষিত হবে। দুই বাহুর শক্তি কমবে। বুকের দম কমে আসবে—এবং—ভাবতে শিউরে ওঠে ডেভি—একটা সময় প্রকৃতির নিয়ম রক্ষা করে অবশ্যই আসবে—যখন তার অধুনা প্রশংসিত পুরুষাঙ্গ—লাভলি কক—এক পচা-গলা অকেজো মাংসখণ্ডের মতো আবর্জনা হয়ে যাবে। রক্ত সঞ্চালন তাকে উজ্জীবিত করতে পারবে না। সে সঙ্কুচিত, ক্ষুদ্র, নির্জীব হতে থাকবে। শুকনো চামড়ার আবরণে এক বেকার শিথিল মাংসল অস্তিত্ব। দেখলে মায়া হবে।

তখন সিলভিয়ান মিউজে কি কাজ থাকবে ডেভির?

ছাঁটাই।

কারণ বৃদ্ধা মোনিকার তখন টাকা দিয়ে নতুন ডেভি, আঠারো বছরের আরেকটি ফাকিং মেশিন পেতে অসুবিধে হবে না। দূর দূর করে সে তাড়িয়ে দেবে পুরনো ডেভিকে—যাকে নিয়ে এখন সে এত প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

—আমি তোমাকে অভিনন্দন জানানোর জন্যই অপেক্ষা করছি, ডেভি! যেভাবে তোমার প্রথম কাজে তুমি মিসেস ডোনারকে হ্যান্ডেল করেছ, তার জবাব নেই। তোমাকে এখনও আমার সবকিছু বলা বা জানানো হয়নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও...রিয়েলি, থ্যাংকস আ লট।

—উনিও যথেষ্ট খুশি হয়েছেন মনে হয়।

বলতে বলতে ডেভির মনে পড়ে, চলে যাবার সময় মিষ্টি হাসি হেসে ড্রেসিং রুমের দরজার কাছে ব্যাগ থেকে কুড়ি ডলারের একটা নোট বের করেছিল ক্যাথি।

—এটা রাখো।

—কি?

—আরে, ধরোই না।

—টিপস!

—ওঃ, ডোন্ট সে সো। মাই টোকেন অব ফ্রেন্ডশিপ। এই মুহূর্তে আমার কাছে তো আর কিছু নেই।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিয়েছিল ডেভি। যে ভাষায় বলা হোক, এটা শিস ছাড়া কিছু নয়। আর বকশিস একমাত্র সেবক, দাস, পরিচারকরাই পায়। মোনিকা সেটা প্রথম আলাপেই মনে করিয়ে দিয়েছিল—যা মায়না হবে প্লাস টিপস মিলিয়ে ভালই রোজগার হবে ডেভির। তার প্রমাণ পাওয়া গেল তখন।

এখন উৎফুল্ল মোনিকার সপ্রশংস উক্তির উত্তরে বিনীত ডেভি—আসলে উনি কি চাইছিলেন, আমি প্রথম থেকেই ধরতে পেরেছিলাম। তাই সেইভাবেই নৌকা বেয়ে গেছি। উনি শিগগিরই আবার আসবেন বলেছেন।

—এলেই আমরা ডেভিকে এনগেজ করব—এমন কোনও গ্যারান্টি নেই। সেদিন হয় তো ডেভি অন্য ক্লায়েন্টকে নিয়ে ব্যস্ত। অথবা ছুটি নিয়েছে, অথবা শরীর খারাপ।...মাই গড্, তোমার যেন কখনও শরীর খারাপ না হয়। জেসাস!

বুকে ক্রস চিহ্ন আঁকে মোনিকা।

ডেভির সুস্থ থাকা তার পক্ষে এখন দারুণ মূল্যবান।

—কেন, ডেভিকে পেতে তার কি অসুবিধে?

—অসুবিধে নয়, কিন্তু সার্ভিসের জন্য কাউকে ফিক্সড্ রাখলে স্পেশাল চার্জ দিতে হবে।

অর্থপূর্ণ মুচকি হাসি হাসে মোনিকা—অবশ্য তা হয় তো উনি দেবেন। বিকজ—

—বলো—

—ফর ইওর গ্র্যান্ড পারফরম্যান্স অ্যান্ড—

—কি হলো, কথাটা শেষ করছো না কেন—

—অ্যান্ড, তোমার প্রতি ওর বেশ দুর্বলতা এসেছে।

—তার মানে?

—হাঃ হাঃ, তোমার প্রেমে পড়েছে গো। লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট। বুড়ির ভীষণ ভাল লেগেছে ইয়ং ম্যানকে।

—দূর, এসব ঠাট্টা করো না।

—ঠাট্টা নয়, দেখবে, একসময় তোমাকে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করবে। বহু টাকার মালিক, বলবে—সিলভিয়ান মিউজ আর ওই ডাইনি মোনিকাকে ছাড়ো। আমি তোমায় অনেক বেশি মায়না দেব—আ বেটার জব, হাঃ, হাঃ।

—বলছি, চুপ করো। বিরক্ত হলেই ইনটারেস্টিং লাগে ডেভির।

—কেন, চুপ করব কেন, যা সত্যি হবে, তাই বলছি। ওর চোখ-মুখ দেখেই আমি বুঝেছি—আমাদের ইয়ং ডেভির প্রেমে ও গদগদ। কিন্তু আমি তোমায় ছাড়ছি না।

—কেন, বেটার চাকরি পেলে তুমি আমায় ছাড়তে বাধ্য।

—ওরে বাব্বা, এই তো প্রমাণ হলো, শুধু ক্যাথি ডোনার নয়, তার আকাঙ্ক্ষিত পুরুষও তার প্রেমে পড়েছে।

—আই সেইড, বেটার জব অ্যান্ড সার্ভিস টু আ সিংগল ওম্যান।

—দেখ, সিংগল, ডবল, মল্টিপলে কি তফাৎ—অল ব্লাডি সুইট কান্টস আর সেইম। বাট নট অল ককস। ইউ আর মাই ফেবারেট কক—আই ডোন্ট লাভ ইউ, বাট আই লাভ ইওর কক। তাই ছাড়ব না।

—কি করবে, ইফ আই রিজাইন?

—মায়না বাড়িয়ে দেব।

—মিসেস ডোনার যদি আরও বেশি দেয়?

—ইস, নিলাম নাকি! ওর ডোনেশন ঘুচিয়ে দেব, আই উইল কিল হার।

এবার ডেভি হো হো করে হাসে। যাক, মোনিকার মনেও তাহলে মেয়েলি জেলাসি আছে! এটা সত্যি একটা আবিষ্কার, আ ডিসকভারি।

ডেভি বলে, আমি আত্মহত্যা করব।

—নো প্রবলেম! অ্যাট লিস্ট, মিসেস ডোনার তোমায় পাচ্ছে না।

—তুমি কি করবে?

—আমি! আমি একজন এক্সপার্ট সার্জন ডাকব, ফর অপারেশন। হি উইল কাট ইওর কক। সেটা একটা কেমিক্যালসের জারের মধ্যে রেখে দেব। আমার বেডরুমের টেবিলের ওপর থাকবে। রোজ রাতে শোবার আগে আই উইল সি ইট। ক্যাপশন লেবেল থাকবে কাঁচের জারের গায়ে—ইট ইজ ডেভি'জ, দ্য মোস্ট ফেবারেট কক অব মাই লাইফ। হাঃ হাঃ—

—অ্যান্ড ইউ উইল দেন বি উইথ অ্যানাদার ডেভি!

এবার চমকে ওঠে মোনিকা সামলে নেয়।

—হোয়াই নট! তুমি তো আর দেখতে আসছ না—আমি কার সাথে থাকছি। তোমার দুঃখ কিসের!

কথাটা বলে বটে, কিন্তু এখন আর হাসছে না মোনিকা।

তাই বোধহয় আকস্মাৎ প্রসঙ্গ বদলাতে চায়।

—আচ্ছা, আমার কথা তুমি কিছু ভেবেছ?

—তার মানে?

—মানে, আমার কি প্রয়োজন, কি ইচ্ছে, সুবিধে-অসুবিধে।

—আরেকটু বুঝিয়ে বলো। তোমার এইসব দিক ভাবার আমার কোনও অধিকার আছে? তুমি মালিক।

—চুপ করো। ডোন্ট বি ইডিয়ট।

—মোনিকা!

—আমার এখানে কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক কোনও সম্পর্ক তৈরি করা নিয়ম বিরুদ্ধ। কিন্তু আমি সেই নিয়মের মধ্যে পড়ি না, কারণ, তুমি এইমাত্র যা বললে, আমি মালিক। কিন্তু দেখ, এখানে কিছু কর্মী লেসবিয়ান, হোমোসেক্সুয়াল—তাই সেইরকমভাবে ক্লায়েন্ট দেওয়া হয়। তারা অবশ্য প্রয়োজনে সবরকম কাজ করে। আই

মিন, জবস উইথ অপোজিট সেক্স। এর মধ্যে ক্যারেন এবং আর দুটো মেয়ে আছে, তারা পুরুষে ইন্টারেস্টেড নয়।

ডেভিকে নিরুত্তর দেখে মোনিকা বলে যায়—তোমার পক্ষে নিষেধ। তবু জিজ্ঞেস করছি—ডারলিনকে তোমার কেমন লাগে?

—ভাল। কিন্তু আমি তো সীমার বাইরে যেতে চাই না।

—ফাইন। কিন্তু বলে রাখছি, মনে কোনও ইচ্ছে এলেও, ডারলিনের দিকে নজর দিও না। ও আমার একান্ত, এবং ওকে আমি অন্যদের সাথে মিশতে দিই না। কাজকর্মের ব্যাপার আলাদা, কিন্তু ওর সাথে কারুর ফ্রেন্ডশিপ পর্যন্ত আমি অ্যালাউ করি না। নিয়মটা সবার পক্ষেই, তবে ডারলিনের ক্ষেত্রে একটু বেশি কড়া।

—তুমি যেমন ভাল বোঝ! আমি তো তোমার এই নীতিকে সাপোর্ট করি। কাজের লোকজন যদি কাজের জায়গায় অন্যরকম সম্পর্ক পাতায়, তাতে জটিলতা আসে। ক্যারিয়ার, দলবাজি, খোশামোদের প্রতিযোগিতা, ব্যাক-বাইটিং—এইসব হতে থাকে। কিন্তু, ডারলিনের বেলায় স্পেশাল কড়াকড়ি কেন?

—শী ইজ আ জুয়েল। ওর অদ্ভুত অন্তর্দৃষ্টি। ওই যে বলেছিলাম, ক্লায়েন্টদেরও আমি সিলেক্ট করে তবে অ্যাকসেপ্ট করি, এ ব্যাপারে ডারলিন আমার প্রধান সহায়।

—আমি সি, কিন্তু—

—দেখ, কোনও রেকমেন্ডশন বা কারুর সাজেশন বা রেফারেন্সে যদি কোনও মহিলা আসে, ধরো, এসে বলল, আমাকে মিসেস ফাকেমল পাঠিয়েছে, আমরা সহজেই ধরতে পারি, মিসেস ফাকেমল যা চায়, সেও সেই সার্ভিস চাইছে। কিন্তু কোনও কোনও সময় অনেকে আসে কোনও রেফারেন্স ছাড়া। নতুন, অপরিচিত খদ্দের। এইবার তাকে স্টাডি করার দরকার। কেমন টাইপের লোক সে। সেক্ষেত্রে ডারলিনের ভূমিকা এক্সেলেন্ট।

—আই সি—আমি ডারলিনের থেকে দূরে দূরে থাকব।

—ঠিক আছে। অত গুরুগম্ভীর প্রতিজ্ঞা করার দরকার নেই। নিয়ম-কানুনগুলো মনে রাখলেই হলো।

—মনে তো রেখেছি।

—হ্যাঁ, তবু ভুল হয়ে যায় তো। যেমন, ক্যাথি ডোনারের বেলায়—

ডেভি চমকে ওঠে। মোনিকা কি অন্তর্যামী? অথবা এই ডিটেকটিভের চোখ কোথা থেকে পেল?

মোনিকা হাসে—ইট ইজ নট সিরিয়াস যাস্ট নাও। ফরগেট ইট।

ভুলে যাও বললেই ভোলা যায়! বিশেষ করে যখন মনে করিয়ে দেবার পর ভুলে যাও বলা হচ্ছে। ডেভি ভাবে, খুব সাবধানে চলতে হবে। এ চাকরিটা তার জীবন-মরণ।

—কি ভাবছ? মোনিকা জিজ্ঞেস করে—শোন, আজ রাতে আমার ঘরে একটা ছোট পার্টি হচ্ছে। ডাউগ অ্যান্ড ক্যারেন থাকছে। তুমিও আসবে।

—যাব। ক'টার সময়?

—রাত আটটা।

—ও. কে।

ঘর থেকে বেরিয়ে যায় মোনিকা।

আজ ডেভির কোনও কাজ নেই। বোধহয় কাল রাতে তার অপরিসীম অতিরিক্ত পরিশ্রমের কথা বিবেচনা করে আজ বিশ্রাম মঞ্জুর হয়েছে। হ্যাঁ, মোনিকার এটুকু হৃদয় আছে, কোন যন্ত্রকে কতখানি ব্যবহার করতে হবে, আবার কতখানি রেস্ট দিতে হবে। তবে এই হৃদয়ও এক ব্যবসায়ীর হৃদয়।

ডাউগ। হ্যাঁ, রিকি আর ডেভির মতো সে এখানকার এক পুরুষ দাস। ওর সাথে আলাপ হয়নি, কিন্তু ওকে দেখেছে ডেভি। লম্বা, পঁচিশ বছরের কাছাকাছি বয়েস, শক্ত চেহারার যুবক। একটু মুখচোরা, একা-একা থাকে। কারুর সাথে খুব একটা মেশে না।

আর ক্যারেন? আজ তাকে নিয়ে কি করবে মোনিকা? নিশ্চই নতুন ধরনের কোনও অত্যাচারের খেলা। বিচিত্র পদ্ধতির খেলা ও রকমারি ক্রিয়াকলাপ আবিষ্কার করতে মোনিকার মস্তিষ্ক নোবেল-প্রাইজ পাওয়া বিজ্ঞানীদের মতো—অর্থাৎ এই বিষয়ে তার পাণ্ডিত্য। তাই আজ ক্যারেনের ভাগ্যে কি পরীক্ষা আছে, কে জানে। এটুকু বোঝে ডেভি, ক্যারেন ছাড়া মোনিকার চলে না। কারণ, প্রভুত্ব না দেখালে মোনিকার সেক্স তৃপ্ত হয় না। সেই প্রভুত্ব অনেক সময় অমানুষিক হয়ে ওঠে। বেচারা ক্যারেন!

রাত্রি আটটা।

ডেভি যখন মোনিকার অ্যাপার্টমেন্টে আসে, তার আগেই ডাউগ আর ক্যারেন এসে গেছে। অনেকখানি জামাকাপড় খোলাও হয়ে গেছে তাদের। মোনিকা সম্পূর্ণ উলঙ্গ, ডাউগ প্রায় তাই। কিন্তু ক্যারেন এখনও প্যান্টি পরে আছে। লাল নাইলনের ছোট্ট তিন টুকরো জাঙ্গিয়ায় ক্যারেন পূর্ণ নগ্নতার চেয়ে বেশি আকর্ষণীয়। ডেভি প্রলুব্ধ, কিন্তু সাথে সাথে মনের ভাব ও তার প্রকাশ গোপন রাখতে সচেষ্ট হয়।

মোনিকা বলে, তুমিও হাল্কা হয়ে আরাম করো। মানে, বি নেকেড! আজ উই উইল প্লে ফাক-অ্যান্ড-সাক গেমস অল নাইট লঙ।

পরের দিন রবিবার। সিলভিয়ান মিউজ বন্ধ।

ডেভি বোঝে—এই পার্টির একটা বড় উদ্দেশ্য মোনিকা চিরন্তন লিঙ্গক্ষুধার পরিতৃপ্তি। ডেভি একা পারবে না ধরে নিয়েই হয় তো ডাউগকে ডাকা হয়েছে। ডাউগের যন্ত্রও বিশাল, প্রায় রিকির কাছাকাছি। মোনিকা সেটা নিয়ে খেলা শুরু করে দিয়েছে। লিঙ্গমুখের চামড়া টেনে খোলা-বন্ধ খেলা চলছে। ডাউগের লিঙ্গমুখ তারই চামড়া দিয়ে ঢাকা-খোলা এক লুকোচুরির মতো। লিঙ্গমুখকে পোশাক পরাচ্ছে আর খুলছে মোনিকা স্বহস্তে, দারুণ মজা পাচ্ছে। সে মালিক, তার সাম্রাজ্যের সম্পদকে সে কখন ঝাঁপি খুলে বের করবে আর কখন আড়ালে রাখবে, সেটা তারই ব্যাপার। ডাউগ খুশি। ফুল ইরেকশন তার প্রমাণ।

ক্যারেন তার কাজ করছে। সে যথারীতি মোনিকার পুসি নিয়ে ব্যস্ত।

এ অবস্থায় তার কি কর্তব্য—ভাবে ডেভি। ভ্যাকেন্সি কোথায়?

সামান্য ভেবে—এগিয়ে এসে মোনিকার দুই স্তন মর্দনে যত্নবান হয় ডেভির কুশলী হাত।

ক্যারেন জিজ্ঞেস করে ডেভিকে—বোধহয় এই প্রথম সোজাসুজি ডেভির সাথে কথা বলে—ডু ইউ ওয়ান্ট টু সার্ভ হার পুসি? তাহলে আমি বরং ওর বুক নিয়ে আদর করতে পারি।

—এখন নয়। আমি বুকের সেবা করি, তোমার কাজ তুমি করো।

মোনিকা—ওঃ, তোমরা তিনজনই ওয়াণ্ডারফুল। এক ঘণ্টা ক্যারেনের মুখ আর ডেভির হাতের ম্যাজিক চলুক, আর আমার হাতের ম্যাজিক ডাউগের কক টের পাক। ফাইন!

মোনিকার হাতের কাজ শেষ, এখন মুখ। মুখের যাদু। সেটা ডাউগ টের পাচ্ছে।

এক ঘণ্টার আগেই মোনিকার নির্দেশে চিৎ হয়ে শুতে হয় ডাউগকে।

সেই চতুর্মুখ জানোয়ারের সার্কাস পোজিশন। ডাউগের লিঙ্গের ওপর চেপে বসে মোনিকা। ডেভির ওপর মোনিকার পায়ুকামের নির্দেশ আসে, কঠিন ভঙ্গিমা, কিন্তু সফল হয় ডেভি। ক্যারেনকে আদেশ করা হয় প্যান্টি খুলে মোনিকার মুখের কাছে আসতে। শী ওয়ান্টস টু ইট ক্যারেন'স পুসি।

ভেবেচিন্তে একটি একটি আদেশ জারি হয়।

তৎক্ষণাৎ এক-একেকটি আদেশ পালিত হয়।

ডেভি ভাবে—সিলভিয়ান মিউজ কেন চালায় মোনিকা। কতখানি ব্যবসা করে টাকা রোজগারের জন্য, আর কতখানি নিজের ব্যক্তিজীবনে বিনা পয়সায় পৃথিবীর কিছু বেস্ট কক—আর ক্যারেনের মতো কিছু মোস্ট ওবিডিয়েন্ট অ্যান্ড ইন্টারেস্টিং লেসবিয়ান পেয়ে নিজের শরীরকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুখে ভরে রাখা।

ডাউগের সাথে সঙ্গমে আজ হঠাৎ তেমন পুলক পায় না মোনিকা। তার সরস যোনি-অভ্যন্তর কেমন শুষ্ক। তাই ঘর্ষণে তীব্র জ্বালার সৃষ্টি হয়।

—তুমি আমাকে একটু ছেড়ে দাও ডাউগ। তার বদলে ডেভি আসুক। আই ক্যান নট স্ট্যান্ড বিয়িং ফাকড ড্রাই।

হঠাৎ দাসানুদাসী ক্যারেনের অপূর্ব কণ্ঠস্বর।

—ডার্লিং মোনিকা, আমাকে অনুমতি দাও, আমি তোমায় সাহায্য করি। এদের লাভলি কক আমি নিজের হাতে তোমার পুসিতে ভরে দিই। ডার্লিং, ইউ এনজয় ইট! তুমি যখন সুখী হচ্ছো, তৃপ্তি পাচ্ছ, তখন আমিও তৃপ্তি পাই। আমি নিজে চাই না, আই পারসোনালি ডোন্ট লাইক মেল থিংগস ইনসাইড মি। পুরুষের যন্ত্র আমার নিজের মধ্যে আমার ভাল লাগে না, কিন্তু ডার্লিং, তোমার ভাল লাগা দেখে আমার ভাল লাগে। তাই আমি তোমার কাজে যুক্ত হই। কারণ, আমি তোমাকে ভালবাসি মোনিকা, আই লাভ ইউ।

দাসী, পরিচারিকা ক্যারেন বলছে—ডার্লিং মোনিকা।

বলছে—আই লাভ ইউ। কি স্পর্ধা!

কিন্তু এখন ওরা দাস-দাসী আর প্রভু নয়। এখন ওরা বিচিত্র কামখেলায় খেলার সাথী। তাই ক্যারেন এমন কথা বলতেই পারে, মোনিকাও এটা স্বাভাবিকভাবে নেবে।

ক্যারেনের সাহায্যের আগেই ডেভি কর্তব্যের অগ্রসর। কিন্তু মোনিকা ইতোমধ্যে চোখ বুজে মাথা নেড়ে সম্মতি দিয়েছে। তাই বিদ্যুৎবেগে ক্যারেনের হাত এসে মুঠো করে ধরে ডেভির দণ্ড। প্রথমে ডেভির মনে হয়—অ্যান অড্ বিহেভিয়ার অব ওম্যান। যে মেয়ে অন্যের সেক্স উপভোগে নিজে উপভোগ করে। আরেক হাতে ডাউগের বিশাল দণ্ডকে মোনিকার মুখে প্রবেশ করায় ক্যারেন। ডেভি এখন পায়ুকামে মগ্ন হবে, তাই মোনিকার

পশ্চাদদেশ সুগন্ধি ভেজিলিনে সিক্ত করে ক্যারেন। জিভের লেহনে সিক্ততর করে। হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে ডেভির লিঙ্গমুখে চুমু দেয় ক্যারেন। কিন্তু পলকের জন্য। চমকে ওঠে ডেভি। এই আদেশ তো নেই এবং আদেশ ভিন্ন কিছু করে না ক্যারেন। বিশেষ করে পুরুষাঙ্গ নিয়ে! তবে? কি হলো? বিস্মিত চোখে ক্যারেনের দিকে তাকিয়ে বিষয়টা বোঝাবার চেষ্টা করে ডেভি। ক্যারেনের চোখে এখন মিনতি, যেন বলছে—মাপ করো, ভুল হয়ে গেছে। ভুলে যাও।

বোধহয় বিনা আদেশে এমন কাজ অন্যায়। তাই প্রভু, ডার্লিং মোনিকার ভয়ে ভীত ক্যারেন। অনুশোচিত। কিন্তু এটাও তো সত্যি, তাহলে ক্যারেন এমন কাজ আপনা থেকে করতে পারে। তার এতদিনের অনিচ্ছার অন্তরালে ইচ্ছের জন্ম হচ্ছে। সো দিস রিফ্লেক্স অ্যাকশন। কিন্তু এর মধ্যে একটা জেনুইন তাড়না আছেই। গর্ববোধ করে ডেভি। লেসবিয়ান, পুরুষ-অনাগ্রহী ক্যারেন ডেভিকে আদর করেছে, স্বতঃস্ফূর্ত।

—গো অ্যাহেড!

ক্যারেন যেন এবার দু'জনকেই আদেশ দেয়।

যুগপৎ দুই পুরুষাঙ্গ মোনিকার যোনি ও পায়ুদেশে প্রবেশ করে—সমতালে।

মোনিকা চিৎকার করে—আঃ, দিস ডবল-ফাক, বিউটিফুল, আই ফিল হ্যাপি ইন মাই কান্ট অ্যান্ড অ্যাস। লোয়ার হাফ অব মাই বডি ইজ ইন হেভেন।

বলতে বলতে ক্যারেনের নিম্নাঙ্গে মুখ বাড়িয়ে দেয় মোনিকা। যেন প্রাগৈতিহাসিক কালের এক জন্তু। দুই পুরুষ ও এক নারীকে নিয়ে অদ্ভুত যৌনক্রীড়ায় রত—আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে।

পুরনো বিষয়, তবু নিত্য নতুন।

এটাই বোধহয় দেহযন্ত্রের বৈশিষ্ট্য—বিশেষ করে যৌন-ইন্দ্রিয়ের। বিচিত্রপথে, সর্বত্রগামী। দুই পুরুষাঙ্গ পাশাপাশি, প্রায় পরস্পরকে ছুঁয়ে সঙ্গমরত। পায়ু আর যোনির মধ্যে কতটুকু দূরত্ব থাকতে পারে! কি কিম্ভূত গঠন এই চারমূর্তির একত্রে যে রূপ জেগে উঠছে। কোনও অদিম বন্য দেবতা, না দেবী, নাকি দেবদেবী দুইই। সামনের আয়নাটায় যে প্রতিফলন, তা ভয়ংকর লাগছে ডেভির।

অতঃপর বিস্ফোরণ পরপর। ডাউগ এবং মোনিকা। কিন্তু ডেভি নয়।

কিন্তু ক্যারেন?

ডেভি নিশ্চিত—ক্যারেনের চরমানন্দ হয়নি। মোনিকার নিষ্ঠুর প্ল্যানে একমাত্র ক্যারেনই অরগ্যাজম থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে। কেন? ডেভির ইচ্ছে করে এখনই বিদ্রোহ করতে। সুন্দরী ক্যারেনের মিষ্টি গর্ভে তার পুরুষাঙ্গ সজোরে প্রবেশ করিয়ে তাকে চরমানন্দ দানে তৃপ্ত করা দরকার। দুঃখী ক্যারেন, সকলের সুখলাভে শ্রমদানে অক্লান্ত ক্যারেন, নিজের সুখ অবদমিত রাখা ক্যারেন, ডার্লিং মোনিকার অন্ধ সেবাদাসী ক্যারেন—অন্তত এক পলকের জন্য ডেভির লিঙ্গমুখে এক সেকেন্ডের স্বতঃস্ফূর্ত চুম্বনে, লুকিয়ে, বুঝিয়ে দিয়েছিল—কতকানি শান্তি বারবার ভোগ করছে সে।

মোনিকা বলে, ওঃ, তোমরা এবার সরে যাও, দশ মিনিট চোখ বুজে বিশ্রাম চাই আমি।

সরে যায় ওরা। ডেভি ক্যারেনের পাশে বসে। এই মুহূর্তে তার সেবা ভাল হয়নি। মোনিকা তৃপ্ত হয়নি। ডেভি ফেল করেছে। যদিও তার পুরুষাঙ্গ এখন দৃঢ়, কিন্তু মোনিকাকে সুখী করার মতো দক্ষতা হারিয়ে ফেলেছিল ডেভি! যেন অনেকটা সেই যান্ত্রিক রিকির মতো—যে নাকি ইন্টারকোর্সের সময় স্থির হয়ে একমনে বই পড়তে পারে।

ক্যারেন বলে, লজ্জার কথা! হোয়াই ইউ ডিড নট কাম?

ডেভি বলে, কেন জানি না। একটু অসুবিধে হলো।

—অসুবিধে! আই হেল্পড ইউ সো মাচ।

—তাই জন্যেই তো আরও অসুবিধে হলো।

ক্যারেন অবাক—তার মানে?

মানে একটা নিশ্চই আছে। কিন্তু স্পষ্ট গলায় প্রকাশ্যে বলা যায় না। মোনিকা বিশ্রাম নিচ্ছে, কিন্তু তার কর্ণেন্দ্রিয় সজাগ। তাই মনের কথা বলা যাবে না।

তবু ক্যারেনের কানের কাছে মুখ নিয়ে যায় ডেভি। বলে, তুমি হলে আমি এতক্ষণে ভেসে যেতাম, ভাসিয়ে দিতাম। আই ট্রায়েড টু ইমাজিন ইউ। বাট—

অস্ফুট স্বরে ক্যারেন ধমক দেয়, ঠোঁটে আঙুল ছোঁয়ায়—শাট আপ!

ডেভি বলে, আমি তোমাকে চাই ক্যারেন। তুমি আমাকে চাও না।

ক্যারেন যেন বিধ্বস্ত, ভয়ার্ত—না!

—মিথ্যে কথা! তখন আমার এইখানে কে চুমু দিয়েছিল?

—ফরগেট ইট।

—কেন ভুলব! এর কারণটা বলো।

দুঃসাহসী ডেভি, তাই আরও ভীতু হয়ে পড়ে ক্যারেন—ওঃ ডেভি, প্লীজ!

ডেভি বলে, প্রমিজ মি!

ক্যারেন বলে, পরে।

তৃপ্ত ডেভি। চোখে স্বপ্ন ঘনিয়ে আসে। কিন্তু একমুহূর্তে সেই স্বপ্ন কেটে যায়। চোখ বুজেই জিজ্ঞেস করে মোনিকা—কি পরে ক্যারেন?

মোনিকার মুখে প্রেতনীর হাসি।

—কিছু না, ডার্লিং!

—অবশ্যই কিছু, ডার্লিং। দ্যাট বাগার ডেভি ওয়ান্টস টু ফাক ইউ! তাই না? ওরা দু'জনেই শংকিত।

মোনিকা বলে, ক্যারেন, গিভ মি আ স্ট্রং ড্রিঙ্ক। আমি ঘুমাতে চাই। তোমরা যাও। গেট আউট, বোথ অব ইউ। অ্যান্ড ডাউগ, তুমি থাকো।

পাশের ঘরে যায় ওরা—ক্যারেন ও ডেভি। মোনিকা এখন সত্যিই ঘুমাবে। অন্তত দু' ঘণ্টা। তারপর ডাউগকে নিয়ে খেলা শুরু করবে। ওরা জানে—মোনিকা আহত হয়েছে। জীবনে এই প্রথম। তাই ওরা আজ রাতে ওর ঘর থেকে বিতাড়িত। কে জানে কাল অফিস থেকে বিতাড়ন হবে কিনা! সিলভিয়ান মিউজ কাল ওদের বিদায় জানাবে হয়তো।

ক্যারেন চিন্তিত।

ডেভি বলে, ভয় নেই।

কিসের নির্ভয় দান করছে ডেভি কে জানে। যে নিজেই অসহায়, সে আরেক অসহায়কে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

তবু যেন কোথা থেকে বিশাল মনের জোর আসে। ডেভি তুমি পুরুষ। পুরুষ মানে শুধু পুরুষাঙ্গ নয়। যৌনাঙ্গ-সম্বল এক অস্তিত্ব নয়। পুরুষের পৌরুষ মানে শুধু নারীকে যৌনসুখ দান নয়। পৌরুষ মানে পরাক্রম। যে পরাক্রম দ্বারা অসহায়কে সহায়তা দান করতে পারে সে। বিশেষ করে, অসহায় নারীকে।

ডেভি বলে, তুমি কি মোনিকাকে ভয় পাও?

—পাই। কিন্তু ভালওবাসি।

—কেন, কিসের জন্য এই বিশেষ ভালবাসা? যা মাইনে পাও, তার চেয়ে তো অনেক বেশি কাজ করতে হয়।

—তা হয়তো ঠিক। কিন্তু আমার খারাপ লাগে না। মোনিকার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

—কৃতজ্ঞ! কেন?

—তুমি জান কিনা জানি না, আই ওয়াজ গ্যাং-রেপড। তারপর আমি পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম। ওই আমাকে এখানে নিয়ে এলো। যত্ন করে সারিয়ে তুলল। বোঝাল, ইট ওয়াজ যাস্ট আ কনস্‌পিরেসি। মেয়ে হিসেবে আমি অত্যাচারিত। এতে লজ্জার কি আছে? আমি তো কোনও অন্যায় করিনি। ওই পশুগুলো অন্যায় করেছে। অ্যান্ড কোর্ট ওদের শাস্তি দিয়েছে। আমি এখানে নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছি।

—কিন্তু কিছু গুণ্ডার অত্যাচারের জন্য কি পুরুষকে ছুঁতে তোমার অনিচ্ছা?

—না, না, তা নয়। আমি আগে থেকেই পুরুষ মানুষে কোনও ইন্টারেস্ট পেতাম না।

—তুমি তো পুরুষ পাওনি। বুঝবে কি করে?

—পেয়েছিলাম। আই ট্রায়েড বোথ ওয়েজ। পুরুষ-নারী দুইই। আমার মেয়েদের পেয়ে ভাল লেগেছে।

—ওঃ, তাহলে তোমার পুরুষদের সাথে অভিজ্ঞতা আছে। ক'জনের সাথে শুয়েছ?

—ঠিক মনে নেই। তা, সাত-আটজন হবে। নানা ধরনের। কিন্তু আমার কাছে একই রকম লেগেছে। যাস্ট আ বিগ নাথিং।

—কেন? ভাল লাগেনি কেন?

—সেটা আমিও ঠিক বুঝি না। হয় তারা কাছে আসামাত্র বার্স্ট করল, অথবা এমন একটা কিছু যন্ত্রণা দিল বা ব্যবহার করল যাতে আমি ভয় পেয়ে যেতাম। মোনিকা সাইকিয়াট্রিস্ট রেখে আমাকে বোঝাল—আমার মনের মধ্যে সমকামিতা রয়েছে ছোটবেলা থেকে। তাই পুরুষের সাথে সেক্সে আমার বিদ্রোহ জাগে। পুরুষের যে কোনও দৈহিক ক্রিয়া আমার কাছে দুর্ঘটনা বলে মনে হয়। আই অ্যাম সেফ উইথ ওম্যান।

টেলিকমে ডারলিনের গলা—মোনিকা ডাকছে, ওর ঘরে যাও, দু'জনেই।

আশ্চর্য, অত স্ট্রং ড্রিংক, যা সাধারণ মানুষকে প্রায় সাথে সাথে অজ্ঞান করে দেয়। আর দশ মিনিটও যায়নি, মোনিকা উঠে পড়ল।

এখনই কি বরখাস্তের চিঠি তৈরি হয়ে গেল! বিশেষ করে ডারলিনের গলায় যখন খবর এলো। সামথিং অফিসিয়াল।

ওরা আসে মোনিকার ঘরে।

দৃশ্যত, স্বস্তি হয়। নগ্ন মোনিকা একই অবস্থায় ডিভানে শুয়ে আছে। নগ্ন ডাউগ একটু দূরে সোফায় বসে ড্রিংক করছে। স্ট্রং লিকারের নেশায় বেশ আচ্ছন্ন মোনিকা। হেসে বলে, রাগ করেছ তোমরা, ইউ লাভ বার্ডস?

ডেভি সাহসী হয়েছে—ডোন্ট টক রাবিশ।

মোনিকা আবার হাসে—আরে এত রাগ করো না। ঠাট্টা করছি, তবে আমার বহু ঠাট্টাই অনেক সময় সত্যি কথা হয়ে যায়।

ক্যারেন মোনিকার পায়ের কাছে গিয়ে বসে। মোনিকার সুন্দর পায়ের পাতায় হাত বোলায়।

—আঃ, এই মেয়েটা দারুণ ভাল। আমার লাভার। লাভলি লিটিল লাভার। শোন, এক কাজ কর—

—বলো।

—আমি ডাউগের সাথে '69' খেলাটা খেলব। কিন্তু তাতে হবে না। ডেভিকে এর মধ্যে রেডি করো।

ডেভি জানে '69' গেম। পাশাপাশি শুয়ে বিপরীত দিকে পা ও মাথা পরস্পরের। সাকিং ইচ আদার—ফেলাশিও অ্যান্ড কানিলিঙ্গাস অ্যাট আ টাইম। পুরনো খেলা।

ক্যারেন জিজ্ঞেস করে—ডেভিকে তৈরি করছি আমি, ফর ইউ!

মোনিকা বলে, লাভলি ক্যারেন, ওকে আগে বাথরুমে নিয়ে যা, সাবান দিয়ে ভাল করে ওর কক অ্যান্ড বলস ওয়াশ কর। সুগন্ধি সাবান মাখাবি। ও রেডি হলেই, ডাউগ সরে যাবে, অ্যান্ড আই উইল বি ওপেন টু হিম।

ক্যারেন বলে, অল রাইট, ডেভি, ইউ কাম উইথ মি।

বাথরুমে ঢুকে যায় ওরা। বিশেষ ব্রান্ডের সাবান বেছে নেয় ক্যারেন।

প্রথমে ভয় ছিল ডেভির। ক্যারেনের ভাল লাগবে না। কোনও লেসবিয়ান পুরুষাঙ্গ নিয়ে এই ধরনের আদর করতে ভালবাসে না। কিন্তু ভুল; বুঝল ডেভি, ক্যারেন যেন বেশ উপভোগ করছে। ওর হাতের পেশাদারী দক্ষতার পাশাপাশি কোথাও একটা আন্তরিক আগ্রহ জেগে উঠছে। মোনিকা বোধহয় ওকে যন্ত্রণা দিতেই এই অর্ডার দিয়েছে, লেসবিয়ান ক্যারেনের বিতৃষ্ণা হবে। কিন্তু কল্পনাও করতে পারবে না। মোনিকা—বরং খুশি হয়েছে ক্যারেন। অজান্তে মোনিকা ক্যারেনকে শাস্তির বদলে পুরস্কার দিয়ে বসে আছে।

—আমার ভয় করছিল ক্যারেন।

—কেন?

—এই কাজ তোমাকে কষ্ট দেবে।

—দ্যাট ইজ রং।

—তোমার ভাল লাগছে?

—ইয়েস। আই লাভ ইট।

—কিন্তু তুমি যা করছ—সবই মোনিকার জন্য। মেকিং মি রেডি ফর মোনিকা। তোমার নিজের কিছু চাই না?

চুপ করে থাকে ক্যারেন।

—বলো ক্যারেন। ভয় পেও না।

—আমি বুঝছি, মোনিকা আমাকে শাস্তি দিতে চাইছে। তাই ও দেয়। কিন্তু মজার কথা, আমিও অ্যাকটিং করি। ও আমায় চেনে না। সত্যি কথা হলো, পুরুষকে আমি আসলে কিন্তু খারাপ চোখে দেখি না। আমি লেসবিয়ান, কিন্তু তোমার মতো পুরুষকে আমার ভাল লাগে। আই লাইক ইউ।

চমকিত ডেভি!—কি বলছ, ক্যারেন!

—ইয়েস। মোনিকা ভাবে—এসব কাজ আমি ঘেন্না করি, তাই আমাকে দিয়ে জোর করে করাচ্ছে ভাবে। আবার হয় তো আমার মধ্যে জেলাসি আসছে কিনা সেটা পরীক্ষা করে। তাই এইসব সেক্স-গেমে ও সবসময়ে আমাকে অতৃপ্ত রাখে। আমাকে অরগ্যাজমের কাছে এনে থামিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে করে, পারি না।

—তাহলে প্রকৃত সত্যটা কী?

সাবান মাখানোর আদরে ডেভির দুই অণ্ডকোষে আনন্দের নৃত্য শুরু হয়।

মোনিকা বলে, এটা সত্যি, ওই গ্যাং-রেপের পর পুরুষাঙ্গ নিয়ে আমার বিতৃষ্ণা তৈরি হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু কয়েকমাস এখানে কাজ করতে করতে আমার মন পাল্টাতে থাকে। এখানে দু'-একজন পুরুষকে আমি হ্যান্ডেল করেছি। তারা কয়েকজন আমার সাথে খুব ভাল ব্যবহার করেছে, দে ওয়ার নাইস টু মি। কিন্তু আমাকে অ্যাকটিং করতে হয়। মোনিকা টিভি শোতে দেখে—আমি যেন কত বিরক্ত হচ্ছি। আসলে অ্যান্টি-মেল ফিলিং আমার কেটে যায়। বাট ইট ডিপেন্ডস—

—তার মানে?

—যেমন তুমি। তোমার মতো সুন্দর ভদ্র পুরুষ আমি দেখিনি। আগে পুরুষ মাত্রই রেপিস্ট মনে হতো। ইউ ডোন্ট লুক লাইক আ রেপিস্ট—

—তার কারণ, আমি তোমাকে মোটেই রেপ করতে চাই না। কিন্তু অবশ্যই তোমাকে পেতে চাই। লাভিংলি।

—টিভি পর্দায় মোনিকা দেখতো যেন ক্লায়েন্টরা আমায় রেপ করছে। আমি ছটছট করছি ভান করতাম। ও খুশি হতো। আমি যন্ত্রণা পাচ্ছি ভেবে খুশি হতো, আসলে আমি আরাম পেতাম, হয় তো আরামেই ছটফট করতাম। বাট—

—বলো—

ডেভির পেনিসে জল ঢালে ক্যারেন।

—ইউ আর এক্সেপশন। আই লাইক ইউ।

—অ্যান্ড আই লাভ ইউ।

কেঁপে ওঠে ক্যারেন। মুখ নিচু করে, টাওয়েল নেয় হাতে।

—বেটার, ড্রাই অফ। দেরি হয়ে যাচ্ছে—ওরা সন্দেহ করবে উই আর ফাকিং হিয়ার। অথবা অদ্ভুত কিছু করছি।

বাথরুম থেকে ঘরে ফিরে ওরা দেখে মোনিকা নিস্পৃহভাবে ডাউগকে নিপীড়ন করছে, কিন্তু ডাউগ মোনিকাকে পেতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে। নানা শব্দ বেরচ্ছে মুখ থেকে, কিন্তু মোনিকাকে খুশি করতে পারছে না। হয় তো মোনিকাও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে কখন জল-বিধৌত পরিচ্ছন্ন সুগন্ধী সাবানে স্নান সেরে ডেভি তার সুন্দর দণ্ড নিয়ে ফিরে আসবে। এতক্ষণ দেরি হচ্ছে কেন? কি করছে ক্যারেন?

ওরা এসে দু'জনেই মোনিকাকে আদর করে। এবার আকস্মাৎ তীব্র হয় মোনিকা। প্রচণ্ড বেগে ডাউগকে শোষণ করে সে। দু' মিনিটের মধ্যে ডাউগের সমস্ত বীর্য টেনে বের করে আনে মোনিকার মুখ। ঝড়ের বেগে। তারপরেই যেন থুঃ করে ডাউগের যন্ত্র মুখ থেকে সরিয়ে দেয় মোনিকা—ঘৃণাভরে। হতচকিত, বোকা বনে যায় ডাউগ। তার সুদৃঢ় যন্ত্র এখন শিথিল হয়ে নিজের পেটের ওপর লুকিয়ে পড়ে—সাইজ প্রায় অর্ধেক, নিষ্প্রাণ একটুকরো মাংস। পুরুষাঙ্গ নয়, পুরুষাঙ্গের ডেড বডি।

ডেভির দিকে তাকিয়ে জ্বলজ্বল করে মোনিকার চোখ।

—ক্যারেন, ডেভিকে রেডি করতে তোর এত সময় লাগল? তুই সামনে আয়, আগে তোকে খাই, তারপর ডেভিকে।

ক্যারেনের পুসিকে আক্রমণ করে মোনিকার মুখ। আড়চোখে ডেভির দিকে তাকায়। মুখ ঘুরিয়ে নেয় ডেভি। ইয়েস, মোনিকা ভাবে, ডেভির হিংসে হচ্ছে। আর ক্রুদ্ধভাবে ক্যারেনকে আদর করে মোনিকা, আদর নয়, অত্যাচার। মুখ দিয়ে একটা শব্দ বের করে না ক্যারেন। মোনিকার হিংস্র কামড় সহ্য করে। অথচ এইখানেই ডেভিকে সে কত সুন্দরভাবে পেতে পারত। মোনিকা কি তাকে ক্ষত-বিক্ষত করতে চায়? মূলত এবার ডেভিকে শাস্তি দিতে?

হঠাৎ চিৎ হয়ে শোয় মোনিকা।

—ডেভি, আমার দুই বুকের মাঝখানে তোমার দণ্ড রাখ। দুই বুক দিয়ে চেপে ধরে প্যাসেজ করে নাও। তারপর ফাক মি, অ্যান্ড শুট, মাই মাউথ উইল ক্যাচ ইওর কাম।

বলতে বলতে ডেভির বদলে নিজের দুই হাত দিয়ে দুই স্তন চেপে ধরে ডেভির পুরুষাঙ্গকে বন্দী করে মোনিকা। বুকের ওপর ডেভির দুই অণ্ডকোষের ভারও অনুভব করে। মোনিকা বুকে লিঙ্গ রেখে চেপে রাখলেও পুরো দেহভার দেয় না ডেভি। তাতে দমবন্ধ হয়ে যাবে মোনিকার। তাই দুইপাশে হাঁটুর ওপর ভর রাখতে হয়। গলার ওপর দিয়ে মুখের কাছে লিঙ্গমুখ টেনে নেয় মোনিকা।

মোনিকার দুই বুকের টাইট প্যাসেজে যাতায়াত করে ডেভির দণ্ড। যৌন-বিজ্ঞানে একে কি বলে জানে না ডেভি। ব্রেস্ট-ফাকিং?

দুই হাতে নিজের স্তনে চাপ দিয়ে ডেভিকে শুষে নেয় মোনিকা।

ক্যারেন কোথায়! দেখতে পায় না ডেভি। মাথা ঘোরালে মোনিকা ধরে ফেলবে। তাড়াতাড়ি খেলা শেষ করে ডেভি। ক্যারেন কি চলে গেল?

মোনিকার হয়ে ক্যারেন যেটুকু সেবা ডেভিকে করেছিল, মুখের আদর দিয়ে মোনিকার জন্য ডেভিকে তৈরি করতে,—মোনিকারই নির্দেশে—মোনিকার অত্যাচারের ইচ্ছাকে, মেনে নিতে, তার পটভূমিকা সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। ক্যারেনের সেবা তখন মোনিকার হয়ে নয়, ক্যারেনের নিজেরই আদর; অনিচ্ছায় নয়, ইচ্ছায়। মোনিকার

নির্দেশে তার নিজের অন্তরের নির্দেশ। মোনিকার অত্যাচারের ইচ্ছা ক্যারেনের কাছে আশীর্বাদ।

ডেভিও সেইভাবে নিয়েছিল। ক্যারেনের ভালবাসার সেবা, মোনিকার সেবাদাসী এক নার্সের সেবা নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য, ক্যারেনের ভূমিকা এখনও প্রস্তুতিপর্ব মাত্র, এখনও অন্যের জন্য ডেভির চূড়ান্ত বিস্ফোরণ, ক্যারেন এখনও বঞ্চিত।

কোথায় গেল ক্যারেন?

বিনা নির্দেশে ঘর থেকে বেরোনো বারণ। মোনিকার কাছাকাছি তাকে থাকতে হবে। যে বলেছিল—ডার্লিং মোনিকা, তোমার সুখ দেখলেই আমার সুখ, সেই ক্যারেন এখন আর নেই।

উঠে পড়ে ডেভি।

মোনিকার নির্দেশে পোশাক পরে। আজ রাতের মতো খেলা এখানেই শেষ। ডাউগ আগেই বেরিয়ে গেছে।

ডিভানে মোনিকা এখন ঘুমন্ত। সত্যিই গভীর ঘুম। নগ্ন নায়িকা এখন স্বপ্নে হয়তো দেহ-সম্ভোগে ব্যস্ত। কে জানে?

কিন্তু ক্যারেন কই?

দরজার কাছে আসতেই দেখে দু'হাতে মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে ক্যারেন। গায়ে গাউন জড়ানো।

—ক্যারেন! ডেভি ডাকে।

ক্যারেন মুখ তোলে না।

দু'হাতের শান্ত আলিঙ্গনে ক্যারেনকে কাছে টেনে নেয় ডেভি। ক্যারেন মুখ তোলে। দুই চোখে জল টলমল।

সিলভিয়ান মিউজে কান্না! কিন্নর-কিন্নরী, অপ্সর-অপ্সরাদের জগতে কান্না!

—কিসের কান্না ক্যারেন?

—ওঃ, ডেভি, আই লাভ ইউ। সেভ মি ফ্রম দিস সেলফিশ সেক্স-ডেমন। শী ওয়ান্টস টু কিল মি।

লাভ! ভালবাসা।

হ্যাঁ, একথা কিছুক্ষণ আগে ডেভিও উচ্চারণ করেছিল। এখন ক্যারেন করছে।

কিন্তু ভালবাসা বলতে যদি মনের ভালবাসা বোঝায়, এখানকার অভিধানে সেই শব্দ নেই। মোনিকা প্রথমেই সেটা বলেছিল।

ক্যারেন বলে, তুমি কি আমায় বাঁচাবে?

—বাঁচাব ক্যারেন!

বলা মাত্রই চমকে ওঠে দু'জনে। চোখ পড়ে দরজার বাইরে ক্যামেরার চোখে। ওদের প্রেমালিঙ্গন ও কথাবার্তা ভিডিও টেপে ধরা হয়ে গেছে।

৯

ক্যারেনের বাড়ি খুব দূরে নয়। সিলভিয়ান মিউজ থেকে ট্যাক্সিতে দশ-পনের মিনিট। ডেভির খুব ইচ্ছে ছিল পরদিন ক্যারেনের সঙ্গী হয়। কারণ সেটা রবিবার। যারা

বাড়ি যায় সেই ছুটিতে, ক্যারেন তাদের একজন। ডেভিকে আপাতত এখানে থাকতে হয়। সে জানে না ছুটির দিন সে কি করবে। তাই ক্যারেনের বাড়িতেই যাবার খুব ইচ্ছে ছিল।

সোমবার সকালের ডিউটি আবার শুরু হবে।

কিন্তু রবিবার ভোরেই ডারলিন জানিয়ে দেয়, মোনিকার নির্দেশ আছে—আজকের ছুটির রাতে ক্যারেন বাড়ি যাবে না। তার স্পেশাল ডিউটি আছে—মোনিকার অ্যাপার্টমেন্টে। অল-নাইট স্লিপিং পার্টনারের ডিউটি। তাছাড়া নাকি কিছু দরকারি কথা আছে।

তাই বহু পুরুষ-নারী কর্মী বাড়ি যাবে, ছুটি কাটাবে।

ব্যতিক্রম শুধু দু'জন। এখানেই নিজের ছোট একফালি ঘরে ডেভি কিভাবে কাটাবে কে জানে! নাকি একা একা রাস্তায় ঘুরবে? একটা সিনেমায় যেতে পারে—কিন্তু সবকিছুই অসহ্য লাগছে তার।

আরেকজন ক্যারেন। তার বিশেষ এক্সট্রা-ডিউটি। হোল নাইট, উইথ বস।

আগে হলে খুশি হতো ক্যারেন। আগেকার ক্যারেন। কিন্তু সেই ক্যারেন আর নেই। এই অতিরিক্ত ডিউটি, সপ্তাহে একটিমাত্র ছুটির দিনে—এক চরম অত্যাচার।

ক্যারেন নাকি পরে একদিন স্পেশাল লিভ পাবে।

যাই হোক, ডেভি জেনেছে বহু গোপন ক্যামেরার চোখ এখানে সর্বত্র আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে আছে। তাছাড়া, পরের কয়েক সপ্তাহে মোনিকার পলিটিক্স বুঝতে ডেভির অসুবিধে হয়নি। যেন-তেন প্রকারে ক্যারেনকে ডেভির থেকে দূরে রেখেছে সে। সামান্য কথা বলার মতো সুযোগ পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। এটা কি কোনও কঠোর শাস্তির আগে ওয়ার্নিং!

ডেভিও আপাতত দূরে দূরে থাকা শ্রেয় মনে করল। তাছাড়া চারদিকে স্পাই বা ইনফরমার ছড়িয়ে রেখেছে মোনিকা। এখন নতুন অত্যাচারের আনন্দ বের করেছে মোনিকা। ক্ষুধার্তকে উপবাসী রাখার অত্যাচারটা পুরনো। বরং তার সামনে খাবার রেখে তাকে খাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করায় অনেক বেশি আনন্দ। ডেভি-ক্যারেনকে ভাতে মেরে কি হবে? সে তো যে কোনও মুহূর্তে করা যায়। কিন্তু এটাও ঠিক, সিলভিয়ান মিউজ তাহলে তার ক্লায়েন্ট-প্রিয় দুই দক্ষ কর্মীকে হারাবে। তাতে ব্যবসা ও প্রতিষ্ঠানের সুনাম—দুইই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

একবার মনস্থির করেছিল ডেভিও, সে ছুটির পর ক্যারেনের সাথেই তার বাড়িতে যাবে। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য, সেই ট্যাক্সিতে টেরি, সিলভিয়ান মিউজের আর একটি মেয়ে উঠে বসল। তাই ইচ্ছা থাকলেও যাওয়া হলো না।

তিন দিন পরে অনেক কষ্টে ম্যাসেজ রুমে ক্যারেনকে ধরার সুযোগ পেল ডেভি। আগে থাকতেই জানা ছিল, ক্যারেনের ক্লায়েন্ট মিসেস মেরিয়ান দু'ঘণ্টা পরে বিদায় নেবে। তাই সতর্ক ছিল ডেভি, মিসেস মেরিয়ানের বিদায় নেবার পরমুহূর্তেই যেন গেট ক্র্যাশ করে ম্যাসেজ রুমে ঢুকে পড়ে ক্যারেনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ে ডেভি। দৌড়ে আসার জন্য হাঁপাতে থাকে।

ক্যারেন চমকিত। তার পরনে আজ পেশাদারী কস্ট্যুম—অর্থাৎ হটপ্যান্ট আর লাল-নীল স্ট্রাইপের টপ নেই। পরিবর্তে এক অতিরিক্ত সংক্ষিপ্ত কালো রঙের বিকিনি, যার ফলে ঝকঝক করছে ক্যারেনের চেহারা। দু'ঘণ্টা পরিশ্রমের ফলে সারা গা ঘামে ভেজা। মুহূর্তের মধ্যে ডেভির বাহুবন্ধনে আবদ্ধ ক্যারেন।

মনে মনে খুশি হলেও নিদারুণ শংকিত ক্যারেন।

—তুমি কী পাগল! জানো না আমাদের পেছনে স্পাই আছে?

ঘরের দরজাটা লক করে চারপাশে তাকায় ডেভি। টিভি ক্যামেরার লেন্সটা খোঁজে। সাধারণত বিশেষ ধরনের আয়নার পিছনে সেট করা থাকে ওটা। সর্বাগ্রে ওই ক্যামেরার চোখটাকে অন্ধ করে দেওয়া প্রয়োজন। তাহলে সুইচ অন করলে মোনিকা পর্দায় শুধু অন্ধকারই দেখবে, যদিও পরমুহূর্তে হয়তো আরও বিপজ্জনক স্টেপ নেবে সে। কিন্তু তার আগেই ক্যারেনের সাথে দুটো কাজ সেরে ফেলবে ডেভি। ক্যারেনের সাদা ঠোঁটে চুমু দিয়ে রক্তিম করতে হবে, অর্থাৎ সাহস জাগাতে হবে। আর দ্বিতীয়ত কানে কানে বলে ফেলতে হবে—কাল রবিবার তোমার বাড়ি যাব। সন্ধ্যে ছ'টায় আমি রাস্তার উল্টো ফুটপাথে অপেক্ষা করব।

এই দুটো কাজ সেরেই পালাতে হবে। কথাটা কানে কানে বলা এইজন্যে যে, টিভির চোখ কানা হলেও সাউন্ড বক্স সজীব। তার মানে জোরে কথা বললেই, মোনিকা চোখে কিছু দেখতে না পেলেও, কানে শুনতে পাবে।

এইবার চলে যাওয়া উচিত ডেভির। এখানে প্রতিটি সেকেন্ড থাকা তার পক্ষে অধিকতর বিপদের। কিন্তু ক্যারেনের চোখের জল আর ডেভির গলা জড়িয়ে ধরা তার দুই হাত যেন বিপদের চিন্তাকে ভুলিয়ে দেয়। ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে ডেভি। যেন এক সপ্তাহ নয়, এক বছর পরে তাদের দেখা। এই পরিচিত সুন্দর শরীরটা তার নতুন এবং অপরিচিত লাগে। মাথার ওপর তরবারি ঝুলছে বুঝেও ডেভি আবার নতুন করে দৃঢ় বাহুপাশে টেনে নেয় ক্যারেনকে এবং অকস্মাৎ দু'হাতে তাকে শূন্যে তুলে ম্যাসেজ টেবিলের ওপর শুইয়ে দেয়। ডেভির উপবাসী আত্মা এবার ঝাঁপিয়ে পড়ে। মনে হয় মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও ওরা পরস্পরকে শেষবারের মতো পাবার পরই মরতে চায়। ক্যারেনের ঊর্ধ্বাঙ্গের পোশাকে ডেভির হাত নেমে আসে।

আনন্দ সত্ত্বেও ভীত ক্যারেন—ডেভি লেট আস গো নো ফার্দার। জাস্ট এ লিটল কিস অ্যান্ড লীভ মি। আমি রবিবার ঠিক সময়ে তোমার সাথে দেখা করব। আমার বাড়ি নিয়ে যাব। এখন মাথা খারাপ করো না।

কিন্তু ডেভির মাথা সত্যিই খারাপ হয়ে গেছে। এতদিন বাধার পর ক্যারেনকে, ক্যারেনের মিষ্টি শরীরটাকে কাছে পাওয়ায় উন্মাদ ডেভি। তাই ক্যারেনকে এখন তার চাই, সম্পূর্ণভাবেই চাই। বুঝতে হবে এই ক্যারেন সেই আগের ক্যারেন কিনা এই দেহটাও সেই আগের ক্যারেনের কিনা। তাই বোধহয় ক্যারেনের সতর্কবাণী কানে যায় না ডেভির। তার ডান হাত ক্যারেনের ঊর্ধ্বাঙ্গ উন্মুক্ত করার জন্য অস্থির হয়ে পড়ে।

আবার বাধা দেয় ক্যারেন—ও ডেভি, প্লিজ কাম ডাউন। আমার আর একটা কাজ আছে। আমাকে ম্যাসেজ রুম নাম্বার বারোতে এখুনি যেতে হবে। এ নিউ কাস্টমার ইজ ওয়েটিং। টাইম ইজ আপ।

তাইতো! এটা তো ওদের কাজের জায়গা। প্রভু মোনিকার মাহিনা করা ক্রীতদাস ওরা। তাই ক্যারেনকে ডিউটির সময় বাধা দেওয়া ঠিক নয়। সরে যায় ডেভি। ম্যাসেজ টেবিল থেকে উঠে পড়ে ক্যারেন। কাঁধের স্ট্র্যাপ ঠিক করে, ডেভির দিকে জলভরা চোখে তাকিয়েও মিষ্টি হাসি হাসতে পারে ক্যারেন—ডেভি, মনে পড়ে তুমি একদিন বলেছিলে, আই লুক মোর বিউটিফুল উইথ দিস বিকিনি দ্যান উইদআউট ইট। তাই কী?

—ইয়েস, আই থিংক সো।

—দেন লেট মি গো।

ডেভি সরে দাঁড়ায়। ডেভির তলপেটে একটা হাল্কা ঘুষি মেরে দৌড়ে চলে যায় ক্যারেন—রিমেমবার সানডে।

মনটা এবার খুশি হয়ে ওঠে ডেভির। ক্যারেনকে ভীষণভাবে পাবার জন্যে অস্থিরতাটা ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসে। আর মাত্র দু'দিন, তবু মনে হয় রবিবারটা যেন বহু বহু দূরে।

ঘর থেকে বেরিয়ে করিডোর দিয়ে হেঁটে বারো নম্বর ম্যাসেজ রুমের কাছে এসে থমকে দাঁড়ায় ডেভি। হ্যাঁ, এইখানেই না ক্যারেনের ডিউটি এখন! লাল আলো জ্বলছে বাইরে। অর্থাৎ সামান্যতম ডিসটার্ব যেন কেউ না করে। মোনিকার নির্দেশ আছে, সিলভিয়ান মিউজ ইচ্ছা করলে এই সময়ে কোনও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মৃত্যুসংবাদও গোপন রাখতে পারে, অন্তত যতক্ষণ না ক্লায়েন্ট সার্ভিস শেষ হয়।

ডেভির মন আবার অস্থির হয়ে ওঠে। ইচ্ছা হয়, এই মুহূর্তে লাথি মেরে দরজাটা ভেঙে ফেলে, ক্যারেনকে টেনে নিয়ে আসে, টু হেল উইথ অল দিস ব্লাডি ডিউটি, অল বুলশিট।

হয়তো তাই ঘটে যেত। চোখের পর্দায় ক্যারেনের নগ্ন দেহের ছবিটা ভেসে ওঠে ডেভির। দরজার ঠিক ওপারেই ক্যারেন এখন এই রূপে বিরাজিতা। অথচ ডেভির কোনও উপায় নেই, কোনও অধিকার নেই তার কাছে যাবার। একটু আগে ক্যারেনকে যে রূপে যেভাবে চাইছিল ডেভি, সেইরূপে সেইভাবেই রয়েছে ক্যারেন—কিন্তু অন্যত্র, অন্যের কাছে।

আবার মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে। প্রচণ্ড এক পদাঘাতে আপাতত এই দরজাটা ভাঙতে ইচ্ছা করে। তারপর গোটা সিলভিয়ান মিউজে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে ক্যারেনের হাত ধরে পালাতে হবে। দিবালোকে রাস্তার লোক বিস্মিত হয়ে দেখবে এক নগ্ন পুরুষ ও নারীর উন্মাদ দৌড়...এবং দমকলের গাড়ির ঢং ঢং শব্দে আগমন। ছাই হয়ে যাক সিলভিয়ান মিউজ। ওরা লজ্জাহীন, ওরা উন্মাদ, ভালবাসায় উন্মাদ, তাই সুসভ্য পোশাক পরা পৃথিবীকে ব্যঙ্গ করেই দুই আদিম নারী আর পুরুষ ছুটবে, ছুটবে আর ছুটবে। যতক্ষণ না ওরা ড্রাগনের প্রসারিত হাতের বাইরে গিয়ে মুক্ত হতে পারে।

লাথি মেরে দরজা ভাঙার জন্য সজোরে পা ওঠায় ডেভি।

এবং ঠিক সেই মুহূর্তে করিডোরের সাউন্ড বক্সে ডারলিনের গলা ভেসে আসে। মিঃ ডেভি কক্স, ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু সি দ্য অথরিটি অ্যাট হার অফিস ইমেডিয়েটলি।

বজ্রাঘাত হবে—ধারণা ছিল। ঠিক হলো না। অন্তত এখন।

বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। এখন মোনিকার মুখের ত্যারছা হিংস্র হাসিটা বিদ্যুৎ বলে মনে হলো।

টেবিলের সামনের চেয়ারটায় বসতে যাচ্ছিল ডেভি। বাধা দিল মোনিকা।

—বসার সময় নেই। সতের নম্বর ম্যাসেজ রুমে চলে যাও, তোমার বয়স্কা বান্ধবী মিসেস ক্যাথি ডোনার হাজির।

ডেভি কিছু বলতে যাচ্ছিল, কারণ মোনিকার মুখের হিংস্র হাসিটা সত্যি ভয়ংকর।

মোনিকা আবার বাধা দিল—ডোন্ট ওয়েস্ট টাইম, গো।

ম্যাসেজ রুমে ক্যাথি। সেই মিষ্টি হাসি। কিন্তু আজ মিষ্টি হাসিটা অত মন দিয়ে দেখার সময় নেই ডেভির। মাথার মধ্যে ঘুরছে মোনিকার হিংস্র হাসি—যার অর্থ পরিষ্কার বোঝা না গেলেও মারাত্মক কিছু যে অপেক্ষা করছে, সেটা সম্পর্কে সন্দেহ নেই।

ক্যাথি বলে, ডেভি, মাই ফ্রেন্ড, আমি এসেছি। আজকে আমি ফ্রি। কোনও কাজ রাখিনি। আজ তুমি আমাকে সব লেসন শিখিয়ে দাও, আমি শিখতে চাই।

ক্যাথিন পরনে সংক্ষিপ্ততম পোশাক।

ডেভি বলে, খুলে ফেল।

ক্যাথি হাসে—এইটুকু পোশাক থাকলেই বা কি! তোমার-আমার পোশাক খুলে যদি একটা চায়ের কাপে রাখি, তা সত্ত্বেও সেখানে চিনির জন্য জায়গা থাকবে।

—তবুও খোল।

—তুমি আগে।

—বেশ।

নিজের কস্ট্যুম ছুঁড়ে ফেলে দেয় ডেভি।

পুলকিত ক্যাথি—ওঃ, যখনই তোমায় এই অবস্থায় দেখি; তখনই আমি বুঝতে পারি—আমি একটা মেয়ে, আমার শরীরটা বলতে থাকে।

—কেন, অন্যসময়?

—অন্যসময় সময় কই? বিজনেস দেখতে হিমশিম খাই।

—বিজনেস! ও, হ্যাঁ শুনেছি, তোমার নাকি টাকা রাখার জায়গা নেই।

—সেটা বাড়িয়ে বলা। তবে হ্যাঁ, মোটামুটি আছে, পয়সা দিয়ে সুখ কেনার টাকা আছে।

—কি করবে এত টাকা দিয়ে—

—তোমায় দিয়ে যাব!

আবার মিষ্টি হাসি। এবার হাসিটা লক্ষ্য করতেই হয়।

—আমায় দিয়ে যাবে! এমন নিষ্ঠুর জোক কেউ করে না।

—নিষ্ঠুর কেন! পৃথিবীতে সবই সম্ভব।

—আমি যদি তোমার আগে মরি!

—ইমপসিবল, আমার বয়েস তোমার ডবল। আই অ্যাম থার্টি ফাইভ, ইউ আর হার্ডলি এইটটিন!

—তাতে কি! মৃত্যু কি বয়েসের ওপর নির্ভর করে! সাপোজ, টুমরো আই অ্যাম রান ওভার বাই আ বাস।

ক্যাথির মিষ্টি হাসি মিলিয়ে যায়।

—জেসাস! এসব কথা উচ্চারণ করো না।

কথা বলতে বলতে কাজ থেমে নেই কিন্তু। ম্যাসেজ টেবিলে শায়িত ক্যাথির সাথে এক রাউন্ড ফাকিং অ্যান্ড সাকিং সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু এখনও দৃঢ় যন্ত্র ডেভির।

মিষ্টি হেসে ক্যাথি বলে, আঃ, ডেভি, ইউ আর দ্য ম্যান। ব্লেসড বাই দ্য অলমাইটি।

—আই ওয়ান্ট টু বি লাভড বাই ক্যাথি।

—নো লাভ! ফ্রেন্ডশিপ। আমরা বন্ধু।

—কেন ভালবাসা যায় না?

—প্রবলেম। ভালবাসলে বিয়ে করতে হয়। আমরা বিয়ে করব না। আমি ম্যারেড। আমার স্বামী মিস্টার জোনাথন ডোনার। ধনী ব্যবসায়ী। অব কোর্স, তার অন্য নারী আছে। তা থাকুক। আই অ্যাম হ্যাপি—ওর স্ত্রী হয়ে। অ্যান্ড আই লাভ হিম।

কতরকম বিচিত্র জীব আছে পৃথিবীতে। সিলভিয়ান মিউজের চিড়িয়াখানাতে তাদের সাময়িক অস্তিত্বের যেটুকু পরিচয় পায় ডেভি, পেটে বিদ্যে থাকলে একটা মোটা রিসার্চের বই লিখতে পারত।

ডেভি বলে, ইউ ওয়ান্ট টু লিক মাই কক?

—ইয়েস।

ডেভির দুই পা জড়িয়ে ধরে ক্যাথি। প্র্যাকটিস মেইকস ওয়ান পারফেক্ট। ক্যাথি এখন কুশলী। ক্ষণপরে লাজুক ক্যাথি বলে, ডেভি, মাই কান্ট ইজ কক-হাংগ্রি অ্যান্ড হট।

দেহমিলন শাস্ত্রের সংঃ প্রক্রিয়া চলতে থাকে। ঈশ্বর মানুষকে এই বিষয়ে কয়েকটি সীমিত অঙ্গ দিয়েছেন। কিন্তু তা দিয়ে অসীম আনন্দ তৈরি করা যায়। ডেভির হাত, আঙুল, পুরুষাঙ্গ, অণ্ডকোষ, মুখ, জিভ, ঠোঁট—সবই একে একে, এবং একাধিকবার ব্যবহৃত হয়। ক্যাথিও তার শরীরের সব অংশ দিয়ে ডেভির সেবা করে। একসময়ে মনে হয়, ডেভিই যেন ক্লায়েন্ট। টাকা তাকেই পে করতে হবে। সিলভিয়ান মিউজের যা রেট।

ক্যাথি বলে, এখন এক কাপ চা খাই আমরা। তারপর—

—তারপর আবার!

ক্যাথি মিষ্টি হাসে—ওঃ, ডোন্ট বি সো ব্লান্ট। ওই কথাটাই কত সুন্দরভাবে বলা যায়।

—আমি তো কবি নই।

—বাট ইওর পেনিস ইজ আ হিউজ পেন, আর সাদা কালি দিয়ে শরীরের কবিতা লেখ তুমি।

—সে সব কবিতা শাওয়ারের নিচে ধুয়ে যায়।

—বাঃ, এই তো খুব সুন্দর কথা বললে।

চা এসেছিল। খাওয়াও হয়ে গেল। আজ ক্যাথির অন্য কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই। সে সেদিন বলেই গিয়েছিল, সে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে আসবে।

তাই আরেক রাউন্ড।

এমন একঘেয়ে রিপিটেশন যা কখনও একঘেয়ে হয় না এদের কাছে।

ক্যাথি বলে, দিস টাইম, আরও ভাল।

—তুমি বন্ধু, তাই বন্ধুর জন্য সব সময় যত্ন নিতে হচ্ছে।

লজ্জা হারিয়েছে ক্যাথি—আবার চাই।

এক মিনিটও কাটেনি। ডেভি পর্যন্ত অবাক। সে মোনিকাকেও চির-অতৃপ্ত নিম্ফোম্যানিয়াক মনে করত। ক্যাথি তো কিছু কম নয়। পার্থক্য শুধু, ও প্রভু হতে চায় না, আদেশের সুরে কথা বলে না, মিষ্টি ব্যবহার, মিষ্টি কথা—আর মিষ্টি হাসি। এবং ডেভি ওর ক্রীতদাস নয় (পেমেন্ট ও টিপস সত্ত্বেও) ওর বন্ধু।

শেষ হয়। এবং আবার শেষ থেকে শুরু। কালকে আফ্রোডিসিয়াক ইনজেকশন দরকার হবে হয় তো—ভাবে ডেভি।

ক্যাথি সহজ। মিষ্টি হেসে গান গায় যার মানে—

'ও সেক্স! তোমার অন্ত পাওয়া ভার—

শেষের পরেও শুরু আছে, এই কথাটি সার—'

এবার যদি ক্যাথি বলে, আবার চাই, কি করবে ডেভি!

ক্যাথি বলে, তুমি মেয়ে হলে বুঝতে তোমার কক ম্যাজিক জানে।

এমন প্রশংসা নতুন কিছু নয়। তবে মেয়ে হয়ে জন্মালে ভালই হতো। গ্যাং-রেপ হওয়ার রিস্ক থাকলেও মেয়ে হয়ে লাভ আছে। তবে, মেয়ে হলে ক্যাথি ডোনারের মতো মেয়ে হয়ে জন্মাতে হবে—যার অনেক টাকা, অন্তত জীবনে আর্থিক অনিশ্চয়তা নেই, এবং সিলভিয়ান মিউজে এসে ডেভির মতো একটা বন্ধু পাওয়া যেন যায়।

এটা ঠিক—মেয়ে নিজেকে ক্ষয় করে না এইভাবে।

কিন্তু পুরুষকে তার রক্ত ক্ষয় করে যেতে হয়।

বাধ্যতামূলক ক্ষয়।

এখন টের পায় ডেভি, ক্ষয়েরও বিচিত্র পদ্ধতি আছে। যেমন, এই মুহূর্তে ক্যাথির মুখের ভেতর এক অবিশ্বাস্য বিরাট উনুনের উপর কড়াইয়ে তার পুরুষাঙ্গ ও অণ্ডকোষ যেন সিদ্ধ হচ্ছে। তার সমস্ত বীর্যকণা উত্তাপে বাষ্প হয়ে সেই মুখের ভেতরেই হারিয়ে যাচ্ছে।

ক্রমশ আবার হারিয়ে গেল ডেভি। গোনা হয়নি এই নিয়ে কতবার।

ক্যাথি বলে, আমি এতক্ষণ স্বর্গে ছিলাম, এইমাত্র ফিরে এলাম।

—নাইস ট্রিপ।

—হ্যাঁ, একেই বোধহয় বলে হেভেনলি প্লেজার, স্বর্গসুখ।

উঠে বসে ডেভির পিঠে নিজের দুই বুক চেপে ধরে ক্যাথি। শক্ত বোঁটা দুটি পেরেকের মতো বিদ্ধ করে ডেভিকে। দুই-তিন মিনিট কথা হয় ওদের। ডেভি ভাবে, খেলা শেষ কিনা। নাকি আবার ক্যাথি বলবে—ডেভি, আবার। ওয়ান্স এগেইন!

ঠিক সেই মুহূর্তে হাতের কাছে ফোনের আলো জ্বলে।

রিসিভার তোলে ডেভি। শুনতে পায় পরিচিত গলা।

—দিস ইজ মোনিকা।...ভাল করে শোন, একদিনের পক্ষে এই মিষ্টি হাসির কক-হাংগ্রি রাক্ষসীটা অনেক পেয়েছে। নো মোর। জেসাস, যদি আবার তুমি এগিয়ে যাও, অ্যান্ড ফাক হার, সে প্রায় একমাসের পরিতৃপ্তি নিয়ে চলে যাবে। আমার ব্যবসার ক্ষতি হবে। কিপ হার হাংগ্রি। যাতে পরের সপ্তাহে আবার আসে। তাছাড়া, অন্য কাস্টমার আছে, তাই সেভ সামথিং, তাদের জন্য।

ডেভি চুপ করে শুনে যায়।

মোনিকা বলতে থাকে—ওকে তাড়াও এখন। বলো, এইমাত্র জানতে পারলে তোমার জন্য এক কাস্টমার নির্দিষ্ট অ্যাপার্টমেন্টে অপেক্ষা করছে। তাতে হয়তো ও একটু জেলাস হবে, কিন্তু নেক্সট উইকে ঠিক আসবে। ও. কে?

ফোন রাখে ডেভি। বিষণ্নমুখে ভান করে ক্যাথিকে জানায়—ফ্রন্ট অফিস থেকে খবর এলো আরেক কাস্টমার এসেছে। অপেক্ষা করছে। এবং সে ডেভিকেই চাইছে। অফিসও সেই রকম নির্দেশ দিচ্ছে।

ক্যাথি বলে, ওকে ভাগিয়ে দাও। আই উইল পে ট্রিপল। যতক্ষণ আমি থাকব, তুমি আমার।

—শান্ত হও—ডেভি বলে, রোম ওয়াজ নট বিল্ট ইন আ ডে। আমরাও আমাদের রোম ধীরে ধীরে তৈরি করব। সময় লাগুক, ক্ষতি নেই। রাশ করার দরকার কি! আরও কত বিচিত্র আনন্দ জমা রইল—ফর নেক্সট উইক। তাছাড়া, এ ক'দিন দেখা না হলে আমরা আরও পাগল হয়ে থাকব, কবে দেখা হবে। দ্যাট ইজ এক্সাইটিং। তাই না?

—তা ঠিক, তবে এই অপেক্ষা করাটা একটা যন্ত্রণা। বিজনেসের কাজ আছে অবশ্য। সেগুলো সেরে নেব। রাতে একা বিছানায় ভাবব, কবে দেখা হবে।

—একা কেন? মিস্টার ডোনার—যাকে তুমি খুব ভালবাস, ইওর হাসব্যান্ড!

—হ্যাঁ ভালবাসি, বাট নট অ্যাট বেড।

—কেন? ইজ হি ইমপোটেন্ট?

—নো। বাট ইফ ইউ আর টাইগার, হি ইজ যাস্ট আ ক্যাট।

ডেভি হাসে—ভালই তো, ক্যাট ইজ সেফ, কিন্তু টাইগার তোমায় খেয়ে ফেলতে পারে।

—আমি তো তাই চাই, টাইগার আমাকে খেয়ে ফেলুক।

—তারপর?

—ডেভির মতো টাইগার—যে খেয়ে ফেলে, আবার বাঁচিয়ে দেয়।

ডেভি কিছু বলতে যাচ্ছিল। তখুনি ফোনের আলো জ্বলে।

রিসিভার তুলে ডেভি বলে, আই অ্যাম কামিং। ওয়ান সেকেন্ড, প্লীজ।

১০

ক্যারেনের কানের কাছে ডেভি ফিসফিস করে বলে, আজ রাতে আমরা একসাথে ডিনার করব। তোমার সাথে কিছু কথা আছে।

এক্সারসাইজ রুমের রোয়িং মেশিনটার পরীক্ষা করছিল ক্যারেন। সে জানে অনেকদিন পরে ডেভি এই প্রথম ওর এত কাছে আসার সুযোগ পেল। অবশ্য এই মুহূর্তে এক্সারসাইজ রুমে সে একলা। মনে মনে ভাবছিল—ইস, যদি এক্ষুণি ডেভি একবার আসে! এবং অদ্ভুত টেলিপ্যাথি। পাঁচ সেকেন্ড পরেই ডেভি হাজির। আতঙ্কের মধ্যেও খুশি হয় ক্যারেন, আবার খুশির মধ্যেও বিলক্ষণ আতঙ্ক আছে। তাই কোনও কথা বলতে পারে না।

ডেভি বলে, তাহলে ওই সময়েই আমাদের দেখা হবে।

পাশের ঘরে চলে যায় ডেভি, সেখানে একজন বিশাল চেহারার মহিলা দাঁড়িয়ে। ডেভি তাকে দেখিয়ে দেয় কী করে ভারী তলপেটের চর্বি ব্যায়াম করে কমাতে হয়।

বেশ ক'দিন ধরেই ডেভি ক্যারেনকে কথা বলার জন্য খুঁজছিল, কিন্তু পায়নি। ভাবছিল সে, আচ্ছা ক্যারেনও কি তাকে খোঁজার চেষ্টা করছে না! নিশ্চই করছে, শুধু মোনিকার সবরকমের বাধা সে কাটিয়ে উঠতে পারছে না। অফিসে অথবা করিডোরে সকলের সামনে একবার-দু'বার ক্যারেনের সাথে মুখোমুখি হয়েছে ডেভি, কিন্তু ডেভির আগ্রহী চোখের দিকে তাকিয়ে ক্যারেন মৃদু হেসেছে মাত্র, জাস্ট এ লিটল স্মাইল, তারপরেই চকিতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

আজকে মোনিকা টাউনের বাইরে গেছে। দু'দিনের জন্য ব্যবসার কাজে। তাই, এই প্রথম আকাশের নিচে মিলিত হওয়ার সুযোগ। প্রথমে সিলভান মিউজের সুইমিং পুলে আসে ওরা। জামাকাপড় ছেড়ে ইচ্ছেমতো সাঁতার কাটে, জলক্রীড়ায় হৈ-চৈ। ছোটাছুটি, লাফ-ঝাঁপ। ক্যারেনকে শূন্যে তুলে ধরে ডেভি। ক্যারেন হাস্যময়ী! ইস, কতদিন এমন হাসি দেখা যায়নি ওর মুখে।

তখনই ঠিক হয়, আজ সন্ধ্যেবেলা এই কারাগারের বাইরে যাবে ওরা। অনেকদিন বাদে সিলভান মিউজের বাইরের বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে পারবে। অবশ্য তা সম্পূর্ণ স্বস্তির নিঃশ্বাস নয়, কারণ তাদের এই বেরিয়ে যাওয়াটা এবং বেশ কিছু সময় বাইরে কাটিয়ে আসা অবশ্যই জানতে পারবে মোনিকা। তবু ঝুঁকি নিতেই হবে, ভাগ্যের ওপর নির্ভর করতেই হবে।

ঠিক সময়ে রাস্তার মোড়ে অপেক্ষা করছিল ক্যারেন। একটা ট্যাক্সি নিয়ে ডেভি তার সামনে এসে দাঁড়ায়। প্রায় মাইল খানেক দূরে একটি সুন্দর রেস্টুরেন্টে ওরা বসে। এই জায়গায়টা বেশ নির্জন, অর্থাৎ ভিড় বেশি নেই। তাই মন খুলে কথা বলার সুযোগ আছে। সত্যি, এতক্ষণ পর্যন্ত ভাগ্য ওদের সাহায্যই করেছে।

খাবারের অর্ডার দিয়ে সিটের গদিতে পিঠ এলিয়ে একটু আরাম করে বসে ডেভি। এইবার দ্বিধাহীন চোখে ক্যারেনকে লক্ষ্য করে। অতি সুন্দর একটি পাতলা সাদা গাউন পরেছে ক্যারেন, যে পোশাকে তার নিখুঁত ফিগার সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ক্যারেন বলে, খুব খুশি হয়েছি, তুমি আমায় ইনভাইট করেছ। যদিও জানি মোনিকা জানতে পারলে আমাদের দু'জনের গর্দান যাবে।

ডেভি হাসে—জানতে তো পারবেই, তবে গর্দান যাবে না, চাকরি যাবে।

—ওই একই হলো। চাকরি যাওয়া আর গলা কাটা একই ব্যাপার।

ডেভি হাসে—তোমার চাকরি যাবে না।

—কেন?

—মোনিকা টাকা ছড়িয়ে আর একটা ডেভি জোগাড় করে নেবে, কিন্তু আর একটা ক্যারেন পাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। লাখ টাকা ছড়ালেও না।

—কেন এই কথা বলছো? আমি কী এমন—

—তুমি মোনিকার নেশা। তার অন্তঃপুরে নিভৃতে নারী শরীর নিয়ে খেলার একটাই ব্র্যান্ড—ক্যারেন ব্র্যান্ড। আর এই ব্র্যান্ডের তো বিকল্প হয় না। দ্বিতীয় ক্যারেন কোথায়?

—এটা তুমি বাড়িয়ে বলছ।

—একটুও নয়। ক্যারেন ছাড়া মোনিকার চলবে না। তার এত খামখেয়ালী সেক্স-অত্যাচার মুখ বুজে আর কোন মেয়ে সহ্য করবে? ক্যারেন পৃথিবীতে একটাই আছে, তাই তোমার চাকরি পাকা।

হয়তো ঠিকই বলছে ডেভি। মনে মনে স্বীকার করে ক্যারেন। ডেভিকে তাড়িয়ে আর ক্যারেনকে আটকে রেখে বরং আরও খুশি হবে মোনিকা। তার অত্যাচার আরও বেড়ে যাবে। তখন বাধ্য ক্রীতদাসী ক্যারেনকে সবই সহ্য করতে হবে।

মন থেকে আপাতত ভবিষ্যতের এই বিপদকে ভুলতে চেষ্টা করে ক্যারেন, বলে, তুমি বলছিলে আমার সাথে জরুরি কথা আছে, কী কথা?

—আমার কথা পরিষ্কার। আমি জানতে চাই তোমার মতো শান্ত সুন্দর নরম মনের মেয়ে কী সারাজীবন এই জঘন্য জায়গায় এইভাবে কাটাতে চায়?

—জঘন্য?

—নিশ্চই।

—হ্যাঁ, তা হয়তো সত্যি। কিন্তু ভুললে চলবে না এই জায়গাটাই আমাদের রুটি দিচ্ছে। সিলভিয়ান মিউজ ইজ আওয়ার ব্রেড-গিভার।

উত্তেজিত ডেভি টেবিলের ওপর কিল মারে—কিন্তু সারা পৃথিবীতে আর কোথাও কী আমাদের রুটি জুটবে না?

—হ্যাঁ, জুটবে, আরও খারাপ জায়গায় যদি যাই। সেটা কী তোমার ভাল লাগবে?

—আরও খারাপ কেন? একই তো ব্যাপার। সেখানেও টাকার বিনিময়ে দেহ দিতে হবে, এখানেও যা হচ্ছে।

—এক নয় ডেভি, এখানে আমরা চাকরি করছি। আরামে আছি। সকলের আড়ালে আছি। ভুলো না এই টাউনে সিলভিয়ান মিউজ একটি অতি নামজাদা হেলথ ক্লিনিক। বহু সুনামী নারী-পুরুষ এখানে আসে, বিশেষ করে নারী—যাদের অর্থ আছে, সামাজিক প্রতিষ্ঠা আছে। এখানে আমরা নিরাপদ। মোনিকার যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে এই শহরে।

ডেভি হাসে—ঠিকই বলেছ, তফাৎ আছে। পোষা কুকুর আর রাস্তার কুকুরে যা তফাৎ।

—আমি প্রশ্ন করছি রাস্তার কুকুরের জীবন কী ভাল? পোষা কুকুরকে হয়তো বন্দী থাকতে হয়। কিন্তু তুমিই বলো রাস্তার ভিখিরির স্বাধীনতার কী দাম? এখানে তবুও সমাজের সম্মানিত মহিলাদের কাছে আমার নিজেকে বিলিয়ে দিতে হয়। তাঁরা আমাকে পেয়ে খুশি হন। তুমি তো জান ছোটবেলায় সেই গ্যাং-রেপের পর আমার পুরুষকে আর ভাল লাগে না, আনটিল আই মেট ইউ। তাই এখানে আমার খারাপ কাটেনি। তাছাড়া আমি মোনিকার হাতে তৈরি। জানি, ও আমার ওপর শারীরিক বা মানসিক অত্যাচার করে অদ্ভুত এক ধরনের আনন্দ পায়। কিন্তু ওর কী দোষ! ও নিজেও খুবই অসুখী। অহমিকার জন্য সেটা স্বীকার করে না। বাট আই নো দ্যাট। তাই রাস্তায় এসে কী ভাল হবে আমার?

এতক্ষণ ধৈর্য ধরে শুনছিল ডেভি। এইবার কথা বলে।

—দেখ ক্যারেন, ইউ আর নট রিয়েলি এ বর্ন লেসবিয়ান। তোমার ওই দুর্ভাগ্যের সুযোগ নিয়ে মোনিকা খুব প্ল্যানমাফিক তোমাকে এইভাবে তৈরি করেছে। এই কথা যে

সত্যি সেটা তুমি নিশ্চই এখন বুঝতে পেরেছ। তা না হলে তুমি আমার সাথে আজ এখানে আসতে না।

চুপ করে থাকে ক্যারেন। ডেভি আবার বলে—ভাল করে ভেবে দেখ। হয়তো তুমি এখনও আমাকে ভালবাস না, কিন্তু নিশ্চই স্বীকার করবে পুরুষের প্রতি বা পুরুষমাত্রই তোমার আর বিশাল ঘৃণা নেই। মোনিকার ঘরে আমাদের তিনজনের আরামশয্যায় তুমি আমাকে স্পর্শ করেছ। বলতে পারো সেটা হয়তো মোনিকার আদেশে, ফর হার স্যাটিসফ্যাকশন অব সেক্স আর্জ। কিন্তু আজ থেকে দু' সপ্তাহ আগে তুমি করিডোরের অন্ধকারে হঠাৎ সুযোগ পেয়ে আমাকে যে চুমু দিয়েছিলে, তার মধ্যে তো মোনিকার আদেশের কোনও ব্যাপার ছিল না। মোনিকার ঘরে যখন শেষবার সে আমাকে নিয়ে তোমার চোখের সামনে উপভোগ করছিল তখন তুমি আর আগের মতো পেশাদারী পরিচারিকা হয়ে তোমার সেবাকাজ চালিয়ে যেতে পারনি। সে রাতে তুমি মোনিকার আদেশ ছাড়াই দরজার বাইরে চলে গিয়েছিলে আর একা একা কেঁদেছিলে। কেন?

ক্যারেন তবুও চুপ, কোনও উত্তর দেয় না।

—উত্তর দাও ক্যারেন। আগে নিজের মনকে প্রশ্ন কর। মন কী বলছে সেটা শোন। তারপর আমার কথার জবাব দাও।

ক্যারেনের হাত চেপে ধরে ডেভি। এতদিন এত কঠিন ম্যাসেজের কাজ করার পরেও ক্যারেনের হাত ফুলের মতন নরম। অর্থাৎ অত্যাচার আর পরিশ্রম তার শরীরকে নষ্ট করতে পারেনি। নিশ্চই কোনও পুণ্য করেছিল ক্যারেন, তাই ঈশ্বর ওকে ক্ষয় হতে দেননি।

হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে না ক্যারেন। বরং এইবার ডেভির মুখের দিকে সোজাসুজি তাকায়। ডেভি বোঝে চোখের জল আটকাবার চেষ্টা করছে ক্যারেন, ঠোঁট কামড়ে ধরছে। কিছু বলার, হয়তো ডেভির প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করছে সে। কিন্তু ভাষা পাচ্ছে না। তাই থরথর করে কাঁপছে ওর দুই ঠোঁট।

ডেভি বলে, নির্ভয়ে বল ক্যারেন।

—কী বলব?

—বল তুমি কি আমাকে চাও?

এইবার যেন ফেটে পড়ে ক্যারেন। বেশ জোর গলায় বলে, হ্যাঁ চাই চাই চাই, আমি তোমার ঘরে যেতে চাই, যদিও জানি এখনও কোনও ঘর নেই তোমার। আমি তোমার মনটাকে চাই—যেটা একটা আয়না, যার ওপর আমার ছায়া ফুটে রয়েছে। আমি তোমার শরীরটাকেও চাই—তোমার ঠোঁট, মুখ, হাত, পা সবকিছু। আই ওয়ান্ট ইভন ইওর অরগ্যান ইনসাইড মি, ইট শুট দেয়ার অ্যান্ড গিভ মি এ চাইল্ড। যদি আমাদের বিয়ে সম্ভব না হয় স্টিল আই ওয়ান্ট টু বি মাদার অব ইওর চাইল্ড।

—কিন্তু লোকে তাকে বলবে বাস্টার্ড, বেজন্মা।

—বলুক।

—না ক্যারেন, আই ডোন্ট ওয়ান্ট বি ফাদার অব অ্যানাদার আনফরচুনেট ডেভি।

—তবে যে বলছিলে আমরা এখান থেকে চলে যাই!

—যাব, আগে একটা ব্যবস্থা করি, তবে তো। মাথার ওপর একটা ছাদ আর দু'বেলা রুটি, অন্তত এটুকু তো পেতে হবে। কিন্তু তুমি বল মোনিকাকে ছেড়ে তুমি আসতে

পারবে তো? নাকি আমি একা চলে এসে পথে পথে ঘুরব বা হয়তো আশ্রয় ও রুটির জোগাড়ও করব, কিন্তু তুমি আসতে পারলে না!

—তাও হতে পারে।

রেস্টুরেন্টের ছোট কেবিনের মধ্যে যেন এইবার বজ্রপাত হলো। যে বজ্রপাত সেদিন মোনিকার অফিসরুমে আশা করেছিল ডেভি। আশ্চর্যের বিষয়, মোনিকা নয়, ক্যারেনই বজ্রহাত ডেকে আনল।

চুপ করে যায় ডেভি, আর কি বলবে ভেবে পায় না। ক্যারেনের সেই সাহস নেই। মোনিকার দাসীবৃত্তি করাই সে ভাল মনে করে। সে পোষা কুকুরের নিরাপত্তা চায়, রাস্তার কুকুরের তথাকথিত স্বাধীনতা সে চায় না।

ঠিক আছে, ডেভিও অকারণে একটু বেশি স্বপ্ন দেখে ফেলেছিল। এইবার নিজের স্বার্থটা দেখা দরকার।

—কিন্তু আমি যে তোমাকে চাই ক্যারেন।

—উপায় কোথায়?

—তোমার শরীরটাকে পাওয়ার উপায় তো আছে। সুযোগ বুঝে সিলভিয়ান মিউজের মধ্যেই সেটা হয়তো সম্ভব।

—তাতে কি তুমি খুশি হবে?

—কিছুটা তো হব।

—হায় ডেভি, আমাকে এইভাবে পেয়ে, হোয়েন আই অ্যাম অন্ ডিউটি, তখন বেশ কিছু পুরুষ তো খুশি হচ্ছে, হবেও, তুমিও কি সেই খুশি পেতে চাও?

—ইয়েস, বিকজ আই অ্যাম নট পেয়িং, ইউ, ইওর বডি ইজ এ ফ্রি গিফ্‌ট্ টু মি।

জ্বলজ্বল করছে ডেভির চোখ। একটু আগের রোম্যান্টিক ডেভিকে এখন গুহামানবের মতো দেখাচ্ছে। হি লুকস্ লাইক এ কেভ ম্যান। দাঁতে দাঁত ঘষে ডেভি বলে, হ্যাঁ আমি তোমাকে সেভাবেই চাই। বাট ইট ইজ ডিফারেন্ট। আই অ্যাম নট ইওর ক্লায়েন্ট। তুমিও আমার কাছে টাকার বিনিময়ে আসছ না। অ্যান্ড আই উইল এনজয় ফ্রি-ফাকিং! হাঃ হাঃ, হোয়াট এ গ্র্যান্ড আইডিয়া!

শিউরে উঠে দু'হাতে মুখ ঢাকে ক্যারেন।

ইতোমধ্যে বেয়ারা ডিনারের খাবার দিয়ে গেছে। চুপচাপ উঠে দাঁড়ায় ক্যারেন। বলে, আমি যাই।

—বসো, আমাকে অপমান করো না। আমি তোমায় ডিনারে ডেকেছি। ফিনিশ ইওর ডিনার অ্যান্ড দেন গো।

—কিন্তু আমার এই অপমানের পর ডিনার তো অর্থহীন ডেভি। একটি খাবারও আমার গলা দিয়ে নামবে না। আর তুমিই না বলেছিলে—ইউ লাভ মি।

—হ্যাঁ এখনও বলছি, আরে ভালবাসি বলেই তো তোমায় চাইছি। তুমি যখন ভালবেসে আমার সাথে রাস্তার কুকুর হতে চাইছ না, তখন ভাল থাক। অ্যাজ এ স্লেভ, অ্যাজ এ ফেভারিট বীচ অব মোনিকা অ্যান্ড রিমেইন অ্যাজ লেসবিয়ান, যা তুমি আগে ছিলে।

—তাহলে তুমি আমাকে চাইছ কেন? আমাকে আমার পুরনো জীবনে থাকতে দাও অ্যান্ড ফরগেট মি।

ডেভি হাসে—নো, আই উইল নট ফরগেট ইউ। আমি ভুলব না, তোমাকেও ভুলতে দেব না। তোমার আর মোনিকার সুখের মধ্যে আমিও একটা কাঁটা হয়ে থাকব। সুযোগ পেলেই তোমায় ডিসটার্ব করব...আর এও শুনে রাখ আমার চাকরি যাবে না। তোমার চোখের সামনে আমি মোনিকার শরীরটাকে এমন সুখ দেব যে সে আমাকে ছাড়বে না। লক্ষ টাকা দিলেও সে যেমন দ্বিতীয় ক্যারেন পাবে না, তেমনি শী ক্যান নট্ হ্যাভ এ সেকেন্ড ডেভি।

স্তব্ধ হয়ে যেন পাথরের মূর্তি ক্যারেন। কিন্তু পাথরের মূর্তির শ্রবণেন্দ্রিয় কাজ করছে। তাই শুনতে পায় ক্যারেন ডেভির সহাস্য উক্তি যা এখন উন্মাদের মতো শোনাচ্ছে, এমন কী মোনিকার অত্যাচারের নিষ্ঠুরতাকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

ডেভি বলতে থাকে—আমি আমার সর্বাঙ্গ দিয়ে আমাদের সেক্স ম্যানিয়াক বসকে এমন খুশি করব যে সে তোমার চেয়েও আমাকে বেশি ভ্যালু দেবে। আফটার অল, সে একজন মহিলা। সে তোমার মতো লেসবিয়ান নয়। অ্যান্ড আই অ্যাম এ ইয়ং ম্যান, যার শরীরটাকে সে কত ভালবাসে তুমি নিজের চোখেই দেখেছ। এইবার দেখবে সে এত ভালবাসছে যে আমি তার জপমন্ত্র হয়ে যাব। দেখবে ধীরে ধীরে মোনিকার আর ক্যারেনকে প্রয়োজনই হচ্ছে না, হাঃ হাঃ—

হঠাৎ টেবিল ছেড়ে ছুটে যায় ক্যারেন। এত আকস্মিক যে ডেভি ভাল করে বোঝার আগেই রেস্টুরেন্টের গেটের কাছে পৌঁছে যায় সে। ঘটনাক্রমে, সেই মুহূর্তে একটি ট্যাক্সিও উপস্থিত—হুশ্ করে ধোঁয়া ছেড়ে উধাও ট্যাক্সি আরোহী ক্যারেনকে নিয়ে।

একটা সপ্তাহ কেটে গেছে।

নতুন করে বজ্রপাত হয়নি। বরং ঝড়-জল-মেঘের দিন কেটে গেছে। মোনিকা স্বাভাবিকভাবেই কাজ পরিচালনা করছে। কেন জানি, এই এক সপ্তাহে তার অ্যাপার্টমেন্টে কোনও পার্টি হলো না।

ইতোমধ্যে ক্যারেনকে এক্সারসাইজ রুমে একলা পেয়ে ক্ষমা চেয়েছে ডেভি। প্রথমে হাত ধরেছিল এবং ঝটকা মেরে ছাড়িয়ে নিয়েছিল ক্যারেন। তৎক্ষণাৎ ওর দু'পা জড়িয়ে ধরেছিল ডেভি। দুই হাতে ওর পায়ের পাতা চেপে ধরে বলেছিল—প্লীজ, ফরগিভ মি। আমি ভুল করেছি।

বিস্মিত লজ্জিত ক্যারেন তখন ক্ষমা করতে বাধ্য। ক্ষমা পাওয়ার পর ঘর থেকে মাথা নিচু করে বেরিয়ে যাচ্ছিল ডেভি। ক্যারেন ওকে ডেকে ফেরায়। কাছে আসতেই ওর ঠোঁটে ছোট একটা চুমু দিয়ে বলে, আমাকেও ক্ষমা করো তুমি।

এবং বিস্মিত হয়েছিল ক্যারেন—ডেভির চোখে জল।

এর ফলে আবার স্বাভাবিক সম্পর্ক এবং সেই স্বাভাবিক সম্পর্ক থেকে ঘনিষ্ঠতায় ফিরে এলো ওরা।

কিন্তু এখন পর্যন্ত একটা আশ্চর্য—মোনিকার হলো কী? তার সেই স্বর্গসুখের আসর বন্ধ কেন?

বন্ধ নয়। খবর পাওয়া গেল—ইতোমধ্যেই দুটি রাতের আসর বেশ জমজমাট হয়েছিল। মোনিকা ছাড়া তাতে অংশগ্রহণ করেছিল ডাউগ আর টেরি। ডেভি এবং ক্যারেনের ডাক পড়েনি। মোনিকা প্রয়োজন বোধ করেনি ডেভি ও ক্যারেনের সাহায্যের।

আরেকটা চিন্তার ব্যাপার। খুব বেশি কাজ পাচ্ছে না ডেভি ও ক্যারেন। ক্যাথির পাত্তা নেই, যে ছিল ডেভির জন্য পাগল। আর ক্যারেন-প্রিয় মিসেস ক্যাপারই বা কোথায় গেল! ডারলিনকে এইসব সহসা পরিবর্তনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে কোনও লাভ হলো না। সে গম্ভীরভাবে জানাল, দেয়ার ইজ নো মেসেজ ফর ইউ টু।

—তাহলে আমরা কি করব?

—যাস্ট ক্যারি অন।

—আমাদের কাস্টমার কই?

—নেই এখন।

—তাহলে আমরা কি করব?

—দ্যাট ইজ ইওর বিজনেস।

এটা কি শাপে বর, না ঝড়ের পূর্বাভাস?

যাই হোক, এই পরিবর্তিত পরিস্থিতি অনেকটা বিভ্রান্ত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেও ডেভি আর ক্যারেন এে পূর্ণ সদ্ব্যবহার করল। এক্সারসাইজ রুমে ভিড় না থাকলে ওরা পাশাপাশি কথা বলতে শুরু করল।

—ক্যারেন, তুমি এখন নরম্যাল গার্ল।

—কিন্তু, আমি ভাবতে পারি না কোনও পুরুষ আমার সাথে সেক্সুয়ালি মিলিত হচ্ছে। দ্য আইডিয়া ইজ স্টিল রিভোল্টিং। শুধু তুমি ছাড়া। একে কি নরম্যাল বলা যায়?

—এখানে আরও লেসবিয়ান আছে, তাই না?

—অবশ্যই।

—তারা কি করে?

—তারা পুরুষের ধারেকাছে ঘেঁষে না।

—ক্লায়েন্ট এলে?

—দে ওনলি সার্ভ ওম্যান ক্লায়েন্টস।

—ওরা কি পুরুষদের ঘৃণা করে?

—প্রায় তাই। যেমন ধরো টেরি। শী ইজ আ গে গার্ল। মোনিকা একবার ওকে এক পুরুষ ক্লায়েন্টের কাছে পাঠাচ্ছিল। লোকটা টেরিকে ভীষণভাবে পছন্দ করেছিল। মোনিকা বলেছিল—যাস্ট গিভ হিম সাম কিসেস, অ্যান্ড প্লে উইথ হিজ কক। টেরি বলেছিল—আমি চুমু খেতে পারি, তাতে ওর ঠোঁট ছিঁড়ে যাবে। আর ইফ টাচ হিজ কক, আই উইল সিম্পলি কাট ইট অফ উইথ আ নাইফ।

—সর্বনাশ, তারপর?

—মোনিকা ওর মায়না কাটল, ধমক দিল, কিন্তু কোনও পুরুষ ক্লায়েন্টের কাছে আর পাঠাল না।

—তবেই দেখ ক্যারেন, তুমি তো টেরির মতো নও। ইউ ডোন্ট ফিল লাইক দ্যাট। তোমাকে তো পুরুষ ক্লায়েন্টদের সেবা করতে হয়েছে—কমপ্লিটলি। ফুল স্কেল ইন্টারকোর্স।

—হ্যাঁ, কিন্তু মনে হয়েছে, ওরা আমায় রেপ করছে।

—ভুল, পুরুষের আদরের নানা ধরন আছে, তোমার ভাগ্যে তা জোটেনি, তাই সেগুলোর চার্ম তোমার অজানা।

ডেভির মনে পড়ে এমন কয়েকজন মহিলাকে যারা শুধু ডেভির কাছ থেকে হ্যান্ড জব চেয়েছে আর সেই সেবায় রত অবস্থায় ডেভির বিস্ফোরণ দেখে খুশি হয়েছে।

সে কথা শুনে বালিকার মতো প্রশ্ন করে ক্যারেন—রিয়েলি? শুধু হাতের আদর? ইউ ডিড নট হ্যাভ টু ইউজ প্রিক ইন দেয়ার কান্ট? বাট দে ওয়্যার স্যাটিসফাইড।

—ইয়েস। যার যেমন রুচি, যার যাতে আনন্দ। বরং ইন্টারকোর্স ইজ ব্যাক-ডেটেড—ওটা তো অ্যানিমেলরাও করে।

—আশ্চর্য!

—কিসের আশ্চর্য! তৃপ্তি নিয়ে কথা। তারা ওইভাবেই তৃপ্তি চায়, তৃপ্তি পায়। মোনিকাকে তো তুমি দেখেছ। ও তো সব সময় স্বাভাবিক যৌনসংগম চায় না। দেয়ার আর সো মেনি ওয়েজ—অ্যান্ড মোনিকা ইজ নট আ লেসবিয়ান।

—এখন বুঝছি, আমিও লেসবিয়ান নই।

—কি করে বুঝলে?

—শোন ডেভি, মোনিকা যখন আমায় বলতো তোমায় তৈরি করতে, টু হোল্ড ইওর প্রিক, আমি খুশি হতাম, তুমি যখন ফেটে পড়তে, তোমাকে ধরে আমার দারুণ খিল জাগত।

—তবেই বোঝ।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। আজ সারাদিন দু'জনে বেকার। কারুরই ক্লায়েন্ট নেই।

হঠাৎ ক্যারেন বলে—চলো।

—কোথায়?

—আমার বাড়ি। লেট আস টেক আ ট্যাক্সি।

সেদিন সব প্ল্যান পণ্ড হয়েছিল। আজ তাই সতর্ক থাকে ডেভি। ক্যারেন এখন তার ছাত্রী, প্রেমিকা-ছাত্রী। এখন পর্যন্ত এই। সেক্স-লেসনের ছাত্রী। তাকে স্বাভাবিকতার পথে আনছে ডেভি। এটা একটা পুণ্য কর্তব্য।

ট্যাক্সিতে শান্ত থাকে ডেভি, যদিও তার প্যান্টের সামনের দিক যথারীতি স্ফীত হয়ে উঠছে।

অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে ক্যারেন বলে, আমি এক মিনিটও নষ্ট করতে চাই না।

ঘরের মধ্যে এসে ক্যারেন বলে, আমরা পোশাক খুলে ফেলি। এই প্রথম কোনও পুরুষকে আমি নিজে আনড্রেস হতে বললাম। অথবা তার সামনে নিজেকে বিবস্ত্র করতে ইচ্ছে হলো।

দুঃসাহসী বেপরোয়া কিশোরীর মতো ন্যুড-প্যারেডে মেতে ওঠে ক্যারেন।

ডেভি বলে, আমাদের নগ্নতা নতুন কিছু নয়। রক্তমাংসের আমাদের শরীরকে আমরা আগেও দেখেছি। কিন্তু আজ তবু নতুন লাগছে কেন বলতে পার?

—তুমিই বলো ডেভি, ইউ আর মাই টিচার।

—আমাদের চোখের দৃষ্টি নতুন হয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ক্যারেন—রিয়েলি?

—ইয়েস।

একছুটে জানলার কাছে যায় ক্যারেন। পর্দাটা ভাল করে টেনে দেয়, তারপর ডেভির সামনে এসে দাঁড়ায়।

—এই আমি তোমার সামনে। গায়ে একটা সুতো নেই। কেমন লাগছে তোমার? আমার বুক, আমার পুসি?

—ক্যারেন, তোমার বয়েসী বহু মেয়ের চেহারা তোমারই মতো। তুমি অবশ্য প্রায় নিখুঁত। কিন্তু তাদের চেয়ে মারাত্মক তফাৎ কিছু নেই তোমার।

শিক্ষক ডেভি। দেহতত্ত্ব ও যৌন সম্পর্কের পাঠ চলছে।

—তার মানে, আমি আর মোনিকা চেহারার দিক দিয়ে একই রকম!

—তা অবশ্য নয়। কিন্তু দেখ, তোমার কোন অঙ্গ কেমন, কার চেয়ে ভাল, কার চেয়ে খারাপ—এর ওপর এত জোর কেন? শরীরকে সবাই ভালবাসে, কিন্তু ভালবাসতে গিয়ে পাগল হওয়া উচিৎ নয়। জীবনে দেহই সবচেয়ে ইমপরট্যান্ট নয়।

এ কোন ডেভি কথা বলছে! কোথায় ছিল এসব কথা, এই দৃষ্টি, এই অনুধাবন ও বিচার! পর্নো ফিল্মে কাজ করা, রিটার পুরুষ-রক্ষিত, সিলভিয়ান মিউজের ক্লায়েন্ট সেবকের চাকরি করা, টিপস পাওয়া—এই কি সেই ডেভি?

—কি তাহলে ইমপরট্যান্ট? মোর দ্যান দ্য বডি?

—ইওর ব্রেন, ইওর হার্ট। ইওর ট্যালেন্ট। পৃথিবীতে এরাই বেঁচে থাকে—পিপল উইথ ব্রেন অর হার্ট অর ট্যালেন্ট। তারা কোনওদিন মরে না। যুগে যুগে মানুষ তাদের স্মরণ করে। প্রণাম করে, ভক্তি করে। তুমি বুড়ো হবে, চুল পাকবে, দাঁত পড়ে যাবে, গায়ের চামড়া ঢিলে হয়ে যাবে। সবচেয়ে কুৎসিত হয়ে যাবে তোমার ব্রেস্ট। তোমার যৌনাঙ্গের মৃত গহ্বরে কেউ প্রাণ জাগাতে পারবে না। তখন?

চমকে ওঠে ক্যারেন।

ডেভি বলে, আমারও তাই। যখন আমার বয়েস হবে—আমার প্রিক দেখলে যে কোনও ইয়ং মেয়ে ঘেন্নায় মরে যাবে, থুথু ফেলবে। তখন কোথায় যাব আমরা?

এবার ক্যারেনের শরীরটা বিচার করে ডেভি—পর্যবেক্ষকের চোখ দিয়ে। হ্যাঁ, কেউ কেউ বলবে মোনিকার ফিগার বেশি ভাল, তার কারণ মোনিকার দুই স্তন ক্যারেনের চেয়ে বড়। কম বয়েসী ক্যারেন এখন বড় বক্ষের অধিকারী নয়, কিন্তু অদ্ভুত দৃঢ়, শক্ত আপেলের মতো সুগোল তার দুই বুক। গোলাপী স্তনবৃন্ত এখনও যেন পাপড়ি হয়ে আছে। উত্তেজনায় সামান্য শক্ত হয়ে উঠেছে। দুই হাত-পা এখনও কিশোরী, নম্র, নরম। শরীরে নারীত্ব সত্ত্বেও একটা 'বয়িশ' ভাব। কিন্তু আশ্চর্য তরতাজা তার চেহারা। ভোরের ফুলের মতো।

ছুটে এসে ডেভির যৌনাঙ্গ আঁকড়ে ধরে ক্যারেন। যেন এক নব-আবিষ্কৃত সম্পদ, যার জন্য অনেক ধ্যান-সাধনা-তপস্যা করতে হয়েছে তাকে।

—ইট ইজ গেটিং হার্ড।

—দ্যাট ইজ ন্যাচারাল।

—আমার ভাল লাগছে।

—নতুন কিছু তো নয়। মোনিকার অর্ডারে তুমি আগেও টাচ করেছ আমায়।

—তখন সেটা ছিল মেকানিকাল ডিউটি, আজ অন্যরকম লাগছে।

লিঙ্গমুখের চামড়া ঠেলে দিয়ে ছেড়ে দেয় ক্যারেন। দুই চোখে নতুন বিস্ময় নিয়ে লক্ষ্য করে কেমন অদ্ভুতভাবে সেটা রোল করে ফিরে এসে ঢেকে দিচ্ছে।

—সাবধান। যে কোনও মুহূর্তে তোমার সারা গা নোংরা হয়ে যাবে।

—হ্যাঁ, তাই মনে হতো। কিন্তু এখন আমি—

—বলো—

—আই ওয়ান্ট আ হট বাথ ইন ইওর কাম।

পরবর্তী পনের-কুড়ি মিনিটের মধ্যে ডেভির আক্রমণে ক্যারেনের ঠোঁট, স্তনবৃন্ত, তার যৌনাঙ্গ চুরমার হয়ে যায়। চরমানন্দে কামরস উপচে পড়ে তার দুই উরু বেয়ে।

কিন্তু ডেভি অনড়। শিক্ষক ডেভি। প্র্যাকটিকাল ক্লাস চলছে।

—ডেভি, আই অ্যাম সো সেলফিশ। তুমি তো এখনও এলে না।

—আমি আমার সময়ের জন্য অপেক্ষা করছি।

—ডেভি, মোনিকা কি আমাকে ব্রেনওয়াশ করেছিল?

—ইয়েস। সাইকোলজিস্টরা একে বলে কন্ডিশনিং অ্যান্ড লার্নিং।

—আশ্চর্য ডেভি! তুমি এত সব কি করে জানলে?

—আমি একটা ইউনিভার্সিটির সাইকোলজি ডিপার্টমেন্টে কিছুদিন কাজ করেছি। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে টিচারদের লেকচার শুনেছি। ডেমনস্ট্রেশন দেখেছি।

—থ্যাংক ইউ, মাই অনারেবল টিচার।

অন্ধকারে বিছানায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম।

ক্যারেন আবার প্রশ্ন করে—তোমাকে কতদিন পাব ডেভি?

—কে জানে?

—আমি যে চিরকাল চাই।

—লেট গড ব্রেক আস।

১১

ডেভির ক্যারেনকে ঘন ঘন ঘনিষ্ঠভাবে কাছে পাওয়া অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল। এই বয়সেই অজস্র নারী পেয়েছে ডেভি। কিন্তু নিজের দেহমন দিয়ে তাদের কাউকে উপভোগ করে তৃপ্তি পায়নি। টাকার জন্য, পেশা হিসেবে তার নারীপ্রাপ্তি, তা পর্নো ফিল্মেই হোক, মডেল হিসেবেই হোক বা সিলভিয়ান মিউজের কর্মী হয়েই হোক।

কিন্তু জীবনে এই প্রথম নারীর কাছ থেকে আনন্দ-স্বাদ অনুভব করল ডেভি ক্যারেনকে পাওয়ার পর। মোনিকার অত্যাশ্চর্য নীরবতা তাকে বিস্মিত ও শংকিত করলেও এর সুযোগ নিতে ছাড়েনি ডেভি। ফলে সিলভিয়ান মিউজের কোনও হঠাৎ-পাওয়া নির্জনতায় অথবা সময় বুঝে ক্যারেনের অ্যাপার্টমেন্টে ডেভি ক্যারেনকে কাছে পাওয়ার একটি মিনিটের সুযোগ ছাড়ত না।

একসময় মনে হতো, মোনিকা বোধ হয় কিছু টেরই পাচ্ছে না। ডেভি-ক্যারেনকে নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই তার। পুরুষ-নারী সব ধরনের সেবাপরায়ণ দাস-দাসীর অভাব নেই তার। কিন্তু ওরা কেন তেমন কাজ পাচ্ছে না, বসে বসে মাইনে পাচ্ছে, এটা আশ্চর্য। ব্যবসায়ী মোনিকা এত উদার হতে পারে না।

এই সময়েই নাটকীয় মোড় নিল ঘটনাচক্র। হঠাৎ পুরো এক সপ্তাহের জন্য মোনিকার অ্যাপার্টমেন্টে হোল-নাইট ডিউটি পড়ল ক্যারেনের। এক্সক্লুসিভ। ক্যারেন ও মোনিকা। সারা-রাত। ডেভি যেমন বেকার ও কর্মহীন তেমনই রয়ে গেল।

এবং হঠাৎ একা।

দুঃসহ একাকীত্ব—ক্যারেনহীন ডেভি।

যথারীতি একটা সপ্তাহ কেটে গেল। এই সপ্তাহটা ক্যারেনের কেমন কেটেছে বুঝতে অসুবিধা নেই ডেভির। তবুও দেখা হলে ক্যারেনের মুখ থেকে বিশদভাবে শুনতে হবে। নিশ্চয় অত্যাচারের কিছু কিছু নতুন নতুন পথ ও পদ্ধতি আবিষ্কার এবং প্রয়োগ করেছে মোনিকা!

এইবার বিদ্রোহী হচ্ছে ডেভি। এই বেকার ক্রীতদাসত্ব আর সহ্য হচ্ছে না। দু'জনেই বেকার ছিল—সে একরকম যন্ত্রণা, সহ্য করা যেত সমব্যথী পেয়ে। এখন ক্যারেনকে প্রায়ই মোনিকার একান্ত সেবার কাজ দেওয়া হচ্ছে, অথচ ডেভি কর্মহীন।

ডেভি ঠিক করল—মোনিকার সাথে দেখা করে এর একটা ফয়সালা করবে।

হঠাৎ সেদিন ডারলিন একটা খাম ধরিয়ে দিল ডেভিকে। ইট ইজ ফ্রম মোনিকা। ডেভি নিশ্চিত, বরখাস্তের চিঠি

কিন্তু খাম খুলে আবার চমকে যায় ডেভি। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—বহুকাল পরে—ক্যাথি ডোনার সারা দিনের জন্য বুক করেছে ডেভিকে। কিন্তু এখানে নয়। ডেভিকে তার বাড়িতে যেতে হবে। হোম সার্ভিস। ডেভিকে সেই বাড়িতে ঠিক বেলা এগারটায় রিপোর্ট করতে হবে।

হাতঘড়ি দেখে ডেভি। এখন দশটা।

অর্থাৎ ঠিক এক ঘণ্টার মধ্যে সেখানে পৌঁছতে হবে। চিঠিতে মিসেস ক্যাথি ডোনারের বাড়ির ঠিকানা দেওয়া আছে। ডেভিকে ট্যাক্সি ভাড়া দেয় ডারলিন।

এ আবার কোন চাল!

এ টু বিভ্রান্ত ডেভি মনে মনে এর ব্যাখ্যা খুঁজতে খুঁজতে তৈরি হয়। লকার রুমে গিয়ে সার্ভিস ইউনিফর্ম অর্থাৎ সেই ছোট কস্ট্যুম পরে নেয়। বুঝতে পারে না, এটা পরার কোনও দরকার আছে কিনা। জিনস আর বুক খোলা শার্ট পরে তৈরি হয় সে।

করিডোরে ক্যারেনের সাথে দেখা।

—শোন—ডেভি বলে, আমার বাইরে ডিউটি পড়েছে, ফর দ্য ডে। সন্ধ্যেবেলা ছ'টার পর তোমার সাথে দেখা হবে, আমি ফেরার পর মিট করো।

—জানি না, সম্ভব হবে কিনা—ক্যারেন বলে, তার আগেই যদি মোনিকা ডেকে নেয়।

ক্যারেনের চোখ করুণ, অসহায়।

ক্যারেন বলে, তাছাড়া তুমি কোথায় যাচ্ছ, আমি জানি। সেখান থেকে ফেরার পর তুমি প্রচণ্ড ক্লান্ত, প্রায় নিঃশেষ থাকবে।

—সেখানে আমি নিঃশেষ হলেও, এখানে এসে প্রাণ ফিরে পাব।

ক্যাথি ডোনারের ব্যাপারে সাদর আপ্যায়ন পেল ডেভি।

কিন্তু বেলা এগারটা পাঁচ। বুকড ফর হোল-ডে। বিকেল পাঁচটায় ছেড়ে দিতে হবে। সেই বুঝে শুনে শুনে টাকা নিয়েছে মোনিকা, অর্থাৎ সিলভিয়ান মিউজ। তার বেশি সময় নষ্ট করতে চায় না ক্যাথি।

বড় ফ্যামিলি রুমে আসে ওরা। অবাক হয়ে ডেভি দেখে—সেখানে আরও দু'জন মহিলা উপস্থিত। দু'জনেই চোখ দিয়ে ডেভিকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখে, যেন মাপ করে। তারা যেন ডেভির জন্য স্যুট বা কফিন তৈরি করবে। তাদের চোখে নারী-রেপিস্টের দৃষ্টি।

ক্যাথি আলাপ করিয়ে দেয়।

—ডেভি, এরা আমার খুব প্রিয় বন্ধু—সিউ অ্যান্ড লিজ। আমরা তিন বন্ধু মিলে ঠিক করি—আজকে এই শুভদিনে, তোমাকে আমরা ভাগ করে নেব। উই শ্যাল শেয়ার ইউ। কিন্তু একটা শর্ত আছে। তোমাকে বৌনি করব আমি। তারপর এদের পালা। ভেবে দেখ, সারাটা দিন আমাদের হাতে, আর আমরা তিন ক্ষুধার্ত নারী তোমাকে পেয়েছি। হাঃ, হাঃ—

—খুব ভাল—ডেভি বলে, কিন্তু সবশেষে তোমাদের যখন অ্যাম্বুলেন্স ডাকতে হবে আমাকে হাসপাতালে পাঠাতে, তখন কি হবে?

কথাটা হাল্কা সুরে বললেও ক্যাথির আজকের এই পরিকল্পনাটা ভাল লাগে না ডেভির। কিন্তু সাধারণভাবে দেখলে, ডেভির খারাপ লাগার কথা নয়। সিউ অ্যান্ড লিজ, দু'জনেই খুব সুন্দরী ও আকর্ষণীয় মহিলা। মোটামুটি ক্যাথির মতোই বয়েস—ত্রিশের মাঝামাঝি। লিজ একটু শর্ট, সামান্য মোটার দিকে ফিগার; আর সিউ বেশ লম্বা, এবং চেহারায় একটা আভিজাত্য আছে। তাদের মুখে সামান্য নার্ভাসভাব, বোঝা যায় তারা দেহের দিক দিয়ে বহুদিন অতৃপ্ত।

ক্যাথি বলে, ইউ গার্লস, তোমরা মজা দেখ, যেমন ইচ্ছে। আমি শুরু করছি। ডেভির দিকে তাকিয়ে জামার বোতাম খোলে ক্যাথি।

—শোন তোমরা, উই আর গোয়িং ফর ফাক। অ্যান্ড ইট উইল বি গ্র্যান্ড।

ডেভি ভাবে—এই মুহূর্তে কোথায় যেন মোনিকার সাথে ক্যাথির মিল পাওয়া যাচ্ছে। হ্যাঁ, প্রথমত ব্যাপারটা আজ তার অ্যাপার্টমেন্টে, ঠিক মোনিকার নিজস্ব ঘরের মতোই একান্ত। বহু ব্যবহৃত সিলভিয়ান মিউজের ম্যাসেজ রুম নয়। দ্বিতীয়—তারও সেই ডমিনেট করার মনোবৃত্তি। সে সর্বাগ্রে, সেই সর্বশ্রেষ্ঠ, সবাই দেখুক তার কীর্তি। তৃতীয়ত, সে স্বার্থপর, সিউ আর লিজ ক্যারেনের মতো পরিচারিকা না হলেও এখন তারা ক্যাথির কৃতিত্বের দর্শক মাত্র।

তফাৎ আছে। পরে অবশ্য তাদের হাতে ডেভিকে ছেড়ে দেবে ক্যাথি। তবে সেই ছেড়ে দেবার মধ্যেও একটা দয়া-দাক্ষিণ্যের ভাব আছে। এটা ভাবতে ভাল লাগে না, খাদ্য হিসাবে ডেভি উইল বি হ্যান্ডেড ওভার ফ্রম ওয়ান হাংগ্রি কান্ট টু অ্যানাদার।

কস্ট্যুম ছাড়ার পর ক্যাথি হেসে ওঠে—এ কি, ওটার ফাঁসি হয়েছে নাকি? এমনভাবে ঝুলে পড়েছে কেন?

ডেভি বলে, বেশিক্ষণ ঝুলে থাকবে না। সামান্য বিশ্রাম নিচ্ছে, ক্যাথির আদর পেলেই লাফ দিয়ে উঠবে।

লিজ বলে, ডার্লিং, দেখে যা মনে হচ্ছে, তুমি সত্যি উপযুক্ত জিনিস পেয়েছ। আমার হিংসে হচ্ছে, জানি না কতক্ষণ ধৈর্য ধরতে হবে।

ক্যাথি হাসে—গার্লস, ইউ উইল হ্যাভ ইওর টার্নস।

একটা ডিভানে বসে পড়ে ডেভি। ক্যাথি এসে ওকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে। যথারীতি দুই নিপল দিয়ে ডেভির পিঠ ফুটো ফুটো করে দিতে চায়। তারপর দুই স্তনের বোঁটা দিয়ে ডেভির পুরুষাঙ্গ ও অণ্ডকোষকেও ক্ষতবিক্ষত করতে চায়। মুহূর্তের মধ্যে ডেভির শিথিল যন্ত্র সুদৃঢ় হয়ে সম্পূর্ণ আকৃতি ধারণ করে। দুই স্তন ও স্তনবৃন্ত দিয়ে ডেভির নিম্নদেশ ঘর্ষণে ঘর্ষণে উত্যক্ত করে ক্যাথি। বুক দিয়ে এহেন আক্রমণ আগে কখনও টের পায়নি ডেভির গর্বিত লিঙ্গ।

—দ্য হেড অব ইওর প্রিক ইজ টিজিং মাই নিপলস লাইক হেল। ইউ আর ফাকিং মাই ব্রেস্টস।

—ঠিক সময়ে আমি ঠিক জায়গায় পৌঁছে যাব—ডেভি বলে।

ইতোমধ্যে সিউ আর লিজ তাদের সব পোশাক খুলে ফেলেছে। সিউ একটা আর্মচেয়ারে দুই পা এলিয়ে আরাম করে বসে। লিজ তার ব্যাগ খুলে ব্যাটারি-চালিত ভাইব্রেটর বের করেছে। কৃত্রিম লিঙ্গ দৈত্যাকৃতি। রিকির দৈর্ঘ্য ও বেধের সঙ্গে তুলনীয়। বোঝা গেল ওরা তিনজন পরস্পরের সামনে হস্তমৈথুন উপভোগ করে থাকে। তাই ক্যাথি যখন প্রকৃত যৌনসুখে মত্ত, ওরা কৃত্রিম সুখে মগ্ন থাকতে চায়, শুধু দর্শক হয়ে লাভ কি!

ক্যাথি বলে, আমাকে আদর করো, তারপর আমি যখন তোমায় আদর করব, তুমি আর দাঁড়াতে পারবে না।

চার হাত দূর থেকে লিজ ও সিউ চিৎকার করে ওঠে—তাহলে আমরা তখন কি করব?

ক্যাথি হাসে—আরে ঠাট্টা করলাম। ওকে শেষ করা যায় না। ও অফুরন্ত। প্রশান্ত মহাসাগরের জল শেষ হয়ে যাবে, ওর বীর্যের সাগর শেষ হবে না। হি ক্যান গো ফর আওয়ারস অ্যান্ড আওয়ারস।

ডেভি বলে কিন্তু সময়টা খেয়াল রাখবে। আমি পাঁচটায় চলে যাব।

—কেন?—ক্যাথি বলে, উই উইল পে ওভারটাইম।

—তাহলেও না, আমার কাজ আছে।

হঠাৎ চিৎকার করে লিজ—চুলোয় যাক তোমার কাজ। একটা কাজই তো জানো তুমি—গ্রেট ফাকিং! কোথাও গিয়ে সেই কাজই তো করবে। টাকা পাবে। আমরা সিলভান মিউজকে ফোন করে জানাচ্ছি, তোমাকে ছাড়ছি না। উই উইল মেক নেসেসারি পেমেন্ট।

অনেক কষ্টে অপমান সামলে নেয় ডেভি। বলে, না, উপায় নেই, পাঁচটার পর আমায় যেতেই হবে, অন্য কাজ আছে।

সিউ বলে, তুমি সার্ভিস-গিভার। আমরা তোমার বসের সাথে কথা বলছি। ইউ উইল ওবে হার অর্ডার। তুমি তার চাকর। কাজ করে টাকা পাও। সে যা বলে শুনতে হবে।

মাথায় রক্ত চড়ে যায় ডেভির। চুপ করে থাকে।

লিজ বলে, ঘন্টা ধরে কিনেছি তোমায়। আমরা এখন এক্সটেনশন চাই। ক্যাথি অনেক সময় নিয়েছে। আমাদের বেলায় টাইম-লিমিট থাকলে চলবে না।

ডেভি বলে, আমি পারব না।

সিউ বলে, পারতেই হবে। তুমি মোনিকা স্টারের ক্রীতদাস। তার থেকে এখন আমরা তোমায় ভাড়া করেছি। মোটা টাকা দিয়েছি। ডোন্ট সে নো।

ক্যাথির মুখে ডেভির পুরুষাঙ্গ প্রবিষ্ট ছিল। তাই এতক্ষণ কথা বলতে পারছিল না সে। কিন্তু ডেভির মানসিক উত্তেজনার রেশ শরীর বেয়ে পুরুষাঙ্গে কম্পন জাগাচ্ছিল। তাই ক্যাথি বুঝছিল—ঝড় আসছে, শান্ত ডেভি এখন ক্রমশ দুর্দান্ত অশান্ত হয়ে উঠেছে। সময় কম। তাই এর মধ্যে ডেভির বীর্যের শেষ বিন্দু তাকে শুষে নিতে হবে।

কিন্তু এখন কথাবার্তার উত্তাপ বৃদ্ধি হওয়ায় মুখ খুলতে হলো ক্যাথিকে—আঃ, তোরা কি শুরু করলি বল তো! রাক্ষসী হয়ে গেলি নাকি! এখনও অনেক সময় আছে। তোদের কাৎ করতে ডেভির পাঁচ-পাঁচ দশ মিনিট লাগবে।

—বেশ তো দেখা যাবে, পাঁচ মিনিট না পাঁচশো মিনিট লাগে—লিজ বলে।

সিউ বলে, দ্যাট ইজ নট দ্যা পয়েন্ট, আমরা টাকা দিয়েছি। মোনিকা যদি এক্সটেনশন দেয়, ও অমান্য করার কে! ও টাকা পেয়ে কাজ করছে, আমরা যতক্ষণ খুশি রাখব। ওর প্রশান্ত মহাসাগর ড্রাই করে ছেড়ে দেব। প্রয়োজনে ওকে চুপ করে বসিয়ে রাখব। ওর বাপের কি!

দাঁত কিড়মিড় করে ডেভি।

ক্যাথি—আঃ, তোরা কি পাগল হলি?

লিজ বলে, আমরা না ছাড়লে ও গিয়ে দেখুক না। উই শ্যাল কাট হিজ কক অ্যান্ড বলস। একেবারে হিজড়ে বানিয়ে ছেড়ে দেব। আই হ্যাভ আ শার্প ড্যাগার।

বলতে বলতে সত্যিই ব্যাগ থেকে ঝকঝকে এক ভোজালি বের করে লিজ। সিউকে বলে, এখুনি ফোন কর সিলভান মিউজে। বলে দে যত টাকা লাগে আমরা দেব, কিন্তু এখন একে ছাড়ব না।

সারা পৃথিবীটা এখন সাপের মতো হিস হিস করে বিষ ছড়াচ্ছে। ডেভির দুই পাশে এবং সামনে—অর্থাৎ তিনদিক জুড়ে তিন কালনাগিনী। তারা ছোবল মারবে—ফণা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

কি চায় ওরা? রক্তচোষা প্রাণীকে দেখতে পেলে সভ্য সমাজের মানুষ মেরে ফেলে। এরাও তো রক্ত শুষে নিয়ে ডেভিকে মারতে চাইছে। ডেভি একবার ঠাট্টা করে বলেছিল—আমাকে শেষ পর্যন্ত হাসপাতালে যেতে না হয়। এখন দেখা যাচ্ছে, সেটা নিছক ঠাট্টা নয়, তার পরিণতি সেই দিকে এগোচ্ছে।

ক্যাথির দিকে তাকায় ডেভি—ক্যাথি, এখন কি করব আমি।

বোঝা যায় সিলভান মিউজকে ক্যাথি একা টাকা দেয়নি। করুণ মুখে ক্যাথি বলে, তোমার কাজ কি ভীষণ জরুরি?

—হ্যাঁ।

—আর এক ঘণ্টা, মানে ছ'টা পর্যন্ত থাকতে পারবে না?

লিজ আর সিউ গর্জন করে ওঠে—ছ'টা পর্যন্ত থাকলে চলবে না, অন্তত আটটা পর্যন্ত। তারপর হয়তো ছেড়ে দিতে পারি।

ইতোমধ্যে সিলভান মিউজে ফোন করা হয়ে গেছে। মোনিকার সম্মতি নিয়ে ডারলিন নামে একটি মেয়ে জানিয়েছে—ওরা ডেভিকে এক্সটেন্ডেড টাইম রাখতে পারে—কিন্তু পার আওয়ার চার্জ তিনগুণ হবে।

ওরা রাজি।

সুতরাং ডেভির আর কিছু বলার নেই।

ক্যারেনের মুখটা মনে পড়ে যায়। ও ঠিক ছ'টায় অপেক্ষায় থাকবে।

এই প্রথম ডেভি বুঝতে পারে—যা পৃথিবীর শত নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারেও সে তেমন বোঝেনি এর আগে—মানুষ কেন খুন করে! কোন পর্যায়ে পৌঁছলে মানুষের ইচ্ছে হয় কাউকে, প্রতিপক্ষকে চিরতরে সরিয়ে দিতে।

এখান থেকে এখন মুক্তি পেতে হলে রক্তপাতের ঘটনা ঘটবেই। আর যদি এদের সন্তুষ্ট করে বিনা রক্তপাতে (শুধু বীর্যপাতের মাধ্যমে) মুক্তি পায় ডেভি, তাহলে হয় তো চিরকালের মতো হারিয়ে যাবে ক্যারেন।

কিন্তু খুন করা কি সহজ কথা! এর ফল কি হতে পারে! অবুঝ ক্যারেনও হয়তো খুনী ডেভিকে প্রত্যাখ্যান করবে। কারণ তখন পুলিশের কাছে কুকুর-তাড়া খেতে খেতে একসময়ে জেলের গারদে ঢুকবে ডেভি। তারপর আদালতে বিচারের পর ফাঁসির তক্তা কি খুব দূরের ব্যাপার থাকবে?

তখন ক্যারেন কোথায়—যার জন্য এত কাণ্ড?

ভেবে পায় না ডেভি কিভাবে মুক্তি পাবে এখন।

হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে ডেভি। বলে, অল রাইট! আউ উইল ফাক ইউ বোথ অ্যাট আ টাইম। অ্যান্ড হেল অব আ ফাকিং। তোমরা ছ'টার আগেই আমাকে ছেড়ে দেবে। বলবে, আর চাই না।

লিজ আর সিউ ডেভির গম্ভীর গলার স্বর শুনে চমকে ওঠে। গলায় মার্ডারারের সুর।

ডেভি চিৎকার করে—সি, আই উইল বার্স্ট ইওর কান্ট। ইট ইওর ব্রেস্টস, ব্লাইন্ড ইওর আই। তারপর থেকে কোনওদিন তোমরা ফাকিং চাইবে না। ফাকিংয়ের নাম শুনে ভয় পাবে। অ্যাটলিস্ট, আমাকে কখনও চাইবে না। আমি শপথ করে বলছি।

লিজ আর সিউকে একসাথে জড়িয়ে ধরে ডেভি। ডিভানের ওপর আছড়ে ফেলে। দুই পা ছড়িয়ে দু'জনের বুকের ওপর চেপে বসে।

লিজের হাত থেকে চোজালি ছিটকে বেরিয়ে যায়। সেটা কুড়িয়ে নিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দেয় ডেভি। পরমুহূর্তে আবার চিতাবাঘের মতো লাফ দিয়ে ডিভানের ওপর একসাথে দু'জনের বুকের ওপর বসে ডেভি। ডেভির প্রচণ্ড ভারে দুই নারীশরীর পাশাপাশি একসাথে পিষ্টি হতে থাকে।

ভয়ার্ত ক্যাথি দেখে এক ভ্রাপনের নৃত্য।

লিজের যোনিদেশে তরবারির মতো প্রবেশ করে ডেভির যন্ত্র। সেকেন্ডে দু'বার করে আঘাত। দ্বিগুণ স্ফীত ডেভির পুরুষাঙ্গ। ডান হাতের সম্পূর্ণ মুঠো ঢুকে যায় সিউয়ের গর্ভে। আর্তনাদ করে ওরা। ডেভির হিংস্র দাঁত নেমে আসে লিজের বাম স্তনবৃন্তে, একটি কামড়ে ছিঁড়ে নেয়। রক্তাক্ত হয়ে যায় লিজের বুক। এবার ঠোঁট নেমে আসে সিউয়ের ঠোঁটের ওপর। তার নিচের ঠোঁট প্রচণ্ড দংশনে প্রায় টুকরো করে ফেলে ডেভি।

বিমূঢ় ক্যাথি ঘর থেকে পালাতে চেষ্টা করে।

এক লাফে এগিয়ে এসে ওর গলা টিপে ধরে ডেভি।

—সিট ডাউন. নয়তো গলা টিপে মেরে ফেলবো।

ক্যাথি জ্ঞান হারায়।

ডিভানের উপর কাতরাচ্ছে রক্তাক্ত দুই নারীদেহ। লিজের ক্লিটরিচ হাতের নখ দিয়ে চিড়ে দেয় ডেভি। সিউয়ের পায়ুদেশে দ্বিগুণ স্ফীত লিঙ্গ রাইফেলের ব্যারেলের মতো প্রবিষ্ট হয়। আর্তনাদ করতে চায় সিউ। কিন্তু স্বর বেরোয় না। এক, দুই, তিন করে কুড়িবার আঘাতের পর হাত জোড় করে সিউ—ফর গডস সেক! লিভ মি।

—নো, টেক অ্যানদার থার্টি।

পঞ্চাশবার স্ট্রোকের পর অনুভব করে সিউয়ের দেহ স্থির। মরে গেল নাকি! নাকের কাছে আঙুল নিয়ে দেখে—না নিঃশ্বাস পড়ছে। জ্ঞান হারিয়েছে।

এবার লিজকে শূন্যে তুলে ধরে ডেভি। মেঝের ওপর আছড়ে ফেলে। লিজের দুই পা সবিনয়ে ওর বেনিমুখে ম্যানইটার চিতাবাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে ডেভি।

—ইয়েস আই উইল ইট ইওর কান্ট। তোমার নারী-অঙ্গ বলে আর কিছু থাকবে না। দেহসঙ্গম আজ থেকে তোমার শেষ।

—বাঁচাও, দয়া করো—কোনও মতে বলে লিজ।

—হোয়ার ইজ ইওর ড্যাগার? আমার কক কাটবে কি করে?

আবার হিংস্র কামড়।

—আঃ, বিশাল আর্তনাদ লিজের।

রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার নিম্নাঙ্গ।

জ্ঞান ফিরে পায় ক্যাথি। বীভৎস কাণ্ড দেখে আবার জ্ঞান হারাবার উপক্রম।

পোশাক পরে ডেভি।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার আগে বলে, সেভ দেম টু হসপিটাল, নয়তো মারা যাবে। যারা আমায় হাসপাতালে পাঠাতো, তাদেরই পাঠাতে হচ্ছে, এটাই ভাগ্যের পরিহাস।

১২

ক্যাথির অ্যাপার্টমেন্ট থেকে সিলভিয়ান মিউজ কতদূর? ট্যাক্সিতে দশ-পনের মিনিট।

ফুটপাথে ছটফট করছে ডেভি। ট্যাক্সির পাত্তা নেই।

আকাশে কালো মেঘ। ঝিরঝির বৃষ্টি। অনন্তকাল চলবে বৃষ্টি। আকাশটাই জলভরা প্রশান্ত মহাকাশ।

ব্যাঙ্কে দেড় মাসে কত টাকা জমেছে? ক্যারেনও কিছু জমিয়েছে নিশ্চই। কালকের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন ছিল—একটা স্কুলে ব্যায়াম শিক্ষক, ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাক্টার নেবে। ফোন নম্বর আছে, কালকেই যোগাযোগ করতে হবে। জেসাস দয়া করলে—

—ট্যাক্সি।

ডেভির চিৎকার অগ্রাহ্য করে হুশ করে ট্যাক্সিটা চলে গেল। প্রচণ্ড রাগ হলেও লক্ষ্য করল ডেভি ট্যাক্সিটা খালি নয়। আরোহীরা বসে নেই, তাই দেখা যায়নি। একটি ছেলে ও একটি মেয়ে সিটের ওপর জড়াজড়ি করে শুয়ে চুমু খাচ্ছে। ট্যাক্সিওয়ালা ভালই টিপস পাবে তার রানিং রুমের জন্য—বিদ্যুৎবেগে চালাচ্ছে।

ক্যাথি যদি লিজ আর সিউকে হাসপাতালে পাঠায়, তাহলে ডাক্তার তো জিজ্ঞেস করবে—কে ওদের এমন দশা করল। ওদের কথা শুনে হয়তো পুলিশে খবর দেবে। পুলিশ আনবে দুটো চার্জ—রেপ, অ্যাভ অ্যাটেম্পট টু মার্ডার।

তার আগেই ক্যারেনকে নিয়ে উধাও হয়ে যেতে হবে কোথাও। প্রয়োজন হলে পৃথিবীর বাইরে।

ডেভি এখন ডেসপ্যারেট!

—ট্যাক্সি!

এইবার ট্যাক্সিটা এসে দাঁড়ায়। লাফ দিয়ে উঠে পড়ে ডেভি।

চলছে ট্যাক্সি।

ডেভি মানসলোকে কতরকমের সিনেমা দেখতে থাকে।

...ক্যারেনের বাড়িতে আজ তাকে বুকে জড়িয়ে গুড নাইট কিস করে ঘুমন্ত্রার সময় দরজায় নকিং। ড্রেসিং গাউন জড়িয়ে দরজা খুলতেই সার্জেন্ট। কঠোর স্বরে প্রশ্ন—আর ইউ ডেভি কর?

—ইয়েস!

—ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট।

...চার্চের সামনের লনের ঘাস কি ঘন সবুজ। সন্ধ্যেটা কি সুন্দর। ক্যারেনের ওয়েডিং গাউনটা কি সুন্দর। ফাদারের মন্ত্রপাঠ এবং আশীর্বাদ শেষ হয়েছে। ঝকঝকে লম্বা হুডখোলা গাড়িটায় উঠছে ওরা। চারপাশে সুন্দর কতগুলো মুখ হাসছে। কারা? হর্ষধ্বনি। কারা দিচ্ছে? কাদের হাত ফুল ছুঁড়ছে এত? ক্যারেন এখন মিসেস ক্যারেন কক্স।

...ওই তো ব্যাটার সি পার্ক। সমুদ্র গর্জন শোনা যায়।

হোটেলের মেয়েটি হেসে বলে, ওয়েলকাম লাভ বার্ড। হ্যাভ আ নাইস হনিমুন।

কি সুন্দর রুমে ব্যালকনিটা। ক্যারেন একটা গান গায়। রাতের ডিনারের পর ক্যাসেটের মিউজিকের তালে তালে নাচে দু'জনে।

ক্যারেন বলে, একটা কথা।

—বলো।

—আজ রাতে আমরা শুধু চুমু খাব, আর কিছু নয়।

—কেন?

—যা সবাই করে, তার উল্টোটা করব আমরা।

—তার মানে, সবাই বিয়ের আগে কিস করে, বিয়ের পরে বিছানায় শোয়। আমরা আগেই শুয়েছি। তাই বিয়ের রাতে শুধু আমরা কিস করব। অ্যাজ মাচ উই ওয়ান্ট। ওয়ান মিলিয়ন কিসেস। বাট নাথিং এলস?

ক্যারেন হাসে—ইয়েস।

...বাথটাবে সাবানের ফেনায় ভরা ক্যারেন কি লাভলি! আজ ওকে সাবান মাখাচ্ছে ডেভি। হঠাৎ, এ কি? পেটের কাছটা ফোলা কেন?

ক্যারেন হাসে—দুষ্টুমি করো না। তুমি বাবা হতে যাচ্ছ।

ট্যাক্সি ব্রেক কষে।

ড্রাইভার বলে, হিয়ার ইজ সিলভিয়ান মিউজ।

হাতঘড়িতে ঠিক ছ'টা বাজতে পাঁচ। অর্থাৎ সময় আছে। ভাড়া মিটিয়ে নামার ঠিক আগে গাড়ির আয়নায় নিজের মুখ দেখে চমকে ওঠে ডেভি। এ কি, সারা মুখে ছোপ ছোপ রক্ত। হাতের পাতায়, আঙুলে রক্ত। অন্ধকার বলে বিশেষ নজরে আসছে না, নইলে প্রথমেই ট্যাক্সি ড্রাইভারের নজরে আসতো।

পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ হাত মোছে ডেভি। সত্যি, মনে হবে খুন করে এসেছে। কিসের রক্ত বুঝতে অসুবিধা নেই। কিন্তু এই সব কাজের শেষে বাথরুমে যাবার যে কম্পালসারি আবশ্যকতা আছে, সেটার সুযোগ আজ পাওয়া যায়নি।

শুধু রক্ত নয়, নিজের মুখের চেহারা দেখেও চমকে ওঠে ডেভি। হ্যাঁ, মুখের রেখাতেও খুনীর চেহারা ফুটে উঠেছে। আশ্চর্য কি, লিজের ড্যাগারটা যদি ছুঁড়ে ফেলে না দেওয়া যেত, এবং ওই দুই মদমত্ত রাক্ষসী যদি মরিয়া হয়ে উঠতো, তবে একটা-না-একটা খুন নিশ্চয় হতো। ডেভিও খুন হতে পারত ওদের হাতে।

ড্রাকুলার মতো কাজ করেছে ডেভি। ভিডিও টেপে তোলা থাকলে মনে হতো কোনও হরর ফিল্মের শুটিং।

আরেকটু হলে সিলভান মিউজের সুন্দর আরবিক কাজ করা কাঁচের দরজাটা ভেঙে যেত। এখন ডেভিকে দমকা হাওয়া বলাই ভাল। ঝড়ের মতো তার গতি। সামনে যা পাচ্ছে, তাই উড়ে যাচ্ছে, গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে।

মুখোমুখি ডারলিন।

ডেভির চাপা গর্জন—মোনিকা কোথায়?

—ইন হার প্রাইভেট রুম।

—ক্যারেন?

—আই ডোন্ট নো।

—ওঃ, ব্লাডি ইনফরমার, ইউ মাস্ট নো!

ডেভির চিৎকারে শুধু ডারলিন নয়, সমস্ত অফিস কেঁপে ওঠে। উন্মত্ত ডেভি চিৎকার করে—ক্যারেন! ক্যারেন!

সত্যি বোধহয় পাগল হয়ে গেছে ডেভি।

শান্ত নম্র ভদ্র ডেভির এহেন ব্যবহার সিলভান মিউজের কেউ কখনও দেখেনি। চারদিকে সন্ত্রাস। এমনকি ম্যাসেজ রুমের রানিং কাজকর্মও থমকে যায়। দেহের আনন্দে লিপ্ত কামুকদের চমক জাগে—হোয়াট হ্যাপেনড!

এবার সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় মোনিকার অফিসরুমের দিকে ছুটে যায় ডেভি। ডারলিন বুঝতে পারে। বিশ্বস্ত অন-ডিউটি ডারলিনের ওপর নির্দেশ আছে, কাউকে এখন যেন মোনিকার ঘরে যাবার অনুমতি দেওয়া না হয়। ডেভি অবশ্য অনুমতির পরোয়া করছে না।

ডেভির পথরোধ করার চেষ্টা করে ডারলিন। সিঁড়ির মুখে ওর সামনাসামনি দাঁড়ায়।

—স্টপ। এখন মোনিকার ঘরে যাওয়া নিষেধ।

—হোয়াই?

—শী ইজ উইথ ক্যারেন।

মাথায় রক্ত চড়ে যায়। বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ক্যারেনের ডিউটি আজ। আগেই বলা আছে।

ডারলিন জানায়—মোনিকা ক্যারেনকে এক্সটেনডেড ডিউটি দিয়েছে। ওভারটাইম। তবে অন্য কোনও ক্লায়েন্ট নয়, মোনিকার ঘরেই—নাউ ক্যারেন অন ডিউটি।

—অল রাইট, আমি দেখছি।

সিঁড়িতে পা রাখে ডেভি।

ডারলিন সামনে এসে ওকে আটকায়—নো, এখন যাবে না।

সপাটে একটি চড় পড়তেই, 'মাই গড' বলে ঘুরে পড়ে ডারলিন। চারটি সিঁড়ি এক লাফে টপকে দোতলায় ছোটে ডেভি। হি ইজ ইন মার্ডারাস মুড।

দোতলার করিডোর দিয়ে ছুটতে গিয়ে একবার ফুলের টবের গায়ে পা লেগে মেঝেতে গড়িয়ে যায় ডেভি। প্রতিটি সেকেন্ড যেন লক্ষ টাকার। আগুন জ্বলছে, তাই সমস্ত সম্পদ জ্বলে ছাই হয়ে যাচ্ছে।

কপাল কেটে রক্ত ঝরছে ডেভির। এটা তার নিজের রক্ত। এইবার রক্তাক্ত মুখ খুনীর নয়, খুন হওয়া এক লোকের। ওঃ, মোনিকার প্রাইভেট রুমের দরজা এখন হাজার মাইল দূরে কেন? অলিম্পিক রানারের স্পীড চাই এখুনি এখানে পৌঁছতে হলে। ওখানেই একটা খুন হতে যাচ্ছে। বলা যায় না, সেই খুনটা হবে ডেভি ওখানে পৌঁছবার পর, না তার আগেই।

তীব্র এক পদাঘাতে মোনিকার ঘরের দরজা ভেঙে ফেলে ডেভি।

চিরকালের নির্দেশ—দরজায় নক না করে এবং 'কাম ইন' না শুনে, কেউ মোনিকার ঘরে ঢুকবে না। আজ ডেভি সে সব নিয়ম-কানুনের ঊর্ধ্বে উঠে গেছে। ঊর্ধ্বলোকে চলে গেলেও কোনও দুঃখ নেই তার। সারা জীবনের—যবে থেকে জ্ঞান এসেছে, যেদিন থেকে সে আত্মসচেতন হয়েছে এবং বুঝেছে, কত নিষ্ঠুর এই পৃথিবী, এখানে কত অসহায় সে, শরীর ছাড়া আর কোনও মূলধন নেই তার, আর কোনও গুণ নেই—অর্থাৎ ব্যবসা করলেও ক্যাপিটাল সেই শরীর, চাকরি করলেও কোয়ালিফিকেশন সেই শরীর—সেই থেকে এই মুহূর্ত পর্যন্ত যৌবনের পূর্ণ সমাগমে সমস্ত বোঝাপড়া আজ একদিনে সেরে নেবার সময় এসেছে। ক্যারেন শুধু একটা দেশলাই কাঠি মাত্র, আর ডেভির দেহমন এখন বারুদের স্তূপ।

মোনিকা নেকেড, কিন্তু ক্যারেনের গায়ে পোশাক রয়েছে। বোঝা যাচ্ছে, সদ্য-সদ্য পোশাক পরার অনুমতি মিলেছে। পোশাক খুললে হয়তো বোঝা যাবে এই কয়েক ঘণ্টায়—বিশেষ করে দেড় ঘণ্টা ব্যাপী এক্সট্রা-আওয়ার সার্ভিসের সময় ওকে কতখানি ক্ষতবিক্ষত করেছে মোনিকা। হ্যাঁ, ডেভি জানে, পোশাক খুললে দেখবে, হয়তো মোনিকার দাঁত আর নখের আক্রমণে ফুলের মতো নরম কিশোরী ক্যারেন রক্তাক্ত। গ্যাংরেপের পর তাকে এখানে আশ্রয় ও নিরাপত্তা দেবার পাই-টু-পাই শোধ নেবেই মোনিকা। অকৃতজ্ঞ ক্যারেনকে কত ভয়াবহ শাস্তি দেওয়া যায়, সে ব্যাপারে কল্পনা ও উদ্ভাবনী শক্তি যথেষ্ট আছে মোনিকার।

অর্থাৎ, সৌভাগ্যের কথা তো এই ক্যারেন এখনও বেঁচে আছে। দাঁড়িয়ে আছে। রক্তাক্ত শরীর ঢেকে পোশাক পরা ক্যারেন এখনও রয়েছে পৃথিবীতে।

ডেভির দিকে একবার ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকায় মোনিকা। তার দৃষ্টিতে বিস্ময়ের চিহ্ন নেই। যেন সে ডেভির জন্যই অপেক্ষা করছিল। এমন কি রক্তাক্ত মুখ, ক্লেদাক্ত পোশাক, ঘামে স্নান করা অমানুষিক চেহারা ও হিংস্র ভঙ্গির ডেভিকে বিন্দুমাত্র পাত্তা দেয় না মোনিকা।

কি করবে ডেভি বুঝতে পারে না। থমকে দাঁড়িয়ে যায়। হঠাৎ যেন মন্ত্রবলে দমকা হাওয়াট কোনও প্রেতাত্মা থামিয়ে দিল।

ডেভিকে দেখেও কোনও আবরণ গ্রহণ করার প্রয়োজন মনে করল না মোনিকা। ধীর গতিতে উঠে গিয়ে টেবিল থেকে সিগারেট নিয়ে লাইটার দিয়ে ধরাল। আর্ম চেয়ারটায় বসে ধোঁয়া ছাড়ল—যেন ঘরে তৃতীয় কোনও ব্যক্তি, অর্থাৎ ডেভির উপস্থিতিটাই তার অজানা।

ডেভি শুনতে পেল মোনিকার কথা।

—নাউ, তোমার কাছে দুটো পথ আছে ক্যারেন। আমার অ্যাকাউন্টেন্ট বলছে, এ পর্যন্ত ইন টার্মস অব লোন অ্যান্ড আদার ফেসিলিটিজ তুমি বিশ হাজার পাউন্ড নিয়েছ, তাছাড়া, আমার কিছু গোল্ডেন অর্নামেন্টস তোমাকে পরতে দিয়েছিলাম, তার মধ্যে একটা ডায়মন্ড ব্রেসলেট আছে। যদি রিজাইন করতে চাও, তার আগে এগুলো মিটিয়ে দিতে হবে, আদারওয়াইজ—

ক্যারেন বলে, অর্নামেন্টস সবই আমি দিয়ে দিয়েছি।

—নো, হোয়ার ইজ দ্য পেপার?

—তুমি বলেছিল, পরে রসিদ দেবে।

—বাজে কথা। আমি স্বীকার করি না।

—বাট, গড নোজ

—ওঃ, ফাক অফ—এর মধ্যে ভগবানকে ডেকো না।

ব্যাপারটা এর মধ্যেই বুঝতে পারে ডেভি। এইবার ডেভির গলা শোনা যায়, তার সাথে মৃদু হাততালি।

—ব্রেভো! সত্যি, ঈশ্বরকে টানার দরকার নেই, কিন্তু ডেভিলকে আছে। যখন ব্ল্যাকমেইলিং ইজ দ্য ওনলি ওয়ে—

মোনিকা চিৎকার করে—শাট আপ, ইউ বাস্টার্ড, স্ট্রীট ডগ। খেতে পাচ্ছিলি না, রাস্তা থেকে তোদের তুলে আনলাম। নাউ ইউ আর বার্কিং। আউট, নিচে যাও, তোমার স্যাকিং লেটার ইজ রেডি। আই হ্যাভ যাস্ট সাইনড ইট। পাঠিয়ে দিচ্ছি—আউট! অ্যান্ড ডোন্ট শো মি দ্যাট ব্লাডি ফেস এগেনই—ইউ সন অব বিচ।

লিজের ড্যাগারটা জানলা দিয়ে ফেলে না দিয়ে সাথে রাখলেই হতো—ভাবে ডেভি। ঘরের চারপাশে তাকায়, দেখতে চায় কোনও ধারালো অস্ত্র আছে কিনা। নয় তো দু'হাতে গলা টিপেই মারতে হবে মানুষরূপী এই প্রেতিনীকে।

জীবনে এই একটাই পুণ্য কাজ করবে হয়তো ডেভি।

ক্যারেন এগিয়ে এসে মোনিকার পা চেপে ধরে।

—প্লীজ, আমাদের ছেড়ে দাও। আমরা মুক্তি চাই। তুমি কেন এত সব মিথ্যে অভিযোগ দিয়ে আমাকে আটকাতে চাইছো! দরকার হলে, আমি জেলে যাব, তবুও এখানে আর এক মুহূর্ত থাকতে পারছি না।

—কিন্তু আমিও যে তোমায় প্রাণ থাকতে ছাড়তে পারছি না ডিয়ার। আর জেলে গেলে তোমার প্রিয়তম—আমার দিস আনগ্রেটফুল ডগকে কোথায় পাবে!

তবু পা চেপে ধরে থাকে ক্যারেন।

—প্লীজ, হ্যাভ মার্সি অন মাস—

মোনিকা হাসে—আঃ, তোমাদের দু'জনের আচরণ দেখে মনে হচ্ছে—এ যুগের রোমিও-জুলিয়েট। কিন্তু আমি কি করব! আমার কুত্তাটাকে আমি তাড়িয়ে দিলাম। হি উইল বি ব্যাক টু স্ট্রীট নাও। কিন্তু ডার্লিং, আই হ্যাভ মেইড ইউ লেসবিয়ান, বহু ট্রেনিং, লেসন দিয়ে তোমায় তৈরি করেছি। ইউ আর অ্যান অ্যাসেট। তোমার এখানে পার্মানেন্ট সার্ভিস—লাইফ-টাইম জব, আমি যে তোমাকে ছাড়া বাঁচবো না। আই লাভ ইউ ডার্লিং ক্যারেন। আই ক্যান নট মিস ইউ।

পা ছাড়িয়ে নেয় মোনিকা। আর অসাবধানতাবশতই নিশ্চই, একটা পায়ের পাতা ছিটকে ক্যারেনের মুখে লাগে।

হয়তো 'সরি' বলতে যাচ্ছিল মোনিকা।

বলা হলো না।

ডেভি যে অস্ত্রটা কখন ওদের কথার ফাঁকে তৈরি করে নিয়েছিল, সেটা টের পায়নি কেউ। ক্যারেনও না, মোনিকাও নয়।

তাই কাঁচের ফুলদানিটার মুখটা ভেঙে ধারালো পাঁচটি ফলা এক ত্রিশূল নয়—পঞ্চশূল তৈরি হয়েছিল।

এক সেকেন্ডের মধ্যে মোনিকার তলপেটের নিচে ও যৌনাঙ্গের মধ্যে আমূল বিদ্ধ হয়ে যায় এই নবলব্ধ অস্ত্র।

মোনিকা একটি শব্দও উচ্চারণ করার সময় পায় না।

ভয়ার্ত, হতভম্ব ক্যারেনের হাত ধরে আবার ঝড়ের বেগে করিডোর দিয়ে বেরিয়ে যায় ডেভি।

রাস্তায় এসে ওরা থমকে দাঁড়ায়।

থরথর করে কাঁপছে ক্যারেন—ডেভি ইউ আর আ কিলার!

—নো, আই অ্যাম আ সেভিয়ার।

—তুমি মোনিকাকে খুন করেছ।

—আমি ক্যারেনকে বাঁচিয়েছি।

—কোথায় যাব আমরা?

—তোমার বাড়ি।

সারাটা পথ দৌড়তে থাকে ওরা।

ক্যারেনের বাড়ি। আঃ, স্বর্গের দরজায়! আজ রাত আমাদের বিয়ের রাত, ব্রাইডাল নাইট।

কাল? এবং তারপর?

জানি না। আজ রাতটাই সব। কোন এক কবি বলেছে না—কে বলতে পারে পৃথিবীটা আজ রাতেই শেষ হয়ে যাবে না। হু নোজ দ্য ওয়ার্ল্ড উইল নট অ্যান্ড টু-নাইট!

এতক্ষণ হাত ধরাধরি করে দৌড়ে ক্লান্ত ওরা। তবু বাড়ির কাছে এসে গেছে।

হঠাৎ বিশাল হেডলাইটের ফোকাস। পুলিশ!

...স্বর্গ হতে বিদায়।

সমাপ্ত

A
SPSM
CREATION

/ আপনার মন্তব্য / (সংক্ষিপ্ত) হস্তলিখন ছোট হওয়া বাঞ্ছনীয়

The novel is not only excilent, but sexylent too. A real enjoyable element, which is real not only in sylhet, but also the whole world. → Gangstar.